দ্য
কনফেসর

ড্যানিয়েল সিলভা

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

আমেরিকার মিশিগানে জন্ম হলেও ড্যানিয়েল সিলভা বেড়ে উঠেছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর মাস্টার্স সম্পন্ন করলেও ঢুকে পড়েন সাংবাদিকতায়, সেই সুবাদে দীর্ঘ দিন কেটেছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। বেশ কয়েক বছর সিএনএন-এ কাজ করেছেন তিনি, সেই সময়ই তার প্রথম উপন্যাস *দ্য আনলাইকলি স্পাই* বের হলে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় ফলে সিএনএন ছেড়ে মনোনিবেশ করেন লেখালোখিতে। কিন্তু তার সৃষ্ট গ্যাব্রিয়েল আলোনকে নিয়ে প্রথম বই *দ্য কিল আর্টিস্ট* বের হলে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একে একে নয়টি বই লিখতে হয় গ্যাব্রিয়েল আলোনকে নিয়ে। *দ্য কনফেসর* তার অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

সাম্প্রতিককালের সবচাইতে নিখুঁত এবং দক্ষ আমেরিকান স্পাই নভেলিস্ট ড্যানিয়েল সিলভাকে জন লেকার এবং গ্রাহাম গ্রিনের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মোট ২৫টি ভাষায় সিলভার উপন্যাস অনুবাদিত হয়েছে আর সব কটিই পেয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা।

বর্তমানে তিনি স্ত্রী জেমি গ্যাঞ্জেলের সাথে ওয়াশিংটনে বাস করছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন পরবর্তী গ্যাব্রিয়েল আলোন সিরিজের

ড্যানিয়েল সিলভা'র

দ্য
কনফেসর

অনুবাদ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য কনফেসর

মূল : ড্যানিয়েল সিলভা

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Confessor

copyright©2009 by Dniel Silva

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

"রোম সরব হয়েছে; এই কেসটা ক্লোজ করা হলো।"

–সেন্ট অগাস্তিন

অধ্যায় ১

মিউনিখের একটি অ্যাপার্টমেন্ট

৬৮ নাম্বার এডালবারস্ট্রাসি অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটা শোবিং ডিস্ট্রিক্টের অন্যতম ফ্যাশনেবল ভবন, যা মিউনিখের অভিজাত পেশাজীবিদের হৈহট্টগোলে এখনও জনাকীর্ণ এলাকা হয়ে ওঠে নি। দুটো লাল দালানের মাঝে ভবনটা কোনো রকম দাঁড়িয়ে আছে। ৬৮ নাম্বার সংখ্যাটা যেনো দেখতে কুৎসিত এক সৎ বোনের মতো। এর সামনের প্রাঙ্গণটি পাথরে বিছানো। আকৃতিটা যেনো মাথা নুয়ে রাখা অপ্রতিভ বৃদ্ধের। এর জন্যেই ভবনের বাসিন্দাদের প্রায় সবাই ছাত্র-ছাত্রি, চিত্রশিল্পী, বিপ্লবী, আর বেহায়া পাঙ্ক রকার। ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার নামের এক কেয়ারটেকারের অধীনে বসবাস করে তারা। গুজব আছে, আসল ভবনটি যখন মিত্রবাহিনীর বোমায় মাঁটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিলো তখনও এই মহিলা এখানেই বাস করতেন।

প্রতিবেশীরা এই ভবনটিকে চক্ষুশূল বলে মনে করে। এখানকার বোহিমিয়ান লোকজনদের কারণে এক সময় অনেকেই এটাকে জার্মানির মঁতমার্ত্রে বলে অভিহিত করতো—হেস্, মান আর লেনিনের শোবিং। আর এডলফ হিটলারের কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো।

প্রফেসর সাহেব কাজ করে তৃতীয় তলায়। তার জানালাটা বিজ্ঞাপনের জন্যে লোভনীয় একটি জায়গা। এই এলাকার খুব কম লোকেই জানে সমাজচ্যুত এই তরুণ অস্ট্রিয়ান এক সময় এখানকার বৃক্ষশোভিত নিরিবিলি এলাকাটিতে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলো। ছাত্র-ছাত্রি আর নিজের সহকর্মীদের কাছে সে হের ডক্টরপ্রফেসর স্টার্ন নামেই পরিচিত। আর আশেপাশে তার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে বেনজামিন বলে ডাকে। তার নিজ দেশ থেকে মাঝে মাঝে যেসব লোকজন এখানে আসে তারা তাকে বেনইয়ামিন নামে সম্বোধন করে। তেল আবিবের উত্তরে অবস্থিত নামফলকবিহীন সুরম্য এক ভবনে তার যৌবনের কষ্টার্জিত কর্মফলের যে ফাইল সংরক্ষিত আছে সেখানে তার নাম স্রেফ বেনি। আরি শ্যামরোনের কুলাঙ্গার কনিষ্ঠ ছেলে। অফিশিয়ালি বেনজামিন স্টার্ন জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার। যদিও সে বিগত চার বছর ধরে মিউনিখের অত্যন্ত নামকরা লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপিয়ান স্টাডিজের একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। এটা যেনো স্থায়ী কোনো ঋণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্যে, তবে

প্রফেসর সাহেবের কাছে ব্যাপারটা বেশ চমৎকার একটি ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। ইতিহাসের অদ্ভুত পরিহাস এই যে, একজন ইহুদি হিসেবে বর্তমান সময়ে জেরুজালেম কিংবা তেলআবিবের চেয়ে জার্মিনিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে সে।

তার নিজের মা কুখ্যাত রিগা'র *ঘেট্টো* থেকে বেঁচে আসা একজন মানুষ—এই তথ্যটির কারণে প্রফেসরকে ৬৮ নাম্বারের ভাড়াটেদের মধ্যে একটু সন্দেহজনক দৃষ্টিতেই দেখা হয়। সে একজন কৌতুহলোদ্দীপক ব্যক্তি। তাদের বিবেক। তারা তার কাছে প্যালেস্টাইনের সমস্যার কথা জানতে চায়। ভদ্রভাবে তারা তার কাছে এমন সব প্রশ্ন করে যা নিজেদের বাপ-মা কিংবা দাদা-দাদিদেরকেও কখনও করার সাহস দেখায় না।

সে তাদের অভিভাবক। এক ধরণের পথপ্রদর্শক। নিজেদের পড়াশোনার ব্যাপারে তার কাছে তারা উপদেশ নিতে আসে। প্রেমিকার কাছে ছ্যাকা খাওয়ার পর তার কাছেই সান্ত্বনা খোঁজে। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগলে হানা দেয় তার ফৃজে। টাকা ফুরিয়ে গেলে খালি ক'রে ফেলে তার মানিব্যাগ। তারচেয়েও বড় কথা, ভাড়াটেদের পক্ষে কেয়ারটেকার র‍্যাটজিঙ্গারের সাথে সব ধরণের আলোচনা আর দরকষাকষি সে-ই ক'রে থাকে। প্রফেসর স্টার্নই এই ভবনের একমাত্রও ব্যক্তি যে ঐ বৃদ্ধ মহিলাকে ভয় পায় না। মনে হয় তাদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক রয়েছে। একটা অদৃশ্য বন্ধন। "এটা হলো স্টকহম সিনড্রোম," টপ ফ্লোরে থাকা মনোবিজ্ঞানের এক ছাত্রের দাবি। "বন্দী আর রক্ষী। প্রভু আর দাস।" কিন্তু সম্পর্কটা আসলে তারচেয়েও বেশি কিছু। প্রফেসর আর ঐ বৃদ্ধ মহিলা মনে হয় একই ভাষায় কথা বলে।

আগের বছর যখন তার বই *ওয়ানসি কনফারেন্স* আর্ন্তজাতিক বেস্টসেলার হিসেবে স্বীকৃতি পায় তখন প্রফেসর স্টার্ন অন্য কোথাও ভালো আর স্টাইলিশ ভবনে চলে যাবার কথা ভেবেছিলো। সম্ভবত আরো বেশি নিরাপদ এবং ইংলিশ গার্ডেনের দৃশ্য দেখা যায় এরকম কোনো ভবনে। এমন এক জায়গায় যেখানে অন্য ভাড়াটেরা তার অ্যাপার্টমেন্টকে নিজেদের জায়গা ব'লে মনে করবে না। এই খবরটা শোনার পর সবার মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। এক রাতে তারা সবাই তার কাছে জড়ো হয়ে এখানে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ জনায়। তারা তার কাছে প্রতীজ্ঞা করে, কথা দেয় তার ঘর থেকে কোনো খাবার চুরি করবে না। কোনো ধরণের টাকা-পয়সা ধার চাইবে না। তার নিরিবিলি থাকার ইচ্ছেটাকেও আগের চেয়ে আরো বেশি সম্মান দেখানো হবে। একেবারে প্রয়োজন ছাড়া তার কাছে কেউ উপদেশও নিতে আসবে না। এসব শুনে প্রফেসর রাজি হয়ে যায়, কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই যে লাউ সে কদু। আগের অবস্থা ফিরে আসাতে

মনের গহীনে সে অবশ্য খুশিই হয়েছে। ৬৮ নাম্বারের বিপ্লবী আর ছন্নছাড়া ছেলেপেলেগুলোই যে বেনজামিন স্টার্নের একমাত্র পরিবার।

রাস্তা দিয়ে চলা একটা গাড়ির শব্দ তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটালো। দেখার জন্যে ঘুরে তাকাতেই ক্যানোপি বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো গাড়িটা। নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। এগারোটা ত্রিশ। সেই সকাল পাঁচটা থেকে আছে। চোখের চশমাটা খুলে অনেক সময় নিয়ে চোখ দুটো ঘষলো প্রফেসর। বই লেখার ব্যাপারে জর্জ অরওয়েল যে কথাটা বলেছিলেন সেটা যেনো কি? মারাত্মক আর ক্লান্তিকর একটি প্রচেষ্টা, জীবনভর এক বেদনাদায়ক অসুখের সাথে লড়াই ক'রে যাওয়া।

কখনও কখনও বেনজামিন স্টার্ন ভাবে যেনো এই বইটা তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। তার টেলিফোনের এনসারিং মেশিনের লাল বাতিটা পিট পিট ক'রে জ্বলছে। ফোনের রিংটোন বন্ধ রাখার বাতিক আছে তার। অসময়ে রিং বাজলে মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

একটু ইতস্তত ক'রে বোতামে চাপ দিতেই ছোট্ট স্পিকারটা হেভিমেটাল মিউজিকে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। এরপরই যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো একটা কণ্ঠ শোনা গেলো ফোনের অপরপ্রান্তে।

"আপনার জন্যে আমার কাছে কিছু সুসংবাদ আছে, হের ডক্টরপ্রফেসর। দিনের শেষে এই পৃথিবীতে কেবল একজন ইহুদিই বেঁচে থাকবে! উইডারসেহেন, হের ডক্টরপ্রফেসর।"

ক্লিক্।

প্রফেসর মেসেজটা ইরেজ ক'রে ফেললো। এতো দিনে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। সপ্তাহে এরকম দুটো মেসেজ পায়। কখনও কখনও তারও বেশি। সেটা নির্ভর করে সে কতোবার টেলিভিশনে কিংবা পাবলিক ডিবেইটে অংশ নিলো তার উপর। কণ্ঠ শুনেই তাদের চিনতে পারে এখন। তাদের এসব বার্তা কিংবা কণ্ঠ তার নার্ভে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। এইমাত্র যে লোকটা মেসেজ পাঠালো সে মাসে দু'বার এরকম করে। প্রফেসর তার ডাক নাম দিয়েছে উলফি। কখনও কখনও পুলিশকে বিষয়টা জানায়, তবে বেশির ভাগ সময়ই জানায় না, কারণ এ ব্যাপারে তাদের করার কিছু নেই।

ডেস্কের কাছে মেঝেতে পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপি আর নোটগুলোর দিকে তাকালো। তারপর একজোড়া জুতো আর উলের সোয়েটার পরে একটা ব্যাগ হাতে নিলো সে। পুরনো এই ভবনে কোনো লিফট নেই। তার মানে পুরো দোতলা সিঁড়ি ভেঙে নামতে হবে তাকে। লবিতে ঢুকতেই তার নাকে কেমিক্যালের গন্ধ এসে লাগলো। নীচ তলার পুরো ভবনটি ছোটোখাটো একটি

কসমেটিকের আখড়া। বিউটি শপের ব্যাপারে প্রফেসরের বিরাগ রয়েছে। দারুণ অপছন্দ করে। ব্যস্ততার সময় তার ভেন্টিলেটর দিয়ে নেইল পলিশ রিমুভারের গন্ধ এসে লাগে নাকে। পুরো ফ্ল্যাটটা সেই গন্ধে ভরে যায়। এর জন্যে পুরো ভবনটি যেরকমটি নিরাপদ সে চায় তারচেয়েও কম নিরাপদ থাকে। লবিতে সুন্দরী শোবিনিয়ান মেয়েতে গিজ গিজ ক'রে সারাক্ষণ। নিজেদের ফেশিয়াল, পেডিকিউর আর ওয়াক্সিং করার জন্যে ভীড় করে তারা।

ডান দিকে মোড় নিয়ে বাইরের প্রাঙ্গনে এসে পড়লো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো বিড়াল আছে কিনা। গতরাতে বিড়ালের সুতীব্র আর্তনাদে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। আজ সকালে অবশ্য কোনো বিড়াল দেখা যাচ্ছে না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দুই সুন্দরী মেয়ে সিগারেট ফুঁকছে। কয়েকটা নোংরা ইট ভরে ব্যাগটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলো প্রফেসর।

নিজের ভবনে ফিরে এসেই প্রবেশমুখে ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গরকে দেখতে পেলো একটা জীর্ণ ব্রুম নিয়ে ফ্লোরটা মুছছেন আর শাপশাপান্ত করছেন। "গুড মর্নিং, হের ডক্টরপ্রফেসর," ক্ষিপ্ত কণ্ঠেই বললেন মহিলা। এরপর অনেকটা অভিযোগের সুরে বলতে শুরু করলেন : "সকালের কফি খেতে বাইরে গেছিলেন, না?"

প্রফেসর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বিড়বিড় ক'রে বললো, "*জা জা*, ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার।" মহিলা দোমড়ানো মোচড়ানো কিছু ফ্লাইয়ারের দিকে চেয়ে আছেন। একটা পার্কে বিনামূল্যে কনসার্টের, অন্যটা শেলিং-স্ট্রাসের একটি মেসেজ পার্লারের।

"কতোবার যে তাদেরকে আমি বলেছি এইসব জিনিস এখানে না ফেলতে, তারপরও তাদের কান দিয়ে কোনো কথা ঢোকে না। ৪বি-এর ঐ ড্রামা স্টুডেন্টটার কাজ এটা। সে এই বিল্ডিংয়ে সবাইকেই ঢুকতে দেয়।"

প্রফেসর কাঁধ তুলে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো কেবল। মেঝে থেকে ফ্লাইয়ার দুটো তুলে নিয়ে মহিলা বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই বাইরের দু'জন সুন্দরীকে যত্রতত্র সিগারেটের ছাই ফেলার জন্যে মহিলার ভর্ৎসনা শুনতে পেলো সে।

বাইরে পা রাখতেই শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তার মুখে এসে লাগলো। মার্চের শীতের মতো অতোটা তীব্র নয়। আকাশে সূর্যের আলো ঘন মেঘ ফুড়ে রোদ ছড়াচ্ছে। কোটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ইংশি গার্ডেনে আসতেই চোখে পড়লো লেকের দু'পাশের পাকা রাস্তা। সেই রাস্তার এক পাশে সারি সারি গাছ। সেই গাছগুলো ধরে এগোতে লাগলো সামনের দিকে। পার্কটা তার খুবই পছন্দের জায়গা। সকালবেলার কম্পিউটারের কাজ তাকে পরিশ্রান্ত ক'রে ফেলেছে, পার্কে আসাতে এখন খুব ভালো লাগছে। শান্ত

পরিবেশ একটু প্রশান্তি দিচ্ছে তাকে। তারচেয়েও বড় কথা, এতে করে ওরা তাকে অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখারও একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আচমকা থেমে কোটের পকেটে এমনভাবে চাপড় মারলো যেনো কোনো কিছু ভুলে ফেলে এসেছে। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ দিয়ে হন হন করে ছুটতে লাগলো। আশপাশের মুখগুলো ভালো ক'রে দেখতে দেখতে ফিরে যেতে লাগলো, তার অসম্ভব প্রতিভাবান স্মৃতি ভাণ্ডারে যেসব মানুষের মুখ সংরক্ষিত আছে তাদের সাথে কোনো ম্যাচ হয় কিনা লক্ষ্য রাখলো সে। একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির ফুটব্রিজের উপর এসে থামলো, যেনো নিচের পানির দৃশ্যটা তাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। চেহারায় মাকড়ের টাট্টু আঁকা এক মাদক বিক্রেতা তার কাছে এসে হেরোইন সাধলে প্রফেসর আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলো সেখান থেকে। দুই মিনিট বাদে একটা পাবলিক ফোনে ঢুকে ফোন করার ভান করলো সে, কিন্তু তার চোখ ঘুরে বেড়ালো আশেপাশে। রিসিভারটা রেখে দিলো প্রফেসর।

উইডারসেহেন, হের ডক্টরপ্রফেসর।

লুডভিগস্ট্রাসের দিকে মোড় নিয়ে দ্রুত ইউনিভার্সিটি ডিস্ট্রিক্টের দিকে ছুটলো। মাথা নীচু ক'রে হাটতে লাগলো এই আশায় যেনো কোনো পরিচিত ছাত্রছাত্রি কিংবা সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। নিজের ডিপার্টমেন্টের আত্মম্ভরি চেয়ারম্যান ড. হেলমুট বার্জার গত সপ্তাহে তাকে একটা নোংরা চিঠি পাঠিয়েছেন। কখন তার বইয়ের কাজ শেষ হবে, আর কবে থেকে সে লেকচার দিতে শুরু করবে এসব নিয়ে উদ্বিগ্নতা জানিয়েছেন ভদ্রলোক। প্রফেসর স্টার্ন ড. বার্জারকে মোটেও পছন্দ করে না—তাদের বহুল আলোচিত বিবাদটি কেবলমাত্র একাডেমিকই নয়, বরং ব্যক্তিগত পর্যায়েও। যথারীতি সেই চিঠির জবাব দেবার মতো সময় বের করতে পারে নি সে।

ভিক্টুয়ালিয়ানমার্কেটের ভীড় তার মাথা থেকে কাজের চিন্তাটা বিদায় করে দিলো। শাকসব্জি-ফলমূলের স্তূপ আর ফুলের দোকানগুলো পেরিয়ে খোলা মাংসের দোকানের দিকে গেলো সে। রাতের খাবারের জন্যে কিছু কিনে নিয়ে সেখান থেকে সোজা রাস্তার ওপাড়ে একটা ক্যাফেতে গিয়ে কফি আর ডিঙ্গেলব্রট খেয়ে নিলো। শোবিং থেকে বের হবার পাঁচচল্লিশ মিনিট পর তার মনে হলো একটু রিফ্রেশ লাগছে। মাথাটাও খুব হালকা বোধ করছে এখন। বই নিয়ে আবারো কুস্তি লড়ার জন্যে প্রস্তত তার মাথাটা। অরওয়েল হলে বলতো, এটাই তার অসুখ।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের লবিতে পৌছাতেই একটা দমকা বাতাস তাকে অনুসরণ করলো। স্যামন রঙের একেবারে আনকোরা কয়েকটা ফ্লাইয়ার সেই

বাতাসে উড়ছে এদিক ওদিক। প্রফেসর ঘাড় নীচু করে সেগুলোর কয়েকটা পড়ার চেষ্টা করলো। কাছের কোনো এক জায়গায় নতুন একটা কারির দোকান খুলেছে কেউ। ভালো কারি তার খুব পছন্দ। এরকম একটি ফ্লাইয়ার তুলে কোটের পকেটে ভরে নিলো সে।

বাতাসের চোটে কিছু লিফলেট প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়েছে। ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার দেখলে রেগেমেগে আগুন হয়ে যাবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নিজের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের দরজা ফাঁক ক'রে মাথা বের করে কাগজগুলো দেখে ফেললেন মহিলা।

যথারীতি তিনি প্রফেসরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। পকেট থেকে চাবি বের ক'রে দরজার তালা খোলার সময় মহিলার নতুন অভিযোগের বকবকানি শুনতে লাগলো প্রফেসর।

রান্নাঘরে খাবারগুলো রেখে কেটলিতে এক কাপ চা বসিয়ে হলওয়েতে তার স্টাডিরুমে চলে গেলো সে। তার ডেস্কের সামনে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আনমনে রিসার্চ পেপারগুলোর পাতা উল্টাচ্ছে লোকটা। সাদা টানিক পরে আছে, ঠিক যেমনটি বিউটিশিয়ানরা কসমেটিক করার সময় পরে। বেশ লম্বা আর তার কাঁধ শক্তিশালী অ্যাথলেটদের মতো। সোনালী চুল। ফাঁকে ফাঁকে ধূসর রঙের কিছু চুল উঁকি মারছে। প্রফেসরকে ঘরে ঢুকতে দেখে লোকটা মুখ তুলে তাকালো। তার চোখ দুটোও ধূসর। একেবারে হিমবাহের মতো ঠাণ্ডা-শীতল।

"আপনার সিন্দুকটা খুলুন, হের ডক্টরপ্রফেসর।"

কণ্ঠটা একদম শান্ত। প্রায় ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে। বাচনভঙ্গী শুনে মনে হচ্ছে জার্মানভাষী। তবে সেটা উলফির কণ্ঠ নয়—এ ব্যাপারে প্রফেসর স্টার্ন একদম নিশ্চিত। মানুষের ভাষা আর আঞ্চলিক ভঙ্গী ধরার ব্যাপারে তার দক্ষতা রয়েছে। এই লোকটা সুইস। তার *সোয়াইৎজারডশ* ভাষা শুনে মনে হচ্ছে পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলে তার আবাস।

"আরে, তুমি কে?"

"সিন্দুকটা খুলুন," আগন্তুক কথাটা আবারো বললো। তার চোখ এখন ডেস্কের পেপারগুলোর উপর নিবদ্ধ।

"সিন্দুকে মূল্যবান কিছু নেই। আর যদি টাকার কথা বলে থাকো তো তুমি—"

প্রফেসর স্টার্ন তার কথা পুরো শেষ করতে পারলো না। চট ক'রে লোকটা পকেট থেকে একটা সাইলেন্সার পিস্তল বের করলো। ভাষার মতো অস্ত্রের ব্যাপারেও প্রফেসরের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। অস্ত্রটা রাশিয়ার তৈরি স্টেচকিন হ্যান্ডগান। বুলেটটা প্রফেসরের ডান হাটুর নিক্যাপে গিয়ে আঘাত হানলে হাটুর

ক্ষতস্থান দু'হাতে ধরে মেঝেতে পড়ে গেলো সে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে।

"এক্ষুণি কম্বিনেশনটা আমাকে দিয়ে দিন," সুইস লোকটা শান্ত কণ্ঠে বললো।

যে সুতীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে সেরকম যন্ত্রণা এর আগে এই জীবনে কখনই পায় নি। হাফাচ্ছে; দম নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তার। *কম্বিনেশন?* হায় ঈশ্বর, নিজের নামটাই তো এখন মনে করতে পারেছে না সে।

"আমি অপেক্ষা করছি, হের ডক্টরপ্রফেসর।"

একবুক দম নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলো। বেশি করে নিঃশ্বাস নিলে তার মাথায় প্রচুর অক্সিজেন পৌঁছাবে ফলে মাথাটা ঠিকমতো কাজ করতে পারবে। সিন্দুক খোলার কম্বিনেশনটাও তখন মনে পড়বে খুব সহজে। নাম্বারগুলো বলার সময় তার চোয়ালটা কাঁপতে লাগলো ভয়ে। আগন্তুক হাটু মুড়ে সিন্দুকের নাম্বারটা মেলাতে লাগলো বেশ দক্ষতার সাথেই। একটু পরই সিন্দুকের দরজাটা খুলে গেলে ভেতরে তাকালো আগন্তুক, তারপর প্রফেসরের দিকে। "আপনার কাছে ব্যাকআপ ডিস্ক আছে। ওগুলো কোথায় রেখেছেন?"

"আমি জানি না, তুমি কিসের কথা বলছো?"

"এখন আপনার যে অবস্থা তাতে ক'রে ছড়ি নিয়ে হাটতে পারবেন।" অস্ত্রটা আবার তুলে ধরলো সে। "কিন্তু আমি যদি এখন আপনার অন্য হাটুটাতেও গুলি করি তবে সারা জীবন ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হবে।"

প্রফেসর জ্ঞান হারানোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তার চোয়ালটা কাঁপছে। *কাঁপবি না, শালার চোয়াল! তোর ভয় প্রকাশ করিয়ে লোকটাকে মজা দিবি না!*

"ফৃজে।"

"ফৃজে?"

"পাছে যদি—" তীব্র একটা যন্ত্রণা তাকে কাতর ক'রে তুললো—"আগুন লেগে যায় সেজন্য।"

আগন্তুক ভুরু তুললো। *চালাক লোক।* তিন ফিট লম্বা নাইলনের একটা ডাফেল ব্যাগ সাথে ক'রে নিয়ে এসেছে সে। সেটার ভেতর থেকে সিলিন্ডারজাতীয় একটা জিনিস বের করলো স্প্রে পেইন্টের একটা ক্যান। ক্যাপটা খুলে স্টাডিরুমের দেয়ালে একটা প্রতীক এঁকে দিলো লোকটা। সহিংসতার প্রতীক। ঘৃণার প্রতীক। হাস্যকরভাবেই প্রফেসর ভাবলো ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার যদি এটা দেখেন তো কী বলবেন। ঘোরের মধ্যে বিড় বিড় ক'রে কিছু একটা হয়তো বলেছে সে, কেন না আগন্তুক লোকটা থেমে তার দিকে চেয়ে কী যেনো নিরীক্ষা কর[illegible]।

আঁকাআঁকি শেষ ক'রে লোকটা প্রফেসরের কাছে এসে দাঁড়ালো। হাঁটুর আঘাতটা এতোটাই তীব্র যে বেনজামিন স্টার্নের শরীর গরম হয়ে জ্বর এসে পড়েছে। চারপাশ থেকে কালো হয়ে আসতে শুরু করেছে চোখের দৃষ্টি। ফলে মনে হচ্ছে আগন্তুক টানেলের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চোখে উন্মাদগ্রস্ততা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু সেখানে কেবল সুকঠিন বুদ্ধিদীপ্ত শীতলতা। লোকটা কোনো উগ্রবর্ণবাদী নয়, ভাবলো। সে একজন প্রফেশনাল।

আগন্তুক তার কাছে এসে বললো, "আপনি কি আপনার শেষ কনফেশনটি করবেন, প্রফেসর স্টার্ন?"

"এসব কি বলছো—" ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো সে—"তুমি?"

"খুব সোজা কথা। আপনি কি আপনার পাপের জন্যে কনফেশন করবেন?"

"তুমি একজন খুনি," বেনজামিন স্টার্ন দ্বিধার সাথে বললো।

ঘাতক মুচকি হাসলো। অস্ত্রটা আবারো তুলে ধরে পর পর দুটো গুলি করলো প্রফেসরের বুকে। বেনজামিন স্টার্ন টের পেলো তার শরীরটা কেঁপে উঠেছে তবে নতুন কোনো যন্ত্রণা পাচ্ছে না সে। আরো কয়েক সেকেন্ড তার জ্ঞান থাকলো। ঘাতক হাঁটু মুড়ে তার কপালে বুড়ো আঙুল স্পর্শ করার সময়টুকু পর্যন্ত সচেতন রইলো সে। লোকটা কী যেনো বিড় বিড় ক'রে বললো। *ল্যাটিন?* হ্যা, এ ব্যাপারে সে একদম নিশ্চিত।

"ইগো তে অ্যাবসলভো এ পিকাত্তিস তুইস, ইন নমিনে পাতরিস এত ফিলি এত স্পিরিতাস সাঙ্কতি। আমেন।"

খুনির চোখের দিকে তাকালো প্রফেসর। "কিন্তু আমি তো একজন ইহুদি," বিড় বিড় ক'রে বললো কথাটা।

"তাতে কিছু যায় আসে না," গুপ্তঘাতক বলেই অস্ত্রটা বেনজামিন স্টার্নের কপালের পাশে ঠেকিয়ে শেষ গুলিটা করলো সে।

অধ্যায় ২

ভ্যাটিকান সিটি

দক্ষিণে চারশ' মাইল দূরে রোম শহরের কেন্দ্রস্থলে এক পাহাড়ি এলাকায় দেয়াল ঘেরা বাগানের ছায়াঘন অংশ দিয়ে এক বৃদ্ধ লোক ধীর পদক্ষেপে হেটে যাচ্ছেন। তার পরনে সাদা রঙের আলখেল্লা আর কাসোক। বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি খুব বেশি দ্রুত চলাফেরা করতে পারেন না। তারপরও প্রতি সকালে এ বাগানের সারি সারি পাইন গাছের নীচে পাথর বিছানো পথ ধরে কমপক্ষে এক ঘণ্টা হাটাহাটি করার জন্যে আসেন তিনি।

এখানে নির্বিঘ্নে ধ্যান করার জন্যে তার পূর্বসূরীদের কেউ একজন জঙ্গল সাফ করে এই বাগান তৈরি করেছিলেন। সাদা আলখেল্লা পরা লোকটি মানুষ দেখতে খুব পছন্দ করেন—সত্যিকারের মানুষ। শুধুমাত্র নিজেদের কোনো কার্ডিনাল কিংবা বিদেশী ডিগনিটারিদের নয়, যারা প্রতিদিন তার হাতে চুমু খায়। তার থেকে কয়েক হাত দূরে এক সুইসগার্ড সব সময় তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে থাকে। তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে নয়, নিরাপত্তার খাতিরে। মাঝে মাঝে একটু থেমে ভ্যাটিকানের বাগানের মালিদের সাথে টুকটাক কথা বলতে তিনি খুব ভালোবাসেন। জন্মগতভাবেই তিনি কৌতুহলী একজন মানুষ। আর নিজেকে এক ধরণের উদ্ভিদবিদ হিসেবেও বিবেচনা করেন। মাঝে মধ্যে নিজ হাতেই কোদাল আর কাঁচি নিয়ে গোলাপ বাগানের পরিচর্যা করতে লেগে যান। একবার বাগানের মধ্যে এক সুইসগার্ড তাকে দু'হাতে হাটু ধরে দেখতে পেয়ে খারাপ কিছু ভেবে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনেছিলো। পরে দেখা গেলো রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ পদে আসীন লোকটি আসলে আগাছা সাফ করছিলেন।

হলি ফাদারের খুব ঘনিষ্ঠ যারা তারা দেখতে পাচ্ছে আজকাল তিনি বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন। হাস্যরস আর সহজ-স্বাভাবিকতার যে ব্যাপারটা তার মধ্যে ছিলো সেটা তিনি ভোটের সেই তিক্ত আর চূড়ান্ত দিনের পর পরই হারিয়েছেন। ভেনিসের সিস্টার টেরেসা, যে কিনা পাপালের গৃহস্থালী বিষয়াদি দেখাশোনা করেন, লক্ষ্য করেছেন খাবারের ব্যাপারেও তার মধ্যে অরুচি দেখা দিয়েছে। বিকেলে চায়ের সাথে দেয়া মিষ্টি বিস্কুটের কিছুই তিনি ছুঁয়েও দেখেন না।

সিস্টার প্রায়ই বিশাল প্রাসাদের চতুর্থ তলায় পাপালের স্টাডি রুমে ঢুকে দেখেন তিনি মেঝেতে উপুড় হয়ে গভীর প্রার্থনায় মগ্ন। চোখ দুটো এমনভাবে বন্ধ ক'রে রেখেছেন যেনো তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে আছেন তিনি। সুইস গার্ডদের

প্রধান কার্ল ক্রুনার লক্ষ্য করেছে হলি ফাদার ভ্যাটিকানের বাইরে তাইবার নদীর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যান। অনেক বছর ধরেই ক্রুনার ভ্যাটিকানের চার দেয়ালের ভেতর নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে। সিস্টারকে সে বুঝিয়েছে প্রত্যেক পোপই এই গুরুদায়িত্ব সামলাতে হিমসিম খান। "কখনও কখনও তাদের মতো মহান আত্মার লোকও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। আমি নিশ্চিত, ঈশ্বর তাকে এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মতো শক্তি দান করবেন। বৃদ্ধ পিয়েত্রো খুব জলদিই ফিরে আসবে আবার।"

তবে সিস্টার টেরেসা অতোটা নিশ্চত নয়। ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে সে হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে একজন যে জানে পিয়েত্রো লুক্কেসি মোটেও এই পদে অধিষ্ঠিত হতে চান নি। দ্বিতীয় জন পলের শেষকৃত্যে যোগ দিতে যখন তিনি রোমে এসে পৌছালেন তখনও পরবর্তী পোপ নির্বাচিত হবার জন্যে তাকে নিয়ে কেউ ভাবে নি। পোপ হবার মতো যে যোগ্যতা থাকার কথা তার মধ্যে তা ছিলোও না, তাই ভেনিসের এই মৃদুভাষী লোকটির পোপ হবার কোনো সম্ভাবনাই কেউ দ্যাখে নি। এমনকি তার মধ্যেও পোপ হবার জন্যে কখনও কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। রোমান কিউরিয়ায় পনেরো বছর কাজ করার সময়টি তার জীবনে সবচাইতে অসুখি সময় ছিলো। তারপরও তাইবার নদী তীরবর্তী পরনিন্দা করার জন্যে সুখ্যাত নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চান নি তিনি, এমনকি মেয়র পদের লোভনীয় প্রস্তাবেও রাজি হন নি। লুক্কেসির উদ্দেশ্য ছিলো লাটিন আমেরিকা ভ্রমনের সময় বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হওয়া বুয়েনোস আইরেসের আর্চবিশপের পক্ষে ভোট দেয়া। ভোট দিয়েই চুপচাপ ভেনিসে ফিরে যাবার কথা ভেবে রেখেছিলেন তিনি।

কিন্তু কনক্লেইভের অভ্যন্তরে সব কিছু উদ্দেশ্য মোতাবেক আর থাকে নি। শত শত বছর ধরে তাদের পূর্বসূরীরা যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবেই লুক্কেসি আর তার সহকর্মীরা, মোট একশ' ত্রিশ জন, লাটিন ধর্ম সঙ্গীত *ভেনি ক্রিয়েটর স্পিরিটাস* গাইতে গাইতে সিস্টিন চ্যাপেলে প্রবেশ করেছিলেন। মাইকেলঅ্যাঞ্জোলোর *লাস্ট জাজমেন্ট*-এর নীচে একত্রিত হয়ে পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন তারা। প্রত্যেক কার্ডিনাল এক এক ক'রে পবিত্র গসপেলের উপর হাত রেখে শপথ নিলেন একেবারে নিঃশব্দে। এটা সমাপ্ত হলে পাপাল পৌরোহিত্য অনুষ্ঠানের মাস্টার আদেশ করলেন, *"এক্সট্রা অমনিস"*—সবাই বেরিয়ে যান—শুরু হয়ে গেলো কনক্লেইভ।

ভোটের ব্যাপারটা পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দেবার বিষয় নয়, কার্ডিনালদের কলেজই কাজটি ক'রে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য রোমের রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাদের প্রার্থী ছিলো একজন ইতালিয়ান, রোমান কিউরিয়ার-এর এক সদস্য : কার্ডিনাল সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসি।

উদারপন্থীদের মাথায় অবশ্য অন্য আইডিয়া ছিলো। একেবারে খাঁটি গ্রাম্য পাপাসি পাবার জন্যে ইচ্ছে পোষণ করেছিলো তারা। পোপ পদের জন্যে তাদের প্রথম পছন্দ ছিলো সেন্ট পিটার। যিনি একজন ভদ্র আর ধার্মিক লোক হিসেবে পরিচিত। পোপ হলে তিনি নিজের ক্ষমতা অন্যসব কার্ডিনালদের সাথে ভাগাভাগি ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর কিউরিয়ার প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসারও ইচ্ছে ছিলো তার। তিনি এমন একজন লোক ছিলেন যে কিনা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকা ক্ষুধা আর যুদ্ধে জর্জরিত মানুষের কাছে পৌছাতে পারতেন। উদার পন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য কেবলমাত্র অ-ইউরোপিয় কেউ। তারা বিশ্বাস করে তৃতীয় বিশ্বের পোপ নির্বাচন করার সময় এসে গেছে।

প্রথম ব্যালটে দেখা গেলো দুটো দলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তাই দ্রুত দু'দলই এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে একটা পথ খুঁজতে শুরু করে। দিনের চূড়ান্ত ব্যালটের সময় নতুন একটা নাম বেরিয়ে এলো। ভেনিসের সিনিয়র বিশপ পিয়েত্রো লুক্কেসি পাঁচটি ভোট পেলেন। সিস্টিন চ্যাপেলের পবিত্র কক্ষে নিজের নাম পাঁচবার উচ্চারিত হতে শুনে লুক্কেসি নিজের দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছিলো। এর কিছুক্ষণ পর ব্যালটগুলো যখন নিরোতে রেখে পোড়ানো হলো তখন কয়েকজন কার্ডিনাল লক্ষ্য করলেন লুক্কেসি প্রার্থনা করছেন।

সেই রাতে তার সহকর্মী কার্ডিনালদের নিয়ে এক সাথে ডিনার করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন পিয়েত্রো লুক্কেসি। তার বদলে নিজের ঘরে বসে প্রার্থনা করেন। তিনি জানতেন কনক্লেইভ কিভাবে কাজ করে, আর কি ফল বেরিয়ে আসবে সেটা যেনো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন। গেথসম্যান বাগানে জিশু যেমন প্রার্থনা করেছিলেন ঠিক সেই মতো তিনিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন এই গুরুদায়িত্ব যেনো অন্য কারো কাঁধে অর্পন করেন তিনি।

কিন্তু পর দিন সকালে লুক্কেসির পক্ষে সমর্থন বাড়তে লাগলো। আর সেটা বাড়তে বাড়তে পোপ হবার জন্যে প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশে গিয়ে পৌছালো অবশেষে। লাঞ্চের আগে চূড়ান্ত ব্যালটে মাত্র দশ ভোট পিছিয়ে রইলেন তিনি। এতোটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ঠিকমতো খেতে পারলেন না। সিস্টিন চ্যাপেলে ফিরে যাবার আগে শুধু প্রার্থনা করলেন। জানতেন এবার চ্যাপেল থেকে বের হবেন নির্বাচিত একজন পোপ হয়ে। ভোট শেষে বার বার ব্যালট পেপার গুনে দেখা হলো। একশ পঞ্চাশ ভোট পেলেন লুক্কেসি। *ক্যামেরালেঙ্গো* লুক্কেসির দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই প্রশ্নটি করলেন, বিগত দু'সহস্র বছর ধরে যে প্রশ্নটি করা হচ্ছে পোপ নির্বাচনের সময়।

"আপনি কি সুপৃম পন্টিফ হিসেবে এই নির্বাচনটি মেনে নিয়েছেন?"

পুরো চ্যাপেলে উত্তেজনা ছড়িয়ে লম্বা এক নীরবতার পর লুক্কেসি সাড়া দিলেন "আপনারা আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছেন সেটার ভার বইবার মতো শক্ত কাঁধ আমার নেই, তবে মহান ত্রাতা জিশুর সাহায্যে আমি চেষ্টা করে দেখবো। *একসেপ্টো*।"

"আপনাকে কোন্ নামে ডাকা হবে বলে ইচ্ছে পোষণ করেন?"

"সপ্তম পল," জবাবে লুক্কেসি বললেন।

একে একে সব কার্ডিনাল তার কাছে এসে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। এরপর প্রহরা দিয়ে লুক্কেসিকে *ক্যামেরা ল্যাকরিমাটোরিয়া* নামে পরিচিত স্কারলেট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে—কান্নার ঘর—পন্টিফিক্যাল দর্জি গামারেল্লি ব্রাদারদের তৈরি করা পোপের সাদা আলখেল্লা পরার আগে একান্তে কিছু সময় কাটান তিনি। তিনটি আলখেল্লার মধ্যে সবচাইতে ছোটোটি বেছে নেন। তারপরও ঐ আলখেল্লাটি পরার পর তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো ছোটো কোনো বাচ্চা যেনো তার বাবার পোশাক পরেছে। সেন্ট পিটারের বিশাল বেলকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি যখন রোম আর সারা বিশ্বকে শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন তখন বেলকনির উপর তার মাথাটা দেখাই যাচ্ছিলো না। এক সুইস গার্ড ছোট্ট একটা টুল এনে দিলে তার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি দৃশ্যমান হলেন। তাকে দেখামাত্রই নীচের স্কয়ারে জমায়েত হওয়া জনসমুদ্র উল্লাসে ফেঁটে পড়লো। নতুন পোপকে দেখে ইতালিয়ান এক টিভি সাংবাদিক এক নিঃশ্বাসে ঘোষনা দিয়ে দিলো, 'পিয়েত্রো দি ইমপোরেবল' বলে। মানে সন্দেহজনক পিয়েত্রো। রক্ষণশীল দলের কিউরিয়াল কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি একান্তে তাকে দুর্ঘটনাজনিত প্রথম পোপ বলে অভিহিত করলেন।

ভ্যাটিকানের বক্তব্য এরকম কনক্লেইভের বিভক্তি খুব স্পষ্ট ছিলো। পিয়েত্রো লুক্কেসি হলেন সমঝোতার পোপ। তার ম্যান্ডেট হলো রীতি অনুযায়ী চার্চ পরিচালনা করা, কোনো বিশাল পদক্ষেপ কিংবা পরিবর্তন সাধিত করা নয়। ভ্যাটিকানের বক্তব্য হলো, চার্চের ক্ষমতা দখলের লড়াইটা আরো একদিন চলতো, এর ফলে সেটা পণ্ড করা সম্ভব হয়েছিলো।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক আর ধার্মিকেরা লুক্কেসিয়ার নির্বাচনের এ ধরণের উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলো না। জঙ্গীদের নতুন পোপ রনকাল্লি নামের হাড্ডিসার যে ব্যক্তি সেকেন্ড ভ্যাটিকান কাউন্সিল কালিমালিপ্ত করেছিলো ঠিক তার প্রতিভূ বলে মনে হলো। কনক্লেইভ শেষ হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রক্ষণশীল আর উগ্রপন্থীরা ওয়েবসাইট এবং সাইবার কনফেশনালে এই বলে সতর্ক করে দিলো যে সামনের দিনগুলোতে ভয়াবহ কিছু হবে : লুক্কেসির সারমন

আর পাবলিক স্টেটমেন্টগুলোর দৈন্যদশা আন-অর্থোডক্সির প্রমাণটাকেই আরো বেশি জোরদার করে তুললো। প্রতিক্রিয়াশীলরা যা আবিষ্কার করলো সেটা মোটেও পছন্দ হলো না তাদের। তাদের চূড়ান্ত অভিমত, লুক্কেসিয়া জ্যান্ত একটা সমস্যা। তাকে কড়া নজরে রাখতে হবে। যা লিখে দেয়া হবে তাই কেবল বলতে পারবেন তিনি। কিউরিয়ার আমলারা পুরো বিষয়টি দেখাশোনা করবেন। আর তাদের উচিত হবে পিয়েত্রো লুক্কেসি নামের একজনকে স্রেফ কেয়ারটেকার পোপ হিসেবেই বিবেচনা করা।

তবে লুক্কেসি বিশ্বাস করেন পোপ হিসেবে তার নির্বাচন নিয়ে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে তারচেয়েও বড় সমস্যা হলো তিনি যে চার্চ পেয়েছেন সেটা মারাত্মক সংটকে জর্জরিত। ক্যাথলিসিজমের কেন্দ্রভূমি পশ্চিম ইউরোপে পরিস্থিতি এতোটাই মরাত্মক আকার ধারণ করেছে যে বিশপেরা মন্তব্য করেছেন, ইউরোপিয়ানরা এমনভাবে জীবনধারণ করে যেনো ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই। খুব অল্প সংখ্যক শিশুকেই ব্যাপটাইজ করা হয়। চার্চে গিয়ে খুব কম দম্পতিই বিয়ে করে থাকে। পাদ্রী হবার জন্যে যে ভোকেশন তাতে এতো অল্প সংখ্যক লোক আগ্রহী যে আর কিছু দিন পর পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক চার্চ পাদ্রীর অভাবে পরিচালনা করা যাবে না। এইসব সমস্যা সম্পর্কে লুক্কেসি বেশ ভালোভাবেই অবগত আছেন। রোমের সত্তুর শতাংশ ক্যাথলিক ডিভোর্স, জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রাকবৈবাহিক সঙ্গমে বিশ্বাসী—এগুলোর সবই অফিশিয়ালি চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ। দশ শতাংশেরও কম লোক নিয়মিত চার্চে গিয়ে থাকে। তথাকথিত চার্চের 'ফার্স্ট ডটার' হিসেবে পরিচিত ফ্রান্সের পরিসংখ্যান আরো খারাপ। উত্তর আমেরিকার অবস্থাও একই রকম। চার্চের কোনো পরোয়া করে না তারা। সত্তুর শতাংশ ক্যাথলিক বসবাস করে তৃতীয় বিশ্বে অথচ তাদের বেশিরভাগই জীবনে খুব কমই পাদ্রী বা যাজককে দেখে থাকে। ব্রাজিলে প্রতি বছর ছয় লাখ ক্যাথলিক নিজেদের চার্চ ছেড়ে ইভানজেলিক প্রটেস্টান্ট হয়ে যাচ্ছে।

চার্চের এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চান লুক্কেসি। আর দেরি করা ঠিক হবে না। কিন্তু একটা প্রশ্ন তাকে প্রতিনিয়তই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সেই কনক্লেইভে পোপ নির্বাচিত হবার দিন থেকেই এটার সূচনা। কেন? কেন ঈশ্বর তাকেই বেছে নিলেন চার্চকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে? এমন কি বিশেষত্ব আছে তার মধ্যে, এমন কি জ্ঞান তিনি ধারণ করেন যারা জন্যে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাকেই বেছে নেয়া হলো পোপ হিসেবে? লুক্কেসির বিশ্বাস তার কাছে এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে, তিনি এমন একটা মারাত্মক জিনিস নিয়ে এগোচ্ছেন যা রোমান ক্যাথলিক চার্চের

ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেবে। তার কৌশলটা যদি সফল হয় তাহলে চার্চ আমূল পাল্টে যাবে। আর যদি ব্যর্থ হয়, তবে চার্চকে ধ্বংস ক'রে দেবে সেটা।
মেঘের দল ভেদ ক'রে সূর্য উঁকি দিলো। মার্চের শীতল বাতাস বাগানের পাইন গাছগুলোকে আন্দোলিত করছে। পোপ নিজের আলখেল্লাটি গলার কাছে টেনে নিলেন। ইথিওপিয়ান কলেজ অতিক্রম করে তিনি সেখান থেকে সংকীর্ণ একটা ফুটপাত ধরে রওনা হলেন ভ্যাটিকান সিটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের দেয়ালের অভিমুখে। ভ্যাটিকান রেডিও টাওয়ারের নীচে এসে থেমে গেলেন তিনি। সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন উপরের দিকে দেয়ালের একটা অংশের কাছে।

তার চোখের সামনে নীচের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে রোম শহরটি দেখা যাচ্ছে। তার দৃষ্টি তাইবার নদীর ওপারে পুরনো ঘেত্তোর মাঝখানে অবস্থিত সুউচ্চ সিনাগগের উপর নিবদ্ধ। ১৫৫৫ সালে পোপ চতুর্থ জন পল রোমের ঘেত্তোতে থাকা ইহুদিদের আদেশ করেছিলেন তারা যেনো সাবই হলুদ রঙের তারকা চিহ্ন পরে থাকে, যাতে খৃস্টানদের থেকে খুব সহজেই তাদেরকে আলাদা করে চেনা যায়। সিনাগগটি যারা নির্মাণ করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ভ্যাটিকান থেকে যেনো সেটা খুব সহজেই চোখে পড়ে, আর সেজন্যেই এতো উঁচু করে বানানো হয়েছিলো সেটি। মেসেজটি একদমই নির্ভুল আর পরিস্কার আমরাও এখানে আছি। বরং তোমাদেরও অনেক আগে থেকে। পিয়েত্রো লুক্কেসির কাছে এই সিনাগগটি আরো অন্য কিছু বলে। বিশ্বাসঘাতকতার এক অতীত। খুবই লজ্জাজনক একটি গোমড়। এ যেনো সরাসরি তার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বলে, আর তাকে মোটেও শান্তিতে থাকতে দেয় না।

বাগানের দিক থেকে আসা কারোর ছন্দময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন পোপ। ঘুরের দেখেন দেয়াল ঘেষে এক লোক তার কাছেই আসছে। লম্বা আর হালকা পাতলা গড়নের। কালো চুল, কালো রঙের ক্লারিক্যাল সুট পরা। ফাদার লুইগি দোনাতি পোপের প্রাইভেট সেক্রেটারি। লুক্কেসির সাথে দোনাতি প্রায় বিশ বছর ধরে আছে। ভেনিসে থাকার সময় তাকে ডাকা হোতো *ইল দোজি*। তার সুকঠিন মনোবল আর ইচ্ছাশক্তির জন্যে। নিজের মনিবের পক্ষে কোনো কাজে নেমে পড়লে একেবারে মরিয়া হয়ে যায় সে। যেভাবেই হোক কাজটা আদায় করেই ছাড়বে। তার এই ডাক নামটি ভ্যাটিকানেও প্রচলিত আছে। দোনাতি অবশ্য এতে কিছু মনে করে না। তার আদর্শ ইতালির সেকুলার দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি। যার একটা বাণী হলো কোনো যুবরাজের মধ্যে ভালোবাসা থাকার চাইতে ভয় থাকাটাই বেশি উত্তম। দোনাতির মতে প্রত্যেক পোপেরই একজন শুয়োরের বাচ্চার দরকার হয়। কালো পোশাকের একজন যে

কিনা চাবুক হাতে কিউরিয়াকে শাসন করবে, বাধ্য করবে তাদেরকে পোপের ইচ্ছা বাস্তবায়নে; তার প্রতি অনুগত থাকতে। এই ভূমিকায় বর্তমানে নিয়োজিত আছে দোনাতি। আর সেটা করতে গিয়ে কোনো রকম ভণিতার আশ্রয় নেয় না সে।

দোনাতি কাছে আসতেই পোপ তার মুখে তিক্ত একটা ভাব দেখে বুঝে গেলেন খারাপ কিছু হয়েছে। নদীর দিকে আরেকবার তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন সেই খারাপ খবরটি শোনার জন্যে। কিছুক্ষণ পরই টের পেলেন তার পাশেই দোনাতি দাঁড়িয়ে আছে। যথারীতি ইল দোজি কোনো রকম সময় ব্যয় না করেই আসল কথায় চলে এলো। পোপের কানের কাছে মুখ এনে সে জানালো, আজ সকালে মিউনিখের নিজ অ্যাপার্টমেন্টে প্রফেসর বেজামিন স্টার্নের খুন হওয়া লাশ পাওয়া গেছে। পোপ দু'চোখ বন্ধ ক'রে মাথা অবনত ক'রে রাখলেন। তারপর শক্ত ক'রে ধরলেন ফাদার দোনাতির একটা হাত। "কিভাবে?" জানতে চাইলেন তিনি। "কিভাবে তারা তাকে খুন করলো?"

ফাদার দোনাতি পুরো ঘটনাটি বলার পর পোপ তার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে ঝুঁকে পড়লেন। "মহাপ্রভু ঈশ্বর আমার, আমাদের কৃতকর্মের জন্যে আমাদেরকে ক্ষমা করো।" তারপর নিজের বিশ্বস্ত সেক্রেটারির দিকে তাকালেন তিনি। ফাদার দোনাতির মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত আর শীতল একটা অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে মহামান্য পোপ আরো কিছু বলা সাহস পেলেন যেনো।

"আমার মনে হচ্ছে আমরা আমাদের শত্রুদেরকে খুব বেশি খাটো ক'রে দেখেছি, লুইগি। যেমনটি ভেবেছিলাম তারা তারচেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর আর ধূর্ত। তাদের হিংস্রতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই দেখছি। নিজেদের নোংরা গোমড় রক্ষা করার জন্যে তারা সব কিছু করতেই প্রস্তত।"

"ঠিক বলেছেন, হলিনেস," দোনাতি দৃঢ়ভাবে বললো। "সত্যি বলতে কি, আমাদেরকে এখন এই বিষয়টা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে যে তারা হয়তো পোপকেও হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে।"

একজন পোপকে হত্যা করা? এ রকম জিনিস লুক্কেসির জন্যে কল্পনা করাও কঠিন। তবে তিনি জানেন তার বিশ্বস্ত সেক্রেটারি খামোখা ভয় দেখানোর জন্যে এ কথা বলে নি। এমনি এমনি কথা বলার লোক দোনাতি নয়।

চার্চের মধ্যে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে। আর সেটা পোপ নির্বাচনের সময় থেকে আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে যেনো। এখন সেটা এতোটাই মারাত্মক অবস্থায় এসে পৌছেছে যে চার্চের সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তির জন্যে তা হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এটার অপসারণ করা দরকার। রোগিকে বাঁচাতে প্রয়োজনে আগ্রাসী পদক্ষেপও নিতে হবে।

দোনাতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পোপ তাকালেন দূরের সিনাগগের গম্বুজের দিকে। "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি ছাড়া এ কাজ করার মতো আর কোনো লোক নেই।"

ফাদার দোনাতি আশ্বস্ত করা ভঙ্গীতে পোপের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত ক'রে ধরলো।

"আপনি শুধু শব্দ উচ্চারণ করবেন, হলিনেস। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

এ কথা বলেই দোনাতি পোপকে একা রেখে চলে গেলো। পোপ তার দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলেন ঠক-ঠক-ঠক...পিয়েত্রো লুক্কেসির কাছে এটা যেনো কফিনে পেরেক ঠোকার শব্দ।

অধ্যায় ৩

ভেনিস

রাতের বৃষ্টিতে কাম্পো সান জাক্কারিয়া ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে। চার্চের সিঁড়িতে রেস্টোরার ভদ্রলোক এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেনো বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সে। স্কয়ারের মাঝখানে কুয়াশার মধ্যে কোত্থেকে যেনো এক পাদ্রীর উদ্ভব ঘটলো। নিজের আলখেল্লাটা হাটুর উপর তুলে ধরে রেখেছেন ফলে পায়ে রাবারের বুটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। "বৃষ্টির তোড় দেখে মনে হচ্ছে আজ বোধহয় জায়গাটা গালিলি সাগর হয়ে যাবে, মারিও," নিজের পকেট থেকে ভারি একগোছা চাবির রিং বের করতে করতে বললেন। "অবশ্য জিশু চাইলে আমরা পানির উপর দিয়েও হাটতে পারবো। যা-ই বলো না কেন, ভেনিসের শীত এরচেয়ে অনেক ভালো। সেটা সহ্য করা যায়।"

ভারি কাঠের দরজাটা আর্তনাদ করতে করতে খুলে গেলো। ভেতরটা এখনও অন্ধকার। পাদ্রী বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আবারো বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত স্কয়ারের দিকে চলে গেলেন। তার আগে স্যাঙ্কচুয়ারির মাঝখানে রাখা হলিওয়াটারে আঙুল চুবিয়ে ক্রুশ আঁকলেন তিনি।

একটা চাদরে ঢাকা আছে মাচাণ্ডটি। রেস্টোরার সেটার উপরে উঠে ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বালিয়ে দিলো। ভার্জিন তার দিকে প্রলুব্ধ করার ভঙ্গীতে চেয়ে আছে। পুরো শীতকালটা সে তার মুখ মেরামত করতে করতে পার করেছে। মাঝে মধ্যে রাতের বেলায় এই ভার্জিন তার স্বপ্নে হানা দেয়। দু'গাল বেয়ে অশ্রু পড়তে থাকে। তার কাছে অনুনয় ক'রে তাকে সারিয়ে তোলার জন্যে বলে।

একটা বহনযোগ্য ইলেক্ট্রিক হিটার চলু ক'রে তাতে এক কাপ গরম কফি চাপিয়ে দিলো থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে। এরপর চোখে ম্যাগনিফাইং চশমা লাগিয়ে কিছু পেস্ট বানিয়ে কাজে নেমে পড়লো সে। প্রায় এক ঘন্টা এই চার্চটায় একেবারে একা থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে দলের বাকিরা এসে যোগ দেবে তার সঙ্গে।

রেস্টোরার চাদরের আড়ালে থাকলেও শব্দ শুনেই প্রত্যেককে চিনতে পারলো। ধীর পদক্ষেপের ধুপধাপ শব্দটা সান জাক্কারিয়া প্রজেক্টের প্রধান ফ্রান্সেস্কো তিপোলোর। ছন্দময় পায়ের শব্দটি বেদী পরিষ্কার করা আর পুরুষদের প্রলুব্ধ করার জন্যে সুখ্যাতি পাওয়া আদ্রিয়ানা জিনেত্তির। আর মিথ্যে বলা এবং গালগল্প ছড়ানোর কাজে পটু আন্তোনিও পোলিতির পদক্ষেপ হলো ষড়যন্ত্রকারীর মতো।

সান জাক্কারিয়ার সংস্কার কাজে নিয়োজিত দলের মধ্যে রেস্টোরার খুব রহস্যময় একটি চরিত্র। নিজের কাজের সময় প্লাটফর্মে একা থাকা এবং চাদর দিয়ে সব সময় সেটি ঢেকে রাখার ব্যাপারে সে একেবারে নাছোরবান্দা। ফ্রান্সেস্কো তিপোলি তার কাছে জোর আবেদন করেছিলো কাজ করার সময় যেনো চাদরটা একটু নামিয়ে রাখা হয় পর্যটক আর ভেনিসের উঁচু তলার হারামজাদাদের দেখার সুবিধার্থে। "তুমি বেল্লিনির শিল্পকর্মের উপর কি কাজ করছো সেটা ভেনিসের লোকজন দেখতে চায়, মারিও। সারপ্রাইজ জিনিসটা ভেনিসের লোকজন পছন্দ করে না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেস্টোরারকে জানুয়ারি মাসের দু'দিন দর্শক এবং সান জাক্কারিয়া টিমের সবার উপস্থিতিতে কাজ করতে হয়েছে। এই অবস্থাটি খুব দ্রুত শেষ হয়েছে সান জাক্কারিয়ার প্রধান যাজক আচমকা ইন্সপেকশন করতে আসার পরই। তিনি যখন বেল্লিনির শিল্পকর্মটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন ভার্জিনের চেহারার অর্ধেকই নেই সঙ্গে সঙ্গে হাটু মুড়ে ঐতিহাসিক এক প্রার্থনায় বসে গেলেন। আবারো চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ভার্জিনের মুখটা। ফ্রান্সেস্কো তিপোলো এরপর আর কখনই চাদর সরিয়ে দেবার আব্দার করে নি।

দলের বাকি সদস্যরা এই চাদরে ঢাকার ব্যাপারটিকে একেবারে রূপক অর্থে দেখে থাকে। একজন লোক কেন নিজেকে এভাবে আড়াল ক'রে রাখে? কেন সে অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা ক'রে রাখে? কেন তাদের অসংখ্য লাঞ্চ-ডিনার আর শনিবার রাতে হ্যারির বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক করার প্রস্তাব অবলীলায় ফিরিয়ে দেয়? এমনকি সান জাক্কারিয়ার পৃষ্ঠপোষকদের ডাকা ককটেল পার্টিতে যেতেও অস্বীকার করেছে সে। ভেনিসের পেইন্টিংগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বেল্লিনিটার, তাই এই শিল্পকর্ম পুণরুদ্ধার আর সংস্কারে যারা মোটা অঙ্কের আমেরিকান ডলার দান করেছেন তাদের সাথে কয়েক মিনিট সময় কাটাতে না চাওয়াটা রীতিমতো কেলেংকারীর ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো।

এমন কি পুরুষ মানুষ পটানোর ব্যাপারে যার সুখ্যাতি রয়েছে সেই আদ্রিয়ানা জানেত্তিও এই চাদর ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে গুজব উঠেছিলো যে রেস্টোরার একজন সমকামী। এটাকে অবশ্য জাক্কারিয়া টিমের মধ্যে বেশ উদার হিসেবে পরিচিতরা অপরাধ বলে গন্য করে নি। বরং টিমের কিছু পুরুষ সদস্যদের কাছে ব্যাপারটা এক রকম সুখবরই ছিলো। এই তত্ত্বটি এক দিন প্রচণ্ডভাবে হুমকির মুখে পড়ে যখন চার্চে অসম্ভব সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া এক মেয়ে আসে তার সাথে দেখা করার জন্যে। মেয়েটার ফিগার যেমন সুন্দর তেমনি তার চোখ দুটো। একেবারে গাঢ় সবুজ রঙের চোখ আর মসৃণ মেদহীন গাল। আদ্রিয়ানা জানেত্তিই প্রথম মেয়েটার বাম হাতে একটা গভীর দাগ দেখতে পায়।

"ঐ মেয়েটা তার আরেকটা প্রজেক্ট," রাতের বেলায় ভেনিস শহরে তারা দু'জন যখন বেড়িয়ে পড়লো তখন সে এ কথা বলেছিলো। "নারীদের শরীরে দাগ মুছতে খুবই ভালোবাসে সে।"

নিজেকে সে মারিও দেলভেচ্চিও বলে পরিচয় দেয়। তবে তার ইতালিয় ভাষার মধ্যে কোথাও যেনো একটা কিছু আছে যাতে করে মনে হয় অন্য কোনো ভাষার টান এসে যাচ্ছে। এটাকে সে খণ্ডন করে এভাবে খুব অল্প সময়ই সে ইতালিতে ছিলো। জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে দেশের বাইরে। কেউ একজন শুনেছে লিজেন্ডারি উমবার্তো কন্তির অধীনে নাকি শিক্ষানবীস হিসেবে কাজ করেছে সে। একজন আবার এমন কথাও শুনেছে, উমবার্তো কন্তি নাকি বলেছেন এই ছেলের মতো দক্ষ আর নিখুঁত হাত তিনি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেন নি।

ঈর্ষায় কাতর আন্তোনিও পোলিতি বাকি গুজবগুলোর জন্মদাতা যা কিনা জাক্কারিয়া টিমের অন্যদেরকে বেশ ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আন্তোনিওর মতে রেস্টোরার খুব ধীর গতিতে কাজ করছে। ভার্জিনের মুখটা পরিস্কার করতে মারিওর যতোটুকু সময় লেগেছে সেই সময়ের মধ্যে আন্তোনিও আধ ডজন পেইন্টিং পুণরুদ্ধার করে ফেলতে পারতো। ওর কাছে টিমের বাকি সদস্যদের কোনো মূল্যই নেই। এসব কথা সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। "আরে মাস্টার নিজেই তো ওটা এক বিকেলের মধ্যে এঁকেছেন," আন্তোনিও প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলো তিপোলোর কাছে। "আর এই লোক কিনা সেটা মেরামত করতে পুরো শীতকাল পার করে দিলো! তাকে বলুন কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে তা না হলে আমাদেরকে এখানে পুরো দশটি বছর কাটিয়ে দিতে হবে!"

আন্তোনিওই ভিয়েনার সেই বিদঘুটে কাহিনীটির উদগাতা। আর সেটা জাক্কারিয়ার টিমের বাকি সবার কাছে ফেব্রুয়ারির এক পারিবারিক ডিনারে বয়ান করে সে—কাকতালীয়ভাবে সেটা ত্রাত্তোরিয়ায় অবস্থিত *আলিয়া ম্যাদোনা*'য়। ভিয়েনার সেন্ট স্টিফেন'স ক্যাথেড্রালে দশ বছর আগে বিরাট এক রেস্টোরেশনের কাজ করা হয়েছিলো। সেই টিমের সদস্য ছিলো মারিও নামের এক ইতালিয় নাগরিক।

"আমাদের মারিও?" এক গ্লাস মদ হাতে আদ্রিয়ানো জানতে চেয়েছিলো।

"অবশ্যই আমাদের মারিও। ঠিক এখনকার মতোই উন্নাসিক ছিলো সে। এরকম আচরণ ওখানেও করেছে।"

আন্তোনিওর ভাষ্যমতে রেস্টোরার এক রাতে কাউকে কিছু না বলেই উধাও হয়ে যায়—ঠিক সেই রাতেই ইহুদি কোয়ার্টারে এক গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

"তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো, আন্তোনিও?" আদ্রিয়ানাই প্রশ্নটা করে। একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে আন্তোনিও থেমে মুরগির মাংসের কয়েক টুকরো মুখে পুরে নেয়।

"এ থেকে কি কিছুই বুঝতে পারছো না? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে লোকটা একজন সন্ত্রাসী। আমি বলবো সে *বৃগেত রোসা*'র সক্রিয় সদস্য।"

"অথবা সে-ই হলো স্বয়ং উসামা বিন লাদেন!"

জাক্কারিয়া দলটি সমস্বরে এতো জোরে হেসে উঠেছিলো যে তাদেরকে হোটেল থেকে বের করে দেবার উপক্রম হয়। আন্তোনিও পোলিতির এই তত্ত্বটি হালে পানি না পেলেও সে নিজে এখনও এটা বিশ্বাস করে। সঙ্গোপনে সে আরো বিশ্বাস করে, এই রেস্টোরার ভদ্রলোক ভিয়েনার মতোই একদিন এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে আর তারপরই ঘটবে বোমা বিস্ফোরণের মতো নারকীয় কোনো ঘটনা। অবশেষে বেল্লিনির শিল্পকর্মটির অসমাপ্ত কাজ আন্তোনিওকেই শেষ করতে হবে। আর এটা করে সে বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠবে সারা দেশে।

সেই সকালে রেস্টোরার বেশ ভালো কাজ করলো। কিভাবে সময় অতিক্রান্ত হলো টেরই পেলো না। হাত ঘড়িতে যখন দেখতে পেলো সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে খুবই অবাক হলো। প্লাটফর্মে বসে আরেক কাপ কফি খেতে খেতে বেদীর দিকে তাকালো সে। নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে বেল্লিনি এই শিল্পকর্মটি নির্মাণ করেছেন। ঐতিহাসিকেরা এটাকে ষোড়শ শতকের সবচাইতে মহৎ শিল্পকর্ম বলে অভিহিত ক'রে থাকে। এর দিকে তাকিয়ে রেস্টোরার কখনই ক্লান্ত হয় না। বেল্লিনির আলো আর স্থানের অসাধারণ ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করে। ম্যাডোনা আর শিশুটির উপস্থিতি আর তাদের চারপাশে সেন্টদের জড়ো হওয়াটা কতোই না পবিত্র দেখায়! এটি হলো সম্পূর্ণ নৈশব্দের একটি পেইন্টিং। সারা দিনের কাজের খাটুনির পরও পেইন্টিংটা তার মধ্যে প্রশান্তি এনে দেয়।

চাদরটা টেনে সরিয়ে দিলে স্টেইনড্গ্লাসের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়লো ভেতরে। কাপের কফি শেষ করার ঠিক আগ মুহূর্তে লক্ষ্য করলো চার্চের প্রবেশদ্বার দিয়ে কেউ ঢুকছে। দশ বছরের এক ছেলে। লম্বা কোঁকড়ানো চুল। স্কয়ারের পানিতে তার পায়ের জুতো ভিজে আছে। রেস্টোরার ছেলেটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলো। দশ বছর পরও অল্পবয়সী কোনো ছেলেকে দেখলেই তার নিজের ছেলের কথা মাথায় চলে আসে।

ছেলেটা প্রথমে আন্তোনিওর কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে কাজ থেকে চোখ না সরিয়েই হাত নেড়ে বিদায় ক'রে দিলো তাকে। এরপর উঁচু বেদীর কাছে থাকা আদ্রিয়ানার কাছে গেলে একটু ভালো ব্যবহার পেলো সে। মেয়েটা হেসে তার গালে আলতো ক'রে হাত বুলিয়ে রেস্টোরারের দিকে আঙুল তুলে

দেখিয়ে দিলো। মাচাঙের নীচে দাঁড়িয়ে ছেলেটা কোনো কথা না বলেই এক টুকরো কাগজ দিলো রেস্টোরারকে। সেই কাগজটা খুলে কিছু শব্দ দেখতে পেলো সে, যেনো মরিয়া হয়ে কোনো প্রেমিকা তার শেষ আকুতি জানিয়ে কিছু লিখেছে। নোটে কোনো স্বাক্ষর নেই তবে ব্রাশ স্ট্রোক একেবারে বেল্লিনির মতোই নিখুঁত।

ঘেট্টো নুভো। ছয়টা বাজে।

কাগজটা পকেটে ভরে নিয়ে যখন মুখ তুলে তাকালো রেস্টোরার, দেখতে পেলো ছেলেটা নেই।

সাড়ে পাঁচটার দিকে ফ্রান্সেস্কো তিপোলো ভারি পদক্ষেপে চার্চে প্রবেশ করলো। জট পাকানো দাড়ি, সাদা শার্ট আর গলায় সিল্কের নট পরিহিত তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি এইমাত্র রেনেসাঁ ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই বেশভূষা আর মুখায়ব অনেক কষ্ট করে অর্জন করেছে সে।

"ঠিক আছে, সবাইকে বলছি," তার কণ্ঠটা গম গম ক'রে উঠলো। "আজকের মতো আর কাজ করতে হবে না। যার যার জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে নাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।" রেস্টোরারের মাচাঙের নীচে গিয়ে সেটা ধরে একটু নাড়ালো। "মারিও, তোমাকেও যেতে হবে। তোমার ঐ মেয়েটাকে বিদায় চুম্বন দিয়ে দাও আজকের মতো। তোমাকে ছাড়া এই কয়েক ঘণ্টা সে ভালোমতোই থাকতে পারবে। পাঁচশ বছর ধরেই তো সে নিজেকে ভালোমতো ম্যানেজ ক'রে আসছে।"

রেস্টোরার তার সব সরঞ্জাম একটা চারকোনা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়ে বাতি নিভিয়ে নেমে এলো মাচাঙ থেকে। আর সব দিনের মতোই কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলেই চার্চ থেকে বের হয়ে গেলো।

বগলে করে বাক্সটা নিয়ে বের হয়ে এলো কাম্পো সান জাক্কারিয়া থেকে। তার হাটা খুব ধীরস্থির আর নম্র। তার মাঝারি উচ্চতা আর হালকা পাতলা গড়ন খুব সহজেই ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার উপযোগী। তার কালো চুল ছোটো ছোটো ক'রে ছাটা। লম্বাটে মুখ আর মেদহীন গাল দেখে মনে হয় ওগুলো কাঠ খোদাই করে করা হয়েছে। তার সবচাইতে চোখে পড়ার মতো জিনিস হলো দুটো চোখ। একেবারে গাঢ় সবুজ আর বড় বড়। তার পেশার খাটুনি আর কয়েক দিন আগে বায়ান্ন বছর পার করা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিশক্তিতে কোনো সমস্যা নেই।

একটা খিলানযুক্ত পথ পেড়িয়ে দি সান মার্কো খালের তীর ঘেষা রিভা দেল্লা শিয়াভোনি'তে এসে পড়লো সে। মার্চের তীব্র ঠাণ্ডা সত্ত্বেও এই জায়গাটাতে অসংখ্য পর্যটক ভীড় করেছে। রেস্টোরার তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলো কমপক্ষে আধ ডজন ভাষাভাষির লোক রয়েছে এখানে। আর এগুলোর প্রায় সবকটিতেই সে কথা বলতে পারে। একটা হিব্রু প্রবাদ তার কানে এলেও খুব দ্রুতই সেটা মিলিয়ে গেলো বাতাসে।·তবে নিজের আসল নামটি শুনে রেস্টোরার সুতীব্র এক যন্ত্রনা অনুভব করতে লাগলো।

এ নাম্বার ৮২ ভাপোরেত্তো স্টপে অপেক্ষায় আছে। ওটাতে উঠে একটা রেলিংয়ের কাছে চলে এলো সে। ওখান থেকে ওঠা-নামা করা সব যাত্রীকেই দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে শেষবারের মতো পড়ে নীচের জলরাশিতে ফেলে দিলো সেটা।

পনেরো শতকে একটা জলাভূমির মতো জায়গায় কান্নারেজিও পিতলের একটি ভাট্টিখানা স্থাপন করার কথা ভেবেছিলো। ভেনিশিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় একে বলা হোতো *আগেতো*। ভাট্টিখানাটি কখনও নির্মাণ করা না হলেও এক শতক পর ভেনিসের শাসকগণ অযাচিত ইহুদি প্রজাদেরকে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখার জন্যে যখন জায়গা খুঁজছিলেন তখন *ঘেত্তো নুভো* নামের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটিকেই বেছে নেয়া হয়। কাম্পোটা বিশাল হলেও কোনো গ্রাম্য চার্চ সেখানে ছিলো না। জায়গাটির চারপাশে অনেকগুলো খাল থাকার কারণে প্রাকৃতিক পরিখার সৃষ্টি করেছিলো, এর ফলে আশপাশের এলাকা থেকে এটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতো। মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যোগাযোগ ছিলো একটা মাত্র সেতু দিয়ে। আর খুব সহজেই খৃস্টান রক্ষীরা পাহারা দিতে পারতো সেটা।

১৫১৬ সালে ঘেত্তো নুভো থেকে সব খৃস্টানকে সরিয়ে ভেনিসের সমস্ত ইহুদিকে এনে সেই জায়গায় জোর ক'রে বসবাস করতে বাধ্য করা হলো। কেবলমাত্র সূর্য ওঠার পরই তারা ঘেত্তো থেকে বের হতে পারতো। সেটাও আবার রক্ষীদের ঘণ্টা বাজার পর এবং হলুদ রঙের টানিক আর টুপি মাথায় দিয়ে। রাত নামতেই সবাই ঘেত্তোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তো আর সঙ্গে সঙ্গে শিকল লাগিয়ে দেয়া হোতো বিশাল দরজাটাতে। কেবল ইহুদি ডাক্তাররাই রাতের বেলায় ঘেত্তো ছেড়ে বাইরে যেতে পারতো। ওই সময় তাদের মোট জনসংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজারের মতো। এখন সেখানে মাত্র বিশজন ইহুদি বাস করে।

একটা মেটাল ফুটবৃজ পার হলো রেস্টোরার। তার সামনে এক সারি

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, ভেনিসে এরকম উচ্চতার ভবন খুব কমই আছে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউজগুলোর নীচ দিয়ে একটা স্কয়ারে এসে পড়লো সে। এটাই হলো ঘেত্তো নুভো। একটা হালাল মাংসের দোকান, ইহুদি বেকারি, বইয়ের দোকান আর একটা জাদুঘর। এখানে দুটো পুরনো সিনাগগ রয়েছে। দৃশ্যত চোখে পড়বে না, তবে অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই বুঝতে পারবে। দোতলা আর প্রতিটা তলায় পাঁচটা ক'রে জানালা—*পেনটাটেখ*'র পাঁচটি পুস্তকের প্রতীক হিসেবে।

খোলা একটা জায়গায় ছয়-সাতজন ছেলেপেলে ফুটবল খেলছে। গড়িয়ে গড়িয়ে রেস্টোরার সামনে এসে পড়লো বলটা। ডান পায়ে নিঁখুত এক কিকে ছেলেদের কাছে বলটা পাঠিয়ে দিলে উড়ন্ত অবস্থায়ই এক ছেলে বুক দিয়ে রিসিভ করলো সেটা। এই ছেলেটাই আজ সকালে সান জাক্কারিয়া'তে এসেছিলো তাকে চিরকুট দিতে।

পোজ্জোর দিকে ইঙ্গিত করলো সেই ছেলেটা। স্কয়ারের কেন্দ্র থেকে সেটা খুব কাছেই অবস্থিত। সেই জায়গায় এক পরিচিত লোককে হেলান দিয়ে সিগারেট খেতে দেখতে পেলো রেস্টোরার। ধূসর রঙের কাশ্মিরি ওভাররকোট আর ধূসর একটা স্কার্ফ গলায় পেঁচিয়ে রেখেছে সে। বুলেট আকৃতির মাথা। মুখের চামড়া রোদে পোড়া আর অসংখ্য দাগ রয়েছে তাতে যেনো মরুভূমিতে থাকা কোনো পাথর লক্ষ-কোটি বছর ধরে বাতাস আর সূর্যের আলোতে ক্ষয় হয়ে আসছে। অধৈর্য একটি ভাব রয়েছে তার অভিব্যক্তিতে।

রেস্টোরার সামনে এগিয়ে যেতেই মাথা তুললো বৃদ্ধলোকটি। তার মুখে হাসি আর তিক্ততার মিশ্রনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। রেস্টোরার হাতটা ধরে সজোরে চাপ দিয়ে করমর্দন করলো সে, তারপর বেশ আলতো ক'রে চুমু খেলো তার গালে।

"বেনজামিনের জন্যে এসেছো তুমি, তাই না?" চোখ বন্ধ ক'রে মাথা নেড়ে রেস্টোরারের বাহুতে দুটো আঙুল স্পর্শ ক'রে বললো বৃদ্ধ, "আমার সাথে আসো।" প্রথমে রেস্টোরারের মনে হলো সে লোকটার সাথে যাবে না, কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। এই পরিবারে একজন মারা গেছে, আর আরি শ্যামরোন বসে বসে বিলাপ করার মতো লোক কখনই ছিলো না।

এক বছর আগে শেষবারের মতো তাকে দেখেছিলো গ্যাব্রিয়েল। এই এক বছরে শ্যামরোন আরো অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছে। গ্যাব্রিয়েলের বাহু ধরে যখন সে নিয়ে আসছিলো তখন এখানে আসার জন্যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো সে। তার দু'চোখ আদ্র আর ঘোলা হয়ে উঠেছে অথচ এক সময় এই দু'চোখ দেখে তার শত্রু এবং বন্ধু উভয়পক্ষই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতো। ঠোঁটে একটা টার্কিশ সিগারেট ধরানোর সময় তার ডান হাতটা রীতিমতো কাঁপছে।

এই দুটো হাতই শ্যামরোনকে লিজেন্ড হিসেবে পরিচিত ক'রে তুলেছিলো এক সময়। ১৯৫০ সালে অফিসে যোগ দেবার পর শ্যামরোনের পদস্থ কর্মকর্তারা টের পেলো হালকা পাতলা গড়নের এই লোকের হাত দুটোতে অসম্ভব শক্তি রয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে মানুষজনকে তুলে আনা, সবার অগোচরে খুন করার প্রশিক্ষণ দিয়ে ফিল্ডে পাঠানো হয় তাকে। শ্বাসরোধ করে হত্যা করাটাই তার বেশি পছন্দের কাজ ছিলো, আর এ·কাজে তার দক্ষতা ইউরোপ থেকে কায়রো এবং দামেস্ক পর্যন্ত কিংবদন্তীতুল্য হিসেবে বিবেচিত হোতো। আরব স্পাই আর জেনারেলদের হত্যা করতো সে। নাসেরকে যে সব নাৎসি বিজ্ঞানী মিসাইল বানাতে সাহায্য করেছিলো তাদেরকেও সে হত্যা করেছে নিজ হাতে। আর ১৯৬০ সালের এপ্রিলের এক উষ্ণ রাতে, আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেসের উত্তরের একটি শহরে একটা বাসের জন্যে অপেক্ষায় থাকা এডলফফ আইখম্যানকে সবার অলক্ষ্যে একটা গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিয়ে জাপটে ধরে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করে শ্যামরোন।

আর্জেন্টিনার সেই রাতের আরেকটি ঘটনা জানে গ্যাব্রিয়েল আরি শ্যামরোনের জুতার ফিতে ঢিলে থাকার কারণে আইখম্যান প্রায় ফস্‌কেই যাচ্ছিলো সেদিন।

দরজার বাইরে আরি শ্যামরোনকে দেখে প্রাইম মিনিস্টার কখনই বুঝতে পারতেন না কী প্রত্যাশা করবেন—আরেকটা সফলতার কাহিনী নাকি অপমানজনক ব্যর্থতার গল্প। ঝুঁকি নেবার ব্যাপারে তার অতি আগ্রহ যেমন অপারেশনের শক্তি বৃদ্ধি করতো তেমনি রাজনৈতিকভাবে সেটা ছিলো মারাত্মক একটি দুর্বলতা। ঠিক কতোবার এই বৃদ্ধ নির্বাসনে গেছে আবার সসম্মানে ফিরেও এসেছে সেটার সঠিক হিসেব করতে পারলো না গ্যাব্রিয়েল।

অবশেষে একটা এক্সিকিউটিভ সুট ভোগ করার অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার নির্বাসন কখনই চিরস্থায়ী হয় নি। স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এডভাইজার নামের বাজে একটা উপাধি জোটে তার ভাগ্যে। গালিলি সাগরের তীরে নিজের দুর্গতুল্য ভিলায় এখনও তার গোপন কাজকারবার চালু আছে। স্পাই আর জেনারেলরা সব সময় তার হাতে চুমু খাবার জন্যে এখানে আসে। এখনও নিজ দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক বড়সড় কোনো সিদ্ধান্ত এই বৃদ্ধের নিজস্ব মূল্যায়ন ছাড়া নেয়া হয় না।

তার স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিরাট এক সিক্রেট। প্রোস্টেট ক্যান্সার, মাইল্ড হার্ট স্ট্রোক আর কিডনির সমস্যার ব্যাপারে গ্যাব্রিয়েল গুজব শুনেছে। তবে নিশ্চিত হতে পারে নি কখনও। তারপরও এটা বোঝা যাচ্ছে বৃদ্ধলোকটি খুব বেশি দিন আর বেঁচে থাকতে পারবে না। শ্যামরোন মৃত্যুকে ভয় পায় না—কেবল তার

মৃত্যুতে কিছু লোক আনন্দ পাবে, এটাই তার একমাত্র দুর্ভাবনা।

এখন পুরনো ঘেত্তোর মধ্য দিয়ে হেটে যাবার সময় তাদের পাশে মৃত্যুও হাটছে। বেনজামিনের মৃত্যু। শ্যামরোনের মৃত্যু। মৃত্যু খুব কাছে এসে পড়াতে শ্যামরোন অস্থির হয়ে উঠেছে। তকে দেখে মনে হচ্ছে কী করবে না করবে সে ব্যাপারে যেনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। পুরনো এক যোদ্ধা নিজের শেষ লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছে।

"আপনি কি শেষকৃত্যে গিয়েছিলেন?"

শ্যামরোন না-সূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো। "আমাদের হয়ে কাজ করছে এই ব্যাপারটি যদি প্রকাশ পেয়ে যায় তবে বেনজামিনের সমস্ত একাডেমিক কাজগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ার আশংকা আছে। শেষকৃত্যে আমার উপস্থিতি ইসরায়েল এবং এর বাইরে দু'জায়গাতেই অস্বস্তিকর একটি প্রশ্নের জন্ম দিতো। তাই এ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি আমি। স্বীকার করছি, ওখানে থাকতে পারি নি বলে আমি খুব একটা কষ্টও পাই নি। নিজের ছেলেকে চোখের সামনে মাটি দিতে দেখাটা মোটেও সুখকর কিছু নয়।"

"ওখানে কেউ কি ছিলো? ইসরায়েলে তো তার পরিবার বলতে কিছু নেই।"

"আমাকে বলা হয়েছে ওখানে তার কিছু বন্ধুবান্ধব আর হিব্রু ফ্যাকাল্টির কয়েকজন কলিগ উপস্থিত ছিলো।"

"আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কে?"

"তাতে কী এসে যায়?"

"আমার এটা জানা দরকার আছে। কে পাঠিয়েছে?"

"আমি একরকম প্যারোলে আছি বলতে পারো," ক্লান্তভাবে বললো শ্যামরোন। "সুপৃম ট্রাইবুনালের অনুমতি ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারি না। কোনো কাজও করতে পারি না।"

"বর্তমানে এই ট্রাইবুনালের সিটে কে আছে?"

"একজন তো লেভ। এটা যদি লেভের উপর বর্তাতো তবে আমাকে সারা জীবন একটা ঘরে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হোতো। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, ট্রাইবুনালের অন্যজন হলো স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার।"

"আর্মিতে আপনার পুরনো সহকর্মী।"

"বলতে পারো যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা একই ধরণের চিন্তাভাবনা পোষণ করতাম। আর শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের দু'জনেরই ছিলো একই রকম মনোভাব। আমরা একই ভাষায় কথা বলতাম। আড্ডা মেরে মজা পেতাম। লেভ আমাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে-ই আমাকে এখনও খেলাটার মধ্যে রেখেছে।"

"এটা কোনো খেলা নয়, আরি। কখনই এটা খেলা ছিলো না।"

"সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই, গ্যাব্রিয়েল। তুমি ইউরোপের প্লেগ্রাউন্ডে সময় পার করছো আর ওদিকে শহীদেরা নিজেদের শরীরে বোমা বেঁধে বেন ইয়াহুদা কিংবা জাফ্‌ফা রোডে আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে যচ্ছে।"

"আমি এখানে কাজ করি।"

"আমাকে ক্ষমা করবে। কথাটা হয়তো খুব রূঢ় শোনাবে। এখানে কী বালের কাজ করছো তুমি?"

"ওসব কি আপনি পরোয়া করেন?"

"অবশ্যই করি। তা না হলে তো জিজ্ঞেসই করতাম না।"

"সান জাক্কারিয়া চার্চের বেদীর উপর আঁকা বেল্লিনির ছবিটাতে কাজ করছি। এটা ভেনিসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পেইন্টিং।"

শ্যামরোনের মুখে সত্যিকারের হাসি দেখা গেলো। "ঐ চার্চের পাদ্রী সাহেব যখন জানতে পারবে তাদের মহামূল্যবান ছবিটা রেস্টোর করছে ইজরিল উপত্যকার এক ইহুদি তখন তার মুখটা কেমন হবে সেটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

আচমকা থেমে কাশতে শুরু করলো শ্যামরোন। প্রচণ্ড জোরে জোরে। তারপর বুক ভরে কয়েক বার নিঃশ্বাস নেবার পর প্রশমিত করলো নিজেকে। গ্যাব্রিয়েল তার বুক ধরফর করার শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। এই ঠাণ্ডা থেকে উষ্ণ কোনোখানে যেতে হবে বৃদ্ধকে। কিন্তু নিজের শারিরীক দুর্বলতা মেনে নিতে চায় না সে। সুতরাং গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নিলো সে নিজেই উদ্যোগ নেবে।

"আমরা যদি কোথাও গিয়ে একটু বসি তাহলে কি আপনি কিছু মনে করবেন? আজ সকাল আটটা থেকে মাচাঙে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছি। পা দুটো ব্যথা করছে।"

শ্যামরোন দুর্বল হাসি দিলো। সে জানে তার সাথে চালাকি করা হচ্ছে। কাম্পোর শেষ মাথায় একটা বেকারিতে নিয়ে গেলো তাকে। কাউন্টারের ওপাশে লম্বা এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। কোনো অর্ডার দেয়া না হলেও মেয়েটা তাদেরকে এস্‌প্রেসো কফি, মিনারেল ওয়াটারের বোতল, এক প্লেট রুগিলাচ আর বাদাম পরিবেশন করলো। টেবিলের উপর ঝুঁকে এলে কাঁধের উপর এসে পড়লো তার একগোছা চুল। তার হাত থেকে ভ্যানিলার গন্ধ আসছে। ব্রোঞ্জ রঙের একটা জামা গায়ে চাপিয়ে সে শ্যামরোন আর গ্যাব্রিয়েলকে দোকানে রেখে চলে গেলো কাম্পোর দিকে।

গ্যাব্রিয়েল বললো, "আমি শুনছি।"

"উন্নতি হচ্ছে দেখছি। সাধারণত তুমি চিল্লাচিল্লি করে অভিযোগ করো আমি নাকি তোমার জীবনটা শেষ ক'রে দিয়েছি।"

"ওটা আমি আজও করবো, তবে এখন না।"

"তুমি আর আমার মেয়ে একজোট হতে পারো।"

"আমরা একজোট হয়েই আছি। সে কেমন আছে?"

"এখনও নিউজিল্যান্ডে বসবাস করছে—বিশ্বাস করবে না, একটা মুরগির খামারে। আজো আমার ফোন ধরতে চায় না।" তার পরের সিগারেটটা ধরাতে অনেক বেশি সময় নিলো সে। "ও আমাকে খুবই ঘৃণা করে। বলে আমি নাকি কখনই তাকে সময় দেই নি। তার কথা ভাবি না। এটা বুঝতে পারে না আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। আমাকে অনেক লোকজনের জীবন রক্ষা করতে হয়।"

"এই ব্যাপারটা খুব বেশি দিন থাকবে না।"

"তুমি হয়তো খেয়াল করো নি, আমি নিজেও বেশি দিন বেঁচে থাকবো না।" কিছু রুগিলিচ মুখে পুরে চিবোতে লাগলো শ্যামরোন। "আনা কেমন আছে?"

"মনে হয় ভালোই আছে। দু'মাস ধরে তার সাথে আমার কোনো কথা হয় না।"

শ্যামরোন তার চশমার উপর দিয়ে তাকালো গ্যাব্রিয়েলের দিকে। "দয়া করে আমাকে বলো, তুমি ঐ বেচারি ভালো মেয়েটার হৃদয় ভাঙো নি।"

নিজের কফিতে চিনি ঢালতে ঢালতে অন্য দিকে মুখটা সরিয়ে নিলো গ্যাব্রিয়েল। আনা রলফি...পৃথিবীবিখ্যাত একজন কনসার্ট ভায়োলিনিস্ট এবং আগুস্তুস রলফি নামের সুইস ব্যবসায়ীর মেয়ে। এক বছর আগে তার বাবাকে যারা হত্যা করেছিলো তাদেরকে ধরার কাজে সাহায্য করেছিলো গ্যাব্রিয়েল। সেই সাথে নিজের বাবার যুদ্ধকালীন সময়ের বিতর্কিত ভূমিকা এবং তার সংগ্রহে থাকা বিপুল পরিমাণের ইমপ্রেশনিস্ট আর আধুনিক পেইন্টিংয়ের আসল উৎসের কথা মেনে নিতেও বাধ্য করেছিলো তাকে। ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো সে। কেস শেষ হবার পর পর্তুগালের সিনাত্রা উপকূলে রলফির চমৎকার ভিলায় ছয় মাস থেকেছে গ্যাব্রিয়েল। তাদের এই সম্পর্কটা তখন থেকে চিড় ধরতে শুরু করে যখন গ্যাব্রিয়েল রলফির কাছে কনফেস করে যে তারা দু'জন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সময় তার স্ত্রী লিয়াকে সে চোখের সামনে দেখতে পায়। এমন কি কখনও কখনও রাতের বেলায় তারা যখন সঙ্গম করতে থাকে তখনও তাকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের প্রেমভালোবাসার নীরব দর্শক হতে দেখে সে। ফ্রান্সেস্কো তিপোলো যখন তাকে সান জাক্কারিয়ার কাজটা প্রস্তাব করে তখন নির্দ্বিধায় এটা লুফে নেয় সে। আনা রলফিও তাকে বাধা দেয় নি।

"আমি তাকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা ঠিকমতো এগোতে পারে নি।"

"সে কি ভেনিসে এসে তোমার সাথে কিছু সময় কাটিয়ে গেছে?"

"ফ্রারি'তে একটা বেনিফিট কনসার্ট করতে যখন এসেছিলো একটা দু'দিনের জন্যে আমার সাথেই ছিলো। কী আর বলবো, তাতে পরিস্থিতি ভালো তো হয়-ই নি, বরং আরো খারাপ হয়েছে।"

সিগারেটটা ফেলে দিলো শ্যামরোন। "মনে হয় এজন্যে আমি নিজেও কিছুটা দায়ি। তুমি এসবের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার আগেই আমি তোমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।"

সব সময় এরকম কথাবার্তার সময় সে যেমনটি করে থাকে আজও তাই করলো। শ্যামরোন তাকে জিজ্ঞেস করলো লিয়ার সাথে তার দেখা হয়েছিলো কিনা। গ্যাব্রিয়েল বলতে চাইলো, সে ভেনিসে আসার আগে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মনোরোগ ক্লিনিকে গিয়েছিলো। তার সাথে পুরো একটা বিকেল কাটিয়েছে। এমনকি ম্যাপ্‌ল গাছের নীচে তারা দু'জনে পিকনিকও করেছে। কিন্তু কথা যখন বলতে নেবে তার ভাবনা চলে গেলো অন্যত্র : ভিয়েনার একটা রাস্তায়। জুডেন-প্লাৎজের চেয়ে সেটা খুব বেশি দূরে নয়। ওখানে একটা গাড়ি বোমায় তার ছেলে নিহত হয়। সেই বিস্ফোরণে লিয়ার শরীরটা দুমড়েমুচড়ে যায়, ওল্টপালট হয়ে যায় তার স্মৃতি।

"বারো বছর হয়ে গেলো অথচ এখনও সে আমাকে চিনতে পারে না। আপনাকে সত্যি ক'রে বলছি, কখনও কখনও আমিও তাকে চিনতে পারি না।" একটু থেমে গ্যাব্রিয়েল আবার বলতে শুরু করলো, "কিন্তু আপনি আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নিশ্চয় এখানে আসেন নি।"

"না, তা আসি নি," বললো শ্যামরোন। "তবে তোমার ব্যক্তিগত জীবনটা এখানে প্রাসঙ্গিক। আনা রলফির সাথে যদি তোমার সম্পর্ক থাকতো তবে আমি তোমাকে আমার হয়ে কাজ করার জন্যে অনুরোধ করতাম না—অন্তত পক্ষে বিবেকের তাড়নায় হলেও।"

"এমন কি কখনও হয়েছে, বিবেকের তাড়নায় আপনি আপনার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছেন?"

"এবার সেই পুরনো গ্যাব্রিয়েল যেনো কথা বলছে যাকে আমি চিনতাম, ভালোবাসতাম।" শ্যামরোনের মুখে পরিহাসের হাসি দেখা গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। "বেনজামিনের খুনের ব্যাপারে তুমি কতোটুকু জানো?"

"শুধুমাত্র *হেরাল্ড ট্রিবিউন* পড়ে যতোটুকু জানতে পেরেছি। মিউনিখ পুলিশ বলেছে, নব্য-নাৎসিদের হাতে সে নিহত হয়েছে।"

শ্যামরোন নাক সিঁটকালো। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে মিউনিখ পুলিশের ভাষ্যের সাথে সে একমত নয়, সেটা তদন্তের যতো প্রাথমিক অবস্থায়ই হোক না

কেন। "মানছি এটা সম্ভব। বেনজামিন হোলোকাস্টের উপর অনেক লেখা লিখেছে, এর ফলে জার্মান সমাজের কিছু অংশের কাছে সে জনপ্রিয় ছিলো না। আর একজন ইসরায়েলি হবার কারণে নাৎসিদের সহজ টার্গেট সে হতেই পারে। তবে কোনো ন্যাড়া মাথার নব্য-নাৎসি তাকে খুন করেছে এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। যখনই জার্মানিতে কোনো ইহুদি মারা যায়, আমি খুব অস্বস্তিতে ভুগি। মিউনিখ পুলিশের ঐসব অফিশিয়াল ভাষ্যের চেয়ে আরো বেশি কিছু জানতে চাই আমি।"

"আপনি কেন মিউনিখ পুলিশের তদন্তকারীদের কাছে একটা *ফিয়াৎসা* পাঠাচ্ছেন না?"

"কারণ আমাদের কোনো ফিল্ড অফিসার যদি এরকম কোনো কিছু করে তবে সবাই সন্দেহ করতে শুরু ক'রে দেবে। তাছাড়া আমি সব সময়ই সামনের দরজা থেকে পেছনের দরজাটাই বেশি পছন্দ করি।"

"আপনি কি ভাবছেন?"

"আগামী দু'দিনের মধ্যে এহুদ ল্যান্ডাও নামের বেনজামিনের এক সৎভাই মিউনিখের তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে দেখা করবে। তার কাছ থেকে ল্যান্ডাও বিস্তারিত সব শুনে তাদের অনুমতি নিয়ে বেনজামিনের স্থাবর জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে ইসরায়েলে শিপমেন্ট ক'রে দেবে।"

"আমার যতোটুকু মনে পড়ে বেনজামিনের কোনো সৎভাই ছিলো না।"

"এখন হয়েছে।" শ্যামরোন টেবিলের উপর একটা পাসপোর্ট রেখে সেটা গ্যাব্রিয়েলের দিকে ঠেলে দিলে পাসপোর্টটা খুলে দেখতে পেলো তার নিজের ছবিটাই তার দিকে চেয়ে আছে। তারপর নামের দিকে তাকালো সে এহুদ ল্যান্ডাও।

শ্যামরোন বললো, "তোমার মতো দক্ষ চোখ আমি এই জীবনে দেখি নি। তার অ্যাপার্টমেন্টটা ভালোভাবে চেক ক'রে দেখবে। ওখানে কোনো অসঙ্গতি আছে কিনা খুঁজে বের করবে। যদি এমন কিছু পাও যা আমাদের অফিসের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা ইঙ্গিত করে তবে সেটা সরিয়ে ফেলবে।"

পাসপোর্টটা বন্ধ করলেও সেটা টেবিলেই রেখে দিলো গ্যাব্রিয়েল।

"আমি একটা জটিল রেস্টোরেশনের কাজের মাঝপথে আছি। এই মুহূর্তে হুট ক'রে মিউনিখে যেতে পারবো না।"

"দু'একদিনের বেশি লাগবে না—সর্বোচ্চ দু'দিন।"

"শেষবারও আপনি এ কথা বলেছিলেন।"

শ্যামরোনের মেজাজ সব সময়ই কড়া। এখন সেটা টের পাওয়া গেলো। টেবিলে জোরে একটা ঘুষি মেরে হিব্রুতে চিৎকার ক'রে বললো সে :

"তুমি ঐ বালের পেইন্টিংটা মেরামত করতে চাও নাকি তোমার বন্ধুর খুনিকে খুঁজে বের করতে চাও?"

"আপনি সব সময়ই এরকম সহজ করে দেখেন, তাই না?"

"আমি এরকম সহজভাবেই ভাবতে চাই। আমকে তুমি সাহায্য করবে নাকি এই মিশনের জন্যে লেভের ঐসব বানচোতদের একজনের দ্বারস্থ হতে হবে আমাকে?"

একটু ভাবছে এরকম একটা ভান করলো গ্যাব্রিয়েল, তবে সে আসলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। টেবিলে পড়ে থাকা পাসপোর্টটা আস্তে ক'রে তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ভরে নিলো সে। তার হাত জাদুকরদের মতো কাজ করে। চোখের নিমেষে উধাও ক'রে ফেলতে পারে এরকম জিনিস। শ্যামরোন টেরই পেলো না। যখন দেখলো পাসপোর্টটা টেবিলে নেই, পকেট থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলোপ বের করলো সে। ওটা খুলতেই গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো বিমানের টিকেট আর কালো চামড়ার সুইজরল্যান্ডের তৈরি একটা দামি মানিব্যাগ। মানিব্যাগটা খুললো সে ইসরায়েলি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, তেলআবিবের এক্সক্লুসিভ হেলথ ক্লাবের সদস্য কার্ড, স্থানীয় ভিডিও স্টোরের একটি চেকআউট কার্ড আর প্রচুর পরিমাণের টাকা—ইউরো এবং শেকেল, উভয় মুদ্রায়।

"আমি কি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করি?"

"তোমার একটা আর্ট গ্যালারি আছে। তোমার বিজনেস কার্ডটা জিপার কম্পার্টমেন্টে রয়েছে।"

কার্ডটা খুঁজে পেলো গ্যাব্রিয়েল

ল্যান্ডাও আর্ট গ্যালারি
শিনকিন স্ট্রট, তেলআবিব।

"এটার কি অস্তিত্ব আছে?"

"এখন থেকে আছে।"

এনভেলোপের শেষ আইটেমটা হলো কালো চামড়ার বেল্টের একটা হাতঘড়ি। ঘড়িটার উল্টো পিঠে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো একটা এনগ্রেভিং করা : এহুদের জন্যে, হ্যানার ভালোবাসা।

"দারুণ কাজ," বললো গ্যাব্রিয়েল।

"আমি সব সময়ই ছোটোখাটো জিনিসকে গুরুত্ব দিই।"

হাতঘড়ি, বিমানের টিকেট আর মানিব্যাগ, সবই পকেটে ভরে নিলো

গ্যাব্রিয়েল। তারা দু'জনে যখন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো ঠিক সেই সময় দোকানের মেয়েটা এসে দাঁড়ালো শ্যামরোনের পাশে। গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারলো এই মেয়েটাই বুড়োর দেহরক্ষী।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"তাইবেরিয়াসে ফিরে যাচ্ছি," জবাবে বললো শ্যামরোন। "যদি কিছু খুঁজে পাও তবে সেটা আমাদের পুরনো চ্যানেলের মাধ্যমে কিং সল বুলেভার্দ হোটেলে পাঠিয়ে দিও।"

"কার চোখে পড়বে সেটা?"

"আমার। তবে তার মানে এই নয়, লেভের চোখে সেটা পড়বে না। সুতরাং একটু সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার কোরো। তুমি তো সেটা জানোই।"

বহু দূরে একটা চার্চের বেল বাজছে। শ্যামরোন কাম্পোর মাঝখানে এসে থেমে গেলো। শেষবারের মতো চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো সে। "আমাদের প্রথম ঘেত্তো। ঈশ্বর জানে, এই জায়গাটাকে আমি কতোটা ঘৃণা করি।"

"আপনি যে ষোড়শ শতকে ভেনিসে ছিলেন না সেটার জন্যে খুব খারাপ লাগছে আমার," বললো গ্যাব্রিয়েল। "তাহলে দশজনের কাউন্সিলটা এখানে ইহুদিদেরকে বন্দী ক'রে রাখার সাহস দেখাতো না কখনও।"

"কিন্তু এখন আমি আছি," খুব দৃঢ়ভাবে বললো শ্যামরোন। "সব সময় আছি। আর সবই আমার মনে আছে।"

অধ্যায় ৪

মিউনিখ

দু'দিন পর, মিউনিখের ক্রিমিনাল পোলিজি'র ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজ ৬৮ নাম্বার এডালবারস্ট্রাসির অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে অপেক্ষা করছে। সাদা পোশাকে আছে সে, গায়ে একটা তামাটে রঙের রেইনকোট। গ্যাব্রিয়েলের সাথে আল্‌তো ক'রে করমর্দন করলো। খুব দীর্ঘদেহী, সরু মুখ আর খাড়া নাক। উইজের গায়ের রঙ কিছুটা রোদে পোড়া, চুলগুলো ছোটো ছোটো ক'রে ছাটা। ফলে তার মধ্যে ডোবারম্যান কুকুরের একটা ভাব চলে এসেছে। গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিতৃসুলভ ভঙ্গীতে তার কাঁধ চাপড়ে দিলো সমবেদনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।

"আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগছে, মিঃ ল্যান্ডাও। এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাত হচ্ছে বলে আমি সত্যি দুঃখিত। চলুন, অ্যাপার্টমেন্টে যাবার আগে একটু আরামদায়ক জায়গায় গিয়ে বসে দুটো কথা বলি।"

বৃষ্টি ভেজা ফুটপাত ধরে তারা এগোতে লাগলো। পড়ন্ত বিকেল। শোবিংয়ের ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো আস্তে আস্তে জ্বলতে শুরু করেছে। রাতের বেলায় জার্মান শহরগুলো গ্যাব্রিয়েল মোটেও পছন্দ করে না। একটা কফি হাউজের সামনে এসে ডিক্টেটিভ সাহেব কুয়াশায় ঘোলা হওয়া জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো। কাঠের ফ্লোর, কতোগুলো রাউন্ড টেবিল, ছাত্রছাত্রি আর বুদ্ধিজীবিদের দল বইয়ের উপর হামলে পড়ে আছে। "এখানে বসা যাবে," সে বললো। দরজাটা খুলে গ্যাব্রিয়েলকে ভেতরে যেতে দিলো আগে। নিরিবিলি এক কোণে গিয়ে বসলো তারা।

"আপনার কনসুলেটের লোকজন আমাকে বলেছে আপনার নাকি একটা আর্ট গ্যালারি আছে।"

"হ্যা, আছে।"

"তেলআবিবেই?"

"আপনি তেলআবিব চেনেন?"

ডিটেক্টিভ মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো। "ওখানে খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের—যুদ্ধ আর সন্ত্রাসের মধ্যে থাকাটা নিশ্চয় ভালো কিছু না।"

"মানিয়ে নিতে হচ্ছে। সব সময়ই তো এরকম দেখে আসছি।"

একজন ওয়েটার এলে ডিটেক্টিভ উইজ কফির অর্ডার দিলো।

"কিছু খাবেন, মিঃ ল্যান্ডাও?"

গ্যাব্রিয়েল মাথা নাড়লো।

ওয়েটার চলে যাবার পর উইজ বললো, "আপনার কাছে কি একটা কার্ড হবে?"

খুব সহজভাবেই এই প্রশ্নটা সামলাতে পারলো সে। বুঝতে পারছে লোকটা তার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে। তার কাজ তাকে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে শুধুমাত্র দৃশ্যত যা দেখা যাচ্ছে সেটাই সে দেখতে সক্ষম হয় না, দৃশ্যের আড়ালে যা থাকে তাও সে দেখতে পায়। একটা পেইন্টিং যখন সে দেখে তখন কেবল উপরের অংশটাই দেখে না, বরং এর নীচে থাকা ড্রইং আর অন্যান্য স্তরগুলোও তার চোখে পড়ে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটলো শ্যামরোনের হয়ে কোনো কাজ করতে এসে যে লোকটার সাথে তার দেখা হয়েছে তার বেলায়ও। তার দৃঢ় বিশ্বাস উইজ মিউনিখ ক্রিমিনাল পোলিজির মামুলি কোনো ডিটেক্টিভ নয়। মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে ডিটেক্টিভকে দিলো সে। ভেনিসে এই কার্ডগুলোই শ্যামরোন তাকে দিয়েছিলো। সে লক্ষ্য করেছে মানিব্যাগ থেকে কার্ড বের করার সময় উইজ তার দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে ছিলো। আলোর সামনে নিয়ে কার্ডটা তুলে ধরলো ডিটেক্টিভ, যেনো সেটা জাল কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখছে।

"আমি কি এটা রাখতে পারি?"

"নিশ্চয়।" গ্যাব্রিয়েল আবারো মানিব্যাগটা খুললো। "আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে আরো কিছু কি লাগবে আপনার?"

এই প্রশ্নটা শুনে ডিটেক্টিভের কাছে একটু আগ্রাসী ব'লে মনে হলো। খাঁটি জার্মান ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বারন ক'রে দিলো সে। "আরে, না! আর লাগবে না। আমি আসলে আর্টের ব্যাপারে খুব আগ্রহী, সেজন্যেই আর কি।"

এই জার্মান পুলিশ আর্টের ব্যাপারে কতোটুকু জানে সেটা বাজিয়ে দেখার লোভ সংবরণ করতে হলো গ্যাব্রিয়েলকে।

"আপনি আপনার লোকজনের সাথে কথা বলেছেন?"

আস্তে ক'রে গ্যাব্রিয়েল মাথা নেড়ে সায় দিলো। আজ বিকেলেই সে মিউনিখে অবস্থিত ইসরায়েলি কনসুলারের এক শোক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে। কনসুলার সাহেব তাকে পুলিশ রিপোর্ট আর মিউনিখের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ক্লিপিং সংবলিত একটা ফাইল দিয়েছে। সেই ফাইলটা এহুদ ল্যান্ডাওয়ের দামি চামড়ার বৃফকেসে আছে এখন।

"কনসুলারের অফিস অনেক সাহায্য করেছে," গ্যাব্রিয়েল বললো। "তবে আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বেনজামিনের হত্যার ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে সব কিছু শুনতে চাইছি।"

“অবশ্যই,” জার্মান ভদ্রলোকটি বললো।

পরবর্তী বিশ মিনিট ধরে বেনজামিনের হত্যাকাণ্ডের সমস্ত বিবরণ তুলে ধরলো ডিটেক্টিভ। হত্যাকাণ্ডের সময়, অস্ত্রের ক্যালিবার, বেনজামিনের জীবননাশের হুমকিগুলো, তার স্টাডি রুমের দেয়ালে আঁকা গ্রাফিটি, সব। খুব শান্তকণ্ঠে আস্তে আস্তে বললো সে। সারা দুনিয়ার পুলিশই মৃতের আত্মীয়স্বজনের কাছে এভাবেই কথা বলে থাকে। তারপরও শোকের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে। নিজের ভাইয়ের মর্মান্তিক হত্যার বিবরণ শুনে শোকাতুর হবার কোনো অভিনয় করলো না। সে একজন ইসরায়েলি। প্রায় প্রতি দিনই তাকে মৃত্যু দেখতে হয়। শোক করার মতো কিছু তার মধ্যে নেই। এখন শুধু জবাব পাওয়া আর পরিস্কার চিন্তাভাবনা করার সময়।

“তার হাটুতে কেন গুলি করা হলো, ডিটেক্টিভ?”

উইজ একটু চুপ ক'রে থাকলো। “আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। খুনির সাথে হয়তো তার ধস্তাধস্তি হয়ে থাকবে। অথবা তারা হয়তো তাকে অত্যাচার করার জন্যে ওটা করেছে।”

“কিন্তু আপনি যে বললেন বাকি ভাড়াটেরা কোনো শব্দই শুনতে পায় নি। তাকে যদি অত্যাচার করা হোতো তবে তার চিৎকারের শব্দ অ্যাপার্টমেন্টের অনেকেই শুনতে পেতো।”

“যেমনটি বলেছি হের ল্যান্ডাও, আমরা নিশ্চিত হতে পারি নি এখনও।”

এ ধরণের প্রশ্ন শুনে উইজ নির্ঘাত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিন্তু তেল আবিব থেকে আগত আর্ট ডিলার হের ল্যান্ডাও এখনও তার প্রশ্ন শেষ করে নি।

“হাটুতে গুলি করাটা কি উগ্র ডানপন্থীদের হাতে নিহত অন্য কোনো খুনের বেলায়ও দেখা গেছে?”

“সেটা আমি বলতে পারছি না।”

“আপনারা কি কাউকে সন্দেহ করছেন? মানে বলতে চাইছি, কোনো সন্দেহভাজন কি আছে আপনাদের কাছে?”

“হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এরকম অনেককেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ মুহূর্তে এর বেশি আর বলতে পারছি না।”

“আপনি কি এ সম্ভাবনা দেখছেন তার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাথে এই খুনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? যেমন ধরুন, আশানুরূপ মার্ক না পাওয়া কোনো বিক্ষুব্ধ ছাত্র?”

ডিটেক্টিভ কোনো রকম ঠোঁটে হসি ধরে রাখলো তবে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নিজের মেজাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সে। “আপনার ভাই ওখানে খুব

জনপ্রিয় আর শ্রদ্ধাভাজন লোক ছিলেন। তার ছাত্রেরা তাকে রীতিমতো পূজা করতো। তাছাড়া মৃত্যুর সময়টাতে তিনি তো ছুটিতে ছিলেন।" একটু থেমে গ্যাব্রিয়েলকে স্টাডি করলো ডিটেক্টিভ। "আপনি এটা জানতেন, তাই না, হের ল্যান্ডাও?"

গ্যাব্রিয়েল ঠিক করলো মিথ্যে না বলাই ভালো হবে। "না। বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি এটা জানতাম না। কয়েক মাস ধরে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় নি। সে ছুটিতে কেন ছিলো?"

"তার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আমাকে বলেছেন তিনি নাকি নতুন একটা বইয়ের কাজ করছিলেন।" কফির বাকিটুকু খেয়ে নিলো ডিটেক্টিভ। "আমরা কি এখন অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে যেতে পারি?"

"আরেকটা প্রশ্ন।"

"সেটা কি, হের ল্যান্ডাও?"

"তার বিল্ডিংয়ে খুনি কিভাবে প্রবেশ করতে পারলো?"

"এটার জবাব আমি দিতে পারবো," উইজ বললো। "নিয়মিত হত্যার হুমকি পাওয়া সত্ত্বেও আপনার ভাই একটা অনিরাপদ ভবনে বাস করতেন। ওখানকার ভাড়াটেরা কে এলো আর কে বাইরে গেলো সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেউ যদি ইন্টারকমে বলে 'এডভের্টাইজমেন্ট' ব্যস, তাকে ঢুকতে দেবে তারা। প্রফেসর স্টার্নের উপরের তলায় যে ছাত্রি থাকে সে আমাদের একদম নিশ্চিত ক'রে বলেছে খুনিকে নাকি সে-ই ভবনের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। এখনও আপসেট হয়ে আছে মেয়েটা। প্রফেসরকে খুবই পছন্দ করতো সে।"

তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই তারা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

ইন্টারকম প্যানেলে বোতাম টিপলো ডিটেক্টিভ ভদ্রলোক। ভবনের দায়িত্বে যিনি আছেন তার নামটা নোটবুকে টুকে নিলো গ্যাব্রিয়েল। লিলিয়ান র‍্যাটজিঙ্গার—কেয়ারটেকার। কিছুক্ষণ পরই দরজার ফাঁক দিয়ে ছোটোখাটো গড়নের বিস্ফারিত চোখের একে বৃদ্ধমহিলা উঁকি দিলো। উইজকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দিলো সে।

"গুড আফটারনুন, ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার," বললো ডিটেক্টিভ। "এ হলো বেনজামিনের ভাই, এহুদ ল্যান্ডাও। বেনজামিনের জিনিসপত্র নেবার জন্যে এসেছেন।"

বৃদ্ধমহিলা গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানালো। এরপরই মুখ ঘুরে দাঁড়ালো মহিলা, যেনো তাকে দেখে অস্বস্তিতে ভুগছে।

লবিতে ঢুকতেই গ্যাব্রিয়েল এসিডের গন্ধ পেলো। পুরনো নোংরা ক্যানভাস পরিস্কার করতে যে ধরণের সলভেন্ট সে ব্যবহার করে সেটার কথা মনে পড়ে

গেলো তার। আশেপাশে তাকিয়ে দেখতে পেলো একটা কসমেটিকের শপ আছে নীচের তলায়। পেডিকিউর করতে আসা মোটাসোটা এক জার্মান মহিলা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের উপর দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো গ্যাব্রিয়েল। বেনজামিন এই জায়গায় থাকতে নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো না।

দরজার পাশে দেয়াল জুড়ে একগাদা লোহার পোস্টবক্স। তার মধ্যে একটা বেনজামিনের। নামফলকটা এখনও আছে। ছোট্ট খোপ দিয়ে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পাচ্ছে বক্সের ভেতরটা ফাঁকা।

বৃদ্ধমহিলা তাদেরকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেলো। তার হাতে চাবির গোছা। বেনজামিনের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে থামলো সে। অপরাধ সংঘটিত স্থানে আর দরজায় পুলিশের *টেপ্* লাগানো আছে। দরজার ঠিক সামনেই পড়ে আছে কয়েক তোড়া বাসি গোলাপ ফুল। আর সেটার পাশের দেয়ালেই হাতে লেখা একটা বাণী *লিবে ইস্ট স্টারকার আলস্ হাব*—ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসার শক্তি বেশি। এই অতি আদর্শ মার্কা শ্লোগানটা দেখে গ্যাব্রিয়েল ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো কিছুটা। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেলো, সে যখন শ্যামরোনের জন্যে ইউরোপে গিয়ে প্যালেস্টাইনিদের হত্যা করতে যাবে তখন তার স্ত্রী লিয়াও ঠিক এই কথাটাই তাকে বলেছিলো।

"ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসার শক্তি বেশি, গ্যাব্রিয়েল। যা-ই করো না কেন, তাদেরকে ঘৃণা কোরো না। যদি তা করো তবে শ্যামরোনের মতোই জীবনযাপন করতে হবে তোমাকে।"

মহিলা দরজা খুলেই গ্যাব্রিয়েলের দিকে না তাকিয়ে চুপচাপ চলে গেলো সেখান থেকে। মহিলার উদ্বিগ্নতার উৎস কি তা নিয়ে ভাবতে লাগলো সে। সম্ভবত তার বয়সের কারণেই সে এমনটি করছে। হয়তো বা সে ঐ প্রজন্মের একজন যারা এখনও ইহুদিদের উপস্থিতিতে এক ধরণের অস্বস্তিতে ভোগে।

উইজ গ্যাব্রিয়েলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এই ঘর থেকে এডলবারস্ট্রাসি শহরটা দেখা যায়। ঘরের ভেতরে আলো খুবই কম। তাই ডিটেক্টিভ ভদ্রলোক বেনজামিনের ডেস্ক ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলো। মেঝেতে বেনজামিনের রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খুনির আঁকা গ্রাফিটিটা দেখতে পেলো সে। ডিটেক্টিভ উইজ প্রথম সিম্বলটা দেখালো, ইংরেজি V অক্ষরটা উল্টো করে আঁকা, আর তার মধ্যেই একটা ডায়মন্ড।

"এটা *ওডিন রুনি* নামে পরিচিত," বললো উইজ। এটা প্রাচীন নরওয়েজিয়ান সিম্বল, ওডিনিজম নামের প্যাগান ধর্মকে বুঝিয়ে থাকে।"

"আর দ্বিতীয় সিম্বলটা?" যদিও জবাবটা সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে তারপরও জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

কিছু বলার আগে উইজ তার দিকে কিচ্ছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তিনিটি 'সাত' সংখ্যা মাঝখানে, চারপাশে মোটা করে লাল রঙের দাগ দেয়া।

"এটাকে বলা হয় তিন সাত অথবা তিন বাহুর স্বস্তিকা।" জার্মান লোকটি বললো। "এটা শয়তানের উপর প্রভুত্বের একটি প্রতীক; যার সংখ্যা হলো ৬৬৬।"

গ্যাব্রিয়েল আরেকটু সামনে গিয়ে মাথাটা এমনভাবে কাত করে দেখতে লাগলো যেনো এটার ক্যানভাসটা রেস্টোর করা যাবে কিনা পরীক্ষ ক'রে দেখছে সে। তার দক্ষ চোখ বলছে এটা যে এঁকেছে সে নিছক কোনো অনুকরণকারী, বিশ্বাসী কেউ নয়।

আরেকটা জিনিস তার চোখে পড়লো। ঘৃণার প্রতীক দুটো সম্ভবত বেনজামিনের হত্যার পর স্প্রে করা হয়েছে, তারপরেও রেখাগুলো বেশ নিঁখুত আর সমান। মানসিক চাপ বা উদ্বিগ্নতার কোনো চিহ্ন তাতে নেই। খুন করতে অভ্যস্ত একজন, ভাবলো গ্যাব্রিয়েল। এমন এক লোক যে কিনা লাশের কাছে থেকেও অস্বস্তি বোধ করে না।

ডেস্কের কাছে গেলো। "বেনজামিনের কম্পিউটারটা কি এভিডেন্স হিসেবে নিয়ে গেছেন আপনারা?"

উইজ মাথা নাড়লো। "চুরি হয়েছে।"

সিন্দুকের দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়েল। দরজা খোলা, ভেতরটা একেবারেই ফাঁকা।

"এটার জিনিসপত্রও চুরি হয়েছে," ডিটেক্টিভ বললো। আগে থেকেই ধারণা করতে পেরেছে এই প্রশ্নটা করা হবে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক আর কলম বের করলো গ্যাব্রিয়েল। পুলিশের লোকটা এমনভাবে সোফায় বসে পড়লো যেনো আজ সারাদিন ধরেই সে হেটেছে।

"আপনি এই ফ্ল্যাটে অনুসন্ধান চালানোর সময় আমাকেও আপনার সঙ্গে থাকতে হবে। দুঃখিত, কিছুই করার নেই। এটাই নিয়ম।" নিজের টাইটা আলগা করে নিলো সে। "আপনার যতোক্ষণ খুশি সময় নিয়ে কাজ করুন, হের ল্যান্ডাও। যা খুশি তাই করুন, শুধু কিছু নিতে পারবেন না। নেবার চেষ্টাও করবেন না, বুঝলেন? এটাও একটা নিয়ম।"

ডিটেক্টিভের উপস্থিতেই গ্যাব্রিয়েল অনেক কিছু করতে পারবে। শোবার ঘরে গেলো সে। বিছানায় কোনো চাদর বিছানো নেই। চামড়ার আর্মচেয়ারের উপর

লন্ড্রি থেকে আনা জামাকাপড় রাখা। পাশের টেবিলে কালো রঙের একটা মুখোশ আর ফোম-রাবারের ইয়ারফোন দেখা যাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েলের মনে পড়ে গেলো, বেনজামিনের ঘুম খুবই পাতলা ছিলো। এজন্যেই মুখোশ দিয়ে চোখ ঢেকে, কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ঘুমাতো সে। জানালার পর্দাগুলো বেশ ভারি আর কালো রঙের। যারা রাতে কাজ করে আর দিনের বেলায় ঘুমায় তারা এরকম পর্দা ব্যবহার ক'রে থাকে। একটা পর্দা ধরে টান দিতেই ধুলো উড়তে শুরু করলো।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট ধরে ক্লোসেট, ড্রেসার আর বেডসাইড টেবিলের জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। তার নোটবুকে অনেক কিছু টুকে নিলো পাছে ডিটেক্টিভ ভদ্রলোক যদি সেটা দেখতেও চায় তাতে কিছু ধরতে পারবে না। সত্যি বলতে কি, অসাধারণ তেমন কিছু খুঁজেও পেলো না গ্যাব্রিয়েল।

দ্বিতীয় বেডরুমে প্রবেশ করলো সে। দেয়াল জুড়ে বইয়ের সেলফ আর ফাইল ক্যাবিনেট। বোঝাই যাচ্ছে এটাকে বেনজামিন তার স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার করতো। ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে আশেপাশে বুঝি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। মেঝেতে বইপত্রও পড়ে আছে। ফাইল ক্যাবিনেটের সবগুলো ড্রয়ারই খোলা।

গ্যাব্রিয়েল ভাবতে লাগলো কাজটা করেছে কে মিউনিখ পুলিশ নাকি বেনজামিনের খুনি।

একঘণ্টা ধরে চললো তার এই তল্লাশী। প্রতিটি বই আর ফাইলের পৃষ্ঠা উল্টে দেখলো। একবার উইজ দরজার কাছে এসে তার কাজ দেখে আবার পাশের ঘরে চলে গেলো বিশ্রাম নেবার জন্যে। বেনজামিনের ঘরে এমন কিছু পেলো না যার সাথে তাদের অফিসের কোনো লিংক থাকতে পারে—সেই সাথে তার খুনেরও কোনো কারণ খুঁজে পেলো না গ্যাব্রিয়েল।

পাশের ঘরে এসে দেখে বেনজামিনের টিভিতে সান্ধ্যকালীন সংবাদ দেখছে উইজ। গ্যাব্রিয়েলকে দেখেই টিভিটা বন্ধ ক'রে ফেললো সে।

"শেষ?"

"এই ভবনে কি বেনজামিনের কোনো স্টোরেজ রুম আছে?"

ডিটেক্টিভ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "জার্মান আইন অনুযায়ী ভাড়াটেকে বাড়িওয়ালা একটা স্টোরেজ রুম দিতে বাধ্য।"

গ্যাব্রিয়েল হাতটা বাড়িয়ে দিলো। "ওই ঘরের চাবিটা কি আমি পেতে পারি?"

ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার গ্যাব্রিয়েলকে নীচের তলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ২বি। এটাই বেনজামিনের স্টোরেজ রুম। মহিলা দরজা

খুলে ভেতরে একটা বাতি জ্বালিয়ে দিতেই কোত্থেকে যেনো একটা মথ এসে গ্যাব্রিয়েলের গালের উপর বসলো। মহিলা মাথা দোলাতে দোলাতে চলে গেলো করিডোরের দিকে, কোনো কথা বললো না।

স্টোরেজ রুমটার দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়েল। একটা ক্লোসেটের চেয়ে বড় হবে না ঘরটা। চার-পাঁচ ফিট দৈর্ঘ আর ছয় ফিটের মতো প্রস্থ হবে। তেল চিটচিটে আর ভ্যাপসা একটা গন্ধ নাকে এলো তার। এক চাকার একটা নষ্ট বাইসাইকেল, পুরনো এক জোড়া স্কি আর লেবেলবিহীন কিছু কার্ডবোর্ড বাক্স। ঘরের ছাদ দিয়ে পানি চুইয়ে পড়ার নমুনা দেখা যাচ্ছে।

বাক্সগুলো খুলে বেনজামিনের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো সে। কয়েকটা বাক্সে হলুদ রঙের কাগজ আর স্পাইরাল নোটবুক খুঁজে পেলো গ্যাব্রিয়েল। সারা জীবনের সমস্ত লেকচার শিট আর লাইব্রেরির নোট। কিছু বাক্সে আছে পুরনো বইয়ের স্তূপ—গ্যাব্রিয়েল আন্দাজ করতে পারলো এই বইগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই বেনজামিনের স্টাডি রুমের সেলফে স্থান পায় নি। তার শেষ বই *কন্সপিরেসি অ্যাট ওয়ানসি*'র কিছু নষ্ট কপিও আছে এখানে।

একটা বাক্সে তার একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়েছে। অযাচিতভাবে অন্যের জিনিস হাতড়ানোর জন্যে লজ্জিত বোধ করছে সে। তার নিজের ব্যক্তিগত জিনিস্পত্রে কেউ হানা দিলে কি খুঁজে পাবে, ভাবতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল। আঠা, রিমুভার, কিছু পেইন্টিং রেস্টোর করার যন্ত্রপাতি, সিগারেটের বাক্স আর তার এক সময়কার প্রিয় বেরেটা পিস্তল। ওখানে একটা সিগারেটে বাক্স খুলে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো সেটার মধ্যে অনেকগুলো মেডেল রয়েছে। তার মনে পড়ে গেলো শৈশবে বেনজামিন ভালো একজন রানার ছিলো। স্কুলে অনেক পুরস্কার পেয়েছে সে। একটা এনভেলোপে পারিবারিক ছবি আছে। গ্যাব্রিয়েলের মতোই বেনজামিনও মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তার মা-বাবা রিগার বীভৎস নরক থেকে বেঁচে এলেও হাইফা'তে এক গাড়ি বোমায় নিহত হয়। তার পাশেই একগাদা চিঠিপত্র খুঁজে পেলো।

একটা চিঠি নিয়ে খুলতেই ওটার ভেতর থেকে ভেসে এলো সুমিষ্ট লাইলাকের গন্ধ। কয়েক লাইন পড়েই চিঠিটা রেখে দিলো সে। ভিরা...বেনজামিনের একমাত্র ভালোবাসা। কতো রাত জেগে বেনজামিনের কাছ থেকে গ্যাব্রিয়েল এই অভিযোগ শুনেছে যে ভিরা তার সমস্ত সৌন্দর্য আর চার্ম দিয়ে সারা জীবনের জন্যে অন্য নারীদের প্রতি তার আগ্রহ কেড়ে নিয়েছে। গ্যাব্রিয়েল একদম নিশ্চিত মেয়েটাকে সে বেনজামিনের চেয়েও বেশি ঘৃণা করতো।

শেষ আইটেমটা হলো একটা ম্যানিলা ফাইল ফোল্ডার। ওটা খুলে ভেতরে কিছু পত্রিকার ক্লিপিংস দেখতে পেলো সে। শিরোনামটার দিকে চোখ বোলালো গ্যাব্রিয়েল :

অলিম্পিক ভিলেজে জিম্মি...সন্ত্রাসীরা প্যালেস্টাইনি এবং জার্মান বন্দীদের মুক্তি দাবি করছে...ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর...

ফাইলটা বন্ধ করতে গেলে সাদা-কালো একটা ছবি ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলে ছবিটা তুলে নিলো গ্যাব্রিয়েল। নীল জিন্স আর জ্যাকেট পরা দুটো ছেলে। দু'জন জার্মান ছেলে গ্রীষ্মের ছুটিতে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছে—ছবিটা দেখে তার কাছে মনে হলো। এক নদী তীরে ছবিটা তোলা হয়েছে। বাম দিকের ছেলেটা বেনজামিন, মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল, পাশে দাঁড়ানো ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে মুখে দুষ্টুমির হাসি এঁটে রেখেছে সে।

বেনজামিনের সঙ্গীটির ভাবভঙ্গী খুব সিরিয়াস। কিছুটা রাগী চেহারা তার। যেনো একান্তই অনিচ্ছায় ছবি তুলছে। চোখে সানগ্লাস। চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছাটা। বয়স বিশ বছরের মতো হলেও কানের দু'পাশের চুল পাকতে শুরু করেছে।

"বড় মানুষের কাজ করে সে," শ্যামরোন বলেছিলো তাকে। "আগুনের খুব কাছে কাজ করে তো তাই এরকম হয়েছে।"

মিউনিখ ম্যাসাকারের পত্রিকার ক্লিপিংগুলো দেখে গ্যাব্রিয়েল খুশি হতে পারলো না। এতোগুলো আইটেম ডিটেক্টিভ উইজের চোখ ফাঁকি দিয়ে সরানো সম্ভব নয়। ছবিটা অবশ্য মানিব্যাগের ভেতরে রেখে দেয়া গেলো খুব সহজে তারপর স্টোরেজ রুম থেকে বের হয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার করিডোরেই অপেক্ষা করছে। গ্যাব্রিয়েল ভাবলো, মহিলা এখানে কতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তবে সেটা জিজ্ঞেস করলো না। মহিলার হাতে ছোট্ট একটা শিপিং এনভেলোপ। সেটার উপরে যে বেনজামিনের ঠিকানা লেখা আছে দেখতে পেলো সে। আর এনভেলোপের মুখটাও খোলা।

এনভেলোপটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো মহিলা। "মনে হয় এটা আপনাকে দেয়া উচিত," জার্মান ভাষায় বললো কথাটা।

"এটা কি?"

"বেনজামিনের চশমা। ইতালির এক হোটেলে এটা ফেলে এসেছিলো সে। হোটেলে কনসিয়ার্জ বেশ ভালো লোক। জিনিসটা তার কাছে ফেরত পাঠিয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো জিনিসটা এসে পৌছেছে তার মৃত্যুর পর ।"

এনভেলোপটা হাতে নিয়ে চশমাটা বের করলো গ্যাব্রিয়েল। এটা তার রিডিংগ্লাস। এনভেলোপটা ভালো ক'রে দেখলে ওটার ভেতর একটা পোস্টকার্ড খুঁজে পেলো সে। ইতালির উত্তরে লেকের পাশে অবস্থিত একটা হোটেলের ছবি। পোস্ট কার্ডটার পেছনে লেখাটা পড়লো :

আপনার বইয়ের কাজ ভালোভাবে চলুক, প্রফেসর স্টার্ন।
—জিয়ানকোমো।

গ্যাব্রিয়েলকে তার হোটেলে পৌছে দেবার জন্যে চাপাচাপি করলো ডিটেক্টিভ উইজ। কারণ হের ল্যান্ডাও এর আগে কখনও মিউনিখে আসেন নি। গাড়িতে করে যাবার সময় সে লক্ষ্য করলো উইজ চালাকি ক'রে একটু ঘুরে গেলো যেনো তাদের ভ্রমনের এই সময়টা আরো পাঁচ মিনিট প্রলম্বিত হয়।

অবশেষে শহরের লেহেল ডিস্ট্রিক্টের আনা-স্ট্রাসি নামক একটা পাথরে বিছানো পথে এসে পড়লো তারা। হোটেল অপেরার বাইরে গাড়িটা থামিয়ে উইজ তার নিজের কার্ডটা গ্যাব্রিয়েলকে দিয়ে তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে আবারো দুঃখ প্রকাশ করলো। "যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় তাহলে একদম দ্বিধা করবেন না।"

"একটা বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন," গ্যাব্রিয়েল বললো। "বেনজামিনের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই। তার ফোন নাম্বারটা কি আপনার কাছে আছে?"

"আহ্, ডক্টর বার্জার। অবশ্যই আছে।"

পুলিশের লোকটা পকেট থেকে একটা ইলেক্ট্রনিক অর্গানাইজার বের ক'রে ফোন নাম্বারটা খুঁজে বের করলো। ডিটেক্টিভের কার্ডের উল্টো পিঠেই সেটা লিখে নিলো গ্যাব্রিয়েল। যদিও নাম্বারটা উইজের মুখ থেকে শুনেই তার মাথায় গেঁথে গেছে।

ডিটেক্টিভকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপরে উঠে গেলো সে। রুম সার্ভিসকে দিয়ে ডিমের ওমলেট আর ভেজিটেবল সুপ আনিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলো। খাওয়া শেষে গোসল ক'রে কনসুলারের অফিস থেকে দেয়া ফাইলটা খুলে বসলো বিছানায়। সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে ফাইলটা বন্ধ ক'রে জানালার কাঁচে বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ শুনতে লাগলো আর আনমনে চেয়ে রইলো ছাদের দিকে। কে তোমাকে খুন করলো, বেনি? কোনো নব্য-নাৎসি? না, গ্যাব্রিয়েলের যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাতে। তার ধারণা ওডিন রুনি এবং তিন সাতের চিহ্নটি ঘটনাকে

অন্যদিকে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তাহলে তাকে মারা হলো কেন? একটা তত্ত্ব নিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে একটু কাজ করতে হবে। নতুন একটা বই লেখার জন্যে বেনজামিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়েছিলো, যদিও তার ফ্ল্যাটের ভেতরে সে এমন কিছু খুঁজে পায় নি যাতে করে মনে হতে পারে আসলেই নতুন কোনো বইয়ের কাজ করছিলো সে। কোনো নোট পর্যন্ত নেই সেখানে। কোনো ফাইলও পায় নি। পাণ্ডুলিপির কোনো চিহ্নই খুঁজে পায় নি গ্যাব্রিয়েল। কেবল ইতালির একটা হোটেল থেকে পাঠানো একটা পোস্টকার্ডের উল্টোপিঠে তার নতুন বইয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে।

আপনার বইয়ের কাজ ভালোভাবে চলুক, প্রফেসর স্টার্ন—জিয়ানকোমো।

মানিব্যাগ থেকে সেই ছবিটা বের করলো যেটা স্টোর রুম থেকে সরিয়েছে। গ্যাব্রিয়েলের তিক্ত স্মৃতি তাকে কোনো কিছু না ভুলতে সাহয্য ক'রে থাকে। সে দেখতে পাচ্ছে বেনজামিন কোনো এক বেলজিয়ান সুন্দরী মেয়েকে ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলিয়েছে। এমনকি গ্যাব্রিয়েলের কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার ঠিক আগ মুহূর্তে সে কি বলেছিলো সেটাও মনে করতে পারছে সে।

"আরে বানচোত, একটু হাস না।"

"এটা কোনো মজার জিনিস না, বেনি।"

"আমরা ছবির জন্যে পোজ দিচ্ছি এটা যদি ঐ বুড়োটা দেখে তো তার মুখের অবস্থা কী রকম হবে একবার ভাবতে পারিস?"

"বুড়ো তোর পাছায় লাথি মারবে।"

"চিন্তা করিস না। এটা আমি পুড়িয়ে ফেলবো।"

পাঁচ মিনিট পর বাথরুমে ঢুকে গ্যাব্রিয়েল ঠিক সেই কাজটাই করলো।

ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজ মিউনিখের ইসার নদীর তীরে বোগেনহসেন আবাসিক এলাকায় থাকে। গ্যব্রিয়েলকে তার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে সে ওখানে ফিরে গেলো না। তার বদলে একটু এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার এক জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে হোটেল অপেরার প্রবেশদ্বারের দিকে নজর রাখলো। ত্রিশ মিনিট পর সেলফোনে রোমের একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

"চিফ বলছি।" কথাটা ইংরেজিতে বলা হলেও বাচনভঙ্গীটি ইতালিয়।

"মনে হচ্ছে আমরা সমস্যায় পড়তে যাচ্ছি।"

"আমাকে সব খুলে বলো।"

বিকেল আর সন্ধ্যার ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে জানালো ডিটেক্টিভ। ওপেন ফোনে কিভাবে কথা বলতে হয় সে ব্যাপারে খুব দক্ষ লোক সে। সতর্কতার

সাথেই বললো, নির্দিষ্ট ক'রে কোনো কিছুর উল্লেখ করলো না। তাছাড়া ফোনের অপর প্রান্তের লোকটি খুঁটিনাটি সবই জানে। তার কাছে এসব না বললেও চলে।

"সাবজেক্টকে অনুসরণ করার মতো রিসোর্স কি তোমার কাছে আছে?"

"আছে, তবে সে যদি কোনো পেশাদার লোক হয়ে—"

"অনুসরণ করো তাকে," রোমের লোকটা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো। "আর তার একটা ছবি জোগাড় করো।"

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো ফোনের কানেকশান।

অধ্যায় ৫

ভ্যাটিকান সিটি

"কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি। আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।"

"ইউর হলিনেস।"

কার্ডিনাল সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসি উপুড় হয়ে পোপের হাতে ফিশারম্যান রিং নামে আঙটিতে চুমু খেলো। তারপর সোজা হয়ে সরাসরি তাকালো পোপের দিকে, খুবই আত্মবিশ্বাস আর অনেকটা ঔদ্ধত্যের সাথে। একদম হালকা পাতলা গড়ন আর পার্চমেন্ট পেপারের মতো গায়ের রঙ তার। মনে হচ্ছে পোপের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর বাতাসে তার শরীরটা ভাসছে। তার আলখেল্লাটি বানিয়েছে পিয়াজ্জার কাছে দেল্লা মিনার্ভার এক দর্জি। এই দর্জিই পোপের জামাকাপড় বানিয়ে থাকে। খাঁটি সোনার ক্রুশটা তার সম্পদশালী আর প্রভাবশালী পরিবারকেই যেনো প্রকাশ করছে।

ছোটো আর একদম গোল চশমার কাঁচের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তার বিবর্ণ আর কাঠখোট্টা সবুজ চোখ দুটো।

সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে ব্রিন্দিসি ভ্যাটিকান সিটির আভ্যন্তরীণ সমস্ত অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। সারা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভ্যাটিকানের সব ধরণের সম্পর্কও বজায় রাখে সে। সত্যি বলতে কি, কাজের দিক থেকে সে হলো ভ্যাটিকানের একজন প্রধানমন্ত্রী, এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কনক্লেইভে তার পরাজয়ে সে হতাশ হলেও ডক্টৃনিয়ার কার্ডিনাল সতর্কভাবেই কিউরিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, ফলে পোপকেও পাত্তা দেয় না সে। পোপ অবশ্য নিশ্চিত নন শেষ পর্যন্ত এই শোডাউনে কে টিকে থাকবে—তিনি নিজে নাকি এই বোবা ডাকাত কার্ডিনাল।

প্রতি শুক্রবার তারা দু'জন এক সাথে লাঞ্চ করে থাকে। এটাই হলো পোপের একমাত্র ভীতিকর সময়। তার আগের কয়েকজন পূর্বসূরী কিউরিয়ার সমস্ত আব্দার মিটিয়ে থাকতো আনন্দের সাথেই, আর এজন্যে প্রতি দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পেপারওয়ার্ক তৈরি করতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় ক'রে। দ্বাদশ পায়াস আর চতুর্থ জন পলের সময়কালে পাপালের স্টাডি রুমের বাতিগুলো প্রতি দিন মাঝরাত পর্যন্ত জ্বলতো। লুক্কেসি বিশ্বাস করেন তার আমলে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিকতর সময় ব্যয় করতে পারছেন। প্রতি দিন কিউরিয়ার

ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন তিনি। দুভার্গ্যের বিষয় হলো, এখন পর্যন্ত তিনি এমন একজন সেক্রেটারি অব স্টেট পান নি যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। এজন্যেই কার্ডিনাল ব্রিন্দেসির সাথে কখনই তিনি লাঞ্চ করতে ভুলে যান না।

তারা দু'জনেই পাপালের অ্যাপার্টমেন্টের ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি বসেছে। পোপ পরে আছেন সাদা আলখেল্লা আর কার্ডিনাল কালো রঙের আলখেল্লার সাথে লাল রঙের টুপি। অন্যসব দিনের মতোই ব্রিন্দেসি খাবার নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারলো না। এটা দেখে হলিনেসের অবশ্য খুব ভালো লাগছে। পোপ জানেন ব্রিন্দেসি একজন ভোজন রসিক ব্যক্তি। নিজের উদর পূর্তি করতে পারলে বেশ ফুর ফুরে মেজাজে থাকে। তার পছন্দের আর অপছন্দের খাবারগুলো কি তাও তিনি জানেন। তাই শুক্রবার এলেই নিজের নানকে বলে দেন ঠিক কোন্ ধরণের অপ্রিয় খাবার রাধতে হবে। আজকের মেনুতে আছে একটু বেশি করে ভাজা গরুর মাংস আর সেদ্ধ আলু। ব্রিন্দিসি খাবার দেখে 'উৎসাহব্যঞ্জক' বলে মন্তব্য করলো।

পাঁচচল্লিশ মিনিট ধরে বিভিন্ন ধরণের কিউরিয়াল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে গেলো ব্রিন্দিসি। প্রতিটি বিষয়ই আগের যেকোনো বিষয় থেকে অনেক বেশি বিরক্তিকর ঠেকলো পোপের কাছে।

যাজকদের বিভিন্ন বিষয়, নিয়োগ আর ভ্যাটিকান ব্যাঙ্কের অফিসারদের মাসিক মিটিংয়ের রিপোর্ট। কতিপয় যাজকের বিরুদ্ধে মোটর-পুল থেকে অতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহরের অভিযোগ উঠেছে। যতোবারই ব্রিন্দিসি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামলো পোপ বিড়বিড় ক'রে বলে উঠলেন, "আহ্ মজার ঘটনা তো," আর প্রতিবারই তিনি ভাবলেন তাকে কেন মোটর-পুল অপব্যবহারের মতো সমস্যার কথা জানাচ্ছে এই লোক।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরকার যা—" রুক্ষ কার্ডিনাল গলা খাকারি দিলো বার কয়েক। তারপর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো—"খুবই অপ্রীতিকর, ইউর হলিনেস। সম্ভবত এখনই কথাটা বলা সবচাইতে ভালো সময়।"

"প্লিজ, বলুন, এমিনেন্স," সঙ্গে সঙ্গে বললেন পোপ। কিউরিয়ার ব্যাপার-স্যাপার থেকে ভিন্ন কোনো বিষয় হবে বলে আন্দাজ করতে পারলেন তিনি, তাই তার আগ্রহটাও বেড়ে গেছে।

নিজের কাঁটা চামচটা টেবিলে রেখে থুতনির নীচে দু'হাত এক সঙ্গে ক'রে পোপের দিকে সরাসরি তাকালো ব্রিন্দিসি। "মনে হচ্ছে *লা রিপাবলিকায়* আমাদের পুরনো বন্ধু আবারো উল্টাপাল্টা একটা কাজ ক'রে বসেছে। পত্রিকার

ইস্টার সংস্করণে আপনার জীবনের উপর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে সে কিছু জিনিস সামনে নিয়ে এসেছে"—একটু থেমে উপরে তাকালো সে, সম্ভবত স্বর্গ থেকে কিছুটা অনুপ্রেরণা পাবার আশায়—"আপনার শৈশবের কিছু ঘাপলা।"

"কি ধরণের ঘাপলা?"

"আপনার মায়ের মৃত্যুর তারিখ সংক্রান্ত। আপনি যখন এতিম হলেন তখন আপনার বয়স কতো ছিলো। কোথায় আপনি থাকতেন। কার অধীনে থাকতেন, ইত্যাদি। একজন উদ্ভাবনী রিপোর্টার সে। দীর্ঘদিন থেকেই সেক্রেটারিয়েটের জন্যে রীতিমতো গলার কাঁটায় পরিণত হয়ে আসছে লোকটা। আমরা যেসব জিনিস মাটি চাপা দিয়ে দিতে সক্ষম হই সেসব জিনিস সে মাটি ফুঁড়ে বের করে আনে। আমি আমার সমস্ত স্টাফদেরকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম, প্রেস অফিসের অনুমতি ছাড়া ঐ লোকের সাথে কেউ যেনো কথা না বলে, তারপরও কিভাবে যেনো—"

"কিছু লোক তার সাথে ঠিকই কথা বলেছে।"

"এখন তো তাই মনে হচ্ছে, ইউর হলিনেস।"

খাবারের প্লেটটা পাশে সরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোপ। কনক্লেইভের পর পরই তিনি নিজের শৈশবের সত্যিকারের ঘটনা জানানোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন। চেয়েছিলেন বিশ্ববাসী তা জানুক। কিন্তু কিউরিয়া আর প্রেস অফিস মনে করেছে পৃথিবী এখনও পথেঘাটে শৈশব কাটানো কোনো অনাথ লোককে পোপ হিসেবে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তত হয় নি। ভ্যাটিকানের এই গোপন করা আর ধোকা দেয়ার যে ঐতিহ্য সেটা মনেপ্রানে লুক্কেসি ঘৃণা করেন, ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাদের কথা মতো নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনি থেকে এসব অধ্যায় বাদ দিতে সম্মত হন।

"পনেরো বছর বয়সে সেমিনারিতে প্রবেশ করার আগে আমি পাদুয়া'র এক ধর্মপ্রাণ খৃস্টান পরিবারে ছোটোবেলা থেকেই জিশুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে বেড়ে উঠেছি, এরকম মিথ্যাচার করাটা মারাত্মক ভুল হবে। *লা রিপাবলিকা*'য় আপনাদের বন্ধুটি কিন্তু ঠিকই সত্যটা খুঁজে বের করতে পারবে।"

"*লা রিপাবলিকা*'র ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন। ঐসব সংবাদিকদেরকে ম্যানেজ করার কিছু পদ্ধতি আমাদের কাছে রয়েছে।"

"যেমন?"

"ইউর হলিনেসের বিদেশ যাত্রার সময় তাদেরকে সঙ্গী হিসেবে না নেয়া। প্রেসবৃফিংয়ের সময় তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে না দেয়া। প্রেস অফিস থেকে তারা যে সুবিধা পেয়ে থাকে সেসব বাতিল করা।"

"এটা তো খুবই বাজে আর নির্মম বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি অবশ্য মনে করি না এরকম কিছু করতে হবে। আমি নিশ্চিত, তাকে আমাদের কাহিনীটা বিশ্বাস করানো যাবে।"

"কোন্ কাহিনীর কথা বলছেন?"

"আপনি পাদুয়াতে বেড়ে উঠেছেন এক ধার্মিক খৃস্টান পরিবারে। জিশু আর ভার্জিনের প্রতি সেই ছোটোবেলা থেকেই আপনার অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা।" হেসে বললো ব্রিন্দিসি। "কিন্তু কাউকে যখন এরকম কোনো বিষয় নিয়ে লড়াই করতে হয় তখন পুরো বিষয়টি জানা থাকলে খুব উপকারে আসে। পরিস্কার থাকে ঠিক কোন্ দিক থেকে কি মোকাবেলা করা হবে।" যেনো গসপেল থেকে কিছু উদ্ধৃত করবে এমন ভঙ্গী ক'রে সে বললো, "আমি এই ইসুটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। যারা আমাদের ধ্বংস করতে চায় এতে ক'রে কেবল তাদের হাতে আরো বেশি গোলাবারুদ তুলে দেয়া হবে।"

"আমাদের বিরামহীন প্রতারণা আর লুকোচুরি খেলাটা ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমরা যদি দৃঢ়ভাবে সততার সাথে কথা না বলি তাহলে আমাদের শত্রুদের কাজ আমাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। আমরা নিজেরাই আমাদেরকে ধ্বংস ক'রে ফেলবো।"

"আমি যদি দৃঢ়তা আর সততার সাথে কথা বলি তবে আপনার ব্যাপারে এমন কিছু বেরিয়ে আসবে যা সহ্য করতে পারবেন না। যারা আমাদের বিরুদ্ধে আছে তারা কখনই চার্চের কথা শুনে পুরোপুরি তৃপ্ত হবে না। আমাদের কথা তারা বিশ্বাসই করবে না। বরং সেটা হবে আগুনে আরো ঘি ঢালার মতো। আমি চাই না আপনি চার্চ আর পোপদের সুনাম তার শত্রুদের সঙ্গে করে নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে শেষ ক'রে দেন। দ্বাদশ পায়াস সেন্টহুড পাবারই প্রত্যাশা করেন, আরেকবার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নয়।"

পিয়েত্রো লুক্কেসি এখনও পাপালের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নি কিন্তু ব্রিন্দিসির ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা আর মন্তব্য তাকে খিছুটা রাগিয়ে তুললো। জোর করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন তিনি, কথা বললেন বেশ ধীরস্থিরভাবে। যদিও তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেলো কিন্তু তা সামনে বসা লোকটার কাছে সেটার কোনো মূল্যই নেই। "আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, মার্কো। যারা পায়াসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় তারা পরবর্তী কনক্লেইভের পর আফসোস ক'রে মরবে।"

কার্ডিনাল তার সরু সরু আঙুল দিয়ে কফির মগটা নাড়াচাড়া করছে। আরেকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার সুযোগ খুঁজছে লোকটা। অবশেষে গলা খাকারি দিয়ে বললো, "চার্চের সন্তান-সন্তদিদের পাপের কারণে অসংখ্যবারই পোপ নির্বাচনের ভোটাভুটিতে আপোষ করতে হয়েছে। ফলাফল করা হয়েছে

কুক্ষিগত। আসল কথায় আসি, আমরা যদি স্বীকারও করি, আমরা ভুল করেছি, মানে আমাদের সেন্টতুল্য হলিনেস পোপ দ্বাদশ পায়াস ভুল করেছেন, তারপরও মিডিয়াতে ইহুদি আর তাদের মিত্ররা সন্তুষ্ট হতে পারবে না। তারা যেটা বুঝতে পারে না—মনে হচ্ছে আপনিও যেটা ভুলে বসে আছেন—সেটা হলো পৃথিবীতে জিশুকে ধারণ ক'রে থাকা চার্চ ভুল করতে পারে না। সত্যের কথা যদি বলেন তো বলি, চার্চ নিজেই একটা সত্য। আমরা যদি স্বীকার করে নেই যে চার্চ কিংবা একজন পোপ ভুল করেছেন..." কথাটা পুরো শেষ না করেই একটু থেমে আরো যোগ করলো "আপনি যদি এ নিয়ে এগিয়ে যান তো মারাত্মক এক ভুল হবে, ইউর হলিনেস। খুবই মারাত্মক ভুল।"

"এইসব চার দেয়ালের ভেতরে ভুল শব্দটা অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়। নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ করাটা আপনার উদ্দেশ্য নয়।"

"আমার কথাটার ভুল ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই, হলিনেস।"

"আমাদের সিক্রেট আর্কাইভে রাখা দলিলদস্তাবেজগুলো যদি ভিন্ন কোনো গল্প বলে তবে কী হবে?"

"ঐসব দলিলদস্তাবেজ কখনই প্রকাশ করা হবে না।"

"সিক্রেট আর্কাইভের দলিলগুলো প্রকাশ করার একমাত্র ক্ষমতা আমার। আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওগুলো প্রকাশ করা হবে।"

কার্ডিনাল নিজের গলায় ঝুলে থাকা ক্রুশের উপর আঙুল বোলালো। "কখন আপনি এগুলো প্রকাশ করার ঘোষণা দেবেন...মানে উদ্যোগ নেবেন?"

"আগামী সপ্তাহে।"

"কোথায়?"

"নদীর ওপাড়ে," বললেন পোপ। "রোমের প্রাচীন সিনাগগে।"

"প্রশ্নই ওঠে না! এ বিষয়টা নিয়ে ভাবার মতো সময় আর প্রস্তুতি কিউরিয়ার নেই।"

"আমার বয়স বাহাত্তর। কিউরিয়া এ নিয়ে কতো সময় ধরে ভাববে, প্রস্তুতি নেবে, ততো দিন আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমার আশংকা আসলে এভাবেই সমস্ত জিনিস মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। রাব্বির সাথে আমার কথা হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই আমি ঘেত্তো'তে সফর করছি। সেটা কিউরিয়া কিংবা আমার সেক্রেটারি অব স্টেট সমর্থন করুক আর না-ই করুক, আমি যাবোই। সত্যটা সবার জন্যে উন্মুক্ত হওয়া উচত।"

"আর ভেনিস থেকে আসা পথেঘাটে বড় হওয়া একজন পোপ ভান করছেন সেই সত্যটা তিনি জানেন।"

"কেবল ঈশ্বরই জানে কোন্‌টা সত্য, মার্কো। আমাদের ত্রাতা জিশু বলেছেন

তিনি হলেন এ জগতের আলো। কিন্তু এখানে, এই ভ্যাটিকানে আমরা বাস করি অন্ধকারে। আমি এখানে আলো জ্বালাতে চাই।"

"মনে হচ্ছে আমার স্মৃতি আমার সাথে প্রতারণা করছে, হলিনেস। তবে আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে আমরা একজন ক্যাথলিক পোপকে নির্বাচিত করেছিলাম।"

"তাই করেছিলেন, মার্কো। সেই সাথে একজন মানুষকেও নির্বাচিত করেছিলেন আপনারা।"

"আমি না চাইলে আপনাকে এখনও লাল আলখেল্লা পরে থাকতে হোতো।"

"পবিত্র আত্মাই কেবলমাত্র পোপ নির্বাচিত ক'রে থাকে। আমরা তো কেবল ব্যালট পেপারে সিল মেরে থাকি।"

"আপনার অনুপযুক্ততার আরেকটি করুণ উদাহরণ।"

"আগামী সপ্তাহে আপনি কি আমার পাশে থাকবেন?"

"আমি বিশ্বাস করি আগামী সপ্তাহ থেকে আমি প্রচণ্ড ফ্লু'তে শয্যাশায়ী থাকবো।" কার্ডিনাল হুট ক'রে উঠে গেলো। "ধন্যবাদ, ইউর হলিনেস, আপনার সাথে বসে এই সব সুস্বাদু খাবার আরেকবার খাওয়ার জন্যে।"

"আগামী শুক্রবারে তাহলে আবারো দেখা হচ্ছে?"

"দেখা যাক।"

পোপ তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি জ্বলজ্বল করতে থাকা ফিশারম্যান রিংটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর হন হন ক'রে চলে গেলো ওটাতে চুমু না খেয়েই।

পাশের ছোট্ট একটা প্যানট্রি থেকে ফাদার দোনাতি হলি ফাদার আর কার্ডিনালের এই বিবাদের সব কথাই শুনতে পেলো। ব্রিন্দিসি চলে যাবার পর সে যখন ঘরে ঢুকলো দেখতে পেলো পোপ বেশ ক্লান্ত আর চিন্তিত। চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছেন তিনি। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নাকের গোড়া মোচড়াচ্ছেন।

ফাদার দোনাতি কার্ডিনালের চেয়ারে বসে আধ খওয়া এসপ্রেসো কফির কাপটা সরিয়ে রাখলো।

"আমি জানি এটা খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার ছিলো। তবে এর দরকারও ছিলো, হলিনেস।"

চোখ খুলে তাকালেন পোপ। "লুইগি, এইমাত্র আমরা একটা ঘুমন্ত কোবরা সাপকে বিরক্ত ক'রে জাগিয়ে তুলেছি।"

"হ্যা, হলিনেস।" দোনাতি সামনে ঝুঁকে এসে কণ্ঠটা নীচে নামিয়ে আনলো। "চলুন আমরা প্রার্থনা করি, সেই কোবরা যেনো রাগের মাথায় ভুল ক'রে নিজেকেই কামড়ে বসে।"

অধ্যায় ৬

মিউনিখ

পরের দিন সকালে গ্যাব্রিয়েলের বেশির ভাগ সময়ই ব্যয় হলো লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন হিস্টোরি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ডক্টর হেলমুট বার্জারকে খুঁজে বের করতে গিয়ে। প্রফেসরের এনসারিং মেশিনে দুটো, আরেকটা তার সেলফোনে এবং ডিপার্টমেন্টে তার সেক্রেটারির কাছে একটা মেসেজ রেখে এলো সে। হোটেলের আঙিনায় লাঞ্চ করার সময় প্রফেসরের অফিসের আপেশপাশে ওৎ পেতে অপেক্ষা করার কথা যখন ভাবতে লাগলো তখনই হোটেলের কনসিয়ার্জ একটা মেসেজ নিয়ে এলো তার কাছে। প্রফেসর ভদ্রলোক সাড়ে ছয়টা বাজে আমালিয়েনস্ট্রাসি এলাকায় অবস্থিত হোটেল *গাসটাটি আথজিঙ্গার*-এ হের ল্যান্ডাওয়ের সাথে দেখা করতে সম্মত হয়েছেন।

তার মানে আরো পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে। দুপুরটা খুব পরিস্কার, সুন্দর হিমেল বাতাস বইছে। গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নিলো একটু হাটাটাটি করবে। অলিগলি ঘুরে ইংলিশ গার্ডেনের দক্ষিণ দিকে এসে পড়লো সে। ফুটপাত ধরে হাটতে লাগলো আর একের পর এক লন দেখতে দেখতে হাজার ফুট লম্বা অলিম্পিয়া টাওয়ারের কাছে এসে থামলো। নীল আকাশের পটভূমিতে সেটা দেখতে দারুণ লাগছে। মাথা নীচু ক'রে গ্যাব্রিয়েল হাটতে লাগলো আবার।

পার্ক ছেড়ে শোবিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরলো সে। এডালবারস্ট্রাসির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলো ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার ৬৮ নাম্বার ভবনের সিঁড়ি ঝাড়ু দিচ্ছে। বৃদ্ধমহিলার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সুতরাং ঘুরে অন্য দিকে পা বাড়ালো সে। পাঁচ মিনিট পর পর টাওয়ারের দিকে তাকাতে লাগলো, তার কাছে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে ওটা আকারে বড় হয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

দশ মিনিট পর দক্ষিণের শেষ প্রান্তে একটা ভিলেজের কাছে এসে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। এটাই হলো অলিম্পিকপার্কের সেই জায়গাটা অলিম্পিক ভিলেজ, জনবহুল একটি এলাকা, নিজস্ব রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস আর নিজস্ব মেয়র পর্যন্ত আছে তাদের। সিমেন্টের ব্লকে তৈরি বাংলোগুলো খুব বেশি পুরনো নয়। জায়গাটা উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে এর অনেক স্থানে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে পেইন্ট করা হয়েছে।

কানোলিস্ট্রাসিতে এসে পড়লো সে। এটা বড় কোনো স্ট্রট নয় তবে

লোকজনের হাটাচলার জন্যে বেশ বড়ই বলা যায়। দু'পাশে সারি সারি তিন তলার অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ। ৩১ নাম্বারের কাছে এসে থেমে গেলো গ্যাব্রিয়েল। তৃতীয় তলার এক বেলকনিতে দাঁড়িয়ে খালি গায়ের এক টিনএজার কার্পেট জাতীয় কিছু ঝাড়ছে। গ্যাব্রিয়েলের স্মৃতি জেগে উঠলো। জার্মান তরুণের বদলে সে দেখতে পাচ্ছে *বালাক্লাভা* পরা প্যালেস্টাইনি এক যুবককে। তারপর এক মহিলা গ্রাউন্ডফ্লোর থেকে একটা স্ট্রলার ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে আসছে। এক হাতে বুকে চেপে রেখেছে এক নবজাতক। কয়েক মুহূর্তের জন্যে গ্যাব্রিয়েল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের নেতা ইসাকে দেখতে পেলো সেখানে, তার মুখটা বুট পলিশে ঢাকা। সাফারি সুট আর গলফ হ্যাটে উন্নাসিক দেখাচ্ছে তাকে।

মহিলা গ্যাব্রিয়েলের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেনো নিজের বাড়ির সামনে আগন্তুকদের বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। হ্যা, এটাই সেই জায়গা, মনে হলো মহিলা মনে মনে বলছে। হ্যা, এটাই সেই জায়গা যেখানে সেটা ঘটেছিলো। কিন্তু এখন এটা আমার বাড়ি, সুতরাং দয়া ক'রে চলে যাও। তার দৃষ্টিতে মহিলা হয়তো কিছু আঁচ করতে পেরেছে—এমন কিছু যাতে করে ভড়কে গেছে মহিলা—সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রলারে বাচ্চাটাকে রেখেই একটা খেলার মাঠের দিকে চলে গেলো সে।

একটা ঘাসের টিলার উপর গিয়ে বসলো গ্যাব্রিয়েল। সাধারণত স্মৃতিরা যখন তার মাথায় ভীড় করে তখন সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে ওসব তাড়াতে, কিন্তু এখন তা করলো না। বরং স্মৃতির লাগাম ছেড়ে দিলো। খুলে দিলো তার মনের সব দরজা। ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলো বিনা বাধাঁয়।

রোমানো...স্প্রিঙ্গার...স্পিৎজার...স্লাভিন...এইসব মৃতেরা তার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো। সব মিলিয়ে মোট এগারো জন। জিম্মি করার সময়ই দু'জন নিহত হয়। আর নয়জন নিহত হয় ফার্স্টেন-ফেল্ড্‌ব্রাকে ব্যর্থ জার্মান উদ্ধার অভিযানের সময়। গোল্ডা মেয়ার চরম প্রতিশোধ নিতে চাইলেন—চক্ষুর বদলে চক্ষু—তিনি একদল কমান্ডার পাঠালেন ঘটনার জন্যে দায়ি ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যদেরকে পাকড়াও করার জন্যে। সেই মিশনের নেতৃত্বে ছিলো আরি শ্যামরোন নামের এক অফিসার। আর সেই দলের একজন সদস্য ছিলো জেরুজালেমের বেতসালেল স্কুল অব আর্টের সম্ভাবনাময় ছাত্র গ্যাব্রিয়েল আলোন।

যেভাবেই হোক ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক সার্ভিস করতে গ্যাব্রিয়েলের প্রচণ্ড অনীহা আর অসন্তোষের ব্যাপারটা শ্যামরোনের চোখে পড়েছিলো। অশুইৎজের বেঁচে যাওয়াদের সন্তান হিসেবে গ্যাব্রিয়েলকে তার সুপিরিয়ররা একজন উন্নাসিক আর স্বার্থপর হিসেবেই দেখতো। বেশিরভাগ সময়

বিষন্ন থাকলেও তার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ততা আর কমান্ডিং অফিসারদের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে স্বাধীনভাবে অ্যাকশনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আবিষ্কার করে তারা। অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে পারার জন্যে তাকে ফ্রন্টলাইনে ব্যবহার করার মতো বিলাসিতা দেখাতে পারে নি সেনাবাহিনী। আর সেটার জন্যে কৃতিত্ব পেতে পারে আরি শ্যামরোন। গোলান মালভূমি আর সিনাইয়ে লড়াই করা তার কাজ নয়। তাকে নিয়োজিত করা হলো ইউরোপের গোপন মিশনগুলোতে, যেখানে প্রয়োজন প্রখর বুদ্ধির। গ্যাব্রিয়েল অনেক চেষ্টা করেছিলো এ কাজে না জড়াবার জন্যে কিন্তু শ্যামরোন তাকে বাধ্য করে।

"আবারো জার্মানিতে ইহুদিরা অসহায়ের মতো মরছে," বলেছিলো শ্যামরোন। "তোমার বাবা-মা বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু অনেকেই তো বাঁচতে পারে নি। তাদের সংখ্যা কি কম? কতোজনের ভাই-বোন, মামা-চাচা আর দাদা-দাদি মারা গেছে? তারা সবাই মরেছে। মরে নি? তারপরও তুমি তেলআবিবে বসে বসে তুলি নিয়ে ছবি আঁকবে, আর কিছুই করবে না? তোমার প্রতিভা আছে। সেই প্রতিভা আমাকে কয়েক মাসের জন্যে ধার দাও। তারপর তোমার যা খুশি তাই কোরো।"

মিশনের কোড নেম ছিলো অপারেশন র‍্যাদ অব গড। ইউনিটের খাতায় গ্যাব্রিয়েল ছিলো *আলেফ*, মানে একজন আসাসিন—গুপ্তঘাতক। যেসব এজেন্ট ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যদের খুঁজে বের করা এবং তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার কাজ করতো তাদের কোড নেম ছিলো *আইন*। *কাফ* নামটা ছিলো কমান্ডিং অফিসারের। বেনজামিন ছিলো হেথ, তার কাজ লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া—এমন সব যানবাহন আর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা যেগুলো ট্রেস করে কোনোভাবেই তাদের অফিসের যোগসূত্র খুঁজে বের করা যাবে না। কখনও কখনও সে নিজেও ড্রাইভারের কাজ করতো পালিয়ে যাবার কাজে। ইতালিতে ব্ল্যাক সেপ্টম্বরের দলনেতাকে হত্যা করার সময় গ্যাব্রিয়েল সবুজ রঙের যে ফিয়াট গাড়িতে ক'রে পিয়াজ্জা আন্নিবালিয়ানো'তে গিয়েছিলো এবং কাজ সেরে সেখান থেকে সটকে পড়েছিলো সেটার ড্রাইভার ছিলো বেনজামিন। এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাবার সময় গ্যাব্রিয়েল অসুস্থ হয়ে পড়ায় বেনজামিনকে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাতে বাধ্য করেছিলো সে। এমন কি এখনও ঐ দিন বেনজামিনের চিৎকার চেঁচামেচির কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। সে বার বার গাড়িতে ওঠার কথা বলছিলো তাকে।

"এক মিনিট সময় দে।"

"ফ্লাইট মিস্ করবি তো।"

"বললাম না, একটু সময় দে!"

"আরে, তোর হয়েছে কি? এরকম মৃত্যু ঐ বানচোতটার প্রাপ্যই ছিলো!"

"তুই তো ওর মুখটা দেখিস নি, বেনি। তুই ওর মুখটা দেখিস নি।"

পরবর্তী আঠারো মাস ধরে শ্যামরোনের দল ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের এক ডজন সদস্যকে হত্যা করেছিলো। গ্যাব্রিয়েল একাই করেছিলো ছয়জনকে। মিশন শেষ হবার পর বেনজামিন আবার তার পড়াশোনায় ফিরে গেলো, গ্যাব্রিয়েলও বেতসালেল-এ ফিরে গিয়ে মনোযোগ দিলো আর্ট স্কুলে, কিন্তু যেসব লোককে সে হত্যা করেছে তাদের প্রেতাত্মা তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলে ছবি আঁকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো সে। ফলে কিছুদিন পরই লিয়াকে ইসরায়েলে রেখে ভেনিসে চলে গেলো উমবার্তো কন্তির অধীনে আর্ট রেস্টোরেশনের উপর পড়াশোনা করার জন্যে। রেস্টোরেশনের মধ্যে সেরে ওঠার একটা ব্যাপার খুঁজে পেলো সে। গ্যাব্রিয়েলের অতীত সম্পর্কে কিছু জানতো না কন্তি। তারপরও এই ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। মাঝরাতে মাতাল হয়ে তার ঘরে এসে তাকে ভেনিসের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্ম দেখাতেন তাকে। এক রাতে ফ্রারি চার্চে মহান তিতিয়ানের বেদীতে আঁকা একটা ছবি দেখিয়ে তাকে কিছু কথা বলেছিলেন তিনি।

"নিজেকে নিয়ে যে লোক তৃপ্ত সে একজন রেস্টোরার হতে পারবে তবে মহান রেস্টোরার হতে পারবে না। যার নিজের জীবনের ক্যানভাস ক্ষতবিক্ষত সে-ই কেবল মহান রেস্টোরার হতে পারে। এটা তোমার জন্যে এক ধরণের ধ্যান। সাধনা। একটা ধর্মীয় আচার। একদিন তুমি মহান এক রেস্টোরার হতে পারবে। আমার চেয়েও অনেক ভালো একজন হবে তুমি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

যদিও কন্তি এটা জানতেন না কিন্তু ঠিক এই কথাগুলোই প্যালেস্টাইনিদের হত্যা করার জন্যে তাকে রোমে পাঠানোর আগের রাতে শ্যামরোনও বলেছিলো।

গাসটাটে আৎজিঙ্গার-এর বাইরে ঠিক সাড়ে ছয়টার সময় গ্যাব্রিয়েল দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই তার নজরে পড়লো প্রফেসরের বাইসাইকেল-হেডলাইটটা। তারপরই লোকটাকে দেখতে পেলো সে। বাতাসে চুল উড়ছে। বড় বড় কান দুটো দূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পিঠে বদামি রঙের একটা স্কুলব্যাগ।

প্রফেসরের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উপস্থিতি খুব দ্রুতই বদলে গেলো। অন্যসব জার্মান বুদ্ধিজীবিদের মতোই তার আচরণে ভারিক্কি ভাব নেই। ডক্টর হেলমুট বার্জার প্রথমে শুধুমাত্র এক গ্লাস বিয়ার খেতে রাজি হলো কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই গ্যাব্রিয়েলকে মেনু দিয়ে খাবারের অর্ডার দিতে বললো সে।

গ্যাব্রিয়েল শুধু মিনারেল ওয়াটার অর্ডার দিলে জার্মান ভদ্রলোকের কাছে সেটা রীতিমতো এক ধরণের ধৃষ্টতা বলেই মনে হলো।

"আপনার ভাইয়ের মৃত্যুতে আমি খুবই মর্মাহত। দুঃখিত, ভুলে গেছিলাম, আপনার সৎভাই। ফ্যাকাল্টিতে সে ছিলো খুবই মূল্যবান একটা সম্পদ। আমরা সবাই তার মৃত্যুতে দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছি।" এই কথাগুলো কোনোরকম আবেগ ছাড়াই বলে গেলো ভদ্রলোক। যেনো কথাগুলো লিখে মুখস্ত ক'রে রেখেছিলো। "আপনাকে কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি, হের ল্যান্ডাও?"

"খুন হবার সময়টাতে বেনজামিন নাকি ছুটিতে ছিলো, কথাটা কি সত্যি?"

"হ্যা, সত্যি। নতুন একটা বইয়ের কাজ করছিলো সে।"

"ঐ বইটা কোন্ বিষয় নিয়ে সেটা কি আপনি জানেন?"

"সত্যি বলতে কি, আমি সেটা জানি না।"

"তাই নাকি?" গ্যাব্রিয়েল সত্যিই বিস্মিত হলো। "আপনার ডিপার্টমেন্টে বইয়ের বিষয়বস্তুর কথা না জানিয়ে কারো পক্ষে ছুটি নেয়াটা কি হরহামেশাই ঘটে থাকে নাকি?"

"না। তা ঘটে না, তবে এই প্রজেক্টের বেলায় শুরু থেকেই বেনজামিন খুব গোপনীয়তা বজায় রাখছিলো।"

গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নিলো এ নিয়ে আর বেশি কিছু বলবে না। "আপনি কি জানেন বেনজামিন যে ধরণের হুমকি পেয়ে থাকতো সেগুলো ঠিক কি রকম ছিলো?"

"অনেক হুমকি আসতো। ঠিক কি ধরণের সেটা এক কথায় বলা কঠিন। যুদ্ধকালীন সময় জার্মানদের অপরাধ বোধের যে তত্ত্ব সে দিয়েছিলো সেটার জন্যে এখানে অনেকের কাছেই সে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বেনজামিনের মতামতের সাথে আপনিও একমত নন।"

প্রফেসর কাঁধ তুললো। "কয়েক বছর আগে যুদ্ধকালীন সময় জার্মান ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকা নিয়ে একটা বই লিখেছিলাম আমি। বেনজামিন আমার সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারে নি। এমনকি প্রকাশ্যে এসব কথা সে বলে বেড়াতো। ঐ সময়টা আমাদের দু'জনের জন্যেই সুখকর ছিলো না।"

হাতঘড়িতে তাকালো প্রফেসর। "আমার আরেকটা মিটিং আছে। আর কিছু কি জানতে চান আমর কাছ থেকে? মানে, আপনার তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু?"

"গত মাসে বেনজামিন ইতালিতে গিয়েছিলো। আপনি কি জানেন সে কেন ওখানে গিয়েছিলো? সেটা কি তার বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়?"

“আমার কোনো ধরাণাই নেই। বুঝলেন, ডক্টর স্টার্ন কোথাও যাবার আগে আমাকে বলে যাওয়ার মানুষ ছিলো না।” প্রফেসর তার বিয়ারের শেষটুকু পান করে উঠে দাঁড়ালো। ক্লাশ ডিসমিস। “আবারো আমি আমার শোক জানাচ্ছি, হের ল্যান্ডাও। আপনার তদন্ত সফল হোক এই কামনাই করি।”

তাই করুন, প্রফেসর বার্জারকে বেরিয়ে যেতে দেখে ভাবলো গ্যাব্রিয়েল।

হোটেলে ফেরার সময় গ্যাব্রিয়েল ইউনিভার্সিটি ডিস্ট্রিক্টের একটা বিশাল স্টুডেন্ট বুকস্টোরে গিয়ে স্টোর ডাইরেক্টরিতে কিছুক্ষণ চোখ বোলালো সে। এরপর ট্রাভেল সেকশনে গিয়ে উত্তর ইতালির একটা ম্যাপ খুঁজে বের করলো ওখানকার ডিসপ্লে বিন থেকে।

কাছের একটা টেবিলে সেটা বিছিয়ে দিয়ে পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা বের করলো। বেনজামিন যে হোটেলে উঠেছিলো সেটা ব্রেনজোনি শহরের একটা হোটেল। ছবি দেখে বুঝতে পারলো হোটেলটি ইতালির উত্তরে কোনো লেকের পাশে অবস্থিত। পশ্চিম থেকে শুরু ক'রে আস্তে আস্তে পূর্ব দিকে চোখ বোলাতে লাগলো। প্রতিটি বড় বড় লেকের পাশে অবস্থিত শহর আর গ্রামের নাম পড়তে লাগলো গ্যাব্রিয়েল—প্রথমে ম্যাজ্জিওরি তারপর কোমো, ইসিও এবং অবশেষে গার্দা। ব্রেনজোনি! এই তো! লাগো দি গার্দার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত।

ম্যাপটা ভাঁজ ক'রে ক্যাশ রেজিস্টারে দিকে পা বাড়ালো গ্যাব্রিয়েল।

কিছুক্ষণ পরই রিভলভিং দরজা ঠেলে বের হয়ে এলো সে। ম্যাপ আর পোস্টকার্ডটা তার জ্যাকেটের পকেটে। স্বভাববশতই তার চোখ ফুটপাতের কাছে পার্ক ক'রে রাখা গাড়ি আর আশপাশের ভবনের জানালাগুলো দিকে বিচরণ করছে।

বায়ে মোড় নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হয়ে গ্যাব্রিয়েল ভাবতে লাগলো বুকস্টোরে যখন ছিলো তখন পুরোটা সময় কেন ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজ রাস্তার ওপাড়ের একটা রেস্টুরেন্টে বসে ছিলো—কেন তাকে মিউনিখের সবখানে অনুসরণ করা হচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েল একদম নিশ্চিত এই ডিটেক্টিভকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারে সে, কিন্তু এতে করে এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে সে একজন পেশাদার লোক। এটা করার সময় এখনও হয় নি। এখন পর্যন্ত উইজ জানে গ্যাব্রিয়েল হলো নিহত বেনজামিনের সৎভাই। এর বেশি কিছু না। তারপরও সে তাকে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে।

হোটেল ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাসি'তে ঢুকে লবির পাবলিক ফোন থেকে ছোট্ট

একটা কল করেই বাইরে বেরিয়ে এলো সে। তারপর আবার হাটতে লাগলো যথারীতি। পুলিশের লোকটা এখনও তাকে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে তার পেছনে, রাস্তার ওপারে পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে।

নিজের হোটেলে ফিরে সোজা তার রুমে চলে এলো গ্যাব্রিয়েল। জামাকাপড় একটা কালো লেদারব্যাগে ভরে ইসরায়েলি কনসুলেট থেকে দেয়া ফাইল আর বেনজামিনের চশমাটা বৃফকেসে রেখে তালা মেরে দিলো। তারপর বাতি নিভিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলো ঠিক তার সামনের রাস্তায় একটা গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। উপর থেকেও ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার সিগারেট ধরা হাতটা দেখেই বুঝতে পারলো এটা কে। উইজ। পর্দাটা নামিয়ে বিছানায় বসে রইলো গ্যাব্রিয়েল। ফোনে রিং হবার অপেক্ষা করছে সে।

বিশ মিনিট পর। "ল্যান্ডাও।"

"এটা সেইজস্ট্রাসি এবং আনাস্ট্রাসির মোড়ে, একেবারে প্রিন্‌রিজেনটেন-এর দক্ষিণে। তুমি কি জানো সেটা কোথায়?"

"হ্যা," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আমাকে নাম্বারটা দাও।"

নয়টি ডিজিট। ওগুলো লেখার দরকার নেই গ্যাব্রিয়েলের। মনে গেঁথে রাখলো।

"চাবিগুলো?"

"স্টান্ডার্ড লোকেশন। পেছনের বাম্পার, কার্ব সাইডে।"

ফোনটা রেখে দিয়ে জ্যাকেটটা পরে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল। লবিতে নাইটক্লার্ককে জানালো শিডিউলের আগেই হোটেল ছাড়তে হচ্ছে তাকে।

"আপনার কি ট্যাক্সি লাগবে, হের ল্যান্ডাও?"

"না, আমাকে নেবার জন্যে গাড়ি আসবে। আপনাকে ধন্যবাদ।"

কাউন্টারে বিলের কাগজটা দেয়া হলো তার কাছে। শ্যামরোনের দেয়া একটা ক্রেডিট কার্ড থেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো সে। এক হাতে কাপড়চোপড়ের ব্যাগ আর অন্য হাতে বৃফকেসটা।

বিশ সেকেন্ড পর একটা গাড়ির দরজা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ পেলো তার পর পরই আনাস্ট্রাসির পাথরের রাস্তায় পায়ের শব্দ। কিন্তু নিজের হাটার গতি এক রকমই রাখলো, পেছনের তাকিয়ে দেখার লোভটাও সংবরণ করতে হলো তাকে।

"...সেইজস্ট্রাসি আর আনাস্ট্রাসির মোড়ে..."

একটা চার্চ পেরিয়ে বায়ে মোড় নিয়ে ছোট্ট একটা স্কয়ারে এসে থামলো। তারপর ডানে মোড় নিয়ে আরেকটা সরু গলি ধরে এগোতে লাগলো বড় রাস্তাটার দিকে। উইজ এখনও তার পিছু পিছু আসছে।

পার্ক করা সারি সারি গাড়ির পাশ দিয়ে হাটতে লাগলো সে। কিছুক্ষণ আগে ফোনে যে নাম্বারটা তাকে বলা হয়েছিলো সেটা খুঁজছে। এই তো। একটা গাঢ় রঙের ওপেল ওমেগা গাড়ি। গাড়িটার সমনের বাম্পারের নীচে হাতরে চাবিটা খুঁজে পেলো গ্যাব্রিয়েল। কিন্তু এই কাজটা এতো দ্রুত আর এক ঝটকায় করলো যে তার একটু দূরে থাকা উইজ কোনো কিছু টেরই পেলো না।

ড্রাইভারের সাইড ডোরটা খুলে ব্যাগ আর বৃফকেসটা প্যাসেঞ্জার সিটে ছুড়ে দিয়েই ডান দিকে তাকালো সে। উইজ এখন তার দিকে দৌড়ে আসছে। তার চোখেমুখে আতঙ্ক।

গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। ইগনিশনে চাবিটা ঢোকাতেই চালু হয়ে গেলো ইঞ্জিন। একটু পেছনে গিয়েই সোজা সামনের দিকে ছুটে গেলো সে। রাতের যানবাহনের ভীড়ে উধাও হয়ে গেলো নিমেষে।

ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজ তড়াহুড়া ক'রে নিজের গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে সেলফোনটা ফেলে এসেছে। ফলে তাকে আবারো ফিরে যেতে হলো গাড়িতে। হাপাতে হাফাতে একটা ফোন করলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমে এই খবরটা পৌছে গেলো যে ল্যান্ডাও নামের ইসরায়েলি লোকটা চলে গেছে।

"কিভাবে?"

বিব্রত হয়ে সব খুলে বললো উইজ।

"তার একটা ছবি তো তুলতে পেরেছো, নাকি?"

"আজকের দুপুরের দিকে একটা তুলেছি—অলিম্পিক ভিলেজে।"

"অলিম্পিক ভিলেজে? ওখানে সে কী করতে গেছিলো?"

"কনোলিস্ট্রাসির একত্রিশ নাম্বারের একটা অ্যাপার্টমেন্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলো।"

"ওখানেই তো ওই ঘটনাটা ঘটেছিলো, না?"

"হ্যা। ওখানেই। নিহত অ্যাথলেটদের স্মরণ করার জন্যে ইহুদিরা ওখানে হরহামেশাই গিয়ে থাকে।"

"ইহুদিরা কি হরহামেশাই তাদের উপরে নজরদারি করাটাও টের পেয়ে যায়, নিখুঁতভাবে পালাতেও সক্ষম হয়?"

"বুঝতে পেরেছি। এরপর মনে থাকবে।"

"ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও—আজ রাতেই।"

এরপরই রোমের লোকটা ফোনের সংযোগ কেটে দিলো।

অধ্যায় ৭

ইতালি, রিতলি'র নিকটে

ভিলা গালাতিনার মধ্যে উদ্বেগজনক এক সৌন্দর্য রয়েছে। সাবেক বেনিডিক্টিয়ান অ্যাবি, লাজি পাহাড়ের উপর স্থাপিত গ্রানাইট পাথরের কলামের এই দালানটি নীচের উপত্যকার বনভূমি বেষ্টিত গ্রামের দিকে যেনো বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্ডিনাল এই অ্যাবিটা কিনে নিয়ে এটাকে গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসেবে গড়ে তোলেন। আগস্টে রোমের তীব্র দাবদাহের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এখানে আশ্রয় নেন হিজ এমিনেন্স। বাইরের দিকটা অবশ্য ঠিক আগের মতো রাখা হলেও ভেতরের অনেক কিছুই বদলে ফেলা হয়েছে। মার্চের শুরুতে এক সকালে, নীচ থেকে উঠে আসা আঁকাবাঁকা সিঁড়িতে এক লোককে দেখা গেলো। তার কাঁধে যেটা আছে সেটা কোনো তীর-ধনুক নয়, বরং অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বেরেটা স্নাইপার রাইফেল। এটার বর্তমান মালিক নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেশ চিন্তিত, তার নাম রবার্তো পুচ্চি, একজন ধনকুবের আর শিল্পপতি, আধুনিক ইতালিতে যার ক্ষমতা রেনেসাঁ আমলের চার্চের যুবরাজদের চেয়েও বেশি।

লোহার গেটে একটা বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন সুট পরা সিকিউরিটি গার্ড নিয়োজিত আছে সেই গাড়িটাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। পেছনের সিটে বসা লোকটা তার জানালার কাঁচ নামালে একজন গার্ড এসে তার চেহারাটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। তারপর মার্সিডিজের নাম্বারপ্লেটটা মিলিয়ে নিলো নিজের কাছে রাখা নাম্বারের সাথে। এটা ভ্যাটিকানের নাম্বার প্লেট। রবার্তো পুচ্চির গেট খুলে গেলে আরো সিকি মাইল পথ পেরিয়ে গাড়িটা ভিলার কাছে এসে পৌছালো।

ভিলার সামনে সারি সারি পাইন আর ইউক্যালিপ্টাস গাছ। ইতিমধ্যে ওখানে আরো দু'ডজন গাড়ি পার্ক করা আছে। আরো আছে প্রচুর সংখ্যক সিকিউরিটির লোকজন এবং ড্রাইভার। পেছনের সিটে বসা লোকটা তার বডিগার্ডকে রেখেই গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রাঙ্গনে অবস্থিত চ্যাপেলের দিকে এগিয়ে গেলো।

তার নাম কার্লো কাসাগ্রান্দি। ইতালিতে এই নামটা কিছু দিনের জন্যে মানুষের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। কারণ সে ছিলো লারমা দেই ক্যারাবিনিয়েরি ইউনিটের অ্যান্টি টেরোরিস্ট চিফ জেনারেল কার্লো কাসাগ্রান্দি। তার আমলেই কমুনিস্ট রেড বৃগেড নামের সন্ত্রাসী সংগঠনটি সমূলে উৎপাটিত

হয়েছে। ক্যামেরা-শাই হিসেবে তার পরিচিতি আছে, সেজন্যেই রোমের ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির বাইরে খুব কম লোকেই তাকে চিনতে পারে।

ক্যারাবিনিয়েরি'তে আর কাজ করছে না কাসাগ্রান্দি। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় পোপ জন পলের উপর গুপ্তহত্যা প্রচেষ্টার পরই কমিশন থেকে ইস্তফা দিয়ে ভ্যাটিকানের চার দেয়ালের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। এখন বলতে গেলে, হলি সি'র হয়েই কাজ করে কাসাগ্রান্দি। সিকিউরিটি অফিসের নিয়ন্ত্রণ তার উপর ন্যস্ত। সে প্রতীজ্ঞা করেছে আর কোনো পোপকে যেনো অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে হাসপাতালে নিতে না হয়। তাদের জীবন ভিক্ষা করে প্রার্থনা করতে না হয় পবিত্র ভার্জিন মেরির সামনে। এ দায়িত্ব নেবার পর তার প্রথম কাজ ছিলো পোপের হত্যা প্রচেষ্টার তদন্ত করা। কারা এর পেছনে রয়েছে, কি তাদের উদ্দেশ্য সব বের করা। যাতে করে ষড়যন্ত্রকারীরা দ্বিতীয় প্রচেষ্টা নেবার আগেই সেটা নস্যাৎ ক'রে দেয়া সম্ভব হয়।

তদন্তের ফলাফল এতোটাই স্পর্শকাতর ছিলো যে কাসাগ্রান্দি সেটা কেবলমাত্র মহামান্য পোপ ছাড়া আর কাউকে জানায় নি।

পোপের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে এখন আর সে সরাসরি জড়িত নেই। বরং গত তিন বছর ধরে তার প্রাণপ্রিয় চার্চের জন্যে অন্য একটা কাজে জড়িত আছে। ভ্যাটিকানের নিরাপত্তা অফিসের দায়িত্বটা তার সেই কাজের সুবিধার্থে একটা নিমিত্ত মাত্র। এতে করে সে প্রয়োজনীয় সব ধরণের এবং সব রকমের অনুপ্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। বর্তমানে সে অস্পষ্টভাবে শোনা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন নামের একটা ডিভিশনের প্রধান। এই ডিভিশনের কাজকর্ম এতোটাই গোপন যে ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা জানে না।

চ্যাপেলে প্রবশে করলো কাসাগ্রান্দি। শীতল বাতাস, সুগন্ধী আর মোমবাতির আলোয় মনটা ভরে উঠলো তার। স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর রাখা হলি ওয়াটারে আঙুল ডুবিয়ে ক্রুশ আঁকলো প্রবল ভক্তিসহকারে। এরপর বেদীর দিকে এগিয়ে গেলো সে। এটাকে চ্যাপেল বললে খাটো করা হবে, আসলে জায়গাটা যেকোনো সুবিশাল চার্চের চেয়েও অনেক বড়।

বেদীর প্রথম পিউ'তে আসন গ্রহণ করলো কাসাগ্রান্দি। ধূসর রঙের সুট আর সাদা শার্ট পরা রবার্তো পুচ্চি আইসল থেকে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। পচাত্তর বছর বয়সেও রবার্তো পুচ্চি নিজের শারিরীক সক্ষমতার জন্যে বিখ্যাত। খুব দ্রুতই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে। তারুণ্যের মতোই তার গতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। মাথার সব চুল ধবধবে সাদা। মুখের রঙ তেলতেলে বাদামী। অর্ধনির্মিলিত এক জোড়া শীতল কালো চোখে কাসাগ্রান্দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলো সে। এটাকে বলা হয় পুচ্চির দৃষ্টি।

কারো দিকে যখন সে তাকায় তখন মনে হয় লোকটাকে চাকু দিয়ে পার মারবে নয়তো গলা টিপে দেবে।

কার্লো কাসাগ্রান্দির মতোই পুচ্চি একজন *উয়োমো দিফিদুচিয়া*—আস্থাভাজন একজন মানুষ। কাসাগ্রান্দি নিরাপত্তা আর ইন্টেলিজেন্সে দক্ষ একজন। পুচ্চি হলো টাকা আর রাজনৈতিক ক্ষমতার মানুষ। সে ইতালিয় রাজনীতির গোপন একটি হাত। এতোটাই প্রভাবশালী যে তার ভিলা গালাতিনা'য় পদধূলি না দিয়ে কোনো সরকারই গঠন হতে পারে না। সবার আগে চাই তার আর্শীবাদ। তবে ইতালির রাজনীতির খুব কম লোকেই জানে সরকারের মতো রোমান চার্চের উপরেও রয়েছে তার অসীম প্রভাব : অর্থাৎ ভ্যাটিকান। হলি সি'র উপর তার ব্যাপক প্রভাবের ফলস্বরূপ ক্যাথলিক চার্চের জমিজমার বিরাট একটি অংশের গোপন ম্যানেজমেন্ট সে নিজেই ক'রে থাকে। পুচ্চির কারণেই ভ্যাটিকানের সম্পদ আর লাভের অঙ্ক বিস্ফোরণের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য তার পূর্বসূরীদের মতো এ কাজ করতে গিয়ে সে কোনো রকম কেলেংকারীর জন্ম দেয় নি।

কাসাগ্রান্দি চারপাশে চেয়ে দেখলো। বাকি আসনগুলোতে অন্যেরা বসে আছে ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কংগ্রেশন অব ডকট্রাইনের একজন গুরুত্বপূর্ণ বিশপ, ভ্যাটিকান প্রেস অফিসের চিফ, কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী রক্ষণশীল ধর্মতাত্ত্বিক, জেনেভার এক ব্যাঙ্কার, ফ্রান্সের চরম দক্ষিণপন্থী দলের এক নেতা, স্পেনের এক মিডিয়া মোঘল এবং ইউরোপের সর্ববৃহৎ গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। এ রকম আরো এক ডজন রয়েছে। তারা সবাই সংস্কারের আগে চার্চের প্রবল প্রতাপশালী যে কর্তৃত্ব ছিলো সেটা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

রোমান চার্চের আসল ক্ষমতা কোথায় সেটা ভেবে কাসাগ্রান্দি বেশ মজা পেলো। বিশপদের ছোট্ট দলটি? কার্ডিনালদের কলেজ? নাকি স্বয়ং পোপই সমস্ত ক্ষমতার উৎস? না, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। রোমান ক্যাথলিক চার্চের আসল ক্ষমতা নিহিত আছে এখানে। রোমের বাইরে এই পাহাড়ি টিলায় অবস্থিত চ্যাপেলের অভ্যন্তরে। একটি সিক্রেট ব্রাদারহুডের হাতে।

কার্ডিনালের পোশাক পরা এক যাজক বেদীতে উপবিষ্ট হলে বাকি সবাই উঠে দাঁড়ালো। শুরু হয়ে গেলো *মাস*।

"ইন নমিনি প্যাতরিস এত ফিলি এত স্পিরিতাস সাঙ্কতি।"

"আমেন।"

কার্ডিনালরা দ্রুত আনুষ্ঠানিকতা শুরু ক'রে দিলো। ব্রাদারহুডের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আরেকবার উচ্চারিত হলো সবাইকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে। তাদের

সবাইকে যে একসাথে কাজ করতে হবে সেটাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো।

লেকচারটা একেবারেই সাদামাটা চার্চের শত্রুদের কর্মতৎপরতা বয়ান করা; সমাজে এবং চার্চের অভ্যন্তরে সব ধরণের আধুনিকতা আর উদারতার নামে চার্চবিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎপাটন করা। ব্রাদারহুডের নামটা কার্ডিনাল উচ্চারণ করলো না। অবশ্য ওপাস দাই, লিজিয়ন্স অব ক্রাইস্ট, সোসাইটি অব সেন্ট পায়াস টেস্থ নামে যেসব প্রাকশ্য সংগঠন রয়েছে এই ব্রাদারহুডের সেরকম কোনো অফিশিয়াল অস্তিত্ব নেই। এর নামটা কখনও উচ্চারণ পর্যন্ত করা হয় না। এর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে একে শুধুমাত্র 'ইনস্টিটিউট' হিসেবে সম্বোধন ক'রে থাকে।

এর আগেও এই সারমনটা অনেকবার শুনেছে কাসাগ্রান্দি। তাই আজ আর এতে মনোযোগ দিলো না। মিউনিখের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু ক'রে দিলো সে। তার লোক ল্যান্ডাও নামের এক ইসরায়েলির ব্যাপারে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। একটা সমস্যা ধেয়ে আসছে বলে আঁচ করতে পারছে সে। চার্চ আর ব্রাদারহুডের জন্যে একটা হুমকি। এটা মোকাবেলা করতে তার এখন দরকার কার্ডিনালদের আশীর্বাদ আর রবার্তো পুচ্চির অর্থ সাহায্য।

"হাইয়ে এস্ত এনিম কালিক্স স্যাঙ্গুইনিস মেই," কার্ডিনাল উদ্ধৃত করলো। "নতুন আর শাশ্বত টেস্টামেন্টের জন্যে এটা আমার রক্তের পেয়ালা, বিশ্বাসের দুর্ভোগ, যা তোমাদের এবং আরো অনেকের পাপ মোচন করবে।"

কাসাগ্রান্দির মনোযোগ আবারো ফিরে এলো মাসের দিকে। পাঁচ মিনিট পর সারমনটা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালো সে। এগিয়ে গেলো বেদীর পেছনে থাকা রবার্তো পুচ্চির কাছে। পুচ্চি কমিউনিয়নের স্যাকরামেন্ট গ্রহণ করার পর কাসাগ্রান্দি একটু পিছিয়ে এলো।

কার্ডিনাল অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসি পুচ্চিকে সরিয়ে দিয়ে সরাসরি তাকালো কাসাগ্রান্দির দিকে। তারপর উচ্চারণ করলো লাতিন কিছু শব্দ "আমাদের প্রভু জিশু খৃস্টের আত্মা তোমার হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকুক।"

কাসাগ্রান্দি ফিসফিস ক'রে বললো, "আমেন।"

চ্যাপেলে কখনই ব্যবসায়িক কিংবা কাজের কথা আলোচনা করা হয় না। সেটা করা হয়ে থাকে চ্যাপেলের প্রাঙ্গনে বাহারি খাবারের বুফে লাঞ্চের সময়। কাসাগ্রান্দি একটু উদাসীন থাকায় খাবারে রুচি হলো না। রেড বৃগেডদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণার পর দীর্ঘ দিনই তাকে বাঙ্কার আর ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে সামরিক অফিসার পরিবেষ্টিত অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। ভ্যাটিকানের চার দেয়ালের মধ্যেও কখনও জাকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করা তার ভাগ্যে জোটে নি। রবার্তো পুচ্চির অন্যান্য মেহমানদের বেলায় অবশ্য এ কথা খাটে না।

কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি খুব দক্ষতার সাথে মিটিংয়ের সূচনা করলে নিজের সামনে থাকা স্যামন মাছ ভাজা প্লেটটা সরিয়ে রাখলো সে। ব্রিন্দিসি আজীবনভরই একজন ভ্যাটিকান আমলা, তারপরও কিউরিয়ার অভ্যন্তরে যে ধরণের বাকসর্বস্ব কথা বলা হয় সেটা সে ঘৃণা করে। সে হলো কাজের মানুষ। বেশি কথা বলা তার পছন্দ নয়। যেভাবে আলোচনার এজেন্ডা উপস্থাপন করলো তাতে ক'রে মনে হলো কোনো কোম্পানির বোর্ডমিটিং হচ্ছে বুঝি। এই লোক যদি যাজক না হোতো তবে রবার্তো পুচ্চির তুমুল এক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই আর্বিভূত হোতো, ভাবলো কাসাগ্রান্দি।

এই ঘরে যারা আছে তারা মনে করে গণতন্ত্র হলো এক ধরণের জোড়াতালি দেয়া শাসন ব্যবস্থা। অযোগ্যতার আরেক নাম হলো গণতান্ত্রিক শাসন। রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতো ব্রাদারহুডও কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়। ব্রিন্দিসিকে বিশ্বাস করেই আজীবনের জন্যে তার হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আর সেও এটা অব্যাহত রাখবে আমৃত্যু। তাদের এই সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রত্যেকেই হলো এক একজন ডিরেক্টর। ব্রিন্দিসির আদেশই বিশাল সংগঠনের মধ্যে একটা মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মধ্যম সারির ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব কোনো মতামত বা একা একা করার মতো ভূমিকা থাকে না। সদস্যেরা চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে থাকে। তাদেরকে যা করতে বলা হবে তারা শুধু তা-ই করবে।

কাসাগ্রান্দির কর্মকাণ্ড কখনই ডাইরেক্টোরেটে আলোচনা করা হবে না। কেবল এক্সিকিউটিভ সেশনের সময়ই সে তার কাজের কথা বলবে। যেমন আজকে লাঞ্চের পর ভিলা গালাতিনায় বসে রবার্তো পুচ্চি আর ব্রিন্দিসির সাথে এ নিয়ে কথা বলবে সে।

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে ব্রিন্দিসি হাটছে, তার বাম পাশে কাসাগ্রান্দি আর ডানে পুচ্চি। ব্রাদারহুডের সবচাইতে ক্ষমতাধর তিন জন ব্যক্তি ব্রিন্দিসি হলো আধ্যাত্মিক নেতা, পুচ্চি মিনিস্টার অব ফাইনান্স আর কাসাগ্রান্দি নিয়োজিত আছে সব ধরণের নিরাপত্তা এবং গোপন অপারেশনের দায়িত্বে। এই ইনস্টিটিউটের সদস্যেরা একান্তে এই তিনজনকে হলি ট্রিনিটি বলে উল্লেখ ক'রে থাকে।

ইনস্টিটিউটের অবশ্য নিজস্ব কোনো ইন্টেলিজেন্স সেকশন নেই। ভ্যাটিকানের পুলিশ বাহিনী, সুইসগার্ড, ইন্টেলিজন্স আর ব্রাদারহুডের মধ্যে কাসাগ্রান্দির প্রতি অনুগত কিছু সদস্যকে দিয়ে সে এ কাজ করিয়ে থাকে। ইতালিয়ান পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্সে তার কিংবদন্তীতুল্য ভূমিকার কারণে এসব জায়গায়ও রয়েছে তার অবাধ প্রবেশাধিকার। এসব প্রতিষ্ঠানের সব কিছু ব্যবহার করে থাকে সে। বিশ্বব্যাপী একটি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে সে বড়

বড় পদে থাকা লোকজনকে নিয়ে, যার মধ্যে এফবিআইএ'র একজন পদস্থ কর্মকর্তাও আছে। তারা সবাই তার প্রতি অনুগত। মিউনিখ পুলিশের ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজ তার এই নেটওয়ার্কেরই একজন সদস্য। ঠিক কমই একজন হলো পুরোপুরি ক্যাথলিক অধ্যুষিত বাভারিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির আজেশনেই স্টার্নের কেসে উইজকে নিয়োজিত করা হয়েছে। ইতিহাসবিদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্পর্শকাতর জিনিসগুলো সরিয়েছে সে-ই। এখন মামলার তদন্ত কাজটি অন্য দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। কাসাগ্রান্দি চাচ্ছে স্টার্নের কেসটা নব্য-নাৎসিদের কাজ বলে প্রতিষ্ঠিত করা, কিন্তু এখন ল্যান্ডাও নামের এক ইসরায়েলির আগমনে সে ভয় পাচ্ছে পুরো ঘটনাটি বোধহয় তালগোল পাকিয়ে যাবে। ভিলা গালাতিনা'র বাগানে বসে রবোর্তো পুচ্চি আর কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকে নিজের এই উদ্বেগের কথা জানালো সে।

"আরে, ঐ ইহুদিটাকে খুন ক'রে ফেললে না কেন?" ভরাট কণ্ঠে পুচ্চি বললো।

হ্যা, খুন করবো তাকে, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। পুচ্চির সমাধান। এই লোক কতোগুলো হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত সেই হিসেব করতে গিয়ে কাসাগ্রান্দি খেই হারিয়ে ফেললো। পুচ্চির সাথে খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। একে বোঝাতে হবে এভাবে কাজ করা ঠিক হবে না। একবার তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে এক ছেলে কুৎসিত হাসি দিয়েছিলো, ব্যস, পুচ্চি সেই ছেলেটাকে খুন করে ফেললো। আর বলাই বাহুল্য, ইতালিয়ান রেড বৃগেডের উগ্রপন্থী ছোকরাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ছিলো সেই ভাড়াটে খুনি।

"বেনজামিন স্টার্নকে শেষ করতে গিয়ে আমাদের একটু ঝুঁকি নিতে হয়েছে। তবে তার কাছে থাকা কিছু জিনিসের জন্যেই কাজটা করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।" ধীরস্থিরভাবে কাসাগ্রান্দি বলতে শুরু করলো। "এখন এই ল্যান্ডাও নামের লোকটির কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে, ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিস মনে করছে না তাদের সাবেক অপারেটিভ বেনজামিন স্টার্নের হত্যাটি নব্য-নাৎসিদের কাজ।"

"এখন তো মনে হচ্ছে আমার প্রথম কথাটিই বাস্তবায়ন করতে হবে," কথার মাঝখানে পুচ্চি বললো। "ওকে খুন ক'রে ফেলছো না কেন?"

"আমি যাদের কথা বলছি তারা ইতালির কোনো সিক্রেট সার্ভিস নয়, ডন পুচ্চি। এটা ইসরায়েলি সংস্থা। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন কর্মকর্তা হিসেবে ইনস্টিটিউকে রক্ষা করা আমার প্রথম কাজ। আমার অভিমত হচ্ছে, ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের সাথে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করাটা হবে মারাত্মক একটি ভুল। তাদের নিজেদের কাছেও গুপ্তঘাতক রয়েছে—এমন সব গুপ্তঘাতক যারা

রোমের পথেঘাটে হত্যা ক'রে কোনো রকম চিহ্ন না রেখেই পালাতে সক্ষম হয়।" কার্ডিনাল আর পুচ্চি দু'জনের দিকেই তাকালো সে। "এইসব গুপ্তঘাতকেরা কোনো প্রাচীন অ্যাবির দেয়াল পর্যন্ত টপকে খুন ক'রে চলে যেতে পারবে, ডন পুচ্চি।"

এমন অবস্থায় কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কথা বলতে হলো। "তাহলে আমাদের ঠিক কিভাবে এগোতে হবে বলে মনে করো তুমি, কার্লো?"

"খুব সাবধানে, এমিনেন্স। ঐ লোকটা যদি সত্যি কোনো ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হয়ে থাকে তবে আমাদের উচিত হবে ইউরোপিয়ান সিকিউরিটি সার্ভিসে থাকা আমাদের বন্ধুদের ব্যবহার ক'রে লোকটার জীবন কিছু দিনের জন্যে অতিষ্ঠ ক'রে তোলা। এই ফাঁকে আমরা এমন কিছু করবো যাতে ঐ লোক আর খুঁজে পাবার মতো কিছু না পায়।" একটু থেমে কাসাগ্রান্দি আরো যোগ করলো "আমার আশংকা আমাদের আরেকটা সমস্যা রয়ে গেছে। প্রফেসর স্টার্নের জিনিসপত্র তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে নেবার পর সেগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে লোকটা একজন কোলাবরেটর হিসেবে কাজ করছিলো—অতীতে এই লোক আমাদের অনেক সমস্যা করেছে।"

কার্ডিনালের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট—যেনো শান্ত কোনো পুকুরে বিরাট একটা ঢিল ছোড়া হয়েছে। তবে সেটা অল্পক্ষণের জন্যেই। নিজেকে ধাতস্থ ক'রে নিলো সে।

"তোমার তদন্তের বাকি দিকগুলোর ব্যাপারে বলো, কার্লো? আমাদের কোন্ ব্রেদারেন প্রফেসরের কাছে এইসব ডকুমেন্ট পাচার করেছে, তাকে কি চিহ্নিত করতে পেরেছো?"

কাসাগ্রান্দি বিমর্ষ হয়ে মাথা দোলালো। কতো সময় ধরে সে প্রফেসরের জিনিসপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে তার কোনো হিসেব নেই।

নোটবুক, কম্পিউটার, ফাইল, অ্যাড্রেসবুক—সব কিছু ভালো ক'রে খতিয়ে দেখেছে, কোথাও এমন কোনো নাম পায় নি যারা প্রফেসরকে এইসব জিনিস সরবরাহ করেছে বলে তার মনে হয়েছে। মনে হয় না সে এরকম কিছু খুঁজেও পাবে। নিজের সমস্ত আলামত বেশ দক্ষতার সাথেই লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে প্রফেসর। যেনো ডকুমেন্টগুলো কোনো ভূত তাকে দিয়ে গেছে।

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই কেসের রহস্যটা বোধহয় অমীমাংসিতই থেকে যাবে, এমিনেন্স। এই ঘটনার সাথে যদি ভ্যাটিকানের কোনো বিশ্বাসঘাতক জড়িত থাকে তবে তার পরিচয়টা হয়তো কখনই জানা যাবে না। কিউয়িাকে এ ব্যাপারে আরো ভালো প্রশিক্ষণ দিতে হবে।"

এই মন্তব্যটা শুনে ব্রিন্দিসির ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেলো। কোনো কথা না বলে চুপচাপ তারা হাটতে লাগলো কিছুক্ষণ। কার্ডিনালের চোখ মাটির দিকে।

"দু'দিন আগে হলি ফাদারের সাথে আমি লাঞ্চ করেছি," অবশেষে নীরবতা ভেঙে বললো সে। "আমাদের সন্দেহই ঠিক হতে যাচ্ছে। তিনি ইহুদিদের সাথে রিকনসিলিয়েশন করার প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কাজ হয় নি। আগামী সপ্তাহে তিনি রোমের প্রাচীন সিনাগগ সফর করবেন।"

রবার্তো পুচ্চি মাটিতে একদলা থুতু ফেললো, আর কাসাগ্রান্দির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। কার্ডিনালের এই খবরটা শুনে সে অবশ্য অবাক হয় নি। হলি ফাদারের ঘনিষ্ঠ লোকজন আর সেক্রেটারিদের মধ্যে কাসাগ্রান্দি আর ব্রিন্দিসির নিজস্ব লোক রয়েছে। তারা ব্রাদারহুডেরই সদস্য। পোপের *অ্যাপার্তামেন্তো*'র অভ্যন্তরে কী হয় না হয় সবই তারা জানতে পারে। কয়েক সপ্তাহ আগেই এরকম একটি খবর জানতে পেরেছিলো সে।

"উনি তো একজন কেয়ারটেকার পোপ," ঝাঁঝের সাথে বললো পুচ্চি। "নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে উনার কিছু শিক্ষা নেবার দরকার আছে।"

কাসাগ্রান্দির দম বন্ধ হয়ে এলো। এই বুঝি পুচ্চি তার বিখ্যাত সমাধানের কথা বলে বসবে। কিন্তু এরকম কাজ করার কথা এমন কি পুচ্চিও ভাবতে পারলো না।

"হলি ফাদার কেবল অতীতের ইহুদিদের সাথে আমাদের অবিচারের কথাই স্বীকার করবেন না, সিক্রেট আর্কাইভও নাকি সবার জন্যে খুলে দেবেন।"

"কী বলেন, এটা উনি করতে পারেন না," কাসাগ্রান্দি অবাক হয়ে বললো।

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, উনি তাই করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে উনি যদি সিক্রেট আর্কাইভ খুলে দেন তাহলে কি ইতিহাসবিদেরা ওখান থেকে কিছু খুঁজে বের করতে পারবে?"

"কনভেন্টের সমস্ত মিটিংয়ের রেফারেন্স আর্কাইভ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়েছে ব্যক্তিগত ফাইলগুলোও। হলি ফাদার যদি নতুন ক'রে এসব ডকুমেন্টট স্টাডি করার আদেশ দেন তো আর্কাইভে নতুন করে এমন কোনো তথ্য দেয়া হবে না যা ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্য, ইসরায়েলিরা যদি প্রফেসর স্টার্নের কাজগুলো আবার নতুন করে পুণর্গঠন করে তো ভিন্ন কথা। সেটা যদি ঘটে—"

"—তাহলে চার্চ আর ইনস্টিটিউট খুবই বেকায়দায় পড়ে যাবে," কাসাগ্রান্দির বাক্যটা কার্ডিনালই সমাপ্ত করলো। "চার্চ এবং আমরা যারা চার্চকে বিশ্বাস করি তাদের ভালোর জন্যেই কনভেনশনের সমস্ত সিক্রেট গোপন রাখাই মঙ্গল হবে।"

"ঠিক বলেছেন, এমিনেন্স।"

রবার্তো পুচ্চি একটা সিগারেট ধরালো। "*অ্যাপার্তামেন্তোতে* আমাদের যেসব বন্ধু রয়েছে তারা হয়তো হলি ফাদারকে বোঝাতে পারে উনি যা করছেন ভুল করছেন, এমিনেন্স।"

"এই কাজ আমি নিজেও করে দেখেছি, তাদের দিয়েও করিয়েছি, ডন পুচ্চি। আমাদের বন্ধুরা যে খবর দিয়েছে তাতে ক'রে মনে হচ্ছে কিউরিয়ার নিষেধ সত্ত্বেও হলি ফাদার তার সিদ্ধান্তে অটল আছেন।"

"অর্থনীতির দিক থেকেও হলি ফাদারের এই পদক্ষেপ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে," হত্যা-খুন থেকে টাকা-পয়সার দিকে মনোযোগ দিলো পুচ্চি। "ভ্যাটিকানের সাথে অনেকেই ব্যবসা করতে চায় এর সুনামের জন্যে, কিন্তু হলি ফাদার যদি ইতিহাসের নোংরা কাদায় এই সুনামকে ভূলুণ্ঠিত করে দেন..."

কথাটার সাথে এক মত হয়ে ব্রিন্দিসি মাথা দোলালো। "একান্তে হলি ফাদার প্রায়ই সেই আগের অবস্থায় চার্চকে নিয়ে যাবার ইচ্ছের কথা বলে থাকেন। যখন কিনা চার্চের অবস্থা ছিলো খুবই দুর্বল।"

"তিনি যদি সাবধান না হন তবে তার এই ইচ্ছেটারই বাস্তবায়ন হবে," বললো পুচ্চি।

কাসাগ্রান্দির দিকে তাকালো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি। "তুমি কি মনে করছো এই কোলাবরেটর আমাদের জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে?"

"তাই মনে করি, এমিনেন্স।"

"আমার অনুমতি ছাড়া তোমার আর কি দরকার আছে, কার্লো?"

"শুধু অনুমতি থাকলেই হবে, এমিনেন্স।"

"আর ডন পুচ্চির কাছ থেকে কি চাও?"

কাসাগ্রান্দি ডনের অর্ধনির্মিলিত চোখের দিকে তাকালো।

"তার টাকার দরকার রয়েছে আমার।"

অধ্যায় ৮

লেকের পাশে অবস্থিত একটি কনভেন্ট

দুপুরের মধ্যেই লেক গার্দায় পৌছে গেলো গ্যাব্রিয়েল। সাগর তীর ধরে যতোই দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলো টের পাচ্ছিলো আল্পাইন থেকে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আবহাওয়ায় বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গাড়ির জানালা নামাতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো তার চোখেমুখে। চারপাশের সবুজ রঙের অলিভ গাছের পাতায় সূর্যের আলো এসে পড়েছে। দারুণ লাগছে দেখতে। শান্ত আর স্থির হয়ে আছে নীচের স্বচ্ছ লেকটা।

ব্রেনজোনি শহরটা সিয়েস্তা'র কারণে ঝিমিয়ে আছে এখন। ওয়াটারফ্রন্টের বার আর ক্যাফেগুলো খুলতে শুরু করেছে। মন্তে বালদোর দোকানের দোকানিরা জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে বিক্রির আশায়। লেকের কোল ঘেষে কিছু দূর যাবার পরই শহরের শেষ প্রান্তে গেরুয়া রঙের ভিলার মতো দেখতে গ্র্যান্ড হোটেলটা খুঁজে পেলো গ্যাব্রিয়েল।

সামনের প্রাঙ্গনে ঢুকতেই একজন বেলম্যান অতি উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলো তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। লবিটা দেখে মনে হচ্ছে অন্য কোনো সময়ে আছে সে। যেনো বহু যুগ আগের কোনো সময়। লবির ছায়াঘেরা একপ্রান্তে ফ্রান্‌জ কাফকাকে আর্ম চেয়ারে বসে বসে লিখতে দেখলে সে মোটেও অবাক হোতো না। পাশের ডাইনিং রুমে দু'জন ওয়েটার চেয়ার টেবিল সাজাচ্ছে। তাদের কাজের গতি দেখে বোঝা যাচ্ছে আজ রাতে এখানে খুব বেশি লোক ডাইনিং করতে আসবে না।

গ্যাব্রিয়েলকে আসতে দেখে কাউন্টারে বসা ক্লার্ক নড়েচড়ে বসলো। লোকটার ব্লেজার পকেটের উপর নামটা দেখে নিলো সে জিয়ানকোমো। সোনালী চুল আর নীল চোখ। কাঁধ দুটো বেশ চৌকোনো, অনেকটা প্রুশিয়ান আর্মি অফিসারদের মতো। গ্যাব্রিয়েলের দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকালো লোকটা।

ইতালিতেই গ্যাব্রিয়েল কথা বললো। জানালো তার নাম এহুদ ল্যান্ডাও। তেলআবিব থেকে এসেছে। কথাটা শুনে মনে হলো ক্লার্ক খুশি হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে দু'মাস আগে এখানে প্রফেসর বেনজামিন নামের এক লোক এসেছিলো কিনা জানতে চাইতেই লোকটা কিছু না বলে শুধু মাথা দোলালো।

সেই প্রফেসর সাহেব একটা চশমা ফেলে গেলে এখানকারই এক কর্মচারী সেটা তার কাছে পাঠিয়েছিলো এটা বলার পরও লোকটা কিছু জানি না বলে মাথা নাড়তে লাগলো শুধু। তবে আস্তে করে পঞ্চাশ ইউরোর নোটটা যখন তার হাতে চালান করে দেয়া হলো তখনই লোকটার স্মৃতি ভাণ্ডার জেগে উঠলো।

"ওহ্ হো, মনে পড়েছে, হের স্টার্ন।" নীল চোখ দুটো নেচে উঠলো এবার। "মিউনিখের সেই লেখক সাহেব। তাকে আমার বেশ মনে আছে। এখানে তিন রাত ছিলেন তিনি।"

"প্রফেসর স্টার্ন আমার ভাই ছিলেন।"

"ছিলেন মানে?"

"দশ দিন আগে মিউনিখে তিনি খুন হয়েছেন।"

"খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগছে। আমি দুঃখিত, মিঃ ল্যান্ডাও। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে প্রফেসরের ভায়ের সাথে কথা না বলে আমার উচিত পুলিশের সাথে কথা বলা।"

গ্যাব্রিয়েল যখন জানালো সে নিজেই ব্যাপারটা তদন্ত ক'রে দেখছে লোকটা তখন অবাকই হলো। "আমার মনে হয় না আমি মূল্যবান কোনা তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। আপনাকে আমি এও বলতে পারি, প্রফেসরের মৃত্যুর সাথে আমাদের হোটেলের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, আপনার ভাই তো বেশিরভাগ সময় কনভেন্টেই কাটাতেন।"

"কনভেন্টে?"

ক্লার্ক কাউন্টার থেকে বের হয়ে এলো। "আমার সাথে আসুন।"

কয়েকটা ফ্রেঞ্চ দরজা পেড়িয়ে একটা টেরেসে এসে উপস্থিত হলো তারা। কিছুটা দূরে, লেকের ওপাড়ে একটা প্রসাদের মতো ভবন দেখা যাচ্ছে।

"ঐ যে কনভেন্টটা। উনিশ শতকে ওটা একটা স্যানাটোরিয়াম ছিলো। প্রথম যুদ্ধের সময় সিস্টাররা ওটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এরপর থেকে ওটা তাদের অধীনেই আছে।"

"আমার ভাই ওখানে কী করছিলেন সেটা কি আপনি জানেন?"

"আবারো বলতে বাধ্য হচ্ছি, জানি না। কথাটা আপনি মদার ভিসেনজাকে বলছেন না কেন? উনিই তো ওখানকার প্রধান। চমৎকার মহিলা। আমি নিশ্চিত উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"আপনার কাছে কি তার কোনো ফোন নাম্বার আছে?"

মাথা নাড়লো ক্লার্ক। "ফোন নেই। সিস্টার কোনো ফোন ব্যবহার করেন না। প্রাইভেসি খুবই পছন্দ করেন তিনি।"

বিশাল লোহার গেটটার দু'পাশে বড়বড় সাইপ্রেস গাছগুলো রক্ষীদের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্যাব্রিয়েল বেল বাজাতেই লেক থেকে শীতল একটা বাতাস ভেসে এলো।

কিছুক্ষণ পর সিস্টারদের পোশাক পরা এক বৃদ্ধ মহিলা এসে হাজির হলো তার সামনে। মহিলাকে যখন বললো সে মদার ভিসেনজার সাথে একটু কথা বলতে চায় কিছু না বলেই আবার ভেতরে চলে গেলো মহিলা।

কিছুক্ষণ পর মহিলা ফিরে এসে দরজার শেকল খুলে গ্যাব্রিয়েলকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে তার পেছন পেছন আসার ইশারা করলো।

অভ্যর্থনা রুমে নান অপেক্ষা করছিলেন। গোলগাল মুখের এক বৃদ্ধ মহিলা। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। হাতে একটা টর্চলাইট। বেনজামিনের কথাটা বলতেই মহিলার মুখে আন্তরিক একটি হাসি দেখা গেলো।

"হ্যা, তাকে আমার মনে আছে।"

ভেতরে প্রবেশ করতেই গ্যাব্রিয়েলের কেমন জানি একটা অনুভূতি হলো। আচমকাই তার মনে হলো তাড়িয়ে বেড়ানো আত্মারা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ফিসফিস ক'রে কথা বলছে একে অন্যের সাথে।

মাদার ভিনেসজা টর্চের আলো ফেলে তাকে প্যাসাজওয়ে দিয়ে আরো ভেতরে নিয়ে গেলেন। প্রতিটি কক্ষের গায়ে খোদাইয়ের কাজগুলো স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। তারপরও লেকের নির্মল বাতাসের কারণে ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসছে না।

"সিস্টাররা এই জায়গাটিকে শরণার্থীদের একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ভেবেছিলেন," অসহ্য নীরবতা ভাঙার জন্যেই যেনো নান বললেন কথাটা। "বুঝতেই পারছেন এ জায়গাটা শীতকালে কেমন শীতল হয়ে ওঠে। আমি নিশ্চিত শরণার্থীরা বেশ কষ্টে ছিলো। বিশেষ ক'রে শিশুরা।"

"কতো জন ছিলো এখানে?"

"সাধারণত এক ডজনের মতো থাকতো। কখনও কখনও তারচেয়েও বেশি। আবার কমও থাকতো অনেক সময়।"

"কম থাকতো কেন?"

"অনেকেই এখান থেকে অন্য কোনো কনভেন্টে চলে যেতো। একটি পরিবার সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে জার্মানদের কাছে তুলে দেয়া হয়। আমাকে বলা হয়েছে অশুইৎজে নাকি তারা মারা গেছে। যুদ্ধের সময় আমি একেবারে বাচ্চা ছিলাম। আমার পরিবার বাস করতো তুরিনে।"

"এখানে থাকাটা মহিলাদের জন্যে নিশ্চয় খুব বিপজ্জনক ছিলো।"

"হ্যা। খুবই। ঐসব দিনে ফ্যাসিস্টরা দল বেঁধে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতো ইহুদিদের খুঁজে বের করার জন্যে। ঘুষ দেয়া হোতো। কেউ যদি ইহুদিদের লুকিয়ে রাখতো তবে সেটা মারাত্মক অপরাধ ব'লে মনে করা হোতো। সিস্টাররাও এসব লোকদেরকে খুবই বিপজ্জনক ব'লে মনে করতেন।"

"তাহলে তারা কেন এটা করতেন?"

আন্তরিকভাবে হাসলেন তিনি। আলতো ক'রে ধরলেন তার হাতটা। "চার্চের মহান ঐতিহ্য আছে, সিনর ল্যান্ডাও। ফেরারিদের সাহায্য করাটা পাদ্রী আর সিস্টাররা নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব ব'লে মনে করতেন। অন্যায়ভাবে যাদেরকে দোষি করা হয়েছে তাদেরকে সাহায্য করাটা কর্তব্য বলে মনে করতেন তারা। ব্রেনজোনির সিস্টাররা ইহুদিদেরকে সাহায্য করতেন খৃস্ট ধর্মের মহত্তম গুনের কারণে। তারা এটা করতেন এজন্যে, কারণ হলি ফাদার তাদেরকে এ কাজ করতে বলেছিলেন।"

"পোপ পায়াস কনভেন্টগুলোকে আদেশ করেছিলেন ইহুদিদেরকে আশ্রয় দেবার জন্যে?"

নানের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। "অবশ্যই। কনভেন্ট, মোনাসটারি, স্কুল, হাসপাতাল, সবাইকে। চার্চের সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর সম্পদ হলি ফাদারের নির্দেশে ইহুদিদের জন্যে উন্মুক্ত ক'রে দেয়া হয়েছিলো।"

মাদার ভিসেনজার হাতে ধরা টর্চলাইটটা মোটাসোটা একটা ইঁদুরের উপর গিয়ে পড়লে সেটা ভড়কে চলে গেলো একটা গর্তের ভেতরে।

"ধন্যবাদ, মাদার ভিসেনজা," গ্যাব্রিয়েল বললো। "আমার মনে হয় যথেষ্ট দেখেছি।"

"আপনার যেমন ইচ্ছে।" ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন নান। তার স্থির দৃষ্টি গ্যাব্রিয়েলের উপর। "এই জায়গাটায় এসে আপনার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, সিনর ল্যান্ডাও। কারণ ব্রেনজোনির সিস্টারদের কল্যাণে এখানে যেসব লোক আশ্রয় নিয়েছিলো তারা সবাই বেঁচে গিয়েছিলো। এটা চোখের অশ্রু ফেলার জায়গা নয়। এটা আশাবাদী হবার জায়গা।"

গ্যাব্রিয়েল কোনো জবাব না দিলে মাদার ভিসেনজা তাকে উপর তলায় নিয়ে গেলেন।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রাতরাশ করার জন্যে বসবো। চাইলে আপনিও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন।"

"আপনি খুবই দয়ালু। আমি আপনাদের আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। যথষ্ট সময় দিয়েছেন আমাকে।"

"মোটেই না।"

সম্মুখ দরজার সামনে এসে গ্যাব্রিয়েল ঘুরে মুখোমুখি হলো নানের। "এখানে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের নামগুলো কি আপনি জানেন?" আচম্‌কা সে জিজ্ঞেস ক'রে বসলো।

প্রশ্নটা শুনে নান কিছুটা অবাক হলো মনে হচ্ছে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "কী আর বলবো, এই এতোগুলো বছরে নামগুলো সব হারিয়ে গেছে।"

"খুবই লজ্জার কথা।"

"হ্যা," আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন তিনি।

"আমি কি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি, মাদার ভিসেনজা?"

"নিশ্চয়।"

"বেনজামিনের সাথে কথা বলার অনুমতি কি ভ্যাটিকান আপনাকে দিয়েছিলো?"

মাথাটা একটু তুলে দৃঢ়ভাবে বললেন তিনি, "কিউরিয়ার ঐসব আমলারা আমাকে বলে দেবে কখন কথা বলতে আর কখন চুপ থাকতে হবে? আমার তা মনে হয় না। কেবলমাত্র আমার ঈশ্বরই আমাকে এ কথা বলতে পারেন। আর তিনি আমাকে বলেছিলেন, ব্রেনজোনির ইহুদিদের ব্যাপারে বেনজামিনের সাথে যেনো কথা বলি।"

কনভেন্টের তৃতীয় তলায় মাদার ভিসেনজার ছোট্ট একটা অফিস আছে। সেই অফিস থেকে লেকটা খুব ভালো ক'রে দেখা যায়। দরজা লাগিয়ে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসে উপরের দিকের একটা ড্রয়ার খুললেন তিনি। এই ড্রয়ারেরই লুকানো খোপে একটি মোবাইল ফোন রয়েছে। যদিও কনভেন্টের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করার নিয়ম নেই, কিন্তু ভ্যাটিকানের লোকটি তাকে বুঝিয়েছে পরিস্থিতির কারণে এটা ব্যবহার করাটা মোটেও অনৈতিক কাজ হবে না।

ফোনটা চালু ক'রে রোমের একটা নাম্বার ডায়াল করলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরেই রিং হবার শব্দ শুনতে পেলে অবাক হলেন তিনি, কিছুক্ষণ পর একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেলে আরো বেশি অবাক হলেন।

"আমি মাদার ভিসেনজা বলছি—"

"আমি জানি আপনি কে," পুরুষ কণ্ঠটি কাটাকাটাভাবে বললো।

এরপরই মাদারের মনে পড়ে গেলো কোনো নাম না বলার জন্যে বলা হয়েছিলো তাকে। নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগলো তার।

"এই কনভেন্টে এসে কেউ প্রফেসরের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে

আপনাকে সেটা কল ক'রে জানিয়ে দিতে বলেছিলেন।" একটু থামলেন, ভাবলেন ওপাশ থেকে কিছু বলা হবে। কিন্তু কিছুই বলা হলো না। "আজ বিকেলে একজন এসেছিলো।"

"লোকটা নিজের নাম কি বলেছে?"

"ল্যাভাও," মহিলা বললেন। "এহুদ ল্যাভাও। তেলআবিব থেকে এসেছে। বলেছে, প্রফেসর নাকি তার ভাই হয়।"

"এখন লোকটা কোথায়?"

"আমি জানি না। সম্ভবত পুরনো হোটেলে উঠেছে।"

"আপনি কি সেটা খুঁজে বের করতে পারবেন?"

"মনে হয় পারবো।"

"তাহলে তাই করুন—তারপর আমাকে ফোন ক'রে জানান।"

ওপাশ থেকে ফোনটা রেখে দেয়া হলো।

মাদার ভিসেনজা মোবাইল ফোনটা ড্রয়ারে রেখে সেটা তালা মেরে দিলেন।

গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নিলো রাতটা ব্রেনজোনিতে কাটিয়ে খুব সকালে ভেনিসে ফিরে যাবে। কনভেন্ট থেকে হেটেই ফিরে এসেছে নিজ রুমে। হোটেলের সাদামাটা ডাইনিং রুমে খেতে হবে ভাবতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। তাই মার্চের শীতের রাতে বাইরে বেরিয়ে লেকের পাশে অবস্থিত ভালো একটা রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে নিলো সে। ফিশ ফ্রাই আর স্থানীয় মদ। দারুণ লাগলো তার কাছে।

খাওয়ার সময় হত্যা মামলার কিছু দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠলো ওডিন রুনি আর তিন ব্লেডের স্বোয়াস্তিকা বেনজামিনের ঘরের দেয়ালে আঁকা ছিলো; তার মৃতদেহের চারপাশে প্রচুর রক্তপাত দেখেছে সে। ডিটেক্টিভ উইজ মিউনিখের পথে সব সময় তাকে অনুসরণ করেছে। মাদার ভিসেনজা তাকে লেকের পাশে অবস্থিত কনভেন্টের অন্ধকার ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে গেছেন।

গ্যাব্রিয়েল এখন অনেকটাই নিশ্চিত বেনজামিনকে তারাই হত্যা করেছে যারা তাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলো। তার মুখ বন্ধ রাখতে চেয়েছিলো। তার অ্যাপার্টমেন্টে কম্পিউটারটা খোয়া গেছে, আর তার ওখানে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি যাতে করে মনে হবে সে একটা নতুন বইয়ের কাজ করছিলো। গ্যাব্রিয়েল যদি বেনজামিনের বইটা পুণরায় লিখতে পারতো—কিংবা সেই বইয়ের বিষয়বস্তুটা জানতে পারতো—তাহলে সে খুঁজে বের করতে পারতো কারা এবং কেন তাকে হত্যা করেছে। দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো, তার হাতে এখন কিছুই নেই—কেবলমাত্র এক বৃদ্ধা নান যিনি দাবি করেছেন চার্চে আশ্রয় নেয়া

ইহুদিদের উপর বেনজামিন একটা বই লেখার চেষ্টা করছিলো। এটা এমন কোনো বিষয় নয় যার জন্যে একজন মানুষকে খুন করা হবে।

খাবারের বিল মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো সে। ফিরে যাওয়ার পথে পুরনো শহরের নিরিবিলি পথেঘাটে ঘুরে বেড়ালো, কোথায় যাবে সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামালো না, সামনে যে গলি দেখতে পেলো সেখানেই ঢুকে পড়লো। হাটলো আর ভাবলো। সমস্যাটাকে সে কোনো পেইন্টিং রেস্টোরেশন করা হিসেবেই দেখছে। যেনো বেনজামিনের বইটা একটা পেইন্টিং, যা খুব বাজেভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। পুরো ক্যানভাসে শুধু কিছু রঙ, আন্ডারড্রইং আর আঁচড় লেগে আছে তাতে। যেনো বেনজামিন একজন পুরনো মাস্টার পেইন্টার, গ্যাব্রিয়েলকে তার অন্য সব কাজ স্টাডি ক'রে দেখতে হবে। তার টেকনিক আর ছবিটা আঁকার সময় যেসব জিনিস তাকে প্রভাবিত করেছিলো সেগুলোও জানতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে তাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে শিল্পীর সম্ভাব্য সব কিছুই তাকে জানতে হবে। সেটা যতো তুচ্ছ আর স্বাভাবিকই হোক না কেন।

রেস্টোরেশন করার মতো খুব কম জিনিসই গ্যাব্রিয়েলের হাতে রয়েছে এখন, তবে ব্রেনজোনির পথেঘাটে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে সতর্ক হয়ে উঠলো।

এই দু'দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো তাকে ফলো করা হচ্ছে।

একটা মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলো সে। অতিক্রম করলো কতোগুলো বন্ধ হওয়া দোকান। এক ফাঁকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো এক লোক তাকে দূর থেকে ফলো ক'রে যাচ্ছে। একই কৌশল সে নিজেও অবলম্বন করলো। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে ঢুকে ভালো ক'রে লোকটার দিকে তাকালো। হালকা পাতলা গড়ন আর একটু কুঁজো হয়ে হাটছে। তার চালচলন বেশ ক্ষিপ্র।

ছোটোখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ফয়ারে ঢুকে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো পায়ের শব্দটা। আস্তে আস্তে সেটা মিঁইয়ে যাচ্ছে এখন। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেলো। ওখান থেকে বের হয়ে পথে নামতেই তাকে অনুসরণকারী লোকটিকে আশেপাশে দেখতে পেলো না।

হোটেলে ফিরে জিয়ানকোমো নামের কনসিয়ার্জের কাছ থেকে চাবিটা নেবার সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো খাবার কেমন হয়েছে।

"চমৎকার ছিলো, ধন্যবাদ আপনাকে।"

"আগামীকাল রাতে আমাদের ডাইনিংরুমে খেয়ে দেখতে পারেন। আশা করি ভালোই লাগবে।"

"আমিও সেরকম আশা করছি," সৌজন্যতার খাতিরে বললো সে। "এখানে থাকার সময় বেনজামিনের যে বিল হয়েছিলো সেটা একটু দেখতে চাই আমি—বিশেষ ক'রে তার ফোন করার রেকর্ডটা। এটা আমার কাজে খুব সাহায্য করবে।"

"আপনার কথাটা বুঝতে পারছি, সিনর ল্যান্ডাও। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আমাদের হোটেলের নিয়মবর্হিভূত কাজ হবে। কারো প্রাইভেসি ক্ষুন্ন হয় তেমন কাজ আমরা করতে পারি না। আমি নিশ্চিত আপনার মতো লোক ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

গ্যাব্রিয়েল যুক্তি দিলো, যেহেতু বেনজামিন মারা গেছে তাই তার প্রাইভেসি ক্ষুন্ন হবার কোনো কারণ নেই।

"আমি দুঃখিত, আমাদের নিয়মটা মৃতদের জন্যেও প্রযোজ্য," বললো কনসিয়ার্জ। "তবে পুলিশ যদি তদন্ত করতে আসে আমরা তাদেরকে সাহায্য করবো। পুলিশকে এটা জানাতে আমরা বাধ্য।"

"এই তথ্যটা জানা আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আমি এরজন্যে দরকার হলে সারচার্জ দিতেও আগ্রহী।"

"সারচার্জ? আচ্ছা।" গাল চুলকাতে শুরু করলো লোকটা। ভাবছে কী বলবে। "আমার মনে হয় সারচার্জটা পাঁচশ' ইউরোর মতো হবে।" একটু থামলো সে। গ্যাব্রিয়েলকে কথাটা হজম করতে দিলো আর কি। "প্রসেসিং ফি হিসেবে। আর সেটা দিতে হবে অগ্রীম।"

"হ্যা। তাতো নিশ্চয়।"

গ্যাব্রিয়েল পাঁচশ' ইউরোর নোট গুনে কাউন্টারের উপরে রাখতেই চোখের পলকে জিয়ানকোমো সেটা পকেটে ভরে নিলো।

"আপনার ঘরে চলে যান, সিনর ল্যান্ডাও। আমি বিলের কপিটা প্রিন্ট ক'রে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নিজের রুমে ফিরে এসে দরজাটা লক্ ক'রে চেইন লাগিয়ে জানালা দিয়ে নীচে তাকালো সে। চাঁদের আলোতে লেকটা জ্বলজ্বল করছে। বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না—মানে কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। বিছানায় বসে জামাকাপড় খুলতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ পর দরজার নীচ দিয়ে একটা এনভেলোপ ঢুকিয়ে দেয়া হলে সেটা তুলে নিলো গ্যাব্রিয়েল। বেডসাইড ল্যাম্পের কাছে বসে বিলটা পড়ে দেখলো সে। হোটেলে দু'দিন অবস্থান করার সময় মাত্র তিনটি ফোন করেছিলো বেনজামিন। তারমধ্যে দুটোই করা হয়েছে মিউনিখে তার অ্যাপার্টমেন্টে—ওখানে তার এনসারিং মেশিন চেক করার উদ্দেশ্যে, আন্দাজ করতে পারলো

গ্যাব্রিয়েল—তৃতীয়টি করা হয়েছে লন্ডনের একটি নাম্বারে।

রিসিভার তুলে সেই নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

জবাব দিলো এনসারিং মেশিন।

"আপনি ফোন করেছেন পিটার মেলোনের অফিসে। আমি দুঃখিত, এখন আমি অফিসে নেই। আপনি চাইলে আপনার মেসেজ—"

রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে দিলো গ্যাব্রিয়েল।

পিটার মেলোন? বৃটিশ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার? বেনজামিন তাকে কেন ফোন করতে যাবে? বিলটা ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো এনভেলোপের ভেতরে। সেটা যখন নিজের বৃফকেসে রাখেতে যাবে ঠিক তখনই তার নিজের ফোনটা বেজে উঠলো।

ফোনটা ধরবে কিনা বুঝতে পারছে না। সে যে এখানে আছে সেটা কেউ জানে না—কনসিয়ার্জ আর ডিনারের পর যে লোক তাকে ফলো করেছে তারা দু'জন বাদে।

সম্ভবত মেলোন তার নাম্বারটা দেখে কলব্যাক করেছে। ফোনটা না ধরার চেয়ে ধরাই বেশি ভালো হবে, ভাবলো সে। রিসিভারটা তুলে নিলেও কিছু বললো না। চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে ক'রে বললো, "হ্যা?"

"মাদার ভিসেনজা আপনার কাছে মিথ্যে বলেছেন। ঠিক এভাবেই তিনি আপনার বন্ধুকেও মিথ্যে বলেছিলেন। সিস্টার রেজিনা আর মার্টিন লুথারকে খুঁজে বের করুন। তাহলেই জানতে পারবেন কনভেন্টে আসলে কি ঘটেছিলো।"

"আপনি কে বলছেন?"

"এখানে আর ফিরে আসবেন না। জায়গাটা আপনার জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়।"

ক্লিক্।

অধ্যায় ৯

গ্রিন্ডেলওয়াল্ড, সুইজারল্যান্ড

ইনার সুঁইজারল্যান্ডের ইগারের ছায়াঘন নির্জন পাহাড়ি এলাকায় একটি বিশাল ক্যাবিনে থাকার পরও লোকটি নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পছন্দ করে। গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের বার আর ক্যাফে'তে তার পেশা সম্পর্কে লোকজন বিরামহীন কী সব গালগল্প করে সেটা নিয়ে ভাবতে বেশ ভালোই লাগে তার। কেউ কেউ ভাবে জুরিখের একজন ব্যাঙ্কার সে; অনেকে মনে করে সে জুগে অবস্থিত বিশাল একটি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। এমনও কথা চালু আছে যে বিশাল এক ধনী পরিবারে তার জন্ম, সেই সুবাদে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে, আসলে তার কোনো পেশা নেই। কোনো কাজও সে করে না। অস্ত্রব্যবসায়ী কিংবা হুন্ডি ব্যবসার সাথে জড়িত বলেও গুজব আছে। যে মেয়েটি তার কেবিন পরিস্কার করার কাজ করে সে বলেছে, তার রান্নাঘরে নাকি দামি দামি অসংখ্য পিতলের পাত্র আর রান্না করার সরঞ্জাম রয়েছে। ব্যস, একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো—সে একজন শেফ কিংবা রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী। রান্নাবান্না করাটা তার অবশ্য পছন্দের কাজই। সব সময়ই সে ভাবে রান্নাবান্না ক'রে জীবিকা নির্বাহ করা তার পক্ষে সম্ভব। বর্তমানে যে পেশায় আছে তাতে যদি জড়িয়ে না পড়তো তবে এ কাজ করে বেশ আনন্দই পেতো সে।

প্রতিদিন তার কাছে যে অল্পসংখ্যক চিঠি আসে তাতে এরিক ল্যাঙ্গ নাম উল্লেখ থাকে। জার্মানি ভাষায় কথা বললেও তাতে জুরিখের টান আর সেই সাথে ইনার সুইজারল্যান্ডের একটু ছোঁয়াও পাওয়া যায়। শহরের মাইগ্রোস সুপার মার্কেটে শপিং করে সে আর সব সময়ই নগদে টাকা পরিশোধ করে থাকে। তার কাছে কোনো ভিজিটর আসে না। দেখতে অসম্ভব হ্যানডসাম আর সুদর্শন হলেও কখনও কোনো মেয়ের সাথে দেখা যায় না তাকে। মাঝে মধ্যেই দীর্ঘদিন যাবৎ লাপাত্তা থাকে। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে অনেকটা বিড়বিড় ক'রে বলে একটা ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছিলো। আরো বেশি জানতে চাইলে তার ধূসর চোখ দুটোতে এমন শীতল চাহনি দেখা যায় যে সাহস ক'রে আর কোনো প্রশ্ন করে না কেউ।

মনে হতে পারে এই লোকের হাতে অঢেল সময়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত যখন প্রচুর তুষারপাত হয় তখন স্কি করেই সময় পার করে সে। খুবই দক্ষ একজন স্কিয়ার। দ্রুতগতির কিন্তু বেশ সতর্ক। তার বেশভূষা দামি হলেও সতর্কভাবে বেছে নেয়া হয় যাতে করে ওগুলো কারোর মনোযোগ আর্কষণ না

করে। গ্রীষ্মে যখন চারপাশে হিমবাহগুলো গলতে শুরু করে তখন প্রতি সকালে বের হয়ে যায় সে, উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়। তার শরীরটা যেনো এ কাজের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে : লম্বা আর শক্তিশালী। সরু কোমর এবং চওড়া কাঁধ। পায়ের মাংসপেশী বেশ সুগঠিত। পাথুরে পাহাড় আর ঢালু পথ দিয়ে ঘন্টা পর ঘন্টা ধরে স্কি করতে পারে। এতে তার কোনো ক্লান্তি নেই। একেবারে প্যান্থারের মতোই প্রাণশক্তি।

সাধারণত ইগারের নীচে একটু থেমে ক্যান্টিন থেকে আনা ড্রিঙ্ক পান করে আর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। কখনও পাহাড় বেয়ে ওঠে না—তার মতে ইগারের উপরে উঠতে যাওয়াটা বোকামি ছাড়া আর কিছু না। নিজের কেবিনের বারান্দা থেকে মাঝে মধ্যেই উদ্ধার কাজে ছুটে যাওয়া হেলিকপ্টার দেখতে পায়। অনেক সময়ই দূরবীনে দেখেছে পাহাড়ে উঠতে যাওয়া কোনো লোক মরে নীচে পড়ে আছে। পাহাড়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা অগাধ। এরিক ল্যাঙ্গ নামের লোকটির কাছে ইগার হলো দক্ষ এক খুনির নাম।

দুপুরের ঠিক আগেই ল্যাঙ্গ ফিরে যাওয়ার যাত্রা শুরু করলো। পাইন গাছের ছায়াঘন বনের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলো নিজের কেবিনের দরজার সামনে। স্কি আর গ্লাভ জোড়া খুলে দরজার পাশে থাকা কি-প্যাডে কিছু নাম্বার পাঞ্চ করলে দরজাটা খুলে গেলো।

ঘরে ঢুকেই জামাকাপড় সব খুলে উপর তলার বাথরুমে গিয়ে গরম পানিতে গোসল করে নিলো সে। তারপর পরে নিলো ভ্রমনের কিছু পোশাক ফুলপ্যান্ট, গাঢ় ধূসর রঙের কাশ্মিরি সোয়েটার আর জুতা। তার ব্যাগটা ইতিমধ্যেই প্যাক করা আছে।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বেশভূষা দেখে নিলো আরেকবার। সোনালী আর ধূসর রঙের মিশ্রণ আছে তার চুলে। চোখে রঙবিহীন কনট্যাক্ট লেন্স। জেনেভার বাইরে বিশ্বস্ত এক প্লাস্টিক সার্জনের সাহায্যে চেহারাটা ধীরে ধীরে বদলে ফেলা হয়েছে। এক জোড়া চশমা পরে মাথায় জেল মেখে চুলগুলো ব্যাকব্রাশ ক'রে নিলো ল্যাঙ্গ। চেহারার এই পরিবর্তনটা অসাধারণ বলে ঠেকলো নিজের কাছে।

শোবার ঘরে ঢুকলো সে। এখানে বিশাল ক্লোসেটের ভেতরে একটা সিন্দুক আছে। ভারি দরজাটা খুলে ভেতর থেকে কাজের জিনিসগুলো নিয়ে নিলো ভুয়া পাসপোর্ট, বিভিন্ন মুদ্রার প্রচুর পরিমাণের টাকা আর পিস্তল-রিভলবারের ছোটোখাটো একটা সংগ্রহ। মানিব্যাগে সুইস ফ্রাঁগুলো ভরে আজকের জন্যে বেছে নিলো তার প্রিয় নাইন মিলিমিটারের স্টেচখিন পিস্তলটা। পাঁচ মিনিট পর অডি সিডান গাড়িতে ক'রে জুরিখের উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে।

ইউরোপের সহিংস রাজনৈতিক ইতিহাসে লেপার্ড নামে পরিচিত সন্ত্রাসীর চেয়ে অন্য কোনো সন্ত্রাসী এতো বেশি রক্তপাত ঘটায় নি ব'লে ধারণা করা হয়। একজন ফ্‌ল্যান্স গুপ্তঘাতক সে—ভাড়াটে খুনি—সমগ্র মহাদেশ জুড়ে চলে তার খুন খারাবির কাজ। এথেন্স থেকে লন্ডন, মাদ্রিদ থেকে স্টকহম পর্যন্ত খুন আর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। জার্মানির রেড আর্মি, ইতালির রেড বৃগেড আর ফ্রান্সের অ্যাকশন দিরেক্তি'র হয়ে কাজ করেছে এই সন্ত্রাসী। আইরিশ রিপাবলিক আর্মির হয়ে বৃটিশ আর্মির এক অফিসার আর বাস্ক বিচ্ছিন্নতবাদী সংগঠন ETA'র হয়ে এক স্প্যানিশ মন্ত্রিকে খুন করেছে। প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসীদের সাথে তার সম্পর্ক বেশ পুরনো। আবু জিহাদ গ্রুপের হয়ে বেশ কয়েকটি গুপ্তহত্যা এবং অপহরণ করেছে এক সময়। তার মধ্যে পিএলও'র সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এবং প্যালেস্টাইনি বংশোদ্ভুত আবু নিদালের হত্যাকাণ্ডও রয়েছে। এছাড়া, ১৯৮৫ সালে রোম এবং ভিয়েনা এয়ারপোর্টে একই সাথে যে সন্ত্রাসী হামলা ঘটেছিলো সেই ঘটনার জন্যেও তাকে সন্দেহ করা হয়। ঐ হামলায় ১২০জন লোক নিহত হয়েছিলো। নয় বছর আগে প্যারিসে এক শিল্পপতিকে হত্যার জন্যেও অভিযুক্ত করা হয় তাকে। এটাই তার শেষ কাজ ব'লে ধারণা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপিয়ান কিছু সিকিউরিটি আর ইন্টেলিজেন্সের বিশ্বাস লেপার্ড মারা গেছে—তার পুরনো এক নিয়োগকর্তার সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই তাকে খুন করা হয়। অনেকে আবার এও মনে করে তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না কখনও।

এরিক ল্যাঙ্গ জুরিখে পৌছাতে পৌছাতে রাত নেমে গেলো। ট্রেন স্টেশনের উত্তর দিকে একটা খারাপ রাস্তার পাশে গাড়িটা পার্ক ক'রে হেটেই প্রবেশ করলো হোটেল সেন্ট গথার্ড-এ। ব্যানহফস্ট্রাসির ঠিক কাছেই অবস্থিত সেটা। একটা রুম আগে থেকেই রিজার্ভ করা আছে, তার সঙ্গে যে কোনো লাগেজ নেই সেটা দেখে ডেস্কের ক্লার্ক একটুও অবাক হলো না। হোটেলটির অবস্থান আর সুনামের কারণে অনেক গোপন ব্যবসায়ীক মিটিং এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এমন কি এরকম গুজবও রয়েছে, সুইস ব্যাঙ্কারদের সাথে হিটলার যখন মিটিং করতে এসেছিলো তখন এখানেই অবস্থান করেছিলো স্বৈরশাসক।

রুমে ঢুকে জানালার পর্দা নামিয়ে আসবাবপত্রগুলো একটু নতুনভাবে সাজিয়ে নিলো ল্যাঙ্গ। আর্মচেয়ারটা রাখলো ঘরের ঠিক মাঝখানে, দরজার মুখোমুখি। চেয়ারের সামনে রাখলো ছোট্ট একটা কফি টেবিল। সেই টেবিলে মাত্র দুটো জিনিস আছে ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী একটা টর্চলাইট আর স্টেচকিন পিস্তলটা। এরপর বাতি নিভিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। ঘরের অন্ধকার একবারেই নিকষ কালো।

ক্লায়েন্টের জন্যে অপেক্ষা করার সময় মিনি বার থেকে একটু রেড ওয়াইন খতেই বিস্বাদে ভরে গেলো তার মুখটা। মদটা জঘন্য। কুরিয়ার কিংবা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে কোনো কাজের দায়িত্ব সে নেয় না। কোনো লোক যদি মনে করে তার সার্ভিসের দরকার রয়েছে তবে তার মুখোমুখি হয়ে সেটা বলার মতো সাহস থাকতে হবে। এটা সে অহংবোধের কারণে করে না, করে নিজের সুরক্ষার জন্যে। তাকে দিয়ে কাজ করাতে হলে প্রচুর টাকার মলিক হতে হয়, সেজন্যেই কেবলমাত্র সম্পদশালী লোকেরাই তার ক্লায়েন্ট।

ঠিক ৮:১৫ মিনিটে ল্যাঙ্গের দেয়া সময়েই দরজায় একটা নক্ হলো। এক হাতে টর্চলাইট আর অন্য হাতে পিস্তলটা নিয়ে অন্ধকার ঘরেই ভিজিটরকে প্রবেশ করতে বললো সে। দরজাটা লক করা ছিলো না। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতেই সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বালিয়ে দিলো ল্যাঙ্গ। বেশ পরিপাটী পোশাক পরা ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক লোককে দেখতে পেলো দরজার সামনে। তার চুলগুলো একেবারেই ধূসর। লোকটাকে ল্যাঙ্গ ভালো করেই চেনে কাউন্টার টেরোরিজমের ক্যারাবিনিয়েরি চিফ জেনারেল কার্লো কাসাগ্রান্দি। বর্তমানে ভ্যাটিকানের সমস্ত গোপন কাজকারবারের তদারকি করে থাকে সে। জেনারেলের কতো জন সাবেক শত্রু যে ল্যাঙ্গের জায়গায় নিজেকে দেখলে খুশি হোতো তার কোনো হিসেব নেই—মহান কাসাগ্রান্দি, যে কিনা বৃগেড রোসা'র জন্যে কসাই আর ইতালির জন্যে একজন ত্রাণকর্তা হিসেবে আর্বিভূত হয়েছিলো তার দিকে তাক্ করা আছে গুলি ভর্তি একটি পিস্তল। রেড বৃগেড তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধের সময়টাতে কাসাগ্রান্দি আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকতো। তাকে না পেয়ে তার বউ আর মেয়েকে খুন করেছিলো বৃগেডের সন্ত্রাসীরা। এরপর জেনারেল সাহেব আর আগের মতো রইলো না। বদলে গেলো পুরোপুরি। এখন যে সে এখানে এসেছে সেটাও সম্ভবত সেই কারণেই—জুরিখের এক অন্ধকার হোটেল রুমে এক খুনিকে ভাড়া করতে এসেছে সাবেক এই জেনারেল।

"এখানে এসে মনে হচ্ছে যেনো কনফেশন করতে এসেছি," ইতালিতেই বললো জেনারেল।

"যদি তাই মনে ক'রে থাকেন তো," ল্যাঙ্গও একই ভাষায় জবাব দিলো, "হাটু গেঁড়ে বসে যেতে পারেন, তাতে হয়তো আরেকটু বেশি প্রশান্তি পাবেন।"

"আমার মনে হয় দাঁড়িয়ে থাকলেই আমার বেশি ভালো লাগবে।"

"আপনার কাছে ডোসিয়ারটা আছে না?"

কাসাগ্রান্দি তার অ্যাটাশি কেসটা তুলে ধরতেই টেবিলের নীচ থেকে পিস্তলটা বের ক'রে আনলো ল্যাঙ্গ যাতে করে ভ্যাটিকানের লোকটি দেখতে পায়। কাসাগ্রান্দি এমনভাবে বৃফকেসটা খুললো যেনো একটা বোমা বহন করছে

সে। ভেতর থেকে বিশাল সাইজের একটা ম্যানিলা এনভেলোপ বের ক'রে কফি টেবিলে রাখলো। এনভেলোপের ভেতরে থাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালো ল্যাঙ্গ।

"আমি হতাশ। মনে করেছিলাম আপনি মহামান্য পোপকে হত্যা করার জন্যে আমার কাছে এসেছেন।"

"তুমি সেটাও করতে পারবে, তাই না? তুমি তোমার পোপকে খুন করতে পারবে।"

"সে আমার পোপ নয়। তবে আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি, হ্যা। আমি তাকে খুন করতে পারবো। তারা যদি ঐ হারামজাদা গর্দভ তুর্কিটাকে ভাড়া না করে আমাকে কাজটা করতে দিতো তাহলে পোপ ঐ দিন দুপুরের মধ্যেই সেন্ট পিটার্সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো।"

"কেজিবি তোমাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেয় নি ব'লে আমি খুব খুশি। ঈশ্বরই জানে ওদের হয়ে কতো নোংরা কাজই না করেছো তুমি।"

"কেজিবি? আমার তা মনে হয় না, জেনারেল। নিশ্চয় আপনিও সেটা বিশ্বাস করেন না। কেজিবি পোপের ভক্ত ছিলো না ঠিক, কিন্তু তাকে হত্যা করার মতো বোকামির কাজ তারা করবে না। আপনি নিজেও সেটা বিশ্বাস করেন না। আমি যা শুনেছি, আপনি বিশ্বাস করেন পোপকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রটি করেছে চার্চের ভেতরের লোকজন। এজন্যেই আপনি তদন্ত রিপোর্ট গোপন রেখেছিলেন। সত্যিকারের ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে সেটা হোতো দারুণ উদ্বেগের একটি বিষয়। ভ্যাটিকানের শত্রু মস্কোর দিকে সন্দেহের তীর ছুড়ে দেয়াটা বেশ সুবিধাজনক ছিলো। তাই কেজিবি'র উপর দোষ চাপানো হয়েছিলো।"

"যে দিন আমরা আমাদের মধ্যেকার মতানৈক্যকে দূর করার জন্যে পোপকে হত্যা করবো সেদিন মধ্য যুগে ফিরে যাবো আমরা।"

"আহ্ জেনারেল সাহেব, আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান আর অভিজ্ঞ লোক এরকম কথা বলতে পারে না," কফি টেবিলের উপর ডোসিয়ারটা রেখে বললো ল্যাঙ্গ। "এই লোকটার সাথে ইহুদি প্রফেসরের সংযোগটা খুবই শক্তিশালী, আমি এ কাজ করবো না। অন্য কাউকে দিয়ে এটা করিয়ে নিন।"

"তোমার মতো আর কেউ নেই। আর ওরকম কাউকে খুঁজে বের করার মতো সময়ও আমার হাতে নেই।"

"তাহলে খরচ একটু বেশি হবে।"

"কতো?"

একটু থেমে তারপর বললো, "পাঁচ লক্ষ, অগ্রীম দিতে হবে : পুরোটাই।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে না, অনেক বেশি চেয়ে ফেলেছো?"

"না, তা মনে হচ্ছে না।"

ভাবছে এরকম একটি ভান করে কাসাগ্রান্দি মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তাকে খুন করার পর আমি চাইবো তার অফিস তল্লাশী ক'রে প্রফেসর কিংবা তার বইয়ের সাথে কানেকশান আছে এরকম সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তার কম্পিউটারটাও আমার কাছে নিয়ে আসবে। মিউনিখ থেকে যে সেফ ডিপোজিট একাউন্টে জিনিসগুলো রেখেছিলে সেই একাউন্টেই জিনিসগুলো রেখে দেবে।"

"একজন লোককে খুন করে তার কম্পিউটারটা আরেক জায়গায় বহন করে নিয়ে যাওয়াটা কোনো গুপ্তঘাতকের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

ছাদের দিকে তাকালো কাসাগ্রান্দি। "আরো কতো দিতে হবে?"

"বাড়তি আরো এক লাখ।"

"ঠিক আছে।"

"আমার একাউন্টে টাকাগুলো আসার পরই আমি টার্গেটের পেছনে লেগে যাবো। আপনার কি কোনো ডেডলাইন আছে?"

"আগামীকাল।"

"তাহলে আমার কাছে আরো দু'দিন আগে আসা উচিত ছিলো আপনার।"

কাসাগ্রান্দি কোনো কথা না বলে চলে যেতেই এরিক ল্যাঙ্গ বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে একা বসে রইলো আরো কিছুক্ষণ। গ্লাসের মদটুকু আস্তে আস্তে শেষ করলো সে।

ব্যানহফস্ট্রাসির পথে নামতেই কাসাগ্রান্দির চোখেমুখে লেকের নরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো। তার খুব ইচ্ছে করছে একজন পাদ্রীর সামনে হাটু গেঁড়ে নিজের পাপের বোঝা কিছুটা লাঘব ক'রে নিতে। কিন্তু সে এটা করতে পারবে না। তবে তাদের ব্রাদারহুডের নিয়ম অনুযায়ী কাসাগ্রান্দি নিজের এই পাপের কথা তাদের ব্রাদারহুডের সদস্য ছাড়া অন্য কোনো পাদ্রীর কাছে কনফেস করতে পারবে না। কারণ এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। তার কনফেসর হলো কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি।

একটা শান্ত আর নিরিবিলি রাস্তায় এসে পড়লো কাসাগ্রান্দি। জায়গাটার নাম টালস্ট্রাসি। রাস্তার দু'পাশে চমৎকার সব আধুনিক অফিস বিল্ডিং। সেরকমই একটা ভবনের দরজার সামনে এসে থামলো সে। দরজাটার পাশেই পিতলের নেমপ্লেটে লেখা আছে :

বেকার অ্যান্ড পুল
প্রাইভেট ব্যাঙ্কার
টালস্ট্রাসি, ২৬

নেমপ্লেটের পাশে কলিংবেলের বোতাম চাপলো কাসাগ্রান্দি। দরজার উপরে থাকা সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুখটা সরিয়ে নিলো সে। কিছুক্ষণ পরই দরজার লক খোলার শব্দ হলে কাসাগ্রান্দি ভেতরে প্রবেশ করলো। হের বেকার তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। টেকো মাথার লোকটা আড়ষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। বেকার খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করা একজন ব্যবসায়ী। এরপর যে তথ্যের আদান প্রদান করা হলো সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয় একটি ফরমালিটি। কাসাগ্রান্দি আর বেকার একে অপরের বেশ পরিচিত। এর আগে অনেক ব্যবসা করেছে এ দু'জন তারপরও বেকারের কোনো ধারণাই নেই কাসাগ্রান্দি কে, আর কোত্থেকে তার টাকা-পয়সাগুলো আসে। আগের মতোই প্রথম দিকে বেকারের ফিসফিস করে বলা কথাগুলো শুনতে কাসাগ্রান্দির একটু বেগ পেতে হলো। একান্তে কথা বলার সময়ও এই লোক নীচু স্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত। তারা যখন পাশের একটি ঘরে গেলো তখন বেকারের জুতার শব্দ পাওয়া গেলো না, এতোটাই নরম করে পা ফেলে সে।

জানালাবিহীন একটি কক্ষে প্রবেশ করলো তারা। টেবিল ছাড়া ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। হের বেকার তাকে রেখে চলে গেলো, একটু পর ফিরে এলো হাতে একটা সেফ-ডিপোজিট বাক্স নিয়ে।

"কাজ শেষে টেবিলেই রেখে দেবেন," ব্যাঙ্কার বললো। "আমি দরজার বাইরেই আছি। দরকার হলে ডাকবেন আমাকে।"

সুইস ব্যাঙ্কার চলে যেতেই কাসাগ্রান্দি তার কোটের বোতাম খুলে ভেতরের একটা চোরা পকেট থেকে কয়েকটা টাকার বান্ডিল বের করলো। এই টাকাগুলো রবার্তো পুচ্চির। একে একে সবগুলো বান্ডিলই বাক্সে রেখে দিলো ইতালিয় ভদ্রলোক।

তারপর কাজ শেষ হলে বেকারকে ডাকলো সে। তাকে ঘর থেকে বের হতে দেখে ব্যাঙ্কার হেসে আন্তরিকভাবেই বিদায় জানালো।

ব্যানহফস্ট্রাসির পথে নামতেই নিজেকে আবিস্কার করলো বাইবেলের *Act of Contrition* থেকে অনুতপ্তের বাণী আওড়াচ্ছে সে।

অধ্যায় ১০

ভেনিস

গ্যাব্রিয়েল পর দিন সকালে ভেনিসে ফিরেই নিজের ওপেল গাড়িটা রেল স্টেশনের পাশে পার্ক ক'রে রেখে একটা ওয়াটার-ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলো সেন্ট জাক্কারিয়া চার্চে। দলের অন্য সদস্যদের কোনো রকম সাদর সম্ভাষণ ছাড়াই প্রবেশ করলো ভেতরে। মাচাঙে উঠে আবারো নিজেকে চাদরের আড়ালে ঢেকে শুরু ক'রে দিলো কাজ। তিন দিনের অনুপস্থিতিতে ভার্জিন আর তার মধ্যে যেনো দূরত্ব জন্মে গেছে। তারা যেনো একে অন্যের কাছে এখন আগন্তুক। তবে কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পরই সেই অজানা অচেনা ভাবটা কেটে গেলো। সব সময়ের মতোই ভার্জিনের সামনে এসে প্রশান্তির একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সে। নিজের কাজে ডুবে যেতেই বেনজামিন স্টার্নের কেসটা তার মাথা থেকে আপাতত উধাও হয়ে গেলো।

প্যালেট ভরার জন্যে কাজে একটু বিরতি দিতেই কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে গেলো ব্রেনজোনি'তে। সেই সকালে নাস্তা করার পর আবারো কনভেন্টে ফিরে গিয়েছিলো সে। মাদার ভিসেনজার সাথে আবারো দেখা করে যখনই তাকে বললো, সিস্টার রেজিনার সাথে একটু কথা বলা যাবে কিনা অমনি নানের মুখটা লাল হয়ে যায়। তিনি জানান এ নামে কোনো সিস্টার কনভেন্টে নেই। গ্যাব্রিয়েল যখন জানতে চাইলো রেজিনা নামের কোনো সিস্টার কি কখনই ছিলো না, তখন মাদর ভিসেনজা মাথা নেড়ে না-সূচক ভঙ্গী ক'রে কেবল বললেন, কনভেন্টের নিয়মকানুন সম্পর্কে সিনর ল্যান্ডাওয়ের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। আর কখনও যেনো সে এখানে না আসে। এ কথা বলার পর মহিলা ভেতরে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। তখনই গ্যাব্রিয়েল গ্রাউন্ড কিপার লিচিওকে দেখতে পায়। একটা গাছের পাতা আর ডাল ছাটার কাজ করছিলো সে।

লোকটাকে ডাকতেই তড়িঘড়ি করে সে বাগানের ভেতর উধাও হয়ে যায়। ঠিক তখনই গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারে ব্রেনজোনির পথেঘাটে এই লোকটাই তাকে ফলো করেছিলো, আর তার হোটেলে যে অজ্ঞাত লোক ফোন করে সিস্টার রেজিনার কথা বলেছিলো সেই লোকটা ছিলো এই লিচিও। স্পষ্টতই বোঝা গেছে বৃদ্ধলোকটি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নেয়, এই মুহূর্তে সে এমন কিছু করবে না যাতে করে এই লোকটার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। তার বদলে কনভেন্টের উপরেই মনোযোগ দেবে সে। যুদ্ধের সময় ইহুদিরা কনভেন্টে

আশ্রয় নিয়েছিলো, মাদার ভিসেনজার এ কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কোথাও না কোথাও তার রেকর্ড অবশ্যই থাকবে।

ভেনিসে ফিরে এসেও তার মনে একটা খচখচানি থেকেই গেলো। এখানে ফিরে আসার সময়ও তাকে ফলো করা হয়েছে। একটা ধূসর রঙের লানসিয়া গাড়ি অনেকটা পথ তার পিছু পিছু এসেছে। ভেরোনাতে সে তার অটোস্ট্রাডা রেখে প্রাচীন শহরে প্রবেশ করেছিলো নজরদারী করাটাকে বিভ্রান্ত করা জন্যে। পাদুয়াতেও একই কাজ করে সে। আধ ঘণ্টা পর যখন নিশ্চিত হয় তাকে কেউ ফলো করছে না তখন একটা জেটি অতিক্রম করে ভেনিসের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেদীতে কাজ করলো গ্যাব্রিয়েল। সন্ধ্যা সাতটায় চার্চ ছেড়ে সান মার্কোতে অবস্থিত ফ্রান্সেস্কো তিপোলো'র অফিসে গেলো সে। তিপোলো নিজের অফিসের ডেস্কে বসে কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে। এক সময় তিপোলো নিজেও বিখ্যাত একজন রেস্টোরার ছিলো। তবে অনেক আগেই নিজের ব্রাশ আর প্যালেট রেখে সেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে রেস্টোরেশনের মতো সফল একটা ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছে। গ্যাব্রিয়েলকে দেখা মাত্রই কালো চাপ দাড়ির আড়াল থেকে আন্তরিক একটি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। প্রায়শই ভেনিসের পথেঘাটে লোকজন তাকে বিশ্বখ্যাত অপেরা সিঙ্গার লুচিয়ানো পাভারোত্তি ব'লে ভুল করে থাকে।

এক গ্লাস *রিপোসো* খেতে খেতে গ্যাব্রিয়েল তাকে জানালো একটা ব্যক্তিগত কাজে আরো কয়েক দিনের জন্যে তাকে ভেনিস ছাড়তে হবে। তিপোলো দু'হাতে নিজের বিশাল মুখটা ঢেকে ইতালিতে বিড়বিড় ক'রে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

"মারিও, আর মাত্র ছয় সপ্তাহ পরই সান জাক্কারিয়া চার্চ জনসাধারণের জন্যে খুলে দেয়া হবে। সময় মতো যদি কাজটা শেষ করা না যায় তবে সুপারিন্টেডেন্টরা আমাকে তুলাধুনা করে ছাড়বে। আমর সুনাম মাটিতে মিশে যাবে। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি?"

"কাজ প্রায় শেষ হবার পথেই আছে, ফ্রান্সেস্কো। একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাকে কয়েকটা দিন ছুটি দিতেই হবে।"

"কি ধরণের বিষয়?"

"আমার পরিবারে একজন মারা গেছে।"

"তাই নাকি?"

"আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, ফ্রান্সেস্কো।"

"তোমার দরকার হলে তুমি ছুটি নেবে, মারিও। তবে একটা কথা মনে রেখো, ঠিক সময়ে যদি বেল্লিনির ছবিটা রেস্টোর করা না হয় তবে এই প্রজেক্ট

থেকে তোমাকে সরিয়ে আন্তোনিওকে নিয়োগ দিতে আমি বাধ্য হবো। আমার কিছুই করার থাকবে না।"

"এই ছবিটা রেস্টোর করার মতো যোগ্যতা আন্তোনিওর নেই, এটা আপনিও ভালো ক'রে জানেন।"

"এ ছাড়া আমার কীইবা করার থাকবে? আমি নিজেই রেস্টোর করতে নেমে পড়বো? তুমি তো আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দেবে দেখছি।"

যতো দ্রুত তিপোলো রেগে যায় ততো দ্রুতই তার রাগ পড়ে যায়। গ্লাসে আরো *রিপাসো* ঢেলে পান করতেই সেটা হলো। তিপোলোর ডেস্কের পেছনে তাকালো গ্যাব্রিয়েল। অসংখ্য চার্চ আর মঠ রেস্টোর করার খ্যাতি আছে তার ফার্মের। সেই খ্যাতির বর্হিপ্রকাশ একটা ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভ্যাটিকান গার্ডেনে তিপোলো দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে, যে-ই সেই লোকের সাথে নয়, একেবারে স্বয়ং পোপ সপ্তম জন পলের সাথে।

"আপনার সাথে পোপের কথা হয়?"

"অফিশিয়াল না, অনেকটা ইনফর্মাল বলতে পারো।"

"একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

সামনে থাকা একগাদা কাগজের দিকে তাকালো তিপোলো। বোঝা যাচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব দিতে অনেকটা অনিচ্ছুক সে। তারপরও বললো, "এমন নয় যে তার সাথে আমি প্রায়ই কথা বলি। তবে হলি ফাদার এবং আমি বেশ ভালো বন্ধু বলতে পারো।"

"সত্যি?"

"হলি ফাদার যখন ভেনিসে সিনিয়র বিশপ হিসেবে ছিলেন তখন তার সাথে আমি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। তাকে তুমি এক ধরণের আর্ট হিস্টোরিয়ানও বলতে পারো। ওহ্, তার সাথে আমার প্রায়ই ঝগড়া হোতো। মাসে কমপক্ষে একবার রোমে গিয়ে তার সাথে সাপার করি এখন। জোর করে তিনি নিজেই রান্নার কাজটা করেন। তার হাতে বানানো টুনা আর স্প্যাগেটি বেশ স্বাদের হয়। তবে রেড পিপার বেশি দেয়ার ফলে সারা রাত আমাদের ঘাম হয় প্রচুর। উনি একজন যোদ্ধা! একজন স্যাডিস্ট কুক।" গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠে দাঁড়ালে তিপোলো বললো, "আমাকে বিপদে ফেলো না, বুঝলে মারিও?"

"পোপের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তো কোনোভাবেই বিপদে ফেলা যাবে না। একদমই না। *চ্যাও*, ফ্রান্সেস্কো। কয়েক দিন পর তাহলে দেখা হচ্ছে।"

পুরনো ঘেত্তোটা পরিত্যাক্ত আর বেশ ফাঁকা ব'লে মনে হচ্ছে—কাম্পোতে কোনো ছেলেপেলে খেলছে না, বৃদ্ধলোকেরাও বসে নেই ক্যাফে'তে। সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট

হাউজগুলো থেকেও কোনো সাড়া শব্দ আসছে না। কয়েকটা খোলা জানালা দিয়ে গ্যাব্রিয়েল বাতি জ্বলতে দেখলো। এক মুহূর্ত এমনও মনে হলো ওখানে মাংস আর পেয়াজ ভাজা হচ্ছে। গন্ধটাও তার নাকে এলো স্পষ্ট। তবে এসব ছাপিয়ে তার কেবল মনে হচ্ছে সে এমন একটা ভুতুরে শহরে এসে পড়েছে যেখানে বাড়িঘর আর দেকানপাট সবই আছে নেই শুধু মানুষজন। যেনো বহু আগেই তারা উধাও হয়ে গেছে।

যে বেকারিতে শ্যামরোনের সাথে তার কথা হয়েছিলো সেটা বন্ধ। একটু হেটেই ২৮৯৯ নাম্বারের একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। দরজার ঠিক পাশেই ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে *কমিউনিতা এবরেইকা দি ভেনেজিয়া।* দরজার বেলটা বাজালো গ্যাব্রিয়েল। কিছুক্ষণ পরই অদৃশ্য ইন্টারকম থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "হ্যা, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

"আমার নাম মারিও দেলভেচ্চিও। রাব্বির সাথে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।"

"একটু দাঁড়ান, প্লিজ।"

দরজার দিক থেকে ঘুরে স্কয়ারটা ভালো ক'রে দেখে নিলো গ্যাব্রিয়েল। পুরো এলাকায় যেনো যুদ্ধাবস্থা চলছে। সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সেজন্যে। সারা ইউরোপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভেনিসই কেবল বাকি ছিলো, কিন্তু রোম, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার শহরগুলোতে সিনাগগ আর গোরস্থানে ভাঙচুর হয়েছে, পথেঘাটে ইহুদিদের উপর হামলা করেছে দুর্বৃত্তের দল। পত্রপত্রিকাগুলো একে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপিয় জনগণের মধ্যে সবচাইতে ব্যাপক আকারে ইহুদি বিরোধী বিক্ষোভ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এরকম সময় নিজের ইহুদি পরিচয়টা লুকিয়ে রাখতে গ্যাব্রিয়েলের খুবই জঘন্য লাগছে।

অবশেষে একটা বেল বাজার পর অটোমেটিক লক্টা খুলে যাবার শব্দ হলে দরজা ঠেলে অন্ধকার এক ঘরে প্রবেশ করলো সে। ঘরের অন্য প্রান্তে আরেকটা দরজা রয়েছে। সামনে গিয়ে বুঝতে পারলো সেটা লক করা নেই।

ছোটোখাটো আর বিশৃঙ্খল একটা অফিসে প্রবেশ করলো গ্যাব্রিয়েল। ঘেত্তোর শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে এই জায়গায় সে ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গারের মতো কোনো বৃদ্ধ মহিলাকে দেখার জন্যে প্রস্তত হলেও তার বদলে দেখতে পেলো ত্রিশ বছরের লম্বা আর অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক তরুণীকে। তার কালো কোকড়ানো চুলে লাল-বাদামি রঙের হাইলাইট করা। সুন্দর অ্যাথলেটিক কাঁধ অবধি সেই চুলগুলো পড়ে আছে। চোখ দুটোতে সোনালী রঙের ফুটকি রয়েছে। ঠোঁট দুটো

এমন যেনো জোর ক'রে আঁটকে রেখেছে স্মিত হাসি। নিজের এই দুর্দান্ত উপস্থিতি যে আগত লোকটার উপর বেশ প্রভাব ফেলেছে সে ব্যাপারে সচেতন আছে মেয়েটা।

"সিনাগগের রাব্বি মারিভ-এ আছেন। আমাকে বলেছেন উনি আসার আগ পর্যন্ত যেনো আমি আপনাকে সঙ্গ দেই। আমি চিয়ারা। কফি বানাচ্ছিলাম। আপনার কি—"

"ধন্যবাদ।"

একটা স্টোভ থেকে কফি পটটা নামিয়ে কাপে ঢেলে গ্যাব্রিয়েলের কয় চামচ চিনি লাগবে সে কথা জিজ্ঞেস না করেই চিনি মেশাতে লাগলো সে। কফি কাপটা গ্যাব্রিয়েলকে দেবার সময় মেয়েটা লক্ষ্য করলো তার হাতে রঙ লেগে আছে। কাজ শেষ ক'রে তিপোলোর অফিস থেকে সোজা এখানে চলে এসেছে। ঠিকমতো হাত ধোয়ার সময় পায় নি।

"আপনি একজন পেইন্টার?"

"ঠিক তা নই। আসলে আমি একজন রেস্টোরার।"

"কি দারুণ ব্যাপার। কোথায় কাজ করেন আপনি?"

"সান জাক্কারিয়া প্রজেক্টে।"

মেয়েটা সুন্দর ক'রে হাসলো। "আহ্, আমার প্রিয় চার্চের একটি। কোন্ পেইন্টিংটাতে কাজ করছেন? আবার বলে বসবেন না বেল্লিনির কাজটাই আপনি করছেন?"

গ্যাব্রিয়েল মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তাহলে তো বলতে হবে আপনি এ কাজে খুবই দক্ষ।"

"আপনি বলতে পারেন বেল্লিনি আর আমি খুবই পুরনো বন্ধু," গ্যাব্রিয়েল বললো। "মারিভের সময় কতো লোক আসে?"

"সাধারণত হাতেগোনা কয়েকজন বৃদ্ধলোকই আসে। কখনও বেশি কখনও কম। অনেক রাত রাব্বি সিনাগগে একাই থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন যেদিন তিনি প্রার্থনা করা বন্ধ ক'রে দেবেন সেদিন তার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ঠিক এ সময় রাব্বি ঘরে প্রবেশ করলে আবারো গ্যাব্রিয়েল অবাক হলো লোকটার বয়স কম দেখে। তার চেয়ে অল্প কয়েক বছরের বড় হবে। তবে বেশ ফিট আর প্রাণোচ্ছল। সিলভার রঙের চুলগুলো পরিপাটি ক'রে আচঁড়ানো। মুখে চাপ দাড়ি। চোখে স্টিল-রিমের চশমা। গ্যাব্রিয়েলের সাথে আন্তরিকভাবে হাত মেলালো।

"আমি রাব্বি জোল্লি। আশা করি আমার মেয়ে আপনার ভালো যত্নই করেছে। কী আর বলবো, শেষ কয়েক বছর সে ইসরায়েলে ছিলো, সেজন্যেই

সব ধরণের আচার ব্যবহার ভুলে বসে আছে কিনা সে আশংকা আছে আমার।"

"আপনার মেয়ে বেশ ভালো অতিথিপরায়ন তবে সে বলে নি আপনি তার বাবা।"

"বুঝলেন তো এবার? সব সময়ই এরকম করে।" মেয়ের দিকে ফিরলো রাব্বি। "এবার বাড়ি যাও, চিয়ারা। মা'র সাথেই থেকো। আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না। আসুন, সিনর দেলভেচ্চিও। আশা করি আমার অফিসটায় বসলে আরো আরাম পাবেন আপনি।"

মেয়েটা তার গায়ে কোট চাপিয়ে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো। "আর্ট রেস্টোরেশনের ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ আছে। বেল্লিনিরটা আমি দেখবো। মাঝে মধ্যে যদি আপনার ওখানে গিয়ে আপনার কাজ দেখি তবে কি কোনো সমস্যা আছে?"

"আবার শুরু হলো," বললো রাব্বি। "একেবারেই সোজা-সাপটা কথা বলে। ভদ্রতার ধারও ধারে না।"

"আপনাকে বেদীটা দেখাতে পারলে আমি খুশিই হবো। সুবিধাজনক সময়ে জানাবো আপনাকে।"

"আপনি আমাকে এখানেই পাবেন। *চ্যাও*।"

গ্যাব্রিয়েলকে সারি সারি বুকসেলফের একটা ঘরে নিয়ে গেলো রাব্বি জোল্লি। বিভিন্ন ধরণের আর বিভিন্ন ভাষার বই দেখে সে বুঝতে পারলো তার মতো এই রাব্বিও বহু ভাষায় দক্ষ একজন ব্যক্তি। দুটো চেয়ারে বসে কথাবার্তা শুরু করলো তারা।

"আপনার মেসেজে বলা ছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রেনজোনির কনভেন্টে যেসব ইহুদি আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের সম্পর্কে আপনি জানতে আগ্রহী।"

"হ্যা, ঠিক বলেছেন।"

"আপনি এ ব্যাপারে জানতে চাইছেন বলে আমি খুবই অবাক হয়েছি। একই সাথে আগ্রহীও হয়েছি।"

"কেন?"

"কারণ ইতালির এইসব অঞ্চলের ইহুদিদের ইতিহাস নিয়ে স্টাডি করার জন্যে সারা জীবন উৎসর্গ করেছি আমি। কখনও এমন কোনো প্রমাণ পাই নি যে ঐ কনভেন্টে ইহুদিরা আশ্রয় নিয়েছিলো, বরং এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছি যা একেবারেই বিপরীত—ইহুদিরা অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদেরকে ওখানে আশ্রয় দেয়া হয় নি।"

"আপনি কি একদম নিশ্চিত?"

"অবশ্যই।"

"কনভেন্টের এক নান আমাকে বলেছেন যুদ্ধের সময় এক ডজনেরও বেশি ইহুদি ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। এমন কি যেসব গোপন কক্ষে তারা ছিলো সেগুলোও আমাকে দেখিয়েছেন ভদ্রমহিলা।"

"ঐ মহিলার নামটা কি জানতে পারি?"

"মাদার ভিসেনজা।"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাদার ভিসেনজা দুঃখজনকভাবেই ভুল বলেছেন। কিংবা বলা যেতে পারে উনি ইচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যে বলেছেন। দুটো অবশ্য এক রকমের অন্যায় হলো না। তার মতো একজন নানের পক্ষে এটা করা মোটেও উচিত হয় নি।"

ব্রেনজোনির হোটেলে রাতের বেলায় যে একটা ফোন করা হয়েছিলো তার কথা ভাবলো গ্যাব্রিয়েল মাদার ভিসেনজা আপনাকে মিথ্যে বলেছেন। ঠিক যেভাবে উনি আপনার বন্ধুর কাছেও মিথ্যে বলেছিলেন।

রাব্বি সামনে ঝুঁকে এসে গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরলো। "আমাকে বলুন, সিনর দেলভেচ্চিও, এই বিষয়ে ঠিক কোন্ দিকটায় আপনার আগ্রহ? এটা কি নিতান্তই একাডেমিক কারণে?"

"না, এটা একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"তাহলে আমি যদি আপনাকে ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করি তবে কি আপনি কিছু মনে করবেন? আপনি কি একজন ইহুদি?"

একটু ইতস্তত করলেও গ্যাব্রিয়েল সত্য কথাটাই বললো।

"যুদ্ধের সময় এখানে কি ঘটেছিলো সে সম্পর্কে আপনি কতোটুকু জানেন?" রাব্বি জানতে চাইলো।

"বলতে লজ্জাই লাগছে, এ বিষয়ে যতোটুকু জ্ঞান থাকার কথা আমার ততোটুকু জ্ঞান নেই।"

"বিশ্বাস করুন, এ কথা শুনে আমি অভ্যস্ত।" আন্তরিকভাবেই হাসলো সে। "আমার সাথে আসুন। আপনাকে একটা জিনিস দেখাই। এটা আপনার দেখা উচিত।"

অন্ধকারাচ্ছন্ন স্কয়ারটা অতিক্রম করে সাদামাটা একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। একটা খোলা জানালা দিয়ে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পাচ্ছে রান্নাঘরে এক মহিলা রাতের খাবার প্রস্তত করছে। পাশের ঘরে জড়ো হয়ে টিভি দেখছে তিন তিনজন বৃদ্ধ মহিলা। এরপরই দরজার উপর লাগানো সাইনটা

তার চোখে পড়লো কাসা ইসরায়েলিতিকা দি রিপোসো। ভবনটি ইহুদিদের একটি নার্সিংহোম।

"প্লেটে কি লেখা আছে পড়ুন," কথাটা বলেই রাব্বি একটা ম্যাচ জ্বালালো। যুদ্ধের সময় ভেনিসের যেসব ইহুদিদের জার্মান সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তাদের একটি মেমোরিয়াল।

"১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে, মুসোলিনির পতনের পর পরই জার্মান বাহিনী দক্ষিণ অংশের দ্বীপ অঞ্চল ছাড়া পুরো ইতালি দখল ক'রে নেয়। কয়েক দিন পরই ভেনিসের ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট এসএস-এর কাছ থেকে একটি নির্দেশ পায় এখনও ভেনিসে বসবাস করছে এরকম ইহুদিদের একটি তালিকা তাদের কাছে দিতে হবে, না দিলে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে তাকে।"

"তিনি কি করেছিলেন?"

"তাদের আদেশ মানার চেয়ে আত্মহত্যা করাই তার কাছে বেশি গৌরবের কাজ ব'লে মনে হয়েছিলো। এটা করার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের সম্প্রদায়কে সতর্ক ক'রে দিতে পেরেছিলেন, তাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। শত শত ইহুদি শহর ছেড়ে পালালো। অনেকেই আশ্রয় নিলো উত্তরের কিছু মোনাসটারি, কনভেন্ট কিংবা সাধারণ ইতালিয়দের বাড়িতে। কতিপয় ইহুদি সীমান্ত পার হয়ে সুইজারল্যান্ডে যাবার চেষ্টা করলেও ওখানকার কর্তৃপক্ষ তাদের ঢুকতে দেয় নি।"

"ব্রেনজোনিতে কেউ যায় নি?"

"আমার কাছে এরকম কোনো তথ্য নেই যে বলবো ওখানকার কনভেন্টে কোনো ইহুদি আশ্রয় নিয়েছিলো, বরং আমাদের আর্কাইভে একটা লিখিত টেস্টিমোনি আছে যাতে জানা যায় কমপক্ষে একটি পরিবার ওখানে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলো কিন্তু তাদেরকে ওরা ফিরিয়ে দেয়।"

"তাহলে ভেনিসে থেকে গেলো কারা?"

"বয়স্করা। অসুস্থ আর রোগিরা। একেবারে গরিবেরা, যাদের হাতে ভ্রমন করার মতো তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে ইতালিয়ান পুলিশ আর ফ্যাসিস্ট গ্যাঙ্গ জার্মানদের পক্ষে পুরনো ঘেত্তোতে প্রবেশ করলো। ওখান থেকে গ্রেফতার করা হলো একশ তেষট্টি জন ইহুদিকে। এখানে এই কাসা দি রিপোসো'তে এসে তারা বয়স্কদের বিছানা থেকে তুলে ট্রাকে ক'রে নিয়ে যায়। প্রথমে একটা অস্থায়ী ক্যাম্পে, পরে অশুইৎজে। কেউ আর বেঁচে আসতে পারে নি। সবাই লাপাত্তা হয়ে যায়।"

রাব্বি গ্যাব্রিয়েলের বাহু ধরে হাটতে হাটতে স্কয়ারের শেষ মাথায় এসে পড়লো। "এরও দু'মাস আগে রোমের ইহুদিদেরকে পাকড়াও করা হয়েছিলো। ষোলোই অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটায় তিনশ'র মতো জার্মান ঘেত্তোতে হানা

দেয়—এসএস ফিল্ড পুলিশ, সঙ্গে ওয়াফেন এসএস-এর ডেথ হেড ইউনিট। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইহুদিদের টেনে হিচড়ে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। প্রথমে তাদেরকে ভ্যাটিকান থেকে আধ মাইল দূরে কল্লিজিও মিলিতারি'তে অবস্থিত অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রাতের ভয়ঙ্কর কাজকর্ম করা সত্ত্বেও কতিপয় এসএস সদস্য ভ্যাটিকানের বাসিলিকা দেখতে চাইলে কনভয়টির রুট বদলে ফেলা হয়। সেন্ট পিটার্স স্কয়ার অতিক্রম করার সময় ট্রাকের পেছনে থাকা ইহুদি নারী-পুরুষেরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে পোপের কাছে আকুল আবেদন জানায়। সব কিছুই প্রমাণ করে সেই রাতে ঘেত্তো'তে কি ঘটেছিলো সে ব্যাপারে পোপ বেশ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। হাজার হোক, জায়গাটা তো তার নিজের ঘরের ঠিক কাছেই। কিন্তু এই জঘন্য কাজে বাধা দেবার জন্যে তিনি টু শব্দটি পর্যন্ত করেন নি।"

"কতো জন ছিলো?"

"ঐ রাতে এক হাজারের মতো ছিলো। দু'রাতের ধরপাকড়ের পর রোমের ইহুদিরা তাইবারতুনা স্টেশনে ভীড় করে পূর্ব দিকে যাবার জন্যে। এর ঠিক পাঁচ দিন পর এক হাজার ষাট জন ইহুদি বিরকেনাও এবং অশুইৎজের গ্যাস চেম্বারে বিলীন হয়ে যায়।"

"কিন্তু অনেকে তো বেঁচে গিয়েছিলো, তাই না?"

"অবশ্যই। অসাধারণভাবেই ইতালিয় ইহুদিদের পাঁচ ভাগের চার ভাগই যুদ্ধে বেঁচে যায়। জার্মানরা ইতালি দখলে নেবার পর পরই হাজার হাজার ইহুদি বিভিন্ন কনভেন্ট আর মোনাসটারি, ক্যাথলিক হাসপাতাল আর স্কুলে আশ্রয় নেয়। আরো কয়েক হাজার আশ্রয় নেয় সাধারণ ইতালিয়দের বাড়িতে। এডলফ আইখম্যান তার বিচারের সময় এক জবানবন্দীতে বলেছিলো যুদ্ধের সময় ইতালিতে বেঁচে যাওয়া প্রতিটি ইহুদি তার নিজের জীবনের জন্যে একেকজন ইতালিয়দের কাছে ঋণী।"

"এটা কি সম্ভব হয়েছিলো ভ্যাটিকানের আদেশে? সিস্টার ভিসেনজা পাপালের যে আদেশের কথা বলেছেন আমাকে সেটা কি তাহলে সত্যি?"

"চার্চ এরকমই বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু ভ্যাটিকান ইহুদিদের বাঁচানোর জন্যে চার্চ ইনস্টিটিউশনকে কোনো রকম আদেশ বা নির্দেশনা দিয়েছে ব'লে আমাদের কাছে কোনো প্রমান নেই। বরং এরকম কোনো আদেশ যে ভ্যাটিকান দেয় নি তারই প্রমান রয়েছে।"

"কি ধরণের প্রমান আছে?"

"ইহুদিরা চার্চের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেও তাদেরকে ফিরিয়ে দেবার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। অনেককে এও বলা হয়েছে, চার্চে আশ্রয় নিতে হলে

তাদেরকে ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিসিজম গ্রহণ করতে হবে। পোপ যদি ইহুদিদের আশ্রয় দেবার আদেশ জারি করতেন তবে কোনো নান বা পাদ্রীর পক্ষে সেই আদেশ অমান্য করা সম্ভব হোতো না। যেসব ইতালিয় ক্যাথলিক ইহুদিদের বাঁচিয়েছে তারা সেটা নিজেরাই করেছে। মানবতার প্রতি তাদের দরদ আর মমত্তের কারণেই সেটা তারা করেছে—তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার নির্দেশে নয়। ঐসব লোক যদি পাপালের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতো তাহলে আরো অনেক ইতালিয় ইহুদি জার্মানদের গ্যাস চেম্বারে প্রাণ দিতো। বরং সারা বিশ্বের ইহুদি নেতা আর মিত্র শক্তির পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পোপ পায়াস ইউরোপের ইহুদি নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন নি। তার হৃদয়ে ইহুদিদের জন্যে কোনো মমত্তবোধও তৈরি হয় নি।"

"কিন্তু কেন? তিনি কেন চুপ ক'রে ছিলেন?"

রাব্বি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "তার দাবি, চার্চ যেহেতু নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান তাই কোনো পক্ষ নেয়াটা ঠিক হবে না। এমন কি সেটা জঘন্য নাৎসি জার্মানদের খুনখারাবির মতো কাজ হলেও। হিটলারের কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি পায়াস নিন্দা করতেন তাহলে তাকে মিত্র বাহিনীর অন্যায়ের বিরুদ্ধেও নিন্দা করতে হোতো। তিনি আরো মনে করতেন, তিনি যদি মুখ খুলতেন তবে সেটা ইহুদিদের জন্যে আরো বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। যদিও ষাট লক্ষ ইহুদি নিহত হওয়ার চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারতো সে নিয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে। তিনি নিজেকে একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং কূটনৈতিক বলেও মনে করতেন। মনে করতেন ইউরোপে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র কর্মতৎপর ব্যক্তি। ইউরোপের মাটিতে কমিউনিস্ট বিরোধী একটি জার্মানি চেয়েছিলেন তিনি। সেই লক্ষ্যেই গোপনে জার্মানদের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন। অবশ্য আমার নিজেরও কিছু তত্ত্ব রয়েছে।"

"সেগুলো কি?"

"প্রকাশ্যে ইহুদিদের জন্যে প্রেম ভালোবাসার কথা বললেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের প্রতি হলি ফাদারের কোনো মায়া মমতাই ছিলো না। মনে রাখবেন তিনি এমন একটা ক্যাথলিক চার্চে বড় হয়েছিলেন যেখানে মূলমন্ত্র হিসেবে অ্যান্টি-সেমিটিজম শেখানো হোতো। তিনি ইহুদিদেরকে কমিউনিস্টদের মতোই মনে করতেন। মনে করতেন তারা কেবল জাগতিক বিষয়েই আগ্রহী। ইহুদিদের ব্যাপারে ইউরোপে যেসব পুরনো ঘৃণা প্রচলিত ছিলো সেগুলোকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। উনিশশ' ত্রিশের দশকের পুরোটা সময় তিনি যখন ভ্যাটিকানের সেক্রেটারি অব স্টেট ছিলেন তখন ভ্যাটিকানের নিজস্ব পত্রিকায় অ্যান্টি-সেমিটিসিজম প্রচারণা চালিয়ে গেছেন পুরোদমে। *ডার স্টারমার* পত্রিকা

পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার কথা কতোখানি সত্য। ভ্যাটিকানের *La Civilta Cattolica* পত্রিকায় এক আর্টিকেলে কিভাবে ইহুদিদের সমূলে নির্মূল করা যায় তার বিশদ আলোচনা ছিলো। আমার মতে পায়াস অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ইহুদিরা যা পাবার প্রত্যাশা করে আসছিলো সেটা তারা পেতে যাচ্ছে। তাহলে তিনি কেন ঝুঁকি নিতে যাবেন, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চার্চ কেন এই ঝুঁকি নিতে যাবে এমন সব লোকজনের জন্যে যারা কিনা ইতিহাসের সবচাইতে বড় অন্যায়টি করেছে—তাদের ঈশ্বরকে হত্যা করেছে তারা।"

"তাহলে যুদ্ধ শেষে অনেক ইহুদি কেন পোপকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলো?"

"ইতালিতে বসবাস করা ইহুদিরা অতীতের কোনো তিক্ত প্রশ্ন তুলে নিজেদেরকে এক ঘরে ক'রে রাখার চাইতে খৃস্টানদের সাথে মিলেমিশে থাকাটাকেই বেশি শ্রেয় ব'লে মনে করেছিলো। ১৯৪৫ সালে আরেকটি হলোকাস্ট থেকে রক্ষা পাওয়াটা সত্য জানার চেয়েও বেশি জরুরি ছিলো। ছিন্নভিন্ন আর বিধ্বস্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে তখন টিকে থাকাটাই মুখ্য ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে।"

গ্যাব্রিয়েল আর রাব্বি জোল্লি যেখান থেকে হাটতে শুরু করেছিলো আবারো সেই জায়গায় এসে পৌছালো—কাসা ইসরায়েলিতিকা দি রিপোসো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আরেকবার তারা জানালা দিয়ে বৃদ্ধ ইহুদিদের টিভি দেখতে দেখছে।

"জিশু কি বলেছেন? 'যাইহোক না কেন তোমরা আমার ভায়েদের জন্যে নূন্যতম কিছু হলেও করবে?' আমাদেরকে দেখুন ইউরোপের বৃদ্ধ ইহুদি সম্প্রদায় কমতে কমতে আজ এ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার, কতিপয় বৃদ্ধ আর অসুস্থ লোকজন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তারা। অনেক রাতে আমি একা একাই মারিভ করে থাকি। সাবাথের সময়ও খুব বেশি লোক পাই না। হাতে গোনা কয়েকজন ভাই হাজির থাকে। তাদের বেশিরভাগ আবার ভেনিসে বেড়াতে আসা ইহুদি।"

ঘুরে গ্যাব্রিয়েলের মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকালো সে। যেনো তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছে ইজরিল উপত্যকায় শৈশবে কৃষিকাজ করে সময় কাটিয়েছে গ্যাব্রিয়েল।

"এই ব্যাপারে আপনার সত্যিকারের আগ্রহটা কি, সিনর দেলভেচ্চিও? আর জবাবটা দেবার আগে একটা কথা মনে রাখবেন আপনি একজন রাব্বির সাথে কথা বলছেন।"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি এই প্রশ্নটা এমনই যে সেটা না করলেই বেশি ভালো হোতো। আমার জন্যে এটা খুবই অস্বস্তিকর একটি প্রশ্ন।"

"তা আপনি বলতে পারেন। কেবল একটা জিনিস মনে রাখবেন। বিশ্বের এই অঞ্চলে স্মৃতি খুব দীর্ঘ একটি ব্যাপার, আর এই মুহূর্তে এখানকার পরিস্থিতিকে ভালো বলাও যাবে না। যুদ্ধ, আত্মঘাতি বোমা হামলা...মৌচাকে ঢিল ছুড়ে মারাটা মোটেও ভালো কাজ হবে না। এটা না করলেই সবার জন্যে মঙ্গল হবে। সুতরাং সাবধানে পা ফেলুন, বন্ধু। আমাদের সবার জন্যেই।"

অধ্যায় ১১

রোম

রোমের অল্প যে কয়টি স্থানে কার্লো কাসাগ্রান্দি দেহরক্ষী ছাড়া স্বস্তি বোধ করে তার মধ্যে লিয়াও ভাইভ হলো অন্যতম। প্যানথিওনের কাছেই ভায়া মনতেরোনি'র সরু একটা গলিতে সেটা অবস্থিত। এর প্রবেশপথটি কেবলমাত্র কয়েকটি গ্যাস ল্যাম্পের কারণেই চিহ্নিত করা যায়। ভেতরে ঢুকতেই বিশাল ভার্জিন মেরির মূর্তির মুখোমুখি হলো সে। এক মহিলা তার নাম ধরে সম্বোধন করে নিজের হাতে তার গায়ের কোট আর টুপিটা খুলে নিয়ে অভ্যর্থনা জানালো তাকে। মহিলার গায়ের রঙর একেবারে কফির মতো, তার নিজ দেশ আইভরি কোস্ট থেকে আনা উজ্জ্বল রঙের একটা ফ্রক পরে আছে সে। লিয়াও ভাইভ-এর সমস্ত কর্মচারীদের মতো সেও *ইমাকুলেট কনসেপশন* নামের একটি খৃস্টিয় মহিলা সংস্থার মিশনারি কর্মী। তাদের বেশিরভাগই এসেছে এশিয়া আর আফ্রিকা থেকে।

"আপনার অতিথি এসে গেছেন, সিনর কাসাগ্রান্দি।" তার ইতালিটা ভাঙা ভাঙা হলেও খুব স্বাচ্ছন্দেই বললো সেটা। "আমার সাথে আসুন।"

বিশাল একটা ঘর। ধবধবে সাদা দেয়াল আর পুরোটা ছাদ জুড়ে আছে মোটা মোটা কাঠের বিম। যথারীতি সবগুলো সিটই পূর্ণ। তবে রোমের বাকি সব রেস্তোরাঁর চেয়ে এ জায়গাটা একেবারেই আলাদা। এখানকার সব কাস্টমারই পুরুষ, এবং তারা প্রায় সবাই ভ্যাটিকানের উচ্চ পর্যায়ের লোকজন। কমপক্ষে চারজন কার্ডিনালকে দেখতে পেলো কাসাগ্রান্দি। বাকি ধর্মযাজকদের দেখে সাধারণ কোনো পাদ্রী বলে মনে হলেও কাসাগ্রান্দির অভিজ্ঞ চোখ তাদের গলায় সোনার চেইন দেখে বুঝতে পারলো এরা হলেন বিশপ আর বেগুনি রঙের পাইপিং যাদের তারা হলেন মনসিগনরি। তাছাড়া সাধারণ কোনো পাদ্রীর পক্ষে লিয়াও ভাইভ-এ এসে পানাহার করা সম্ভবও নয়, যদি না তার কোনো ধনী আত্মীয় থাকে। এমন কি ভ্যাটিকান থেকে পাওয়া কাসাগ্রান্দির মোটা অঙ্কের বেতনও এখানে খাওয়ার জন্যে বেশ অপ্রতুল।

আজকের রাতে অবশ্য জরুরি একটা কাজের জন্যেই তারা এখানে এসেছে। এখানে আজ যা খরচ হবে সেটা মেটানো হবে অপারেশনের জন্যে বরাদ্দকৃত বিশাল অঙ্কের টাকা থেকে।

কাসাগ্রান্দি তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা কর্নারের টেবিলের দিকে এগোতেই

লোকজনের মধ্যে কথাবার্তা থেমে গেলো। কারণটা খুব সহজ। ভ্যাটিকানে তার কাজের একটা মূখ্য অংশই হলো নীরবতার কঠিন ব্রত মেনে চলো। লিয়াও ভাইভ-এ গোপনীয়তার বেশ সুনাম থাকা সত্ত্বেও এখানে কিউরিয়ার কাজকর্ম নিয়ে মুখরোচক গালগল্প হয়ে থাকে। অনেক সাংবাদিক এটা জানে, আর জানে বলেই তারা আলখেল্লা পরে এখানে কোনো টেবিল রিজার্ভ করে আশেপাশে লোকজনের কথাবার্তা থেকে ভ্যাটিকানের কোনো কেলেংকারীর খবর সংগ্রহ করে ফেলে।

কাসাগ্রান্দিকে আসতে দেখে আকিলি বার্তোলেত্তি উঠে দাঁড়ালো। কাসাগ্রান্দির চেয়ে তার বয়স কম করে হলেও বিশ বছর কম। তারপরও বেশ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছে বর্তমানে। বেশ পরিপাটি পোশাক পরে থাকে সে। তার মুখের চামড়া রোদে পোড়া, শরীর স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো। মাথায় অনেক চুল ধূসর হলেও তাকে দেখে বয়স্ক মনে হয় না। শক্ত মুখ আর ছোটো ছোটো দাঁত দেখে বোঝা যায় লোকটা বেশ নির্মমও বটে। কাসাগ্রান্দি অবশ্য সেটা জানে। এটা ঠিক, আকিলি বার্তোলেত্তি সম্পর্কে ভ্যাটিকান সিকিউরিটি প্রধান জানে না এমন বিষয় কমই আছে। এই লোকটা প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে নিজের ক্যারিয়ারের কথা মাথায় রেখে। সব সময় নিজের মুখ বন্ধ রাখে, বিতর্ক এড়িয়ে চলে, অন্যের সাফল্যের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে কিন্তু ব্যর্থতার বেলায় নিজেকে রাখে শত শত মাইল দূরে। একজন সিক্রেট পুলিশ অফিসার না হয়ে সে যদি কিউরিয়ার যাজক হোতো তবে এতোদিনে সম্ভবত পোপও হয়ে যেতে পারতো। আকিলি বার্তোলেত্তি বর্তমানে *সার্ভিজিও পার লে ইনফরমেজিওনি ই লা সিকুরেজ্জা দেমোক্রাতিকা*'র ডিরেক্টর। এটা হলো ইতালির ইন্টেলিজেন্স এবং ডেমোক্রেটিক সিকিউরিটি সার্ভিস।

কাসাগ্রান্দি নিজের আসনে বসতেই আশেপাশের টেবিলে ফিসফাস ক'রে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেলো আবার।

"আপনার আগমনে এরা দেখি সব চুপ মেরে গিয়েছিলো, জেনারেল।"

"ঈশ্বরই জানে আমি এখানে আসার আগে তারা কী নিয়ে কথা বলছিলো। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, এখন আর অতোটা জোরে কথাবার্তা হবে না।"

"এই ঘরে আজ দেখি অনেক লালরঙ দেখা যাচ্ছে।"

"তাদের নিয়েই তো আমি বেশি চিন্তিত থাকি। এইসব লোক নিজেদের চারপাশে অধস্তন পাদ্রী আর যাজক পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। সারাটা দিন তারা কেবল বলে 'ঠিক বলেছেন, এক্সেলেন্সি। অবশ্যই, এক্সেলেন্সি। আপনি যা বলেন, এক্সলেন্সি।' "

"দারুণ, এক্সেলেন্সি!" বার্তোলেত্তি যোগ ক'রে বললো।

মদের অর্ডার দেয়ার সুযোগটা প্রথমে নিলো সিকিউরিটি প্রধানই। নিজের হাতে কাসাগ্রান্দির গ্লাসে মদ ঢেলে দিলো সে। লিয়াও ভাইভ-এর খাবার দাবার সবই ফরাসি। মদের বেলায়ও একই কথা খাটে। মেনু দেখে বার্তোলেত্তি মেদোচের অর্ডার দিলো।

"জেনারেল, এটা কি আমার কল্পনা নাকি সত্যি নেটিভদেরকে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি অস্থির দেখাচ্ছে?"

কাসাগ্রান্দি ভাবলো এটা কি এতোটাই পরিস্কার? এতোটা পরিস্কার যে বার্তোলেত্তির মতো বহিরাগত লোকও লিয়াও ভাইভ-এর অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম অস্থিরতা বিরাজ করছে সেটা বুঝতে পারছে? সে ঠিক করলো প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে সেটা হবে পরিস্কার একটি ছলনা। তাদের দু'জনের মধ্যেকার যে সম্পর্ক আছে সেটারও নিয়ম বিরুদ্ধ হয়ে যাবে।

"নতুন পোপের সময়টা কি অনিশ্চিত," একেবারে নিরপেক্ষভাবে যেনো কথাটা বলছে, সেভাবেই কাসাগ্রান্দি বললো। "ফিশারম্যান রিঙে চুমু খাওয়া হয়ে গেছে, যথাযথ সম্মানও দেখানো হয়েছে। ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি এখন তার পূর্বসূরীদের মতোই কাজ ক'রে যাবেন। তবে নির্বাচনের স্মৃতি খুব দ্রুতই মিইঁয়ে যাচ্ছে। লুকেসি পাপাল অ্যাপার্টমেন্টের সাজ সজ্জা বদলে ফেলেছেন। তুমি যেরকমটি ভাবছো নেটিভরাও ঠিক সেরকম ভাবছে, এরপর কি হবে?"

"এরপর আবার কি হবে?"

"হলি ফাদার চার্চ নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা আমার কাছে বলেন নি, আকিলি।"

"হ্যা, সেটা ঠিক। তবে আপনার কাছে তো নিঁখুত সব সোর্স রয়েছে।"

"আমি তোমাকে এটা শুধু বলতে পারি : তিনি কিউরিয়ার আমলাদের থেকে নিজেকে সারিয়ে ভেনিসের কিছু বিশ্বস্ত লোকজন চারপাশে নিয়ে বাস করছেন আজকাল। কিউরিয়ার আমলারা তাদরকে 'দশজনের কাউন্সিল' বলে অভিহিত করে। গুজবের ডালপালা গজাচ্ছে দ্রুতগতিতে।"

"কি ধরণের গুজব?"

"তিনি নাকি স্ট্যালিনীয়করণ বিরোধী একটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন নির্বাচনের সময় কিউরিয়ার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্যে। সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট এবং কংগ্রেশনের অনেক কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন, নতুন নতুন লোক বসাবেন এসব জায়গায়। আর এটা নাকি কেবলমাত্র শুরু।"

এবং সেই সাথে ভ্যাটিকান আর্কাইভের সমস্ত গোপন দলিল জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। এ কথাটা অবশ্য বার্তোলেত্তিকে বললো না।

ইতালিয় সিকিউরিটি প্রধান আরো কিছু শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "হলি ট্রিনিটি ইসু নিয়ে নতুন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি? জন্মনিয়ন্ত্রণ? পাদ্রীদের বিয়ে না করা? মহিলা পাদ্রী?"

কাসাগ্রান্দি মাথা দোলালো। "অতো সাহস তার হবে না। এই বিষয়গুলো এতোটাই বিতর্কিত যে কিউরিয়া বিদ্রোহ ক'রে বসবে, তার পোপগিরিও শেষ হয়ে যাবে। 'সাম্প্রতিক বাস্তবতা' শব্দটি আজকাল অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদে মুখরোচক গুঞ্জন হিসেবে চালু আছে। হলি ফাদার চাচ্ছেন চার্চ যেনো বিশ্ব জুড়ে এক বিলিয়ন ক্যাথলিকদের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে অনেকই দিনে দু'বেলা খাবার পায় না। রক্ষণশীলরা এসব জীবনধর্মী ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় নি কখনও। তাদের কাছে এটা অনেকটা *গ্লাসনস্ত* আর *পেরেস্ত্রোইকার* মতো একটি ব্যাপার। এ কথা শুনলেই তারা ঘাবড়ে যায়। রক্ষণশীলরা পছন্দ করে আনুগত্য। হলি ফাদার যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন তো তার জন্যে তাকেই মাশুল দিতে হবে।"

"এটাই হলো আসল কথা।"

পুরো ঘরটা চুপ মেরে গেলো আবার। এবার সেটা কাসাগ্রান্দির জন্যে হলো না। মুখ তুলে চেয়ে দেখলো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি রেস্তোরাঁর এক কোণে তার নিজের জন্যে রাখা প্রাইভেট রুমের দিকে যাচ্ছে। আশেপাশে বসে থাকা কিউরিয়ার অফিশিয়ালরা তাকে সম্ভাষণ জানালেও কার্ডিনালকে দেখে মনে হলো না ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে। কিন্তু কাসাগ্রান্দি জানে, ব্রিন্দিসি এই ঘরের প্রত্যেককেই লক্ষ্য করেছে।

কাসাগ্রান্দি আর বার্তোলেত্তি সময়ক্ষেপন না ক'রে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলো। খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ইন্টেলিজেন্স আর গালগল্প নিয়ে মশগুল থাকলো তারা। এটা তাদের মাসিক মিটিং হয়ে গেছে। প্রতি মাসেই এভাবে তারা মত বিনিময় করে। ইন্টেলিজেন্সের তথ্য একে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার মতামতকে মূল্য দেয়া হয়। রেড বৃগেডদের উৎপাটন করার পর থেকে ইতালিয় সরকারের মধ্যে তার প্রতিটি কথাকে গসপেলের মতো সত্য ব'লে ধরে নেয়া হয়। কাসাগ্রান্দি যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। ইতালিয় স্টেট সিকিউরিটির বিভিন্ন অঙ্গ বর্তমানে ভ্যাটিকানের ডান হাত হয়ে উঠেছে। আকিলি বার্তোলেত্তি হলো সেই হাতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা নিজেদের পদস্থ কর্মকর্তাদের খুব একটা তোষামোদ কিংবা খুশি করার চেষ্টা করে না। এমন কি পোপের সাথে দেখা হলেও একই কাজ করে।

তবে কাসাগ্রান্দি কিউরিয়াল গসিপের চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানালো। এ বিশ্বের সবচাইতে বড় আর কার্যকরী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের অন্যতম একটি হলো

ভ্যাটিকানের ইন্টেলিজেন্স। প্রায়ই দেখা যায় বার্তোলেত্তি আর তার সার্ভিস জানে না এরকম বিষয় কাসাগ্রান্দি জেনে গেছে। উদাহরণ হিসেবে ইস্টার হলি ডে'তে ফ্লোরেন্স শহরে আমেরিকান পর্যটকদের উপর তিউনিসিয়ান সন্ত্রাসীদের হামলা চালানোর বিষয়টার কথা বলা যায়। তথ্যটা বার্তোলেত্তির কাছে আগেভাগে দিয়ে দিলে শহরে সতর্কতা জারি করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। কোনো আমেরিকানকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিরও শিকার হতে হয় নি। ফলে বার্তোলেত্তি আমেরিকার সিআইএ এবং এমন কি হোয়াইট হাউজেও অনেক বন্ধু জুটিয়ে ফেলে।

কফি খেতে খেতে কাসাগ্রান্দি তার আসল কথাটা বলতে শুরু করলো—এহুদ ল্যান্ডাও নামের এক ইসরায়েলি নিজেকে বেনজামিন স্টার্নের ভাই পরিচয় দিয়ে মিউনিখে গিয়েছিলো। এই ইহুদি ব্রেনজোনির কনভেন্টও ভিজিট করেছে। সার্ভিলেন্সে নিয়োজিত থাকা কাসাগ্রান্দির লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে নির্বিঘ্নে সটকে পড়েছে সে।

"একটা সিরিয়াস সমস্যায় পড়ে গেছি, আকিলি। তোমার সাহায্যের দরকার।"

কাসাগ্রান্দির কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে বার্তোলেত্তি নিজের কফির কাপটা সরিয়ে রাখলো একপাশে। কাসাগ্রান্দির সমর্থন আর সহযোগীতা ছাড়া বার্তোলেত্তি ইতালিয় সিকিউরিটি সার্ভিসের মধ্যম সারির একজন কর্মকর্তা ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না। অথচ এই লোকটার কল্যাণেই এখন সে ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত। এই লোকের কোনো অনুরোধ ফিরিয়ে দেবার সাধ্য তার নেই। সেই অনুরোধ যতো বড়ই হোক না কেন। তারপরও কাসাগ্রান্দি বেশ ভদ্রভাবে আর সম্মানের সাথে অনুরোধটি করছে। এই জুনিয়র ছেলেটার কাছে অতিরিক্ত কিছু চেয়ে ফেলার ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন। তাদের দু'জনের সম্পর্কের স্বার্থে এটা কখনই করবে না কাসাগ্রান্দি।

"জেনারেল, আপনি তো জানেনই আমি আপনার জন্যে সব সময় আছি। আপনার উপকারে আসবে এরকম কিছু করতে আমার ভালোই লাগে। সব সময় মনে রাখবেন আমার সর্বোচ্চ সাহায্য আপনি পাবেন," বার্তোলেত্তি বললো। "ভ্যাটিকান কিংবা আপনি যদি কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন তো আমি আপনাদের সাহায্য করার জন্যে সব কিছুই করতে প্রস্তত আছি।"

ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা ছবি বের ক'রে টেবিলে রাখলো কাসাগ্রান্দি যাতে করে বার্তোলেত্তি সেটা দেখতে পায়। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে ভালোভাবে দেখার জন্যে মোমবাতির সামনে ধরলো বার্তোলেত্তি।

"এটা কার ছবি?"

"আমরা নিশ্চিত নই। এই লোকই মাঝে মধ্যে এহুদ ল্যান্ডাও হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে।"

"এহুদ? ইসরায়েলি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো কাসাগ্রান্দি।

"সমস্যাটা কি?" ছবির দিকে তাকিয়েই বার্তোলেত্তি জানতে চাইলো।

"আমাদের বিশ্বাস এই লোকটা পোপকে খুন করতে চাচ্ছে।"

ভালো ক'রে তাকালো বার্তোলেত্তি। "গুপ্তঘাতক?"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো কাসাগ্রান্দি। "তাকে আমরা সেন্ট পিটার্সে অনেকবার দেখেছি। বুধবারের জেনারেল অডিয়েন্সের সময় তার আচরণ আমাদের কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হয়েছে। পাপালের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও সে হাজির থাকে। আমাদের বিশ্বাস গত মাসে মাদ্রিদে পাপালের একটা জনসমাবেশে এই লোক উপস্থিত ছিলো হলি ফাদারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।"

বার্তোলেত্তি ছবিটা দু'আঙুলে ধরে কাসাগ্রান্দির দিকে তুলে ধরলো। "এই ছবিটা আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন?"

কাসাগ্রান্দি বললো এক সপ্তাহ আগে তার এক লোক এই ব্যক্তিকে বাসিলিকায় দেখতে পেয়েছিলো, তখনই সুযোগ বুঝে ছবিটা তুলেছে সে। কথাটা অবশ্যই মিথ্যে। ছবিটা এক্সেল উইজ তুলেছে মিউনিখে। তবে সেটা আকিলি বার্তোলেত্তির জানার কোনো দরকার নেই।

"বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা বেশ কয়েকটি হুমকি দেয়া চিঠি পেয়েছি—আমাদের ধারণা এই লোকটাই চিঠিগুলো লিখেছে। লোকটা হলি ফাদারের জন্যে মারাত্মক একটা হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। হলি ফাদারের কোনো ক্ষতি করার আগেই তাকে আমরা ধরতে চাই।"

"সকালেই আমি একটা টাস্কফোর্স তৈরি করবো," বার্তোলেত্তি বললো।

"একটু গোপনে করতে হবে, আকিলি। নিজের পাপাসির শুরুতেই একজন গুপ্তঘাতকের হুমকির ব্যাপারটা কোনোভাবেই যেনো জনসাধারণ জানতে না পারেন সেটাই তিনি চান।"

"আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। এই লোকটাকে শিকার করার কাজ এমন গোপনীয়তা বজায় রেখে করবো যে মনে হবে আপনি নিজেই পুরো অপারেশনটা পরিচালনা করছেন।"

কাসাগ্রান্দি আশ্বস্ত হবার ভঙ্গী ক'রে আলতোভাবে মাথা দুলিয়ে ওয়েটারকে বিল দিয়ে দেবার ইশারা করলো। ঠিক তখনই কাসাগ্রান্দিকে যে মহিলা এখানে আসার সময় অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো সে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করলো হাতে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে। মাথা নুইয়ে মহিলা রাতের প্রার্থনা আবৃত্তি করলো পরম ভক্তিসহকারে। তারপরই সব ওয়েট্রেস ভার্জিন মেরির মূর্তির সামনে জড়ো

হয়ে তালি বাজাতে বাজাতে 'ইমাকুলেট মেরি' গানটি গাইতে শুরু করলো সমবেত কণ্ঠে। মুহূর্তেই পুরো রেস্তোরাঁর প্রায় সব কাস্টমার যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। এমন কি বার্তোলেত্তির মতো জাঁদরেল পুলিশ কর্মকর্তাও সেই গানের সাথে গলা মেলালো।

গান শেষে সবাই যখন নিজ নিজ টেবিলে ফিরে গেলো তখনই ওয়েট্রেস বিলটা নিয়ে এলে অতিথির হাতে পড়ার আগেই কাসাগ্রান্দি সেটা তুলে নিলো নিজের হাতে। বার্তোলেত্তি কিঞ্চিৎ আপত্তি জানালেও তার কথায় কোনো কাজ হলো না।

"আমার স্মৃতি শক্তি যদি নষ্ট না হয়ে থাকে তবে এই মাসের বিলটা আমারই দেবার কথা, জেনারেল।"

"তা হতে পারে, আকিলি। তবে আজরাতে আমাদের আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। ধরে নাও এটা হলি ফাদারের পক্ষ থেকে খেলে।"

"হলি ফাদারকে তাহলে আমার ধন্যবাদ পৌছে দেবেন।" বার্তোলেত্তি পাপালের গুপ্তঘাতকের ছবিটা তুলে ধরলো। "আর আপনি নিশ্চিত থাকবেন, এই লোক যদি হলি ফাদারের একশ' মাইলের মধ্যেও এসে পড়ে তবে তাকে গ্রেফতার করা হবে।"

কাসাগ্রান্দি বিষন্নভাবে তার মেহমানের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। "আকিলি, আসলে আমি চাই না সে গ্রেফতার হোক।"

বার্তোলেত্তি ভুরু কুচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "বুঝলাম না, জেনারেল। তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?"

কাসাগ্রান্দি একটু সামনে এগিয়ে এলো। মোমবাতির আলোতে তার চেহারাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে এখন। "সে যদি এই পৃথিবী থেকে চিরতরের জন্যে উধাও হয়ে যায় তবে আমাদের সবার জন্যেই মঙ্গলজনক হবে।"

আকিলি বার্তোলেত্তি ছবিটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।

অধ্যায় ১২

ভিয়েনা

ওয়ার টাইম ক্লেইমস অ্যান্ড ইনকোয়্যারিস নামে অস্পষ্টভাবে পরিচিত নিরাপত্তা সংস্থাটি এই অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই কড়াকড়ি অবস্থায় ছিলো। ভিয়েনার পুরনো ইহুদি কোয়ার্টারের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এটি অবস্থিত। এর দরজাটা বলতে গেলে আনমার্ক অবস্থায়ই রয়েছে। ভারি অস্ত্রে সজ্জিত সেটা। জানালাগুলোও বুলেটপ্রুফ। সংগঠনের নির্বাহী ডিরেক্টর এলি লাভোন মোটেও কোনো বাতিকগ্রস্ত লোক নয়। বলা যেতে পারে একটু বেশি সাবধানী। আর্জেন্টিনার বিভিন্ন জায়গায় নিরাপদে বসবাস করতে থাকা বেশ কয়েকজন সাবেক নাৎসি বাহিনীর কর্মকর্তা আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের রক্ষীদের ধরার কাজে তার সাফল্য রয়েছে। অনেক বছর ধরে সে এ কাজই করেছে। এজন্যেই বিরামহীনভাবে তাকে মৃত্যুর হুমকি দেয়া হোতো।

সে একজন ইহুদি এটা নিশ্চিত। তার পরিবারের নামটি অ-জার্মানসুলভ ব'লে ধরে নেয়া হয় সে ইসরায়েলি বংশোদ্ভুত। ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসে কিছু দিন কাজ করেছে সে, এটা অবশ্য ভিয়েনার কেউ জানে না, জানে শুধু তেল আবিবের হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ, যাদের বেশিরভাগই আবার অনেক আগেই অবসরে চলে গেছে। *র‍্যাদ অব গড* অপারেশন চলার সময় লাভোন ছিলো একজন *আইন*, মানে ট্র্যাকার। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যদের খুঁজে বের করা, তাদের চালচলন সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদেরকে কিভাবে হত্যা করতে হবে তার পন্থা বের করাই ছিলো কাজ।

সাধারণত ওয়ার টাইম ক্লেইম্‌স অ্যান্ড ইনকোয়্যারিস-এর কেউ আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করে না। তবে গ্যাব্রিয়েলের জন্যে এসব নিয়মকানুনের কোনো তোয়াক্কা করা হলো না। এক তরুণী গবেষক সোজা তাকে লাভোনের অফিসে নিয়ে এলো।

ঘরের আয়তন আর আসবাব দেখে মনে হলো একেবারে খাঁটি ভিয়েনিস একটি ঘর : উঁচু ছাদ, পালিশ করা কাঠের ফ্লোর, বইয়ের সেলফ্‌, অসংখ্য ফাইল রাখার ক্যাবিনেট। হাটু গেঁড়ে মেঝেতে বসে আছে লাভোন। বয়সের প্রমাণ হিসেবে তার পিঠটা একটু কুঁজো হয়ে গেছে। বর্তমান পেশায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করার আগে সে একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এলাকায় কাজ করেছে। এখন হাতে জীর্ণ আর নাজুক একটি কাগজ নিয়ে

এমনভাবে পরীক্ষা করছে যেনো সেটা পাঁচ হাজার বছর আগের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু।

গ্যাব্রিয়েলকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মুখ তুলে তাকিয়ে দুষ্টুমি মাখা হাসি দিলো সে। পোশাক আশাকের ব্যাপারে লাভোন খুব একটা মাথা ঘামায় না। বিছানা থেকে উঠে হাতের সামনে যে পোশাক পায় সেটা পরেই অফিসে চলে আসে ইস্ত্রিবিহীন সোয়েটার আর খাকি প্যান্ট। এই পোশাকেই তাকে বেশিরভাগ সময় দেখা যায়। তার এলোমেলো ধূসর চুল দেখে মনে হবে এইমাত্র বুঝি একটা হুডবিহীন গাড়ি চালিয়ে এসেছে। অবশ্য লাভোনের কোনো গাড়ি নেই। আর কোনো কাজই সে দ্রুততার সাথে করতে পারে না। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে একদম মাথা ঘামায় না সে। ভিয়েনার পাবলিক বাস আর ট্যাক্সিতেই চলাফেরা করে। তার মতে পাবলিক কারেই নাকি বেশি নিরাপত্তা পাওয়া যায়। যেসব মানুষকে সে শিকার ক'রে থাকে তাদের মতো সে নিজেও কারো চোখে না পড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাফেরা করার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

"আমাকে আন্দাজ করতে দাও," বললো লাভোন। একটা কফি কাপে সিগারেটটা ফেলে এমনভাবে উঠে দাঁড়ালো যেনো তার হাটুতে খুব ব্যথা হচ্ছে। "শ্যামরোন তোমাকে বেনির খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে মাঠে নামিয়েছে। এখন তুমি এখানে এসেছো, তার মানে ধরে নিতে পারি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছো।"

"সেরকমই বলতে পারো।"

"বসো," লাভোন বললো। "আমাকে সব খুলে বলো।"

লাভোনের সোফায় বসে গ্যাব্রিয়েল তার তদন্তের সব কিছুই বললো তাকে। একেবারে মিউনিখ থেকে শুরু ক'রে ভেনিসের পুরনো ঘেত্তো'র রাব্বি জোল্লির সাথে তার সাক্ষাৎ, কিছুই বাদ দিলো না সে। পুরো ঘটনা শোনার সময় লাভোন ঘরে পায়চারি করলো আর একের পর এক সিগারেট ধরালো। তাকে দেখে মনে হলো কোনো ইঞ্জিন থেকে যেনো ধোঁয়া বের হচ্ছে। প্রথমে তার পায়চারি করার গতি ছিলো ধীরগতির, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কাহিনী যতোই এগোতে লাগলো তার গতিও বেড়ে গেলো পাল্লা দিয়ে। সব কথা শেষ হলে লাভোনও থেমে গেলো, মাথা নাড়তে লাগলো কেবল।

"বাপ্‌রে, খুব ব্যস্ত ছিলে তাহলে।"

"সব শুনে তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে, এলি?"

"হোটেল ব্রেনজোনিতে তোমার কাছে যে একটা ফোন করা হয়েছিলো সেটার কথায় আসি। ফোনটা কে করেছিলো বলে তোমার মনে হয়?"

"আমার তো মনে হয় কনভেন্টের ঐ মালি লোকটা। লিচিও নামের এক বৃদ্ধ। সিস্টার ভিসেনজার সাথে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন সে ঘরে

ঢুকেছিলো। আর ওখান থেকে বের হবার পর আমাকে সে-ই ফলো করেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তোমার সাথে সরাসরি কথা না বলে অজ্ঞাত পরিচয়ে একটা মেসেজ কেন রেখে গেলো সেটাই আমি ভাবছি।"

"হয়তো সে খুব ভয় পেয়েছিলো।"

"এটা খুবই যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হচ্ছে।" প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো লাভোন। "ঐ লোক তোমাকে যে নামটা বলেছে সে ব্যাপারে কি তুমি একদম নিশ্চিত? তুমি নিশ্চিত এটা মার্টিন লুথার?"

"হ্যা। 'সিস্টার রেজিনা এবং মার্টিন লুথারকে খুঁজে বের করুন। তবেই আপনি জানতে পারবেন এই কনভেন্টে আসলে কি হয়েছিলো।' "

আনমনে নিজের চুলে হাত চালাতে লাগলো লাভোন। সে যখন চিন্তা করে তখন এরকমটি করাই তার অভ্যাস। "দুটো সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় আসছে। আমার মনে হয় একজন জার্মান সন্ন্যাসীকে বাদ দিতে পারি যিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পাত্তা দিতেন না। এতে করে দু'জনের মধ্যে থেকে কমে একজনে নেমে যাবে। আমি আসছি।"

পাশের ঘরে চলে গেলো সে। কয়েক মিনিট ধরে তার বন্ধুকে অস্থিরভাবে ফাইল ক্যাবিনেট আর ড্রয়ার হাতরে বেড়ানো আর একাধিক ভাষায় গালাগালি করতে শুনলো গ্যাব্রিয়েল। এই ব্যাপারটার সাথে সে বেশ পরিচিত। কোনো কিছু খোঁজার সময় এলি এমনই করে। অবশেষে হাতে মোটা একটা ফাইল নিয়ে ফিরে এলো সে। ফাইলটা কফি টেবিলের উপর এমনভাবে রাখলো যেনো ওটার লেবেলটা গ্যাব্রিয়েল পড়তে পারে।

মার্টিন লুথার জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, ১৯৩৮-১৯৪৩

ফাইলটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা ছবি বের ক'রে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তুলে ধরলো লাভোন। "আরেকটা সম্ভাবনা হলো," বললো সে, "মার্টিন লুথার। তিনি হাইস্কুল ড্রপআউট, আসবাবপত্র সরানোর কাজ করতেন। বিশ শতকের দিকে নাৎসি পার্টিতে যোগ দেন। ঘটনাচক্রে তার স্ত্রী জোয়াখিম ফন রিবেনট্রপের সাথে তার পরিচয় হয় বার্লিনে। মহিলা তখন নিজের ভিলা পুণরায় সাজাচ্ছিলেন। প্রথমে ফ্রাউ ফন রিবেনট্রপের সাথে এবং পরে তার স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি। রিবেনট্রপ যখন ১৯৩৮ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন তখন সেই মন্ত্রণালয়ে একটি চাকরি পান লুথার।"

ছবিটা তুলে নিয়ে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। দাঁতাল মুখের একজন মানুষ চেয়ে আছে তার দিকে মুখ একটু হা করা; চোখে মোটা চশমা। ছবিটা লাভোনের কাছে দিয়ে দিলো সে।

"রিবেনট্রপের প্রতি সীমাহীন আনুগত্যের কারণে লুথার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে তর তর করে পদোন্নতি পেয়ে যান। ১৯৪০ সালের মধ্যে লুথার এবটেইলাঙ্গ ডয়েসল্যান্ড-এর প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। এই ডিভিশন নাৎসি পার্টির সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করতো। লুথার নিজের ডিভিশনে ডি-থ্ নামে একটা ডেস্ক চালু করেন, ওটা ইহুদি ডেস্ক নামেই বেশি পরিচিত ছিলো।"

"তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে ইহুদিদের বিষয়টা দেখভাল করতেন মার্টিন লুথার।"

"একদম ঠিক," বললো লাভোন। "প্রয়োজনীয় শিক্ষা আর বুদ্ধিমত্তার অভাবের কারণে তিনি নির্মম এবং উচ্চাভিলাষী একজন মানুষে পরিণত হয়ে ওঠেন। একটা বিষয়েই কেবল তার আগ্রহ ছিলো নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তার কাছে যখন পরিস্কার হয়ে উঠলো শাসকদলের কাছে ইহুদিদের নির্মূল করার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পেতে যাচ্ছে তখন তিনি এটা নিশ্চিত করলেন, এই কর্মযজ্ঞ থেকে যেনো পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কোনোভাবেই বাদ না পড়ে। পুরস্কার হিসেবে তিনি ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্য লাঞ্চের আমন্ত্রণ লাভ করেন।"

একটু থেমে লাভোন ফাইলের কিছু পৃষ্ঠা উল্টালো। কিছুক্ষণ পরই যা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেলে পৃষ্ঠাটা সাবধানে খুলে রাখলো কফি টেবিলের উপর যাতে গ্যাব্রিয়েল সেটা ভালো ক'রে দেখতে পায়।

"এ হলো ওয়ানসি কনফারেন্স-এর প্রটোকল, এটা তৈরি করেছিলো স্বয়ং আইখম্যান। মাত্র তিরিশটি কপি করা হয়েছিলো। এই একটা বাদে সবগুলোই নষ্ট ক'রে ফেলা হয়—ষোলো নাম্বার কপি। যুদ্ধ শেষে নুরেমবার্গ ট্রায়ালের প্রস্তুতির সময় এটা বনে অবস্থিত জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে পাওয়া গিয়েছিলো। এটা অবশ্য সেই কপিটারই ফটো কপি।"

ডকুমেন্টটা তুলে নিলো লাভোন। "১৯৪২ সালের ২০শে জানুয়ারি বার্লিনের ওয়ানসি'র একটা ভিলায় মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়। নব্বই মিনিট দীর্ঘ একটা মিটিং। পনেরো জন অংশ নেয় সেই মিটিঙে। সবাই ছিলো আইখম্যানের অতিথি। আর সেও তার অতিথিদের ভালোভাবেই আপ্যায়ন করেছিলো। মাস্টার অব সেরেমনির দায়িত্ব পালন করেছিলো হাইড্রখ। সবাই যেমনটি জানে, বাস্তবে ওয়ানসি কনফারেন্সের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেখানে হয় সেখানে সেটি হয় নি। হিটলার এবং হিমলার আগে থেকেই ঠিক করেছিলো ইউরোপের ইহুদিদের নির্মূল করা হবে। ওয়ানসি কনফারেন্সকে বলতে পারো সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তার বিস্তারিত আলোচনা। যেমন সরকার আর নাৎসি পার্টি মিলে হলোকাস্টের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।"

ডকুমেন্টটা গ্যাব্রিয়েলের হাতে দিলো লাভোন। "অংশগ্রহণকারীদের তালিকাটা দ্যাখো। এখানে কোনো পরিচিত নাম খুঁজে পাচ্ছো কি?"

অংশগ্রহণাকরীদের নামের তালিকাটায় চোখ বোলালো গ্যাব্রিয়েল :

> গলিটার ডক্টর মেয়ার এবং রাইখশ্যামৎলিটার ডক্টর লিব্রান্ডট, দখলকৃত স্টাটসেকরিটারের পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত রাইখ মিনিস্ট্রির ডক্টর স্টুকার্ট, নিউম্যানের রাইখ মিনিস্ট্রির আভ্যন্তরীণ স্টাটসেকরিটার, চার বছরের পরিকল্পনা, স্টাটসেকরিটার ডক্টর ফ্রেইজলার, রাইখের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসের ডক্টর বুলার, জেনারেল গভর্নমেন্টের অফিসের আনটারস্টাটসেকরিটার ডক্টর লুথার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গ্যাব্রিয়েল চোখ তুলে তাকালো লাভোনের দিকে। "মার্টিন লুথার ওয়ানসি কনফারেন্সে ছিলেন?"

"অবশ্যই ছিলেন। আর তিনি যা চেয়েছিলেন ঠিক তাই পেয়েছিলেন। নাৎসি জার্মানির মিত্র দেশগুলো আর ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভাকিয়ার মতো জার্মান স্যাটেলাইট রাষ্ট্রগুলো থেকে ইহুদিদের বিতারিত করার কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেই মূল ভূমিকা পালন করতে দেয় হাইড্রিখ।"

"আমি ভেবেছিলাম এসএস-কে এই কাজে নামানো হয়েছিলো।"

"একটু খুলে বলতে দাও আমাকে।" কফি টেবিলের উপর লাভোন এমনভাবে হাত রাখলো যেনো ইউরোপের মানচিত্র সেটা। "হলোকাস্ট ভিক্টিমদের বেশিরভাগই ছিলো পোল্যান্ড, বালটিক রাষ্ট্রসমূহ আর পশ্চিম রাশিয়ার ইহুদিরা—এই সব দেশ নাৎসিরা দখল ক'রে নিজেরাই শাসন করতো। তারা ইহুদিদের ধরে কোনো রকম সরকারি বাধা ছাড়াই গণহত্যা চালিয়ে গেছে, কারণ ওই সব দেশে তখন নাৎসিরা ছাড়া আর কোনো সরকার ছিলো না।"

লাভোন একটু থেমে তার কাল্পনিক মানচিত্রে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে নির্দেশ করলো। "কিন্তু হাইড্রিখ আর আইখম্যান এতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা চাইলো ইউরোপ থেকে সব ইহুদিকেই নির্মূল করতে—সব মিলিয়ে এগারো মিলিয়ন।" তর্জনী দিয়ে টেবিলে টোকা মারলো লাভোন। "বলকান এবং পশ্চিম ইউরোপের ইহুদিদের বিতারিত করতে তাদেরকে ওখানকার সরকারগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হয়েছে। লুথারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কাজটি করেছে

আগাগোড়া। ঐসব সরকারের মন্ত্রীদের সাথে লুথারই মিটিং-টিটিং করেছে কিভাবে ইহুদিদের বিতারণের কাজ নির্বিঘ্নে করা যায়। আর বলাই বাহুল্য এ কাজে তিনি বেশ সফল হয়েছিলেন।"

"তর্কের খাতিরে বলছি, ধরে নেই বৃদ্ধ লোকটি মার্টিন লুথারের কথাই বলেছেন। উত্তর ইতালির একটি কনভেন্টে ঐ সময় তিনি কি করেছিলেন?"

লাভোন কাঁধ তুললো। "আমার কাছে মনে হচ্ছে যুদ্ধের সময় কনভেন্টে কিছু একটা ঘটেছিলো আর সেটাই ঐ বৃদ্ধলোক তোমাকে বলার চেষ্টা করেছে। এমন কিছু যা মাদার ভিসেনজা লুকানোর চেষ্টা করেছেন, আর সেই ঘটনাটাই বেনি জেনে গিয়েছিলো।"

"যার কারণে তাকে হত্যা করা হয়?"

লাভোন আবারো কাঁধ তুললো। "সম্ভবত।"

"সামান্য একটা বই নিয়ে তাকে কে খুন করতে যাবে?"

লাভোন একটু ইতস্তত করলো। ওয়ানসি কনফারেন্সের প্রটোকলটি ফাইলে ঢুকিয়ে রেখে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো, তার চোখ কুচকে আছে, গভীর ক'রে একটা দম নিলো সে।

"একটা সরকারকে নিয়েই আইখম্যান আর লুথার ব্যস্ত ছিলো। যুদ্ধের সময় নাৎসি এবং মিত্রবাহিনী উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলো ঐ সরকার। যেসব দেশ থেকে ইহুদিদের তুলে এনে হত্যা করা হয়েছিলো কিংবা বিতারিত করা হয়েছিলো সেসব দেশে ঐ সরকারের প্রতিনিধিরা ছিলো—এমন সব প্রতিনিধি যারা চেষ্টা করলে এই জঘন্য কাজকারবার থামাতে পারতো, কিংবা কাজটাকে আরো কঠিন ক'রে তুলতে পারতো তাদের জন্যে। কিন্তু তারা সেরকম কিছুই করে নি ব'লে সঙ্গত কারণেই ঐ সরকারকে বেশ গুরুত্ব দিতো আইখম্যান আর লুথার। হিটলার নিজেও সেই সরকারকে এতোটা গুরুত্ব দিতো যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি ব্যারোন আর্নেস্ট ফন উইজেকারকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সেই দেশে নিয়োগ দেয়। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কোন্ সরকারের কথা বলছি?"

গ্যাব্রিয়েল দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো। "ভ্যাটিকান।"

"অবশ্যই।"

"তাহলে আমাকে ফলো ক'রে যাচ্ছে যেসব ক্লাউন তারা কারা?"

"খুব ভালো প্রশ্ন করেছো।"

লাভোনের ডেস্কের কাছে এসে গ্যাব্রিয়েল ফোনটা তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করলো। কাকে ফোন করছে সেটা জিজ্ঞেস করার দরকার পড়লো না লাভোনের। গ্যাব্রিয়েলের হাতের দৃঢ়তা আর তার চোখেমুখে অভিব্যক্তি দেখেই বুঝতে পারলো সে। যখন কোনো লোক অজানা একদল লোকের শিকারে

পরিণত হয় তখন এমন কোনো বন্ধুর সাহায্য নেয়া উচিত যে জানে কিভাবে এইসব নোংরা লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

ভিয়েনার বিখ্যাত কনজারথস-এর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে অস্ট্রিয়ানদের মতো দেখালেও তার মধ্যে ভিয়েনিস ভাবভঙ্গীও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ তার সাথে কথা বলতে গেলে সে নিঁখুত জার্মান ভাষায় জবাব দেবে। আর সে যে দীর্ঘ দিন ধরে ভিয়েনায় বোহেমেয়িান জীবনযাপন করেছে সেটারও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে তার কথাবার্তায়। কিন্তু সে অস্ট্রিয়ান নয়, এমন কি ভিয়েনা শহরেও বেড়ে ওঠে নি। তার নাম এফরেইম বেন-আব্রাহাম, শৈশব কেটেছে নেগেভের ধূলোমলিন এক সেটেলমেন্টে। সেটা ছিলো এমন একটা জায়গা যা তার বর্তমান আবাসস্থল থেকে একেবারেই ভিন্ন আর অনেক অনেক দূরবর্তী।

ক্যাজুয়াল ভঙ্গীতে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে। তারপর সুবিশাল বেথোফেন প্লাৎজটা এক নজর দেখে নিলো। একটু অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটা। এটা অবশ্য তার স্বভাব নয়। কাজটা খুবই সহজ : একজন এজেন্টের সাথে দেখা করে তাকে অ্যাম্বাসির কমিউনিকেশন রুমে নিরাপদে পৌছে দিতে হবে। কিন্তু যে লোকটার সাথে তার দেখা করার কথা সে কোনো সাধারণ এজেন্ট নয়। এখানে তাকে পাঠানোর আগে ভিয়েনার স্টেশন চিফ স্পষ্ট ক'রে সেটা বলে দিয়েছে। "তুমি যদি কোনো রকম ভুলটুল ক'রে বসো তবে আরি শ্যামরোন তোমাকে তার ঐ বিখ্যাত দু'হাত দিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলবে। জানোই তো এটাই হলো তার নিজস্ব ট্রেডমার্ক। যা-ই করো না কেন ঐ এজেন্টের সাথে কোনো রকম প্যাচাল পাড়তে যেয়ো না। সে মোটেও প্যাচাল পাড়ার মতো লোক নয়।"

ঠোঁটে একটা আমেরিকান সিগারেট ধরিয়ে সেটা জ্বালাতে উদ্যত হলো বেন-আব্রাহাম। ঠিক সেসময় লাইটারের নাচতে থাকা আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে দেখতে পেলো জীবন্ত কিংবদন্তীতুল্য লোকটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললো সে। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেই এজেন্টকে কেউ ফলো করছে না—কেবলমাত্র ময়লা কাপড় পরা এলেমেলো চুলের ছোটোখাটো এক লোক ছাড়া। এও একজন কিংবদন্তী এলি লাভোন। সার্ভিলেন্স করার কাজটাকে যে শৈল্পিক পর্যায়ে উন্নীত করেছে। একবার একাডেমিতে তার সাথে বেন-আব্রাহামের দেখা হয়েছিলো। সে তখন পথেঘাটে ম্যান-টু-ম্যান নজরদারি করার ব্যাপারে অতিথি লেকচারার হিসেবে লেকচার দিচ্ছিলো। রিক্রুট করা এজেন্টদের রাত তিনটা পর্যন্ত সেই লোকচার দিয়ে গেছিলো লোকটা। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর'দের সাথে যুদ্ধের সময়কার অপারেশনগুলোর কাহিনী সবিস্তারে বলে গেছে সে।

তারা দু'জন যখন জনাকীর্ণ স্কয়ারটা দিয়ে একই সাথে ছন্দোময় সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে তার কাছে আসতে লাগলো তখন কিছুক্ষণের জন্যে তার মনে শ্রদ্ধা ভাব জেগে উঠলো। কি করতে হবে না করতে হবে সবই আগে থেকে ঠিক করা আছে। পরিস্থিতি এমনই যে একটু এদিক ওদিক হলেই প্রাণহানি ঘটতে পারে।

অবশেষে তরুণ অফিসার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

"হের মুয়েলার," সে নাম ধরে ডাকতেই কিংবদন্তীটা মুখ তুলে তাকালো। "আপনাকে দেখে ভালো লাগছে।"

লাভোন উধাও হয়ে গেলো। কিংবদন্তীর বাহু ধরে তাকে স্টাডট পার্কের অন্ধকারাচ্ছন্ন ফুটপাতে নিয়ে এলো বেন-আব্রাহাম। কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখার জন্যে দশ মিনিট ধরে এমনি এমনি চক্কর দিলো তারা। লোকটা বেন-আব্রাহামের চেয়ে খাটো। হালকা পাতলা গড়ন আর দেখতে একদম সাদামাটা। এই লোকই ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দলের অর্ধেক সদস্যদের হত্যা করেছে সেটা ভাবতে কষ্ট হয়—এই একই লোক তিউনিসের এক ভিলায় ঢুকে পিএলও'র সর্বোচ্চ দ্বিতীয় নেতা আবু জিহাদকে তার বউ-বাচ্চার সামনেই গুলি ক'রে হত্যা করেছে।

কিংবদন্তী কিছুই বললো না। নিজের শত্রুর কথা শুনতে চাচ্ছে সে। রাস্তার উপর তার পায়ের কোনো শব্দ হচ্ছে না। যেনো একটা ভূতের সাথে হাটছে সে।

পার্ক থেকে এক ব্লক দূরে গাড়িটা অপেক্ষা করছে। ড্রাইভারের সিটে বসলো বেন-আব্রাহম। তার ডানে স্টেশ চিফ—হাই-হ্যালো বলার মতো লোক সে নয়। শুধু ভদ্রভাবে বেন-আব্রাহামকে তার সিগারেটটা নিভিয়ে দিতে বললো। তার জার্মান ভাষা শুনে মনে হবে সে বার্লিনের অধিবাসী।

গাড়ি নিয়েও আবার এদিক ওদিক ঘুর বেড়াতে হলো আরো বিশ মিনিট। কেউ তাদের ফলো করছে না সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর-পূর্ব ভিয়েনার আনটোন ফ্রাঙ্কগাসি নামের একটি সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকে পড়লো বেন-আব্রাহম। এখানকার ২০ নাম্বার ভবনটি বেশ কয়েক বছর ধরেই অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। সেজন্যেই এর দরজায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত প্রহরী নিয়োজিত থাকে সব সময়। অস্ট্রিয়ান সিক্রেট সার্ভিসও এই ভবনটিকে সার্বক্ষণিক সার্ভিলেন্স ক'রে থাকে। গাড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারাজে ঢুকতেই কিংবদন্তী ড্যাশবোর্ডের নীচে উপুড় হয়ে বসে পড়লে এক মুহূর্তের জন্যে তার মাথাটা লেগে গেলো বেন-আব্রাহামের পায়ের সাথে। মাথাটা যেনো জ্বলছে। যেনো তার সারা গায়ে মৃত্যুজ্বর এসে ভর করেছে এখন।

সিকিউর কমিউনিকেশন রুমটি মাটির দোতলা-নীচে একটি সাউন্ডপ্রুফ কাঁচের কিউবিকলের ভেতর অবস্থিত। তেলআবিবের অপারেটরকে তাইবেরিয়াসে

অবস্থিত শ্যামরোনের বাড়িতে যোগাযোগ করতে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করতে হলো। ঘরঘর শব্দের মধ্যেও তার কণ্ঠটা বড় কোনো ড্রামের শব্দের মতোই ভরাট শোনালো স্পিকারে। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যাকগ্রাউন্ডে পানি গড়িয়ে পড়া আর প্লেট-চামচের টুংটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। শ্যামরোনের দুঃখিনি স্ত্রী গিওলাহ্ রান্নাঘরের সিঙ্কে ডিশ পরিস্কার করছে—এই ছবিটা স্পষ্ট তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিছুক্ষণ আগে লাভোনকে গ্যাব্রিয়েল যা বলেছে সে কথাই বললো শ্যামরোনকে। কথা শেষ হলে শ্যামরোন তার কাছে জানতে চাইলো এরপর সে কি করার কথা ভাবছে।

"ভাবছি লন্ডনে গিয়ে পিটার মেলোনকে জিজ্ঞেস করবো বেনি তাকে ব্রেনজোনির হোটেল থেকে ফোন ক'রে কি বলেছিলো।"

"মেলোন? তোমার কেন মনে হচ্ছে সে তোমার সাথে এ নিয়ে কথা বলবে? লোকটা তো নিজের লাভ ছাড়া কিছু করে না। তার কাছে যদি সেরকম কিছু তথ্য থেকেও থাকে তবে সে ওটা নিজের কাছেই রেখে দেবে। এ নিয়ে টু শব্দটিও করবে না।"

"আমি একটু সূক্ষ্মপথে তার কাছে সেটা জানতে চাইবো।"

"আর সে যদি কিছু না বলে তোমাকে?"

"তাহলে আমি আর সূক্ষ্মপথে এগোবো না।"

"ঐ লোকটাকে আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।"

"এই মুহূর্তে সে ছাড়া আমার হাতে আর কোনো সূত্র নেই।"

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শ্যামরোন। বহু দূর আর নয়েজ থাকা সত্ত্বেও সেই দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পেলো গ্যাব্রিয়েল। এটাও বুঝতে পারলো তার বুকের ভেতর দারুণ অস্থিরতা চলছে।

"এই মিটিংটা সঠিকপথে এগোক সেটাই আমি চাই," বললো শ্যামরোন। "এই পরিস্থিতিতে অন্ধভাবে আর কোনা রকম ব্যাকআপ ছাড়া ঘুরে বেড়ানোটা ঠিক হবে না। আগে এবং পরে তার উপর নজরদারি করা হবে। তা না হলে এ কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ভেনিসে গিয়ে বেল্লিনির কাজটা শেষ করতে পারো।"

"আপনি যেমনটি চান তেমনই হবে।"

"শুধু সাজেশন দেয়াটা আমার কাজ নয়। আজ রাতেই লন্ডনের স্টেশনে যোগযোগ ক'রে এ কাজে একজনকে নিয়োজিত করছি। আমাকে সব কিছু জানিও।"

ফোনটা রেখে গ্যাব্রিয়েল বাইরের করিডোরে এসে দাঁড়ালো। বেন-আব্রাহাম সেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। "এখন কোথায় যাবেন?" তরুণ ফিল্ড অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়েল। "এয়ারপোর্টে নিয়ে যাও আমাকে।"

অধ্যায় ১৩

লন্ডন

লন্ডনে নেমে প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায়ই চেয়ারিং ক্রসের পুরনো একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে একটা বই কিনে নিলো গ্যাব্রিয়েল। বইটা বগলে ক'রে নিয়ে হাটতে হাটতে লিচেস্টার স্কয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে গেলো সে। প্রবেশপথেই বইটার জীর্ণ আর মলিন জ্যাকেটটা খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিলো। টিকেট কিনে নর্দান লাইনের প্লাটফর্মে তাকে বাড়তি দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ট্রেনের জন্য। এই সময়টা সদ্ব্যবহার করলো বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখে। যে অনুচ্ছেদটি খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেলে লাল কালি দিয়ে বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত করে রাখলো সে।

ট্রেনটা আসতেই লোকজনের ভীড় ঠেলে গ্যাব্রিয়েল উঠে পড়লো তাতে। তার গন্তব্য শ্লোয়েইন স্কয়ার, তার মানে এমবার্কমেন্টে তাকে আবার ট্রেন বদল করতে হবে। ট্রেন চলতে শুরু করলে বইয়ের স্পাইনে লেখা বিবর্ণ সোনালী অক্ষরগুলোর দিকে তাকালো। দ্য ডিসিভার : পিটার মেলোন।

মেলোন...লন্ডনে এই নামটি বেশ ভীতিকর। মানুষের ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি ফাঁস ক'রে দিয়ে জীবন আর ক্যারিয়ার দুটোই ধ্বংস ক'রে দেয় সে। *সানডে টাইমস*-এর একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার। তার হাতে অপদস্থ হওয়া লোকজনের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ দু'জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার, এমআই-ফাইভ-এর একজন বড় কর্তা ব্যক্তি, বিশাল এক ব্যবসায়ী, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার একজন এডিটর-ইন-চিফ। বিগত দশকে সাংবাদিকতার পাশাপাশি উত্তেজক জীবনী এবং রাজনৈতিক কেলেংকারীর উপর বইও লিখেছে একগাদা। *দ্য ডিসিভার* নিয়ে তেলআবিবে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিলো। এর কারণ তার বইয়ে বর্ণিত ঘটনাটি ছিলো একেবারেই নির্ভুল। সেখানে এমনও বলা হয়েছিলো যে আরি শ্যামরোন এমআই-সিক্স-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে স্পাই হিসেবে রিক্রুট করেছে। আরি শ্যামরোনের ভাষায়, এর ফলে নাকি কিং ডেভিড হোটেলে বোমার হামলার পর বৃটিশ আর ইহুদিদের মধ্যে সবচাইতে বাজে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো।

দশ মিনিট পর মেলোনের বইটা বগলে ক'রে চেলসি স্ট্রিটের অন্ধকার একটি অংশ দিয়ে হাটছে গ্যাব্রিয়েল। কাডোগান স্কয়ার অতিক্রম করে একটা চমৎকার সাদা রঙের জর্জিয়ান টাউনহাউজের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। তৃতীয় তলার

জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সামনের দরজার সিঁড়ি দিয়ে উঠে মেঝেতে পাতা কার্পেটে বইটা রেখে দ্রুত চলে গেলো সেখান থেকে।

স্কয়ারের রাস্তার ওপারে একটা ধূসর রঙের আমেরিকার তৈরি ভ্যান পার্ক করা আছে। সেটার কালো কাঁচের জানালায় গ্যাব্রিয়েল টোকা দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। ভেতরে একটা মৃদু বাতি জ্বলছে তারপরেও বোঝা যাচ্ছে একগাদা যন্ত্রপাতিতে ঠাঁসা ভ্যানটি। সেই সব যন্ত্রপাতির সামনে বসে আছে রোগাটে আর রাব্বি সদৃশ্য এক লোক, তার নাম মোরদেচাই। সে হাত বাড়িয়ে দিলো গ্যাব্রিয়েলকে ভ্যানে ওঠার জন্যে। দরজা বন্ধ করে তার পাশে এসে বসলো গ্যাব্রিয়েল। মেঝেতে কিছু খাবারের প্যাকেট আর ডিসপোজেবল কাপ পড়ে আছে। বিগত ছত্রিশ ঘণ্টার প্রায় পুরোটা সময় এই ভ্যানেই আছে মোরদেচাই।

"বাড়িতে কতোজন লোক আছে?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো।

মোরদেচাই কনসোলের একটা নব ঘোরাতেই স্পিকারে গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো পিটার মেলোন তার এক সহকারীর সাথে কথা বলছে।

"তিন," বললো মোরদেচাই। "মেলোন আর দুটো মেয়ে।"

মেলোনের নাম্বারে ডায়াল করলো গ্যাব্রিয়েল। মেলোনের অফিসে ফোনের রিংটা বিশাল স্পিকারে ফায়ার অ্যালার্মের মতো শোনালে সার্ভিলেন্স কাজে নিয়োজিত লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভলিউম কমিয়ে দিলো। তিন বার রিং হবার পর ফোনটা তুলে বেশ নরম গলায় স্কটিশ টানে নিজের পরিচয় দিলো রিপোর্টার।

ইংরেজিতে কথা বললেও নিজের ইসরায়েলি বাচনভঙ্গী লুকানোর কোনো চেষ্টাই করলো না গ্যাব্রিয়েল। "আপনার বাইরের দরজার সামনে আপনার শেষ বইয়ের একটা কপি রেখে এসেছি। আমি মনে করি সেটা আপনার একটু দেখা উচিত। পাঁচ মিনিট পর আমি আপনাকে আবারো ফোন করবো।"

ফোন রেখেই গাড়ির জানালার স্বচ্ছ অংশে জমে থাকা কুয়াশা মুছে নিলো গ্যাব্রিয়েল। বাইরের দরজাটা একটু ফাঁক হলে মেলোন কচ্ছপের মতো মাথা বের করে আশেপাশে একটু চোখ বুলিয়ে এইমাত্র ফোন করা লোকটাকে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, তারপর উপুড় হয়ে এক ঝটকায় তুলে নিলো বইটা। মোরদেচাইর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো গ্যাব্রিয়েল। বিজয়ীর হাসি। পাঁচ মিনিট পর আবারো মেলোনের অফিসে ফোন করা হলো। এবার একবার রিং হতেই ফোন তুলে নিলো মেলোন।

"আপনি কে?"

"বইয়ে আমি যে অনুচ্ছেদটি দাগিয়ে রেখেছি সেটা কি আপনি দেখেছেন?"

"আবু জিহাদের গুপ্তহত্যা? ব্যাপারটা কি?"

"সেই রাতে আমিও ওখানে ছিলাম।"

"কোন্ পক্ষে?"

"সত্য পক্ষে। ভালো লোকদের পক্ষে।"

"তাহলে আপনি একজন প্যালেস্টাইনি?"

"না, আবু মেলোন। আমি কোনো প্যালেস্টাইনি নই।"

"তাহলে আপনি কে?"

"আমি হলাম সেই এজেন্ট যার কোড-নেম ছিলো সোর্ড।"

"হায় ঈশ্বর!" মেলোন বললো। "আপনি এখন কোথায়? আপনি চাচ্ছেনটা কি?"

"আপনার সাথে কথা বলতে চাই।"

"কোন্ ব্যাপারে?"

"বেনজামিন স্টার্নের ব্যাপারে।"

দীর্ঘ নীরবতা : "আপনাকে বলার মতো আমার কাছে কিছু নেই।"

গ্যাব্রিয়েল সিদ্ধান্ত নিলো আরেকটু চাপ দিয়ে দেখবে। "তার জিনিসপত্রের মধ্যে আপনার ফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। আমরা জানি আপনি তার সাথে মিলে তার ঐ বইটার কাজ করছিলেন। আমাদের বিশ্বাস আপনি জানেন কে তাকে খুন করেছে এবং কেন করেছে।"

আবারো নীরবতা। মেলোন একটু ভেবে নিচ্ছে কি বলবে। ইচ্ছে করেই গ্যাব্রিয়েল 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছে, আর সেটার ফলও পাচ্ছে এখন।

"আমি যদি এ ব্যাপারে কিছু জেনে থাকি তো কি হবে?"

"তাহলে আমি নোটগুলোর সাথে সেটা মিলিয়ে দেখবো।"

"তাতে আমার কি লাভ?" খুবই সতর্ক একজন রিপোর্টার মেলোন গ্যাব্রিয়েলকে একটু বাজিয়ে দেখছে।

"তিউনিসে সেই রাতে কি হয়েছিলো সেটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো," বললো গ্যাব্রিয়েল। তারপর আরো যোগ করলো "অন্যেরাও সেটা পছন্দ করবে।"

"আপনি কি সিরিয়াস?"

"বেনজামিন আমার বন্ধু ছিলো। তাকে কে খুন করেছে সেটা যেভাবেই হোক আমি খুঁজে বের করবোই।"

"তাহলে আপনি আমার সাথে একটা ডিল করতে চাচ্ছেন।" মেলোনের কণ্ঠে এখন তাড়াহুড়া ভাব। "তো সেটা কিভাবে করতে চান আপনি?"

"আপনার বাড়িতে কি আপনার সহকারীরা আছে?" যদিও জবাবটা কি হবে গ্যাব্রিয়েল সেটা ভালো করেই জানে।

"দুটো মেয়ে আছে।"

"তাদেরকে বিদায় ক'রে দিন। সামনের দরজাটা খোলা রাখবেন। তাদেরকে চলে যেতে দেখলেই আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়বো। কোনো টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা আশেপাশে যেনো না থাকে। বুঝতে পেরেছেন?"

রিপোর্টার কিছু বলার আগেই গ্যাব্রিয়েল লাইনটা কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে দিলো। দু'মিনিট পরই সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো দু'দুটো মেয়েকে। তারা চলে যেতেই গ্যাব্রিয়েল ভ্যান থেকে নেমে সোজা ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতর। কথা মতো দরজাটা খোলাই ছিলো।

মার্বেলের হলরুমে তারা এক অন্যেকে ভালো ক'রে দেখে নিলো। যেনো দুটো ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের প্রতিপক্ষকে দেখে নিচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারলো কেন বৃটিশ টেলিভিশন মেলোনকে প্রায় রোজই টিভি পর্দায় হাজির ক'রে থাকে—আর কেনই বা তাকে লন্ডনের সবচাইতে কাঙ্খিত ব্যাচেলর বলে অভিহিত করা হয়। দারুণ স্মার্ট আর সোনালী চুলের সুদর্শন এক পুরুষ। চমৎকার একটা সোয়েটার পরে আছে। পোশাক-আশাকও বেশ পরিপাটি। এবং অবশ্যই ফ্যাশন সচেতন। গ্যাব্রিয়েল পরে আছে জিন্স আর লেদার জ্যাকেট। মাথায় একটা ক্যাপ আর চোখে সানগ্লাস। তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে শহরের এই অংশে ভুল ক'রে এসে পড়েছে সে। গ্যাব্রিয়েলের সাথে হাত মেলোনোর জন্যে মেলোন নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলো না।

"এইসব হাস্যকর ছদ্মবেশের কোনো দরকার নেই। আমি আমার সোর্সদের সাথে বেঈমানি করি না। সেই রেকর্ড আমার নেই।"

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি এই বেশেই থাকবো।"

"আপনার খুশি। কফি? একটু কড়া হলে চলবে তো?"

"না, ধন্যবাদ।"

"আমার অফিস উপর তলায়। মনে হয় ওখানে কথা বললেই বেশি ভালো হবে।"

পুরনো একটা ড্রইং রুম। লম্বা আর আয়তক্ষেত্রাকার। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অনেকগুলো বইয়ের সেলফ। প্রাচ্যদেশীয় কার্পেট। ঘরের মাঝখানে দুটো টেবিল। একটা মেলোনের অন্যটা তার সহকারীদের ব্যবহারে জন্যে। কম্পিউটারের সুইচ বন্ধ করে গ্যাস-ফায়ারের পাশে একটা আর্ম চেয়ারে বসে গ্যাব্রিয়েলকেও পাশের একটাতে বসতে বললো ইশারায়।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার সাথে এক রুমে বসে আছি এটা সত্যি অদ্ভুত একটি ব্যাপার। বিদঘুটেও বলতে পারেন। আপনার সম্পর্কে এতো আজেবাজে কথা শুনেছি যে মনে হয় আপনাকে অনেক দিন আগে থেকেই আমি চিনি।

আপনি তো রীতিমতো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর, আবু জিহাদ, এবং এরকম আরো অসংখ্য বিষয় আছে। এসব ঘটনার পর কি আপনি কাউকে খুনটুন করেছেন?"

গ্যাব্রিয়েল কিছু না বললে মেলোন আবারো বলতে শুরু করলো। "আপনার চমৎকার সব রেকর্ড থাকার পরও আমি স্বীকার করছি, যেসব কাজ আপনি করেছেন সেগুলো নৈতিকভাবে একেবারেই জঘন্য। আমরা মনে করি, যে রাষ্ট্র গুপ্তহত্যার মতো বিষয়কে নিজেদের পলিসি হিসেবে বেছে নেয় তাদের কি কোনো শত্রুর দরকার আছে? সে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে ওঠে। অনেক দিক থেকেই এটা খুবই বাজে ব্যাপার। আমার বইতে আপনি একজন খুনি হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন। বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি।"

এখানে এসে ভুল করেছে কিনা সে কথা ভাবতে শুরু করে দিলো গ্যাব্রিয়েল। অনেক আগে থেকেই সে বুঝে গেছে এ ধরণের তর্কে নেমে কখনও জেতা সম্ভব নয়। নিজের সাথেও এরকম অসংখ্য তর্ক করেছে। চুপচাপ বসে সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে পিটার মেলোনের দিকে চেয়ে রইলো কেবল। আসল কথায় কখন আসবে অপেক্ষা করছে। একটা পা আরেকটার উপর তুলে আরাম ক'রে বসলো মেলোন। তার মানে যতোটা ক্ষুব্ধ ব'লে মনে হচ্ছে তাকে বাস্তবে সে ততোটা ক্ষুব্ধ নয়। গ্যাব্রিয়েল খুশি হলো।

"আসল কথায় যাবার আগে সম্ভবত আমাদের একটা চুক্তিতে আসা উচিত," বললো মেলোন। "বেনজামিন স্টার্নের হত্যার ব্যাপারে আমি যা জানি আপনাকে বলবো। বিনিময়ে আপনি আমাকে একটা ইন্টারভিউ দেবেন। মনে রাখবেন, এর আগেও আমি ইন্টেলিজেন্সের বিষয় নিয়ে লিখেছি। নিয়মকানুনগুলো আমার ভালোই জানা আছে। আপনার সত্যিকারের পরিচয় আমি প্রকাশ করবো না। এমন কিছু লিখবো না যাতে ক'রে বর্তমান অপারেশনের কোনো ক্ষতি হয়। এই প্রস্তাবে কি আপনি রাজি আছেন?"

"আছি।"

একটু থেমে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো মেলোন। "বেনজামিনের ব্যাপারে আপনার ধরাণাই ঠিক। ঐ বইটার উপর আমিও তার সাথে কাজ করছিলাম। আমাদের এই পার্টনারশিপটা গোপন থাকারই কথা ছিলো। আপনি সেটা জানেন ব'লে আমি বেশ অবাক হয়েছি।"

"আপনার কাছে বেনজামিন কেন এসেছিলো?"

উঠে একটা বইয়ের সেলফের কাছে গিয়ে ওখান থেকে একটা বই নিয়ে গ্যাব্রিয়েলের হাতে দিলো মেলোন। ক্রুক্স ভিরা ক্যাথলিক চার্চের কেজিবি।

"বেনজামিন যুদ্ধকালীন সময় ভ্যাটিকানের ভূমিকা নিয়ে কাজ করছিলো।"

বইটা তুলে গ্যাব্রিয়েল বললো, "ক্রুক্স ভিরার সাথে সম্পর্কিত কিছু?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেলোন। "আপনার বন্ধু একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোক ছিলেন। তবে অনুসন্ধানমূলক কাজে তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণা ছিলো না বললেই চলে। আমাকে ক্রুক্স ভিরার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাকে যেনো সাহয্য করি, একজন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি, এরকম একটি প্রস্তাব দিয়েছিলো আমায়। আমি তাতে একমত হলে পারিশ্রমিকসহ বাকি কথাবার্তা সেরে নেই। অর্ধেক টাকা কাজের আগে, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে পাণ্ডুলিপি গৃহীত হবার পর। বলার অপেক্ষা রাখে না আমি কেবল অগ্রীম টাকাটাই পেয়েছিলাম।"

"তার কাছে কি ছিলো?"

"দুর্ভগ্যজনকভাবেই আমি সেই কথাটা জানতে পারি নি। আপনার বন্ধু একটু বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখছিলো।"

"আপনার কাছ থেকে সে কি চেয়েছিলো?"

"ক্রুক্স ভিরা'র উপর বই লেখার সময় আমি যেসব তথ্য-উপাত্ত যোগার করেছিলাম ওগুলো দেখতে চেয়েছিলো। পাশাপাশি যুদ্ধের সময় ভ্যাটিকানে কর্মরত দু'জন যাজককে যেনো আমি খুঁজে বের করি সেটাও চেয়েছিলো।"

"তারা কারা?"

"মনসিগনর সিজার ফেলিচি আর তমাসো মানজিনি।"

"তাদের কি কখনও খুঁজে বের করেছিলেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম," বললো মেলোন। "যতোটুক জানতে পেরেছি তারা লাপাত্তা হয়ে গেছে। ধরে নেয়া হয় তারা মরেই গেছে। তারচেয়েও কৌতুহলোদ্দীপক একটা ব্যাপার আছে। রোমের পোলিজিয়া দি স্তাতো'র হেডকোয়ার্টারের যে ডিটেক্টিভ এই মামলাটির তদন্ত করছিলো তাকে তার পদস্থ কর্মকর্তারা সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছে অন্য একজনকে।"

"ঐ তদন্তকারীর নামটা কি আপনি জানেন?"

"আল্লেসিও রোসি। কিন্তু ভুলেও তাকে বলবেন না আমি তার নাম আপনাকে বলেছি। আমার নিজের সুনাম রক্ষার জন্যেই এটা করবেন।"

"আপনি যদি এতো কিছু জেনেই থাকেন তো এ নিয়ে কেন লিখতে গেলেন না?"

"আমার কাছে এখন শুধু কতোগুলো হত্যা আর উধাও হয়ে যাবার ঘটনা রয়েছে। এসবের সাথে একটা লিংক রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। তবে এখন পর্যন্ত আমার কাছে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই যে ঘটনাগুলোর সাথে একটা লিংক

দেখাতে সক্ষম হবো। অকাট্য কোনো প্রমান ছাড়া ভ্যাটিকান কিংবা ওখানকার কাউকে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া কোনো ভদ্র আর বুদ্ধিমান সম্পাদক এরকম কিছু ছাপতেও রাজি হবে না।"

"কিন্তু এসবের পেছনে কারা জড়িত আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আপনার নিজস্ব একটা তত্ত্ব রয়েছে।"

"আপনাকে মনে রাখতে হবে আমরা ভ্যাটিকান নিয়ে কথা বলছি," বললো মেলোন। "ঐ সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অনেক লোকজনই হাজার বছর ধরে ষড়যন্ত্র ক'রে আসছে। অন্য যে কারোর চেয়ে তারা এই খেলাটা বেশি ভালো ক'রে খেলতে জানে। অতীতে ধর্মীয় মতভেদ নিয়ে তারা অনেক হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত করেছে। চার্চের মধ্যে অসংখ্য গুপ্তসংঘ আর সেরকম অনেক গোষ্ঠী আছে যারা জঘন্য হত্যাকাণ্ড করতে পিছ পা হয় না। তারাই এ ধরণের কাজ করে থাকে।"

"তারা কারা?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

একটা মাপা হাসি দিলো পিটার মেলোন। টিভিতে তার এই হাসিটা বেশি দেখা যায়। "এই মুহূর্তে সেই প্রশ্নের উত্তর আপনার হাতেই রয়েছে।"

গ্যাব্রিয়েল তার হাতে থাকা ক্রুক্স ভিরার দিকে তাকালো ক্যাথলিক চার্চের কেজিবি।

ঘর থেকে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরই মেদোচ মদ আর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো মেলোন। এক গ্লাস মদ ঢেলে গ্যাব্রিয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

"আপনি কি লাতিন ভাষাটা জানেন?"

"খুবই প্রাচীন একটি ভাষা।"

গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসলো মেলোন। "লাতিন শব্দ ক্রুক্স ভিরা'র মানে হলো সত্যিকারের ক্রুশ। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে আরেকটা চার্চ আছে, গোপন একটি গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীকেও এই নামে ডাকা হয়। আপনি যদি ভ্যাটিকানের ইয়ারবুক *আন্নুয়ারিও পন্তিফিকো* দেখেন তো ক্রুক্স ভিরা নামটি কোথাও খুঁজে পাবেন না। আর আপনি যদি ভ্যাটিকানের প্রেস অফিসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তারা জবাব দেবে এটা চার্চের শত্রুদের বানানো মনগড়া একটি কাহিনী। এইসব জঘন্য রক্তাক্ত কাহিনী ছড়িয়ে চার্চকে হেয় করতে চায় শত্রুরা। তবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, ক্রুক্স ভিরার অস্তিত্ব রয়েছে। ভ্যাটিকান যতো কথাই বলুক না কেন, এই কথাটা আমি এই বইতে প্রমান করে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি ক্রুক্স ভিরার সদস্যরা ভ্যাটিকানের সর্বোচ্চ পদেও পৌঁছে গেছে। আর সেই গোষ্ঠীর উগ্রপন্থীরা সারা বিশ্বেই তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাববলয় তৈরি ক'রে ফেলেছে ইতিমধ্যে।"

"তারা ঠিক কারা?"

"স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময় হুয়ান আন্তোনিও রড্রিগুয়েজ নামের এক কমিউনিস্ট বিরোধী পাদ্রী এই দলটি সৃষ্টি করে। কোন্ ধরণের লোকজনকে নেয়া হবে সে ব্যাপারে রড্রিগুয়েজ খুব খুঁতখুঁতে ছিলো। তার বেছে নেয়া লোকজনের বেশিরভাগই ছিলো চার্চের বাইরের লোকজন। এর ধনী সদস্যেরা রাজনীতির সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলো : ব্যাঙ্কার, আইনজীবি, শিল্পপতি, মন্ত্রী, স্পাই, গুপ্তপুলিশের লোকজন। আত্মার মোক্ষ লাভ নিয়ে রড্রিগুয়েজ কখনই মাথা ঘমায় নি। তার মতে এসব কাজ সাধারণ পাদ্রীদের হাতেই ন্যস্ত থাকুক। একটা বিষয়েই রড্রিগুয়েজ আগ্রহী ছিলো : রোমান ক্যাথলিক চার্চকে তার জাগতিক শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা।"

"তারা কারা?"

"বলশেভিকরা," মেলোন কথাটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলো, "এবং অবশ্যই ইহুদিরা। ত্রিশের দশকে ক্রুক্স ভিরা দ্রুত ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বলকান অঞ্চল এবং রোমান কিউরিয়ার অভ্যন্তরেও তারা নিজেদের লোকজন বসাতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের সময় ক্রুক্স ভিরার সদস্যরা পাপালের গৃহস্থালীতে এবং সেক্রেটারিয়েট অব স্টেটে কাজ করতো। ক্রুক্স ভিরার সম্প্রসারণ এবং চার্চকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেও রড্রিগুয়েজ তেমন একটা তৃপ্ত হতে পারলো না, সে চাইলো মধ্যযুগে চার্চের যেরকম অসীম ক্ষমতা আর প্রভাব ছিলো সে অবস্থায় চার্চকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ক্রুক্স ভিরার বর্তমান মিশন হলো সংস্কার আর নবজাগরনের ফলে চার্চের যে পরাজয় হয়েছিলো সেটা পাল্টে দেয়া। পুণরায় রাষ্ট্রের উপর চার্চের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সেই সাথে তারা, তাদের মতে, দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের ধর্মবিরোধী সংস্কার সমূহকে বাতিল করতেও বদ্ধপরিকর—ভ্যাটিকান দ্বিতীয়।"

"এসব তারা কিভাবে করতে চায়?"

"ক্রুক্স ভিরা হয়তো কেজিবি'কে ঘৃণা করে কিন্তু অনেক দিক থেকেই তারা একেবারেই তাদের মতোন। তাদের প্রতিবিম্ব যেনো। আমার বইয়ের শিরোনামটি সেইজন্যেই ওরকম দিয়েছি। তারা যাদেরকে শত্রু ব'লে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেই সাথে চার্চের এটি গুপ্ত পুলিশবাহিনী হিসেবেও কাজ ক'রে থাকে তারা। নিজেদের ধর্মমত এবং বিশ্বাস যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কিনা মনিটর করে। সব ধরণের ভিন্ন মত দমনেও অগ্রণী ভূমিকা রাখে এই সংগঠনটি। যদিও বিদ্রোহী আর সংস্কারপন্থীরা মাঝেমধ্যেই নিজেদের কণ্ঠস্বর জানান দিয়ে থাকে, কিন্তু তারা যদি সত্যিকারের কোনো হুমকি হয়ে আর্বিভূত হয় তবে ক্রুক্স ভিরা তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়।"

"আর তারা যদি তাদের দেখিয়ে দেয়া পথে না হাটে?"

"আপনি জানেন কিনা জানি না, ক্রুক্স ভিরার সাথে উল্টাপাল্টা কিছু ক'রে অনেক লোকই মারা গেছে যাদের মৃত্যুর কারণগুলো স্পষ্ট ছিলো না। যেসব যাজক ক্রুক্স ভিরার বিরোধীতা করেছে তারা আচমকাই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। তাদের ব্যাপারে যেসব সাংবাদিক তদন্ত করতে নেমেছে তারা হয় নিখোঁজ হয়ে গেছে নয়তো আত্মহত্যা করেছে। ক্রুক্স ভিরা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে যেসব সদস্য তাদের পরিণতিও একই রকম হয়েছে।"

"কোনো ধর্মীয়গোষ্ঠী কিভাবে হত্যা-খুনোখুনিকে ন্যায়সঙ্গত ব'লে মেনে নেয়?"

"ক্রুক্স ভিরার যাজকেরা কিন্তু হিংসাত্মক কাজকর্মগুলো করে না। তারা কেবল গাইডেন্স দিয়ে থাকে। নোংরা কাজগুলো করে চার্চের বাইরের লোকজন। সংগঠনের ভেতরে তারা *মিলিতিস ক্রিস্তি* নামে পরিচিত—জিশু খৃস্টের সৈনিক। হিংসা কিংবা কূটিল পথে সংগঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়। ব্ল্যাকমেইল থেকে হত্যা পর্যন্ত ব্যাপারগুলোকে বলা হয় *পিল্লেরিয়া*। এরকম কাজ শেষ হয়ে গেলে যাজকেরা অত্যন্ত গোপনে কনফেশনের ব্যবস্থা ক'রে থাকে। মিলিতিস ক্রিস্তির সদস্যরা ক্রুক্স ভিরার যাজক ছাড়া অন্য কারো কাছে কনফেশন করতে পারে না। ফলে তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের কথা নিজেদের মধ্যেই থেকে যায়। বাইরে আর সেটা প্রকাশ হয় না।"

"বর্তমানে যিনি পোপ আছেন তার সম্পর্কে তারা কি রকম মনোভাব পোষণ করে?"

"আমি এ পর্যন্ত যা শুনেছি তারা খুব তেঁতে আছে, এটা অন্তত বলা যায়। পোপ সপ্তম পল রিবার্থ আর রিনিউয়াল নিয়ে কথা বলেন। ক্রুক্স ভিরার কাছে এই শব্দ দুটোর অর্থ হলো সংস্কার এবং উদারনীতি। এসব শুনলে তারা উদ্বিগ্ন বোধ করে।"

"আপনার কি ক'রে মনে হলো বেনজামিনের হত্যাকাণ্ডটি ক্রুক্স ভিরা'ই করেছে?"

"তাদের একটা মোটিভ আছে। ভ্যাটিকানের নোংরা ইতিহাস প্রকাশ হওয়াটাকে তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। এরকম কিছু ঘটতে শুরু করলে সবার আগে তারাই প্রতিক্রিয়া দেখায়। নিজেদেরকে তারা চার্চের অভিভাবক আর রক্ষাকারী মনে করে। আপনার বন্ধুর কাছে যদি এরকম কিছু থেকে থাকে তবে তাকে তারা শত্রু বলেই গন্য করবে। শত্রুকে তারা নির্মমভাবেই মোকাবেলা করে—তাদের ভাষায় চার্চের বৃহত্তর স্বার্থে।"

নিজের মদটুকু শেষ করে মেলোন আরেক গ্লাস ঢাললো। গাব্রিয়েলের গ্লাস এখনও পরিপূর্ণ। "আপনি যদি লোকজনের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে থাকেন, প্রশ্ন করে থাকেন, অযাচিতভাবে নিজের নাক গলিয়ে থাকেন তাদের বিষয়ে তবে ধরে নিতে পারেন ইতিমধ্যে আপনিও তাদের রাডারে ধরা পড়ে গেছেন। তারা যদি আপনাকে হুমকি হিসেবে গন্য করে তো আপনাকে খুন করতে একটুও ইতস্তত করবে না।"

"খোলাখুলি বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

"শুধু ধন্যাবাদে কাজ হবে না। আমাদের একটা চুক্তি আছে।" একটা নোটপ্যাড আর কলম তুলে নিতেই মেলোনের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেলো। "এখন আমার প্রশ্ন করার পালা।"

"নিয়মকানুনগুলো মনে রাখবেন শুধু। আপনি যদি আমার সাথে বেঈমানি করেন তো—"

"এ নিয়ে ভাববেন না। আমি জানি ক্রুক্স ভিরাই একমাত্র গোপন সংগঠন নয় যারা *পিল্লেনা* প্রয়োগ ক'রে থাকে।" নোটবুকের একটা নতুন পৃষ্ঠা উল্টে নিলো মেলোন। "হায় ঈশ্বর, আমার প্রশ্ন তো অনেক! কোত্থেকে শুরু করবো বুঝতে পারছি না।"

পরবর্তী দু'ঘন্টা ধরে গ্যাব্রিয়েল অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেলোনের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলো। প্রশ্ন পর্ব শেষ হলে পিটার মেলোনের বাড়ি থেকে বের হয়ে কাডোগান স্কয়ারে বৃষ্টির মধ্যেই হাটতে হাটতে স্লোয়েইন স্ট্রটে এসে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের ক'রে সার্ভিলেন্স ভ্যানে থাকা মোরদেচাইকে কল করলো সে। "তাকে মনিটর করতে থাকো," বললো গ্যাব্রিয়েল। "সে যদি কোথাও যায় তো ফলো করবে।"

কম্পিউটারের সামনে বসে পিটার মেলোন প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে টাইপ ক'রে যাচ্ছে তার নোট থেকে। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। অনেক দিন আগে সে জেনেছিলো সফলতা হলো কঠোর পরিশ্রম আর সৌভাগ্যের অদ্ভুত এক কম্বিনেশন। কখনও কখনও ভালো গল্প ঝুপ করে হাতে এসে পড়ে। একজন সাধারণ আর মহান সাংবাদিকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় এরপর সে কি করে তার উপরে।

এক ঘণ্টা টাইপ করার পর নোটগুলো সুন্দর একটা মেমোতে পরিণত হলো। প্রথমে সোর্ড নামের এক এজেন্টের কথা বর্ণনা করেছে, দ্বিতীয়ত বেনজামিন স্টার্নের সম্পর্কে তাদের আলাপচারিতার ঘটনা। ইচ্ছে হোক আর

অনিচ্ছায় হোক, ইসরায়েলি লোকটা মেলোনকে তার গল্পের জন্যে দরকারী একটা রসদ দিয়ে গেছে। ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বেনজামিন স্টার্নের হত্যাকাণ্ডের উপর তদন্ত করছে। সকালে তেলআবিবে ফোন করবে সে। হেডকোয়ার্টারের অস্বীকৃতি পুরো ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করবে। তারপর এই কেসের ব্যাপারে অন্য যেসব রহস্যময় তথ্য তার কাছে আছে সেগুলো একে একে জোড়া লাগিয়ে নেবে। স্টার্নের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইসরায়েলিটাকে সব কিছু জানায় নি সে। ঠিক যেমনটি সে নিশ্চিত ক'রে জানে ইসরায়েলি লোকটাও তার কাছে সব কথা বলে নি। এভাবেই খেলাটা খেলতে হয়।

সত্য আর ভুল তথ্যের মধ্যেকার পার্থক্যটি জানতে হয় একজন অভিজ্ঞ রিপোর্টারকে। তা না হলে সাগর সেঁচে মুক্তা আহরণ সম্ভব হয় না। ভাগ্য সহায় থাকলে সপ্তাহান্তের মধ্যেই একটা জমপেশ জিনিস দাঁড় করাতে পারবে সে।

আরো কয়েক মিনিট ব্যয় করে কোটেশনগুলো ডাবল চেক ক'রে নিলো। *সানডে টাইমস*-এর সম্পাদক টম গ্রেইভসকে ফোন করে প্রথম পৃষ্ঠায় খালি জায়গা রাখার কথা বলবে বলে ভাবলো মেলোন। ফোনটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই বুকে মারাত্মক এক আঘাতে পিছিয়ে গেলো সে। চেয়ে দেখলো শার্টের বুকপকেটের কাছে রক্তের লাল একটা বৃত্ত। এরপর সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তার থেকে মাত্র পাঁচ ফিট দূরে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর-সোনালী চুল, বর্ণবিহীন চোখ। নিজের কাজের মধ্যে এতোটাই ডুবে ছিলো যে লোকটা বাড়িতে ঢোকার সময় কিছুই টেরই পায় নি মেলোন।

"কেন?" ফিসফিস ক'রে রিপোর্টার বললো, তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

যেনো কথাটা বুঝতে পারছে না এমনভাবে খুনি মাথাটা এক দিকে কাত করে ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো সে। *"ইগো তে এ্যাবসলভো এ প্রিকাত্তিস তুইস,"* কপাল চুলকাতে চুলকাতে কথাটা বললো খুনি। *"ইন নমিনি পাতরিস এত ফিলি এত স্পিরিতাস সাঙ্কতি। আমেন।"*

কথাটা শেষ করেই সে সাইলেন্সার অস্ত্রটা মেলোনের মাথায় ঠেকিয়ে শেষ গুলিটা করলো।

অফিসের অভিধানে সার্ভিলেন্স আর্টিস্ট নামে পরিচিত মোরদেচাই মেলোনের অফিসে যে যন্ত্রটি বসিয়েছে সেটাকে বলা হয় 'গ্লাস'। টেলিফোনের ভেতর লুকানো আছে সেটা। এতে ক'রে মেলোন যেসব কল করবে এবং তার ঘরের ভেতরে যেসব কথাবার্তা বলা হবে তার সবই শুনতে পাবে তারা। গ্যাব্রিয়েল আর

মেলোনের মধ্যেকার কথাবার্তা মোরদেচাই শুনেছে। গ্যাব্রিয়েল চলে যাবার পর কম্পিউটারে বসে টাইপ করার শব্দও শুনেছে সে। কিন্তু ঠিক ন'টার পর পরই ফিসফিস ক'রে ভিন্ন এক ভাষায় কিছু কথা বলতে শুনেছে মোরদেচাই, তবে কি বলা হচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পারে নি। পরের পাঁচ মিনিট ড্রয়ার খোলা আর বন্ধ করার শব্দ শুনে গেছে। ধরে নিয়েছে মেলোনেরই কাজ সেটা। কিন্তু তার বাড়ির সামনের দরজাটা খুলে লম্বা আর চওড়া কাঁধের এক লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেই মোরদেচাই বুঝতে পেরেছে বাড়ির ভেতর সাংঘাতিক কোনো ঘটনা ঘটে গেছে।

লোকটাকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে সরাসরি ভ্যানের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে মোরদেচাই ভড়কে যায়। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার মতো কিছু যদি তার কাছে থেকে থাকে তো সেটা ডিরেক্শনাল মাইক্রোফোন আর একটা নাইকন ক্যামেরা। নাইকনের দিকেই সে হাত বাড়ায়। লোকটা ভ্যানের খুব কাছে আসতেই মোরদেচাই আস্তে ক'রে ক্যামেরাটা তার চোখের কাছে নিয়ে দ্রুত তিনিটি ছবি তুলে রাখে।

তার কাছে মনে হচ্ছে শেষ ছবিটা বেশ স্পষ্ট উঠেছে।

অধ্যায় ১৪

রোম

ভ্যাটিকান পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশও বটে। এখানে প্রতি দিন মাত্র চার হাজার লোক কাজ করে, কিন্তু এর চারদেয়ালের ভেতরে বাস করে মাত্র চারশ' জনের মতো মানুষ। কার্ডিনাল সেক্রেটারি মার্কো ব্রিন্দিসি তাদেরই একজন। অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদে তার প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্টটির ঠিক উপর তলায় থাকেন হলি ফাদার নিজে। যেখানে অনেক যাজক এখানে বাস করাটাকে খাঁচার মধ্যে বাস করার শামিল ব'লে মনে করে সেখানে ব্রিন্দিসি সত্যিকারভাবেই উপভোগ ক'রে থাকে। তার ঘরগুলো খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। সব ধরণের প্রয়োজন মেটাতে তার জন্যে নিয়োজিত রয়েছে যাজক আর নানদের একটি কর্মীবাহিনী। যদি কোনো অসুবিধা থেকে থাকে তো সেটা হলো পাপালের অ্যাপার্টমেন্টটা খুব কাছেই অবস্থিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকার সময় পোপের সেক্রেটারিদের কড়া নজরদারির কারণে খুব বেশি কিছু করতে পারে না কার্ডিনাল। লিয়াও ভাইভ-এর পেছন দিককার একটা ঘরে কার্ডিনাল তার সব ধরণের গোপন মিটিং করে থাকে। তবে আজকের মিটিংটা আরো বেশি গোপনীয়তার সাথে করা হচ্ছে।

অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের বাইরে প্রবেশপথের সামনে সান দামাসো প্রাঙ্গনে একটা মার্সিডিজ সিডান অপেক্ষা করছে। ছোটোখাটো কার্ডিনালদের মতো ব্রিন্দিসিকে ভ্যাটিকান মোটরপুল থেকে গাড়ি নিতে হয় না। তার জন্যে ভিজিলাঞ্জা সিকিউরিটির একজন রক্ষীর সাথে একটি মার্সিডিজ গাড়ি এবং ড্রাইভার সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে। ব্রিন্দিসি গাড়ির পেছনে উঠে বসতেই গাড়িটা ছুটে চললো। আস্তে আস্তে ভায়া বেলভিদিয়ার হয়ে পন্তিফিকাল ফার্মাসি এবং সুইস গার্ডদের ব্যারাক পেরিয়ে সেন্ট অ্যান গেট দিয়ে বের হয়ে রোম শহরের অভিমুখে ছুটে চললো সেটা।

পিয়াজ্জা দেল্লা সিত্তা অতিক্রম করে আন্ডারগ্রাউন্ড একটি গ্যারাজের প্রবেশ পথে মার্সিডিজটা ঢুকে পড়লো। গ্যারাজের উপরের ভবনটি ভ্যাটিকানের নিজস্ব সম্পত্তি। কিউরিয়াল কার্ডিনালদের অনেকেই এখানে বাস করে। পুরো রোমে এরকম আরো অনেকগুলো ভবন রয়েছে।

একটা ধূসর রঙের ফিয়াট ভ্যানের পাশে এসে গাড়িটা ব্রেক কষলো। ব্রিন্দিসি গাড়ি থেকে নামতেই ভ্যানের সামনের দরজা খুলে এক লোক মাটিতে

উপুড় হয়ে বসে পড়লো সসম্মানে। ব্রিন্দিসির মতো এই লোকও কাসোক আর আলখেল্লা পরে আছে। তবে সেক্রেটারি অব স্টেট ব্রিন্দিসির মতো এ জিনিস পরার অধিকার তার নেই। সে কোনো কার্ডিনাল নয়। সত্যি বলতে কি, লোকটা সামান্য পাদ্রীও নয়। কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি লোকটার নাম পর্যন্ত জানে না, কেবল জানে এই লোক ভিজিলাঞ্জায় যোগ দেবার আগে কিছু দিন অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছে।

ব্রিন্দিসি সেই কার্ডিনালের সামনে একটু থমকে দাঁড়ালো। সব সময় যেমনটি হয়, শিড়দাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো তার মধ্যে। যেনো আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চেহারা, দৈহিক গড়ন, চোখের গোল চশমা, সোনার পেক্টোরাল ক্রুশ—লোকটা এমন কি ব্রিন্দিসির অহমিকাপূর্ণ ভঙ্গীটি পর্যন্ত নকল করতে পেরেছে। লোকটার মুখে কৃত্রিম হাসি দেখা গেলো এক ঝলক, এটাও ব্রিন্দিসির নিজস্ব একটি ভঙ্গী। এরপরই লোকটা বললো, "গুড ইভনিং, এমিনেন্স।"

"গুড ইভনিং, এমিনেন্স," কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি বুঝতে পারলো সেও একই কথা বলে ফেলেছে।

নকল লোকটি দ্রুত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ব্রিন্দিসির স্টাফ গাড়ির পেছনে উঠে বসতেই তাকে নিয়ে ছুটে চললো গাড়িটা। ভ্যানের পেছনে বসে আছে ব্রিন্দিসির প্রাইভেট সেক্রেটারি ফাদার মাসকোনি। "প্লিজ, জলদি করুন, এমিনেন্স। এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা নিরাপদ নয়।"

কার্ডিনালকে ভ্যানের পেছনে উঠতে সাহায্য করলো সেক্রেটারি। দরজা বন্ধ ক'রে তাকে একটা নক্সাখচিত টুলে বসতে দেয়া হলো। বেশি দেরি না করে ভ্যানটা নেমে পড়লো রাস্তায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমের তাইবার নদীর কাছে পৌছে গেলো সেটা।

প্রাইভেট সেক্রেটারি একটা ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে কতোগুলো কাপড়চোপড় বের ক'রে নিলো এক জোড়া ধূসর রঙের প্যান্ট, টার্টলনেক সোয়েটার, বেশ দামি একটা ব্লেজার আর এক জোড়া চামড়ার জুতা। কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি নিজের আলখেল্লা খুলতে শুরু করলে কিছুক্ষণ পর শুধুমাত্র আন্ডার ওয়্যার আর উরুতে কাটাতারের একটা সিলিস বেল্ট ছাড়া একেবারেই নগ্ন হয়ে গেলো।

"সম্ভবত আপনার সিলিস বেল্টটাও খুলতে হবে," সেক্রেটারি বললো। "প্যান্টের উপর দিয়ে সেটা দেখা যেতে পারে।"

কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি মাথা ঝাঁকালো। "ফাদার মাসকোনি, আজ রাতে আমি এই সিলিস বেল্টটা পরে থাকবো, সেটা প্যান্টের উপর দিয়ে দেখা যাক আর না যাক।"

"ঠিক আছে, এমিনেন্স।"

মাসকোনির সাহায্যে খুব দ্রুতই পোশাক পাল্টে ফেলতে পারলো ব্রিন্দিসি। সব শেষে চোখের চশমাটা খুলে একটা সানগ্লাস পরে নিলো সে। পুরো কাজ শেষ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না চার্চের কোনো যুবরাজ, বরং ফূর্তিবাজ কোনো রোমান পুরুষ বলেই মনে হচ্ছে এখন, যে কিনা অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়। পাঁচ মিনিট পর তাইবারের ওপাড়ে একটা ফাঁকা স্কয়ারে এসে থামলো তাদের ভ্যানটা। ফাদার মাসকোনি দরজা খুলে দিলে কার্ডিনাল সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসি ভ্যান থেকে নেমে মাটিতে পা রাখলো।

অনেক দিক থেকেই রোম হলো সঙ্গলাভের শহর। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভায়া ভেনিতোর পথে তাকে দেখে লোকজন চিনতে পারে কিন্তু আজ রাতে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। লোকজনের ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে সে, যেনো আর দশজন রোমান পুরুষের মতোই ভালো খাবার আর রমণীর সঙ্গলাভের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভায়া ভেনিতোর সেই জমকালো দিন আর নেই। এখন অনেকটাই ম্রিয়মান। চৎকার একটি বুলেভার্ড, যার দু'পাশে রয়েছে সারি সারি বৃক্ষ, অভিজাত বিপনী বিতান, দাকানপাট আর দামি দামি সব রেস্তোরা। তবে চলচ্চিত্র তারকা আর বুদ্ধিজীবির দল বহু আগেই নিজেদের ফূর্তি করার জায়গা বদলে অন্য কোথাও সরে গেছে। এখন এখানকার বেশিরভাগ লোকজনই হচ্ছে পর্যটক, ব্যবসায়ী এবং অস্থির টিনএজার।

ভায়া ভেন্তোসের দলসি ভিতা'র প্রতি কখনই সুতীব্র আকাঙ্খা বোধ করে নি ব্রিন্দিসি। এমন কি ষাট দশকে যখন সে একজন তরুণ কিউরিয়াল আমলা হিসেবে কাজ করতো তখন এটার প্রতি আরো কম আর্কষণ বোধ করেছে। আশেপাশের খোলা ক্যাফের টেবিল থেকে যেসব কথাবার্তা ভেসে আসছে তার কানে সেগুলো মোটেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। সে জানে কিছু কার্ডিনাল, এবং এমনকি কতিপয় পোপও, *মুফতি* পরে নিজেকে ঢেকে রোমের এই অংশে ঘুরে বেড়ান অন্যেরা কিভাবে জীবনযাপন করে সেটা দেখার জন্যে। কিন্তু অন্যদের জীবনযাপন দেখার কোনো ইচ্ছে ব্রিন্দিসির নেই। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে এই সব লোকজন চরম অনৈতিক জীবনযাপন করে। টেলিভিশন আর চলচ্চিত্র দেখা বাদ দিয়ে তারা যদি চার্চের উপদেশবাণী মনোযোগ দিয়ে শোনে তো অনেক মঙ্গল হবে তাদের।

একটা ক্যাফে টেবিল থেকে সংক্ষিপ্ত পোশাকের মধ্যবয়সী এক আকর্ষণীয়

মহিলা তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালে ব্রিন্দিসিও পাল্টা হেসে জবাব দিলো। একটু সামনে এগোতেই কার্ডিনাল খৃস্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, নিজের উরুতে সিলিস বেল্টটায় জোরে চাপ দিয়ে বাড়িয়ে দিলো ব্যথার তীব্রতা। পাদ্রীদের অনেক কনফেশনে শুনেছে সেক্সের ঘটনায় কিভাবে তারা জড়িয়ে পড়ে। কিছু পাদ্রী রক্ষিতা পর্যন্ত রাখে। তারচেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো কতিপয় পাদ্রী আর যাজক নিজেদের মধ্যে এমন সব জঘন্য কাজ করে যে সেটা ভাবতেও তার গা শির শির করে ওঠে। তবে ব্রিন্দিসি এরকম কোনো প্রলোভনে কখনই পড়ে নি। যে মুহূর্তে সেমিনারিতে প্রবেশ করেছে ঠিক তখন থেকেই নিজের সমস্ত মনপ্রাণ উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে জিশু আর ভার্জিন মেরির জন্যে। যেসব পাদ্রী-যাজক নিজেদের প্রতীজ্ঞা পালন করতে পারে না তাদেরকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে বিশ্বাস করে যে পাদ্রী নিজের কৌমার্য ধরে রাখতে পারে না তার উচিত সম্মানের এই পোশাকটি খুলে রাখা। তবে সে একজন বাস্তববাদীও বটে। ভালো করেই জানে এরকম কোনো নীতি প্রণয়ন করা হলে ক্লার্জিদের র‍্যাঙ্ক ধ্বংস ক'রে ফেলা হবে।

ভায়া ভেনিতো এবং কোরসো দিতালিয়া'র চত্বরে এসে হাতঘড়িতে তাকালো কার্ডিনাল। একেবারে ঠিক সময়েই এসে পৌছেছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা গাড়ি মোড়ে এসে থামলো। সামনে দরজাটা খুলে যেতেই বেরিয়ে এলো কার্লো কাসাগ্রান্দি।

"আপনার আঙটিতে চুমু না খেলে মনে কিছু করবেন না," কাসাগ্রান্দি বললো, "তবে আমার মনে হয় না বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার আঙটিতে চুমু খাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আজকের সন্ধ্যার আবহাওয়া খুবই ভালো। আমরা কি হেটেই ভিল্লা বরজেসে যেতে পারি?"

কাসাগ্রান্দি কার্ডিনালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো প্রশস্ত বুলেভার্ডের দিকে। পাথর বিছানো ফুটপাত ধরে হাটছে তারা। রবিবার দিন এই পার্কে এলে দেখা যাবে হাজার হাজার বাচ্চা-কাচ্চা আর লোকজন রেডিওতে ফুটবল খেলা শুনছে আর চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কিন্তু আজ এই সময়টাতে এখানে তেমন একটা লোকজন নেই। কার্ডিনাল এমনভাবে হাটছে যেনো যাজকের আলখেল্লাটি এখনও পরে আছে—দু'হাত পেছনে, মাথা নীচু হয়ে আছে মাটির দিকে—যেনো ধনী কোনো লোক টাকা হারিয়ে সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তবে সে আশা করছে না টাকাটা পাওয়া যাবে। কাসাগ্রান্দি যখন কানে কানে বললো পিটার মেলোন মারা গেছে ব্রিন্দিসি বিড়বিড় ক'রে ছোট্ট একটা প্রার্থনা সেরে নিলো, তবে কপালে বুকে হাত ছুঁয়ে ক্রুশ আঁকলো না।

"তোমার এই গুপ্তঘাতক তো দেখছি বেশ কাজের লোক," বললো সে।

"দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এরকম কাজে তার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

"তার সম্পর্কে আমাকে বলো।"

"এরকম বিষয় থেকে আপনাকে রক্ষা করাটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে, এমিনেন্স।"

"আমি তুচ্ছ কোনো কৌতুহল থেকে জিজ্ঞেস করছি না, কার্লো। আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো এই কাজটা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে করা হয়েছে কিনা সেটা জানা।"

গাল্লারিয়া বরজেসের সামনে এসে পড়লো তারা। জাদুঘরের সামনের একটা বেঞ্চে বসে কাসাগ্রান্দি কার্ডিনালকেও বসার জন্যে ইশারা করলো। এরপর পাঁচ মিনিট ধরে অনেকটা অনিচ্ছায় লেপার্ড নামের গুপ্তঘাতক সর্ম্পকে যতোটুকু জানে বলে গেলো কাসাগ্রান্দি। শুরু করলো প্যালেস্টাইনি উগ্র ডানপন্থী দলগুলোর সাথে তার সম্পৃক্ততার ঘটনা দিয়ে শেষ করলো বর্তমানে কিভাবে একজন উঁচু পারিশ্রমিকের ভাড়াটে খুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা' বলে। খুনি আর ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতার কথা শুনে কার্ডিনাল যে খুব উপভোগ করছে সেটা বুঝতে পারলো কাসাগ্রান্দি।

"তার আসল নাম কি?"

"পরিস্কার নয়, এমিনেন্স।"

"তার জাতীয়তা?"

"ইউরোপিয়ান সিকিউরিটির ধারণা সে একজন সুইস নাগরিক। অবশ্য এটা নিতান্তই ধারণা।"

"তুমি এই লোকটার সাথে সামনাসামনি দেখা করেছো?"

"আমরা এক রুমে বসেই কথা বলেছি, এমিনেন্স। তারপরও আমি আপনাকে বলবো না যে লোকটার সাথে আমি আসলেই দেখা করেছি। তার সাথে অন্য কেউ সত্যিকারভাবে দেখা করেছে কিনা তাতেও আমার সন্দেহ রয়েছে।"

"সে কি খুবই বুদ্ধিমান?"

"খুব।"

শিক্ষিত?"

"প্রমাণ আছে বামপন্থী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার আগে সে ফ্রবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আরো প্রমাণ আছে, তরুণ বয়সে সে জুরিখের *নভিশিয়েটে*ও হাজির থাকতো।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো এই দানবটি যাজক হবার জন্যে পড়াশোনা করেছিলো?" কার্ডিনাল বিন্দিসি আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে বললো।

"আমার মনে হয় না সে এখনও নিজেকে একজন ক্যাথলিক হিসেবে মনে করে, করে কি?"

"লেপার্ড? নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করে কিনা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারবো না।"

"যে লোক এক সময় কমিউনিস্টদের হয়ে খুনখারাবি করেছে সে এখন কার্লো কাসাগ্রান্দির হয়ে কাজ করছে, যেকিনা পোলিশ পোপকে ঐ শয়তানি সাম্রাজ্য ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করেছে।"

"রাজনীতি সম্পর্কে যেমন বলা হয় আর কি, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। অদ্ভুত সব লোকের সঙ্গে আপনার সখ্যতা হবে। চিরস্থায়ী শত্রু বলে সেখানে কিছু নেই।" কাসাগ্রান্দি উঠে দাঁড়ালো। "আসুন, এবার একটু হাটি।"

পাথরের পাইপ বসানো একটা পথ দিয়ে হাটছে তারা। সিকিউরিটির লোকটির চেয়ে কার্ডিনাল অল্প একটু লম্বা। আলখেল্লাবিহীন অবস্থায় মার্কো ব্রিন্দিসিকে দেখে একজন কূটিল লোক বলেই মনে হচ্ছে। এমন একজন লোক যার প্রতি আস্থা রাখার চেয়ে লোকে ভয়ই পায় বেশি।

পিয়াজ্জা দি সিয়েনা দেখা যায় এরকম একটি জায়গার বেঞ্চে বসলো তারা দু'জন। ঠিক এই জায়গাটিতেই বসে বসে কাসাগ্রান্দি আর তার স্ত্রী ঘোড়ার প্যারেড দেখতো ওভাল ট্র্যাকে। স্ত্রীর হাতে থাকা স্ট্রবেরির গন্ধটা পর্যন্ত টের পাচ্ছে সে। বসন্ত কালে ভিল্লা বরজেসে বসে বসে স্ট্রবেরি আর *স্পুমান্তি* খেতে খুব পছন্দ করতো অ্যাঞ্জেলিনা।

ব্রিন্দিসি আচমকা এহুদ ল্যান্ডাও নামের লোকটির কথা তুলে কাসাগ্রান্দির স্মৃতিরোমন্থনে বাধা সৃষ্টি করলো। ব্রেনজোনির কনভেন্টে ল্যান্ডাও কেন গিয়েছিলো সেটা জানালো ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি প্রধান।

"হায় ঈশ্বর," ফিসফিস ক'রে কার্ডিনাল বললো। "মাদার ভিসেনজা তাকে কিভাবে সামলালেন?"

"সব শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালোমতোই সামলাতে পেরেছেন। আমাদের শিখিয়ে দেয়া গল্পটাই তাকে বলেছেন মাদার। কিন্তু পর দিন সকালে আবার ল্যান্ডাও এসে হাজির হয় কনভেন্টে। জানতে চায় সিস্টার রেজিনা কোথায়।"

"সিস্টার রেজিনা! এটা তো ভয়ঙ্কর কথা। তার কথা সে জানলো কি করে?"

মাথা দোলালো কাসাগ্রান্দি। মাদার ভিসেনজা তাকে দ্বিতীয়বারের মতো ফোন করার পর থেকেই এই একই প্রশ্ন সে নিজেকেও করেছে বার বার। তার কথা সে জানলো কি করে? বেনজামিন স্টার্নের অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ ভালোমতো সার্চ করা হয়েছে। কনভেন্টের সাথে সম্পর্কিত সব কিছুই তো ধ্বংস ক'রে ফেলা

হয়েছে তখনই। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে কাসাগ্রান্দির হাত ফস্‌কে কিছু তথ্য ইসারায়েল থেকে আগত ল্যান্ডাও নামের শত্রুর কাছে চলে গেছে।

"এখন সে কোথায় আছে?" কার্ডিনাল জানতে চাইলো।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি সে সম্পর্কে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। ব্রেনজোনিতে তার পেছনে এক লোককে লাগিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু ভেরোনা থেকে আমার লোককে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়েছে সে। আমি নিশ্চিত সে একজন পেশাদার লোক। তারপর থেকে তার কোনো খোঁজ আমরা পাচ্ছি না। তাকে কোথাও দেখাও যায় নি।"

"তাকে কিভাবে মোকাবেলা করবে ব'লে ঠিক করেছো? কোনো পরিকল্পনা করেছো?"

কাসাগ্রান্দি রেসের ময়দান থেকে চোখ সরিয়ে কার্ডিনালের চোখের দিকে তাকালো। "সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে আপনার জেনে রাখা ভালো, সিকিউরিটি অফিস এই লোকটাকে হলি ফাদারের সম্ভাব্য একজন গুপ্তঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।"

"কথাটা মনে রাখলাম," কার্ডিনাল আস্তে ক'রে বললো। "সে যাতে সফল হতে না পারে সেজন্যে কি ব্যবস্থা নিয়েছো?"

"দৃশ্যপটে আকিলি বার্তোলেত্তিকে নিয়ে এসেছি। বরাবরের মতোই সে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। একটা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এই লোকটাকে খোঁজা শুরু হয়ে গেছে।"

"মনে হচ্ছে কোনো এক সময় হলি ফাদারকে এই গুপ্তঘাতকের খবরটা জানানোর দরকার হবে। সম্ভবত এই তথ্যটা ব্যবহার করে আগামীসপ্তাহে তার ঘেত্তোতে যাওয়ার অনুষ্ঠানটি বাতিল করা যাবে।"

"আমিও ঠিক এরকমই ভেবেছি," কাসাগ্রান্দি বললো। "আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?"

"আসলে আরেকটা আইটেম বাকি আছে।" *লা রিপাবলিকা* পত্রিকায় হলি ফাদারের শৈশবের কাহিনী নিয়ে যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে সে সম্পর্কে কাসাগ্রান্দিকে অবহিত করলো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি। "ভ্যাটিকানের প্রতারণা প্রকাশ করার সময় এটা নয়। দ্যাখো, ঐ রিপোর্টারকে দমিয়ে রাখতে পারো কিনা।"

"ব্যাপারটা আমি দেখছি," বললো কাসাগ্রান্দি। "হলি ফাদারকে আপনি কি বলেছেন?"

"আমি তাকে বলেছি তিনি যদি নিজের অসুখী শৈশব নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি মেমোরান্ডাম তৈরি করেন তো ভালো হয়।"

"তিনি কি বললেন?"

"তিনি রাজি হয়েছেন। তবে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করতে চাইছি না। আমি তোমার নিজস্ব তদন্ত কাজটি দেখতে চাইছি। *লা রিপাবলিকা*'য় প্রকাশিত হবার আগে আমরা সত্যটা জানতে চাই। এটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"এ ব্যাপারে এক্ষুণি একজন লোককে নিয়োজিত করছি আমি।"

"বেশ," বললো কার্ডিনাল। "আমার বিশ্বাস এখন আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

"আমার একজন লোক আপনাকে অনুসরণ করবে। ঠিক সময়েই ভ্যানটা হাজির হবে আপনার সামনে। আপনাকে ভ্যাটিকানে পৌছে দিয়ে আসবে তারা—যদি না আপনি ভায়া ভেনিতো'র মধ্যে দিয়ে হেটে যেতে চান। চাইলে এক গ্লাস *রাসকাতি* খেতে খেতে রোমের জীবনযাপন দেখতে পারি আমরা?"

কার্ডিনালের ঠোঁটে হাসি। "আসলে অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের জানালা থেকেই রোমের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করি আমি, কার্লো।"

কথাটা বলেই ঘুরে চলে গেলো সে। কিছুক্ষণ পরই জনারণ্যে মিশে গেলো কার্ডিনাল।

অধ্যায় ১৫

নরম্যান্ডি, ফ্রান্স

নিউহাভেন-টু-দিয়েপ ফেরিতে ক'রে সকাল সকালই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলো এরিক ল্যাঙ্গ। ফেরি টার্মিনালের পার্কিংলটে ভাড়া করা পিয়াজ্জিও গাড়িটা রেখে নাস্তা করার জন্যে হেটেই রওনা হলো কুয়ে হেনরি দ্য ফোর্থ-এ। দরবারের তীরে একটা ক্যাফে'তে বসে নাস্তা করে পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ বোলালো সে। বৃটিশ সাংবাদিক পিটার মেলোনের হত্যাকাণ্ডের কোনো খবর নেই। রেডিও'তে এ রকম কোনো খবর সে শোনে নি। সাংবাদিকের মৃতদেহ এখন পর্যন্ত কেউ আবিস্কার করে নি বলেই তার ধারণা। এটা লন্ডনের সময় ১০টার দিকে হতে পারে। তখন রিসার্চ সহকারীরা এসে পৌছাবে তার অ্যাপার্টমেন্টে। পুলিশের সন্দেহভাজনদের তালিকাটা বেশ দীর্ঘ হবে। এই কয়েক বছরে মেলোন অনেক শত্রুর জন্ম দিয়েছে। তাদের যে কোনো একজনই তাকে হত্যা করতে পারে।

ল্যাঙ্গ আরো *ব্রিওশি* এবং কফির অর্ডার দিলো। খুব বেশি তাড়া নেই তার। সারা রাত ধরে দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে এখন তার ঘুম ঘুম লাগছে। পুরো দিনটা ভুরিখে ফিরে যাবার জন্যে ভ্রমণ করতে হবে ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। ক্যাটরিনের কথা ভাবলো সে, নরম্যান ফরেস্টে তার গোপন ভিলার বিছানায় চমৎকার আনন্দ পাওয়া যেতে পারে।

টেবিলে কিছু ইউরো রেখে দিয়েপের পুরনো মাছের দোকানে গেলো সে। দোকান থেকে দোকানে জেলেদের সাথে খাঁটি ফরাসিতে বিভিন্ন প্রশ্ন ক'রে গেলো মাছ ধরা নিয়ে। ভালো দেখে দুটো মাছ কিনে দিয়েপের প্রধান শপিং এলাকা গ্রঁ রুই-এ চলে গেলো। কিছু রুটি আর পনির কিনে নিলো সেখান থেকে। শেষে একটা মদের দোকান থেকে কিনে নিলো আধডজন মদের বাতল আর নরমান্ডির বিখ্যাত আপেলের রস থেকে তৈরি ব্র্যান্ডি কালভাদোস।

পিয়াজ্জিও গাড়ির পেছনে জিনসগুলো রেখে রওনা হলো ল্যাঙ্গ। পাহাড়ের গা ঘেষে পথটা চলে গেছে। নীচের সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকা আর স্পিডবোট দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি। সেন পিয়েরের এক মাইল আগে একটা সরু পথে ঢুকে পড়লো সে। ভালমন্ত গ্রামের আগেই আবারো একটা সরু পথ ধরে এক কিলোমিটারের মতো এগিয়ে গেলো। পথের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের গেট দেখা যাচ্ছে। সেই গেটের পরেই দেখা যাচ্ছে একটা পাথরের ভিলা। বিশাল বিশাল

পাম আর বিচ গাছের আড়ালে সেটা ভালোমতো দেখা যায় না। ক্যাটরিনের লাল রঙের জিপ গাড়িটা বাড়ির সামনেই পার্ক করা। এখনও হয়তো সে ঘুমিয়ে আছে। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস ক্যাটরিনের। খুব কম সময়ই সে সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে।

গাড়ি থেকে নেমে গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ল্যাঙ্গ। সামনের দরজায় নক্ না করেই নবে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো সেটা লক্ করা। তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে : দরজায় নক করে ক্যাটরিনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা, নয়তো একটু মজা করা। দ্বিতীয়টিই করবে ব'লে ঠিক করলো সে।

ভিলার আকৃতি ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো। চারপাশে বাগান আর বৃক্ষশোভিত। গ্রীষ্মকালে রঙের মিছিল দেখা যায়। এখন শীতের এই শেষ কয়েকটা দিনে বিবর্ণ সবুজ চারপাশ জুড়ে। বাগানের পরই শুরু হয়েছে ঘন অরণ্যের। বাড়ির মাঝখানে আছে পাথর বিছানো একটা প্রাঙ্গণ। সাবধানে পা টিপে টিপে ল্যাঙ্গ পেছন দিককার ছয়টি ফ্রেঞ্চ দরজা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। পঞ্চম দরজাটা লক্ করা নেই। ক্যাটরিনের কোনো হুশ হবে না, ভাবলো সে। তাকে অনেকবারই এসব শিখিয়েছে কিন্তু প্রতিবারই সে সব কিছু ভুলে বসে থাকে।

ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেলো উপর তলায় ক্যাটরিনের শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে। পর্দা নামানো, ল্যাঙ্গ আধো-আলো অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে ক্যাটরিন শুয়ে আছে। বালিশে ছড়িয়ে আছে তার খোলা চুল। সাদা চাদরের ফাঁক দিয়ে তার নগ্ন কাঁধটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণের লোকদের মতো তার গায়ের রঙ অলিভ আর নরম্যান নারীদের মতোই সোনালী চুল। সেই সোনালী চুলে লালচে যে আভা দেখা যাচ্ছে সেটা তার ব্রেটন নানীর কাছ থেকে পাওয়া, ঠিক যেমনটি তার রগচটা মেজাজ পেয়েছে ঐ মহিলার কাছ থেকে।

আস্তে ক'রে সামনে এগিয়ে গিয়ে চাদরের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে থাকা তার পায়ের গোড়ালী ধরে টানতে উদ্যত হলো ল্যাঙ্গ, ঠিক তখনই, একেবারে আচমকা ক্যাটরিন ঝট ক'রে উঠে বসে গোল গোল চোখ ক'রে তাকালো। তার হাতে একটা ব্রাউনিং নাইন মিলিমিটারের পিস্তল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলি চালিয়ে বসলো সে, ঠিক যেমনটি ল্যাঙ্গ তাকে শিখিয়েছিলো। চার দিক বদ্ধ শোবার ঘরে সেই আওয়াজ দুটোকে মনে হলো কামানের গোলার শব্দ। মেঝেতে পড়ে গেলো ল্যাঙ্গ। গুলি দুটো তার মাথার উপর দিয়ে ক্যাটরিনের দুশ' বছরের পুরনো চমৎকার আয়নাতে গিয়ে আঘাত করলে সেটা ভেঙে গেলো।

"গুলি কোরো না, ক্যাটরিন," অসহায়ের মতো হাসতে হাসতে বললো ল্যাঙ্গ। "আরে আমি।"

"উঠে দাঁড়াও! আমাকে তোমার চেহারা দেখতে দাও!"

দু'হাত উপরে তুলে উঠে দাঁড়ালো ল্যাঙ্গ। বেডসাইড টেবিলের ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেগেমেগে ল্যাঙ্গের দিকে তাকালো ক্যাটরিন। তারপর হাতের অস্ত্রটা তার দিকে ছুড়ে মারলে সে সরে যেতেই মেঝের এককোণে গিয়ে পড়লো সেটা।

"বানচোত! ভাগ্য ভালো তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেয় নি।"

"শুধু আমি একা ভাগ্যবান নই।"

"ঐ আয়নাটা আমার ভীষণ প্রিয়।"

"ওটা বেশ পুরনো।"

"বানচোত, ওটা একটা অ্যান্টিক!"

"নতুন একটা কিনে দেবো তোমায়।"

"আমি নতুন আয়না চাই না। আমি ওটা চাই!"

"তাহলে জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে।"

"বুলেটের ছিদ্র দুটোর কি হবে?"

গাল চুলকে ভাবলো ল্যাঙ্গ। "এটাই একটা সমস্যা।"

"অবশ্যই এটা একটা সমস্যা। বানচোত!" বিছানার চাদরটা টেনে নিজের খোলা বুকটা ঢেকে নিলো সে যেনো এই প্রথম লক্ষ্য করেছে সে একেবারে নগ্ন আছে। মেজাজটাও একটু কমে এলো। "আচ্ছা, তুমি এখানে কি করতে এসেছো?"

"কাছেই এসেছিলাম।"

তার দিকে ভালো ক'রে তাকালো ক্যাটরিন। "আবার খুনখারাবি করেছো। তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে সেফটি লক্ করে বিছানায় উপর *সান* পত্রিকাটা রাখলো ল্যাঙ্গ। "কাছেই এসেছিলাম কাজটা করতে," বললো সে। "দু'এক দিন বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে।"

"তুমি কি ক'রে ভাবলে যখন খুশি এখানে চলে আসতে পারো? অন্য কোনো পুরুষের সাথে আমি থাকতে পারতাম।"

"তা পারতে, তবে দেখতেই পাচ্ছি আজ আমার ভাগ্য ভালো। বুঝলে, আমি ভালো করেই জানি ব্যতিক্রম বাদে বেশিরভাগ পুরুষই তোমার কাছে চরম বিরক্তিকর লাগে—বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা তোমার ঐ বিশাল বিছানা যা-ই বেলো না কেন। আমি আরো জানি, যে লোককেই তুমি এখানে নিয়ে আসো না কেন সে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। তাই ভাবলাম একটু জুয়া খেলে দেখি। একা থাকার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি।"

ক্যাটরিন না হাসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। "আমি কেন তোমাকে এখানে থাকতে দেবো?"

"কারণ আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াবো।"

"তো সেক্ষেত্রে আমার মুখের স্বাদ একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। বিছানায় আসো। আমার এখনও ঘুম থেকে ওঠার সময় হয় নি।"

ক্যাটরিন বুসার্দ সম্ভবত ফ্রান্সের সবচাইতে বিপজ্জনক নারী। সরবোর্ন থেকে দর্শন আর সাহিত্যের উপর পড়াশোনা শেষ করে ফ্রান্সের উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক দল অ্যাকশন দিরেক্টে যোগ দেয় সে। দলটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ওঠানামা করলেও এর কৌশলে কোনো পরিবর্তন আসে নি। পুরো আশির দশক জুড়ে এই দলটি ফ্রান্সের সবর্ত্র গুপ্তহত্যা, অপহরণ, বোমা বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। এরিক ল্যাঙ্গের উপদেশ আর নির্দেশনা শুনে ক্যাটরিন এখন তার দলের সবচাইতে সফল খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুটো ঘটনায় ল্যাঙ্গ তার সাথে একত্রে কাজ করেছে ১৯৮৫ সালে ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র এক কর্মকর্তা এবং ১৯৮৬ সালে এক ফরাসি অটো এক্সিকিউটিভকে হত্যা। দুটো খুনই ক্যাটরিন নিজের হাতে করেছে।

ল্যাঙ্গ সাধারণত একাই কাজ করে তবে ক্যাটরিনের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়েছিলো। ক্যাটরিন খুবই দক্ষ একজন অপারেটিভ, ফিল্ডে নেমে গেলে প্রচণ্ড নির্মম আর সুশৃঙ্খল আচরণ করে। সে আর ল্যাঙ্গ একই রকম অসুখে ভোগে—খুন করার পরই তাদের দু'জনের দৈহিক কামনা বেড়ে যায়। সেক্স করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। নিজেদের শরীরটাকে তারা সেই অসুখ প্রশমন করার কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করে। তারা কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা নয়—এসবে তাদের কোনো বিশ্বাসও নেই। তারা হলো দু'জন দক্ষ কর্মী, নিজেদের কাজ নিখুঁতভাবে করাই যাদের ঝোঁক বেশি।

ক্যাটরিন এমন একটা শরীর পেয়েছে যে যতো খুশি ততো ব্যবহার করে তৃপ্তি পেতে পারে সে। সব সময়ের মতোই ল্যাঙ্গের স্পর্শ পেতেই সে শুরু করে দিলো তার নিজস্ব কৌশল। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো তাকে। পরক্ষণেই আবার কাছে টেনে এনে আদর করতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর আবার একই কাজ। তার প্রেম অনেকটা নির্যাতন করার মতো একটা বিষয়। ল্যাঙ্গ তাকে যতোবারই জাপটে ধরে আদর করতে শুরু করলো ততোবারই সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো তাকে। এভাবে চললো অনেকক্ষণ। অবশেষে ল্যাঙ্গ যখন আর সহ্য করতে পারলো না তখন সেও নিজের ভূমিকায় নেমে পড়লো। পেছন থেকে সজোরে জাপটে ধরলো ক্যাটরিনকে। দু'হাতে আর পুরো শরীরটা দিয়ে ঠেসে ধরলো।

পাগলের মতো অশান্ত ক্যাটরিনের ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো সে। অবশেষে পেছন থেকেই প্রবেশ করলো। ঠিক এভাবেই চেয়েছিলো ক্যাটরিন। ল্যাঙ্গ ক্লাইমেক্সে পৌছাতেই ছাদের দিকে মুখ তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে শুরু করলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো ক্যাটরিন, পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে দেখলো তার মুখটা। আবারো তাকে হারিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

মোচন হয়ে গেলে সে ল্যাঙ্গের বকে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। তার অবিন্যস্ত চুল ল্যাঙ্গের বুক থেকে পেট অবধি ছড়িয়ে আছে। ফ্রেঞ্চ দরজাগুলো দিয়ে ল্যাঙ্গ বাইরে তাকালো। ইংলিশ চ্যানেল থেকে একটা ঝড় ধেয়ে আসছে। বাতাসের বেগে পাক খেয়ে বেঁকে যাচ্ছে গাছের ডালপালা। ক্যাটরিনের চুলে হাত বোলালো কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। তারা এক সাথেই খুন খারাবি করে, তাই কোনো রকম জড়তা আর ভয় ছাড়াই সেক্স করতে পারে। ক্যাটরিনকে সে ভালোবাসে না তবে তার খুব ভক্ত সে। বেশ পছন্দ করে মেয়েটাকে। সত্যি বলতে কি এই মেয়েটাই একমাত্র মেয়ে যাকে সে পরোয়া করে।

"আমি এই জিনিসটার অভাব বোধ করছিলাম," ফিসফিস ক'রে বললো ক্যাটরিন।

"কোন্ জিনিসটার?"

"লড়াইটার কথা বলছি।" ঘুরে তার দিকে ফিরলো সে। "এখন আমি এখানে এই ভাল-নোয়ে বসে আছি, এমন এক বাবার ট্রাস্ট ফান্ডের টাকায় চলছি যাকে আমি মনেপ্রানে ঘৃণা করতাম। বসে বসে বুড়ি হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আমি তো বুড়ি হতে চাই না। আমি চাই এভাবে লড়াই করতে।"

"আমরা দু'জন বোকাসোকা বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছিলাম। এখন আমাদের বুদ্ধি গজাচ্ছে।"

"আর ঠিকমতো পারিশ্রমিক পেলে যে কাউকেই খুন করতে পারো তুমি।"

ল্যাঙ্গ তার ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিলো। "আমার বাবা আমার জন্যে কোনো ট্রাস্ট ফান্ড রেখে যান নি, ক্যাটরিন।"

"শুধু এজন্যেই কি তুমি পেশাদার খুনি হয়েছো?"

"আমার একটা দক্ষতা আছে—আর সেই দক্ষতার একটা চাহিদাও আছে বাজারে।"

"কথা শুনে মনে হচ্চে একেবারে খাঁটি ক্যাপিটালিস্ট।"

"আরে তুমি কি খবরটা শোনো নি? ক্যাপিটালিস্টরাই তো জিতে গেছে। শুভ আর কল্যাণের শক্তি লোভ আর লাভের শক্তির কাছে পদপিষ্ট হয়েছে। এখন তুমি যখন খুশি তখনই ম্যাকডোনাল্ডে খেতে পারো, ইউরো ডিজনি ল্যান্ডে যেতে পারো। তুমি এই শান্ত আর নিরিবিলি চমৎকার একটি ভিলায় বসবাস করার

সুযোগ পেয়েছো। বসে বসে এখন মহান পরাজয়ের স্বাদ উপভোগ করো।"

"তুমি আসলেই একটা ভণ্ড," বললো মেয়েটা।

"আমি অবশ্য নিজেকে একজন বাস্তববাদী হিসেবেই ভাবতে পছন্দ করি।"

"কার হয়ে খুন করলে?"

যাদেরকে আমরা ঘৃণা করি, ভাবলো ল্যাঙ্গ। তারপর বললো "নিয়মটার কথা তুমি জানো, ক্যাটরিন। চোখ বন্ধ করো।"

ক্যাটরিন ঘুমিয়ে পড়লে ল্যাঙ্গ বিছানা থেকে আস্তে ক'রে নেমে নিঃশব্দে পোশাক পরে নিলো। তারপর বাইরে গিয়ে পিয়াজ্জিও'র ট্রাঙ্ক খুলে পিটার মেলোনের ল্যাপটপটা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ফিরে এলো ভিলায়। ক্যাটরিনের ড্রইং রুমের একটা সোফায় বসে ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরিয়ে দিলো সে। ল্যাপটপটা চালু করলো ল্যাঙ্গ। কার্লো কাসাগ্রান্দির সাথে তার যে চুক্তি তাতে মেলোনের এই কম্পিউটারটিসহ বাকি জিনিসপত্র জুরিখের একটি সেলফ-ডিপোজিট বক্সে রেখে আসার কথা। কম্পিউটারটি একটু দেখে নিলে কেউ তো আর কিছু বুঝতে পারবে না। তাই ওটা দেখার লোভ সামলাতে পারলো না সে।

মেলোনের ডকুমেন্ট ফোল্ডার খুলে শেষ এন্ট্রিগুলোর সময় আর তারিখ দেখে নিলো। জীবনের শেষ সময়টাতে রিপোর্টার দু'দুটো নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করেছে এক ইসরায়েলি গুপ্তঘাতকের উপর একটি আর অন্যটির শিরোনাম দেয়া আছে 'বেনজামিন স্টার্নের হত্যাকাণ্ড।' বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দরজা-জানালার কাঁচে বুলেটের মতো আঘাত হানছে বৃষ্টি।

প্রথম ফাইলটা ওপেন করলো সে। অসাধারণ একটা ডকুমেন্ট। ল্যাঙ্গ মেলোনের ফ্ল্যাটে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিক সাহেব একজন ইসরায়েলি গুপ্তঘাতকের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলো। বেশ মনোযোগ দিয়েই লেখাটা পড়লো ল্যাঙ্গ। লোকটার অসাধারণ আর ঈর্ষা করার মতো ক্যারিয়ার রয়েছে। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর, কিছু লিবিয়ান আর ইরাকি পারমাণবিক বিজ্ঞানী। আবু জিহাদ...

বাইরে তাকিয়ে ঝড়ের তীব্রতা দেখলো ল্যাঙ্গ। আবু জিহাদ? সত্যি কি ল্যাঙ্গের প্রবেশ করার কিছুক্ষণ আগে আবু জিহাদের খুনি মেলোনের অ্যাপার্টমেন্টে ছিলো? এটা যদি সত্যি হয় তো লোকটা ওখানে কী করতে গিয়েছিলো? খুব বেশি কাকতালীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করার মতো লোক ল্যাঙ্গ নয়। ধারণা করলো জবাবটা বোধহয় দ্বিতীয় ডকুমেন্টেই আছে। ঐ ফাইলটা ওপেন করে পড়তে শুরু করলো সে।

পাঁচ মিনিট পর ল্যাঙ্গ কম্পিউটারের পর্দা থেকে মুখ তুলে তাকালো। তার আশংকার চেয়েও এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যে ইসরায়েলি এজেন্ট তিউনিসে অবস্থিত আবু জিহাদের ভিলায় চুপচাপ প্রবেশ ক'রে তাকে খুন করেছে

সে কিনা এখন প্রফেসর বেনজামিন স্টার্নের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে। এই ইহুদি প্রফেসরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স কেন এতো আগ্রহী সে কথাই ভাবতে লাগলো ল্যাঙ্গ। মনে হয় জবাবটা খুব সহজ প্রফেসর নিশ্চয় তাদের কোনো এজেন্ট ছিলেন।

কার্লো কাসাগ্রান্দির উপর রেগে গেলো। সে যদি তাকে বলতো প্রফেসর সাহেব ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের সাথে জড়িত আছে তবে তাকে হত্যা করার কাজটা সে নিতোই না। ল্যাঙ্গ ইসরায়েলিদের খুব ভয় পায়। পশ্চিম-ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানদের তুলনায় এরা এসব খেলা একেবারে ভিন্নভাবে খেলে থাকে। চারপাশে চরমশত্রুদের মাঝখানে বাস করে তারা, আর দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের সময়কার ইহুদি নিধন তাদেরকে অনেক বেশি নির্মম আর ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেছে। শত্রুদের কাছে তারা রীতিমতো নরকতুল্য। আবু জিহাদের পক্ষে একটা অপহরণ করার ঘটনায় এর আগেও তারা ল্যাঙ্গের পেছনে লেগেছিলো। সেখান থেকে একেবারে ড্রাকোনিয়ান স্টাইল অনুসরণ ক'রে বেঁচে এসেছিলো সে—নিজের সব সঙ্গীকে হত্যা করে।

কার্লো কাসাগ্রন্দি ইসরায়েলিদের জড়িত হবার বিষয়টা জানে কিনা ভাবতে লাগলো ল্যাঙ্গ—যদি তাই হয়ে থাকে তবে সে কেন ল্যাঙ্গকে ঐ ব্যাপারটা সামলানোর কাজ দিলো না। সম্ভবত কাসাগ্রান্দি জানে না কিভাবে ইসরায়েলিটাকে খুঁজে বের করতে হবে। পিটার মেলোনের ডকুমেন্টগুলোকে ধন্যবাদ, এখন ল্যাঙ্গ জানে তাকে কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে। আর এ কাজের জন্যে কাসাগ্রান্দির কাছ থেকে কোনো অর্ডারের অপেক্ষারও দরকার নেই। তার একটা সুবিধা আছে। সুযোগের একটা ছোট্ট জানালা আছে তার কাছে, তবে খুব সাবধানে আর দ্রুত এগোতে হবে নইলে সেই জানালাটিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ল্যাপটপের হার্ডড্রাইভ থেকে ফাইল দুটো ইরেজ করার আগে ডিস্কে কপি ক'রে নিলো। ক্যাটরিন গায়ে একটা নাইটি চাপিয়ে তার সামনের একটা সোফায় এসে বসতেই কম্পিউটার বন্ধ ক'রে দিলো ল্যাঙ্গ।

"বলেছিলে আমার জন্যে রান্না করে দেবে," বললো ক্যাটরিন। "আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"আমাকে এক্ষুণি প্যারিসে যেতে হবে।"

"এক্ষুণিই?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাঙ্গ।

"সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?"

মাথা ঝাঁকালো সে।

"প্যারিসে এতো জরুরি কি কাজ আছে?"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ল্যাঙ্গ। "একটা লোককে আমার খুঁজে বের করতে হবে।"

রশিদ হুসেইনিকে দেখলে কোনো পেশাদার সন্ত্রাসী ব'লে মনে হয় না। গোলগাল নাদুসনুদুস মুখ আর বাদামি রঙের ক্লান্ত দুটো চোখ। টুইড জ্যাকেট আর টার্টলনেক সোয়েটার পরার কারণে তাকে দেখে মনে হবে পিএইচডি'রত কোনো হবু ডক্টর যে কিনা যথা সময়ে থিসিস লিখে শেষ করতে পরে নি। কথাটা অবশ্য খুব বেশি মিথ্যেও নয়। হুসেইনি স্টুডেন্ট ভিসায় ফ্রান্সে বসবাস করছে। যদিও সরবোর্নে তার কোর্সে খুব কমই তাকে হাজির থাকতে দেখা যায়। প্যারিসের উত্তরে এক মফশ্বল শহরের ল্যাংগুয়েজ সেন্টারে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করে সে। মাঝে মধ্যে অনুবাদের কাজ আর বামপন্থী কিছু পত্রিকায় টুকটাক লেখালেখিও করে। হুসেইনির টাকাপয়সার সত্যিকারের উৎসের কথা এরিক ল্যাঙ্গ জানে। সে এমন একটা প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করে যাদের নাম খুব বেশি মানুষ জানে না। রশিদ হুসেইনি—পিএইচডি'র ছাত্র, অনুবাদক, সাংবাদিক—পিএলও'র ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের ইউরোপিয়ান চিফ। এরিক ল্যাঙ্গের প্যারিস আসার কারণ এই হুসেইনি।

রুই দ্য তুরনোয়াঁ'য় অবস্থিত প্যালেস্টাইনির অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলো ল্যাঙ্গ। এক ঘণ্টা পর তারা দু'জন দেখা করলো লুক্সেমবার্গ কোয়ার্টারের নিরিবিলি একটি জায়গায়। সেকুলার প্যালেস্টাইনি জাতীয়তায় বিশ্বাসী হুসেইনি রেড ওয়াইন খেয়েছে। এলকোহলের প্রভাবে সে প্রগলভ হয়ে প্যালেস্টাইনি জনগনের দুর্দশার উপর একটা লেকচারই দিয়ে দিলো। ঠিক বিশ বছর আগে আবু জিহাদ আর হুসেইনি মিলে ল্যাঙ্গকে যখন তাদের পক্ষে কাজ করাতে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলো তখনও এভাবেই লেকচার দিয়েছিলো। তাদের নিজেদের আবাসভূমি কেড়ে নিয়ে কিভাবে বহিরাগত ইহুদিরা সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছে, তাদের উপর দমন চালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। এই অপমান আর অন্যায়ের কোনো শেষ নেই। "ইহুদিরা হলো এই বিশ্বের নব্য-নাৎসি," হুসেইনি তার মতামত দিলো। "ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আর গাজায় তারা গেস্টাপো বাহিনী আর এসএস-এর মতো কর্মকাণ্ড চালায়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী? সে তো এমন একজন যুদ্ধাপরাধী যাকে নুরেমবার্গে নিয়ে গিয়ে বিচার করা উচিত।"

ল্যাঙ্গ সময় নিচ্ছে। নিজের কফিতে চুমুক দেয়ার পাশাপাশি ঠিক সময়ে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে সে। হুসেইনির জন্যে দুঃখবোধ করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। যুদ্ধ তাদের জন্যে শেষ হয়ে গেছে। এক সময় এই যুদ্ধটা

পরিচালিত হোতো হুসেইনির মতো বুদ্ধিবৃত্তিক লোকদের দ্বারা যারা কিনা ফরাসি ভাষায় আলবেয়ার কামুর বই পড়তো, সেন্ট তোপেজের সমুদ্র সৈকতে দুষ্টু জার্মানি মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতো।

এখন পুরনো যোদ্ধারা যখন ইউরোপ-আমেরিকার সাহায্যে নাদুসনুদুস হয়ে অলস জীবনযাপন করছে তখন তাদেরই সন্তানেরা নিজেদের মূল্যবান জীবন উড়িয়ে দিচ্ছে শরীরে বোমা বেঁধে। ইসারায়েলের পথেঘাটে এভাবেই প্যালেস্টাইনি যুবকেরা অমূল্য জীবন শেষ করছে অকাতরে।

অবশেষে হুসেইনি দু'হাত তুলে ক্ষান্ত দেবার ভঙ্গী করলো, যেনো কোনো বৃদ্ধলোক বুঝতে পেরেছে তার কথাবার্তা বিরক্তিকর ঠেকছে। "আমাকে ক্ষমা করে দাও, এরিক। কী করবো বলো, না বলেও থাকতে পারি না। জানি তুমি আমার দেশের জনগনের দুঃখদুর্দশার কথা শোনার জন্যে আমার কাছে আসো নি। এবার বলো কেন এসেছো? তুমি কি কাজ খুঁজতে এসেছো আমার কাছে?"

ল্যাঙ্গ একটু সামনে ঝুঁকে এলো। "ভাবছি, আমাদের যে বন্ধুকে তিউনিসে হত্যা করা হয়েছিলো সেই খুনিকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিনা।"

হুসেইনির ক্লান্ত দু'চোখ যেনো সজীব হয়ে উঠলো। "আবু জিহাদ? আমিও তো সেই রাতে ওখানে ছিলাম। ঐ ইসরায়েলি দানব তার জঘন্য কাজ শেষ করার পর আমিই তো প্রথম স্টাডিরুমে ঢুকেছিলাম। আবু জিহাদের স্ত্রী আর সন্তানদের চিৎকারের শব্দ এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। আরে সুযোগ পেলে আমি নিজেই ঐ বানচোতটাকে খুন করতাম।"

"তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?"

"তার নাম আলোন—গ্যাব্রিয়েল আলোন—তবে আরো আধ ডজন ভুয়া নাম ব্যবহার করে সে। একজন আর্ট রেস্টোরার। ইউরোপে নিজের খুনখারাবির ব্যাপারটা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে এই কাজটা করে। বারো বছর আগে তারিক-আল-হুরানি নামের আমার এক পুরনো কমরেড ভিয়েনায় আলোনের গাড়িতে বোমা রেখে দিলে তার সন্তানেরা সেই বোমার আঘাতে মরে যায়। তার বউয়ের কি হয়েছিলো সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ক'রে কিছু জানতে পারি নি। কয়েক বছর আগে ম্যানহাটন শহরে তারিককে খুন ক'রে আলোন প্রতিশোধ নিয়েছে সেই হত্যাকাণ্ডের।"

"আমার সেটা মনে আছে," বললো ল্যাঙ্গ। "আরাফাতের ঘটনার সাথে ওটা জড়িত ছিলো।"

হুসেইনি মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তুমি জানো এখন সে কোথায় আছে?"

"না, তবে আমার মনে হয় আমি জানি সে কোথায় যাচ্ছে।"

"মানে?"

ল্যাঙ্গ তাকে সব বললো।

"রোম? রোম তো অনেক বড় শহর, বন্ধু। আমাকে আরো নির্দিষ্ট ক'রে বলতে হবে।"

"তার এক পুরনো বন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে সে তদন্ত করছে। ইতালি গিয়ে আলেসিও রোসি নামের রোমের এক ডিটেক্টিভকে খুঁজে বের করবে সে। রোসিকে ফলো করলেই ঐ ইসরায়েলিটা তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।"

ছোট্ট একটা নোটবুকে নামটা লিখে নিয়ে হুসেইনি মুখ তুলে তাকালো। "ক্যারাবিনিয়েরি? পোলিজা দি স্তাতো?"

"পরেরটা," ল্যাঙ্গ বলা মাত্রই হুসেইনি পুলিশ স্টেশনটির নাম নোটবুকে টুকে নিলো।

মদে চুমুক দিতে দিতে ল্যাঙ্গের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো প্যালেস্টাইনি লোকটা। কোনো কথা বললো না সে, কিন্তু ল্যাঙ্গ জানে হুসেইনির মনে অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এরিক ল্যাঙ্গ কি ক'রে জানলো এই গুপ্তঘাতক কোথায় যাবে, কেন যাবে? আর কেনই বা সে চাচ্ছে ইসরায়েলিটা মরুক। ল্যাঙ্গ ঠিক করলো প্যালেস্টাইনি লোকটি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তার সব প্রশ্নের জবাব নিজ থেকেই দিয়ে দেবে।

"সে এখন আমার পেছনে লেগেছে। এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তাকে মৃত দেখতে চাই, যেমনটি চাও তুমি। এ ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের স্বার্থ এক। আমরা যদি এক সঙ্গে কাজ করি তবে সেটা আমাদের দু'জনের জন্যেই ভালো হবে। কাজটা সুন্দরভাবে শেষ করা যাবে।"

হুসেইনির মুখে চওড়া একটা হাসি দেখা গেলো। "তুমি সব সময়ই খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক, তাই না, এরিক? আবেগের বশে কোনো কাজ তুমি করো না। তোমার সাথে কাজ করাটা আমি খুব উপভোগ করি।"

"রোমে একজন পুলিশ অফিসারকে সার্ভিলেন্স করার মতো পর্যাপ্ত রিসোর্স কি তোমার কাছে রয়েছে?"

"আরে আমি স্বয়ং পোপকেও ফলো করতে পারি। ঐ ইসরায়েলি যদি রোমে পা রাখে তো আমরা তাকে খুঁজে বের করতে পারবো। তবে ঐপর্যন্তই পারবো আমরা। শেষ কাজটার জন্যে আমাদের বাড়তি কিছু করার দরকার হবে। ইউরোপের মাটিতে এরকম কিছু করাটা সহজ হবে না," দাঁত বের ক'রে হাসলো সে। "মনে রেখো আমরা সন্ত্রাসবাদ পরিহার করার ঘোষণা দিয়েছি। তাছাড়া ইউরোপিয়ানরা হলো আমাদের সবচাইতে সেরা বন্ধু।"

"শুধু তাকে খুঁজে বের করো," বললো ল্যাঙ্গ। "খুনের ব্যাপারটা আমার উপরে ছেড়ে দাও।"

অধ্যায় ১৬

রোম, একটা পেনসিওনি'তে

আবরুজ্জি এলাকাটি কঠিন সময়ে পড়ে গেছে। স্তাজিওনি তারমিনি স্টেশন এবং সান্তা মাজ্জিওনির চার্চের মাঝামাঝি সান লরেনজো কোয়ার্টারে অবস্থিত সেটা। এর সরিষার মতো রঙ দেখে মনে হয় মেশিনগানের গুলিতে বোধহয় ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। লবিতে বেড়ালের প্রশ্রাবের কটু গন্ধ। ভবনটির পতিত অবস্থা সত্ত্বেও ছোট্ট পেনসিওনি সুটটা গ্যাব্রিয়েলের জন্যে একদম যথার্থ হবে। *পোলিজিয়া দি স্তাতো* এখান থেকে হাটা দূরত্বে অবস্থিত। রোমের বেশির ভাগ পেনসিওনি'তেই যা থাকে না এখানে তাও আছে—টেলিফোন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ক্রুক্স ভিরা যদি তাকে খুঁজতে বের হয় তবে শেষপর্যন্ত এই আবরুজ্জিতেই আসবে।

নাইট ম্যানেজার লোকটি বেশ মোটাসোটা আর গোলগাল চেহারার একজন মানুষ। গ্যাব্রিয়েল এখানে উঠেছে হাইনরিখ সিডলার নামে। লোকটার সাথে কথাও বলেছে জার্মান টানে আধো আধো ইতালিয় ভাষায়। বিষন্ন দৃষ্টিতে ম্যানেজার তখন তার দিকে তাকিয়ে নামটা রেজিস্টারে লিখে নিয়েছে।

একটা জনাকীর্ণ কমনরুম পেরিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে ভেতরে ঢুকতে হলো। কমনরুমে একদল ক্রোয়েশিয়ান টিনএজার পিংপং ম্যাচ খেলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা লক্ করে দিলো সে। বাথরুমে ঢুকে দেখে সিঙ্কটায় ময়লার দাগ লেগে আছে। পায়ের জুতা খুলে হাত-মুখ ধুয়ে সোজা চলে গেলো বিছানায়। চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও পারলো না। এতোটাই ক্লান্ত যে চোখে ঘুম আসছে না। চিৎ হয়ে শুয়ে নীচ তলার কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলার শব্দ শুনতে লাগলো। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কোনো বিশ্রাম নেয় নি সে।

ভোর থেকেই ভ্রমন শুরু করেছিলো। লন্ডন থেকে রোমে সরাসরি প্লেনে ক'রে আসে নি, ওভাবে এলে ফিওমিচিনো এয়ারপোর্টে কাস্টমস্ চেক হোতো, তাই নাইস-এ চলে গেছে প্লেনে করে। এয়ারপোর্টে নেমেই সোজা চলে গেছে হার্ৎজে'তে, তাদের অফিসের এক বন্ধু মসিঁয়ে হেনরির বাড়িতে। তার ঐ বন্ধুই তাকে একটা রেনল্ট সিডান গাড়ি ভাড়া ক'রে দেয় যা কিনা কোনোভাবেই ট্রেস করা যাবে না। নাইস্ থেকে এ৮ হাইওয়ে ধরে সোজা ইতালিতে চলে এসেছে। মোনাকোর কাছে এসে ইংরেজি ভাষার রেডিও *রিভিয়েরা* ছেড়ে দিয়েছিলো ইসরায়েলের যুদ্ধ সম্পর্কিত খবর শোনার জন্যে, কিন্তু তার বদলে সে শুনতে

পেলো লন্ডনে নিজ বাসভবনে পিটার মেলোনের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়ার খবর।

রাস্তার পাশে গাড়িটা রেখে গ্যাব্রিয়েল পুরো খবরটা শুনেছে। তার বুক ধরফর করে উঠেছিলো শোনার সময়। কোনো দাবা খেলোয়াড় ভুল চাল দেবার পর যখন দেখতে পায় তার অবস্থা একেবারে সঙ্গীন গ্যাব্রিয়েলের অবস্থা হয়েছিলো ঠিক সেরকম। রিপোর্টারের ঘরে সে দু'ঘণ্টা ছিলো। কথাবার্তা শেষে মেলোন তার একটা ইন্টারভিউও নিয়েছে। এটা নিশ্চিত, সেই ইন্টারভিউয়ের নোটগুলো এখন মেট্রোপলিটান পুলিশের হাতে। আর ইন্টেলিজেন্স কানেকশান থাকার কারণে পুলিশ এমআই-৫কেও খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত সারা ইউরোপের সবগুলো পুলিশবাহিনী 'সোর্ড' ছদ্মনামের এক ইসরায়েলি গুপ্তঘাতককে খুঁজতে শুরু ক'রে দিয়েছে। কি করলে নিরাপদে থাকা যাবে? ইমার্জেন্সি লাইনে শ্যামরোনকে ফোন ক'রে পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর নেতানিয়া সমুদ্র সৈকতে বসে অপেক্ষা করতে হবে পরিস্থিতি কখন শান্ত হয়। কিন্তু এটা করলে বেনজামিনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজ বাদ দিতে হবে। তার এবং মেলোনের খুনিদেরকে তো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। শেষে ইতালিতে যাওয়াই মনস্থির করে গাড়িটা আবারো রাস্তায় তুলে ছুটতে শুরু করে সে। সীমান্তে এক ঢুলু ঢুলু চোখের রক্ষী তার দিকে হাত তুলে চেকপোস্ট অতিক্রম করতে দিয়েছে তাকে।

আর এখন, দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে শুয়ে আছে এখানে। নীচতলার টেবিল টেনিস খেলাটা বন্ধ হয়ে এক ধরণের বলকান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার চেঁচামেচি গ্যাব্রিয়েলের রুম পৌছে যাচ্ছে। পিটার মেলোনের ব্যাপারে ভাবতে লাগলো সে। তার মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ি কিনা তাও ভাবনায় চলে এলো বার বার। খুনিকে কি সে-ই পথ দেখিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে, নাকি আগে থেকেই মেলোনকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো? এরপর কি গ্যাব্রিয়েলকে হত্যা করা হবে? ঘুমঘুম চোখে মেলোনের একটা কথা তার কানে বেজে উঠলো "তারা যদি মনে করে আপনি তাদের জন্যে একটা হুমকিস্বরূপ তবে আপনাকে খুন করতে তারা একটুও দ্বিধা করবে না।"

আগামীকাল আল্লেসিও রোসিকে খুঁজে বের করবে সে। তারপর যতো দ্রুত সম্ভব রোম ছাড়তে হবে।

খুব বাজে ঘুম হলো গ্যাব্রিয়েলের। চার্চের ঘণ্টা বাজার কারণে ঘুমটাও ভাঙলো খুব সকালে। গোসল ক'রে কাপড় পরে নীচ তলায় গেলো নাস্তা করার জন্যে। ক্রোয়েশিয়ানগুলোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কেবল চার্চে যাবার জন্যে প্রস্তুত এক জোড়া আমেরিকান তীর্থযাত্রী আর বার্সেলোনা থেকে আগত চিল্লাফাল্লা করতে থাকা কলেজ ছাত্রের একটি দল। ডাইনিং রুমে এক ধরণের উত্তেজনা

আঁচ করলো গ্যাব্রিয়েল, তারপরই মনে পড়ে গেলো আজ বুধবার, হলি ফাদার সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে হাজির হবেন শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্যে।

ন'টা বাজে নিজের রুমে ফিরে এসে *পোলিজিয়া দি স্তাতো*'র ইন্সপেক্টর আল্লেসিও রোসিকে প্রথম ফোনটা করলো গ্যাব্রিয়েল। সুইচবোর্ড অপারেটর ডিটেক্টিভের ভয়েস মেইলে কানেকশান দিয়ে দিলো। "আমার নাম হাইনরিখ সিডলার," বললো গ্যাব্রিয়েল। "ফাদার ফেলিচি এবং ফাদার মানজিনির ব্যাপারে আমার কাছে তথ্য রয়েছে। পেনসিওনি আবরুজ্জি'তে আছি আমি। ওখানে এলে আমার সাথে দেখা করতে পারবেন।"

ফোনটা রেখে দিলো সে। এখন কি করবে? ডিটেক্টিভ তাকে ফিরতি কল করার আগপর্যন্ত তাকে অপেক্ষা ক'রে যেতে হবে। ঘরে কোনো টেলিভিশন নেই। বেডসাইড টেবিলে একটা বিল্ট-ইন রেডিও আছে, কিন্তু টিউনিং নবটা ভাঙা।

এক ঘণ্টা এমনি এমনি বসে থেকে আবারো দ্বিতীয়বারের মতো ডায়াল করলো। আবারো রোসির ভয়েস মেইল। দ্বিতীয় মেসেজটা রেখে দিলো গ্যাব্রিয়েল। ঠিক প্রথমটির মতোই তবে আরেকটু বেশি তাড়া ছিলো কণ্ঠে।

সাড়ে এগারোটা বাজে রোসির ফোনে তৃতীয় বারের মতো ডায়াল করলো সে। এবার ফোনটা ধরলো রোসির এক কলিগ। সে জানালো জরুরি একটা অ্যাসাইনমেন্টে রোসি বাইরে আছে, বিকেলের আগে ফিরবে না। তৃতীয় মেসেজটা দিয়ে গ্যাব্রিয়েল ফোনটা রেখে দিলো। এই ফাঁকে ঘরের বাইরে যাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলো সে। সান্তা মারিয়া মাজ্জিওরি চার্চের আশোপাশের পথঘাট ঘুরে দেখলো তাকে কোনো রকম সার্ভিলেন্স করা হচ্ছে কিনা। না। তেমন কাউকে দেখতে পেলো না। এরপর ভায়া নেপোলিওন দি থার্ডের দিকে হাটতে লাগলো। মার্চের বাতাস একটু শীতল আর চমৎকার সুবাস আছে তাতে। পিয়াজ্জা ভিত্তোরিও ইমানুয়েলির কাছে একটা রেস্তোরাঁয় পাস্তা খেলো। লাঞ্চ সেরে স্তাজিওনি তারমিনির আশেপাশে ঘুরতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল যতোক্ষণ না পোলিজিয়া দি স্তাতো খুঁজে পেলো। রাস্তার ওপারে একটা ক্যাফে'তে বসে এসপ্রেসো কফি পান করলো আর নজর রাখলো পুলিশ স্টেশনটার দিকে, রোসিকে দেখা যায় কিনা সেই আশায়।

বেলা তিনটা বাজে পেনসিওনি আবরুজ্জিতে ফিরে যেতে উদ্যত হলো গ্যাব্রিয়েল।

পিয়াজ্জা দি রিপাবলিকা দিয়ে যাবার সময় রোমানা ইউনিভার্সিতার পাঁচশ'র মতো ছাত্র-ছাত্রির একটি দল হুরমুর ক'রে প্রবেশ করলো স্কয়ারে। মিছিলের অগ্রভাগে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোফের এক ছেলে, মাথায় সাদা রঙের একটা ব্যান্ড পরে আছে সে। তার কোমরে নকল ডিনামাইটের কতোগুলো স্টিক

গোঁজা। তার পেছনে একটা কার্ডবোর্ডের কফিন নিয়ে একদল ছাত্র শোক শোক ভাব ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে আসতেই গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো বেশিরভাগ প্রতিবাদকারীই ইতালিয়, সুসাইড বোম্বারের পোশাক পরে আছে যে ছেলেটা সেও। তারা সমস্বরে চিৎকার ক'রে বলছে, "প্যালেস্টাইনের ভূমি মুক্ত করো!" এবং "ইহুদিরা সব নিপাত যাক"—আরবি ভাষায় নয়, খোদ ইতালিয় ভাষায় বলা হচ্ছে কথাগুলো। বিশ বছরের এক ইতালিয় তরুণী একটা লিফলেট ধরিয়ে দিলো গ্যাব্রিয়েলের হাতে। ওটাতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে এসএস-এর পোশাকে এবং হিটলারের ইয়ান টুথব্রাশ গোঁফে দেখানো হয়েছে। তার পায়ের নীচে এক প্যালেস্টাইনি তরুণীর মাথা। গ্যাব্রিয়েল লিফলেটটা দলা পাকিয়ে স্কয়ারের এক কোণে ফেলে দিলো।

একটা ফুলের দোকান অতিক্রম করলো সে। দুটো ক্যারাবিনিয়েরি যুবক দোকানে কাজ করতে থাকা মেয়েটার সাথে লাজলজ্জা ভুলে টাঙ্কি মারছে। গ্যাব্রিয়েল তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় ছেলে দুটো তার দিকে একটু তাকিয়ে আবারো মেয়েটির সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এটা হয়তো কিছুই না, কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গীর মধ্যে এমন কিছু ছিলো যা দেখে গ্যাব্রিয়েলের বুকটা ধক্ ক'রে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

হোটেলে ফিরে আসার সময় একটু বেশি সময় নিলো। নিশ্চিত হলো কেউ তাকে ফলো করছে না। পথে *ক্যারাবিনিয়েরি* লেখা সংবলিত একটা মোটর সাইকেল চোখে পড়লেও সেই লোকটা মানুষজন দেখতেই যেনো বেশি আগ্রহী। গ্যাব্রিয়েলের প্রতি তার কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলো না।

পেনসিওনি আবরুজ্জিতে প্রবেশ করলো সে। স্প্যানিয়ার্ডরা বুধবারের পোপ দর্শন করে তুমুল উত্তেজনায় ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে স্পাইকের মতো খাড়া খাড়া চুলের এক মেয়ে বোধহয় পোপের হাত স্পর্শ করতে পেরেছে।

উপর তলায় নিজের রুমে ফিরে এসে গ্যাব্রিয়েল আবারো রোসির নাম্বারে ডায়াল করলো।

"প্রন্তো।"

"ইন্সপেক্টর রোসি?"

"সি।"

"আমার নাম হাইনরিখ সিডলার। আমি আপনাকে এর আগেও ফোন করেছিলাম।"

"আপনি কি এখনও পেনসিওনি আবরুজ্জিতে আছেন?"

"হ্যা।"

"এখানে আর ফোন করবেন না।"

ক্লিক্।

রাত নামতেই ভূ-মধ্য সাগর থেকে একটা ঝড় ধেয়ে এলো। জানালা খোলা রেখেই বিছানায় শুয়ে আছে গ্যাব্রিয়েল। বৃষ্টির শব্দ শুনছে আর আল্লেসি রোসির একটা কথা বার বার তার মাথার ভেতর অডিও টেপের মতো বেজে চলছে।

"আপনি কি এখনও পেনসিওনি আবরুজ্জিতে আছেন?"

হ্যা।

"এখানে আর ফোন করবেন না।"

পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ডিটেক্টিভ সাহেব তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। আরো বোঝা যাচ্ছে লোকটা চাচ্ছে না তার অফিসে হের সিডলার ফোন করুক। অপেক্ষা করা ছাড়া গ্যাব্রিয়েলের আর কিছু করার নেই। বসে রইলো এই আশায় রোসি এরপর কি করে।

রাত ন'টা বাজে তার ঘরের ফোনটা বেজে উঠলো। নাইট ম্যানেজার।

"আপনার সাথে দেখা করার জন্যে একজন লোক এসেছে।"

"তার নাম কি?"

"নাম তো বলছে না। আমি কি তাকে উপরে পাঠিয়ে দেবো?"

"না, আমি এক্ষুণি নীচে নেমে আসছি।"

ফোন রেখে দরজাটা লক্ ক'রে নীচে নেমে এলো গ্যাব্রিয়েল। ফ্রন্ট ডেস্কে ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ নেই। ম্যানেজারের দিকে তাকালে সে কমন রুমের দিকে ইঙ্গিত করলো। কিন্তু কমন রুমে গিয়ে ক্রোয়েশিয়ান টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না সে।

ফ্রন্ট ডেস্কে আবার ফিরে এসে কাঁধ তুলে ইশারা করতেই ম্যানেজার দু'হাত তুলে কিছু জানি না ভঙ্গী ক'রে সাদাকালো টিভির দিকে মনোযোগ দিলো। সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরের দরজার লক্ খুলে ভেতরে ঢুকলো গ্যাব্রিয়েল।

দেখতে পেলো একটা আঘাত তার দিকে তেড়ে আসছে, কালো ধাতব একটা জিনিস, হাতুড়ির মতো ধেয়ে আসছে সেটা। যেনো ফাঁকা ক্যানভাসে রঙের ছোপ। দেরি হয়ে গেছে। দু'হাত দিয়ে মাথাটা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও পিস্তলের বাট তার বাম কানের পাশে আঘাত হানলো সজোরে।

তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হলো সঙ্গে সঙ্গেই। দৃষ্টি হয়ে উঠলো একদম ঝাপসা। মনে হলো পা দুটো আচমকা প্যারালাইজ হয়ে গেছে। বুঝতে পারলো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে সে। তার আক্রমণকারী তাকে ধরে ফেললো। পিটার মেলোনের সতর্কবাণীটা আরেকবার কানে বাজলো তার—"তারা যদি আপনাকে সামান্যতম হুমকি বলেও মনে করে তবে আপনাকে খুন করতে একটুও দ্বিধা করবে না"—তারপর কেবল নীচের কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলার শব্দটা শুনতে পেলো সে।

টাক-টাক-টুক-টুক...

ঘুম থেকে যখন জাগলো গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো তার মুখটা যেনো জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। চোখ খুলতেই একটা হ্যালোজেন বাতি দেখতে পেলো সে। মুখ থেকে এক ইঞ্চির বেশি দূরে হবে না সেটা। চোখ বন্ধ করে মুখটা সরিয়ে নিলো। মাথার পেছনে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। ভাবলো কতোক্ষণ ধরে অজ্ঞান ছিলো সে। অনেকক্ষণই হবে, কেননা আক্রমণকারী তার হাত-পা বেঁধে মুখটা টেপ দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছে। মাথার পাশে আঘাতের জায়গা থেকে ঝরে পড়া রক্ত ঘাড়ের কাছে এসে শুকিয়ে আছে।

বাতিটা এতো কাছে যে ঘরের বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

তার কেন জানি মনে হচ্ছে আবরুজ্জির বাইরে তাকে নেয়া হয় নি। সার্বো-ক্রোয়েশিয়ানদের ঝগড়া-ফ্যাসাদের চিৎকারটা শুনে আরো নিশ্চিত হলো সে; নিজের বিছানাতেই আছে।

উঠে বসার চেষ্টা করলো গ্যাব্রিয়েল। কিন্তু পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে তার বুকে ধাক্কা মেরে আবার শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। এরপরই একটা মুখ দেখা গেলো। চোখের নীচ থেকে অন্ধকার থাকার কারণে বোঝা যাচ্ছে না। চৌকোনো গাল। ঠোঁট দুটো নড়লে গ্যাব্রিয়েলের কানে শব্দটা পৌছালো। ঘোরের মধ্যে অস্পষ্ট শোনালো সেটা। শব্দগুলো ঠিক মতো ধরার জন্যে কিছুটা সময় নিলো তার মস্তিষ্ক।

"আমার নাম আল্লেসিও রোসি। কি চাও তুমি?"

অধ্যায় ১৭

রোম

ভায়া জিওবার্তি'তে বাইকের উপর দু'পা ফাঁক ক'রে বসে থাকা অল্পবয়সী ছেলেটাকে দেখলে মনে হবে তার মধ্যে টিপিক্যাল টিনএজারের খুব সহজেই বিরক্ত হবার স্বভাব রয়েছে। কিন্তু সে মোটেও বিরক্ত নয়, এমন কি কোনো টিনএজারও নয় সে। বরং সে হলো ভ্যাটিকান সিকিউরিটি অফিসের ত্রিশ বছর বয়সী একজন ভিজিলাঞ্জা অফিসার যাকে কার্লো কাসাগ্রান্দি বিশেষ একটা কাজে নিয়োজিত করেছে। দেখতে বয়সের তুলনায় অনেক অল্পবয়সী দেখায় ব'লে এ কাজে তাকে নেয়া হয়েছে পোলিজিয়া দি স্তাতো'র ইন্সপেক্টর আল্লেসিও রোসিকে সার্ভিলেন্স করা। ভিজিলাঞ্জা অফিসার রোসির সম্পর্কে ঠিক ততোটুকুই জানে যতোটুকু তার জানা দরকার। সমস্যা সৃষ্টিকারী একজন ইন্সপেক্টর। এমন সব বিষয়ে নাক গলায় যার সাথে তার কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিটি শিফট শেষ ক'রে সার্ভিলেন্সে থাকা এই অফিসারকে ভ্যাটিকানে ফিরে বিস্তারিত রিপোর্ট টাইপ ক'রে রেখে আসতে হয় কাসাগ্রান্দির ডেস্কে। রিপোর্টগুলো হাতে পেলেই বুড়ো জেনারেল আগাগোড়া পড়ে নেয়। এই কেসে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

রোসির চালচলন খুবই সন্দেহজনক। ঐ দিন দু'বার তাকে সন্দেহজনক কিছু করতে দেখা গেছে। প্রথমে পড়ন্ত বিকেলে একটা আনমার্ক গাড়ি নিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে ভায়া জিওবার্তির সামনে এসে পার্ক ক'রে রাখে। ভিজিলাঞ্জা অফিসার রোসিকে পেনসিওন আবরুজ্জির দিকে এমনভাবে তাকাতে দেখেছে যেনো ঐভবনের উপর তলায় তার বউ কারো সাথে ফষ্টিনষ্টি করছে। দ্বিতীয়বার এখানে আসার পর অফিসার ছেলেটা রোসির অফিসের এক সুন্দরী তরুণী মেয়ের সাথে যোগাযোগ করে। তার একজন ইনফর্মার হিসেবে কাজ করে ঐ মেয়ে। অফিসের টেলিফোন আর ফাইল সামলায় মেয়েটি। সে তাকে বলেছে, আবরুজ্জি থেকে এক গেস্ট রোসিকে বেশ কয়েক বার ফোন করেছে পুরনো একটা কেসের ব্যাপারে তথ্য দেবার জন্যে। গেস্টের নাম? সিডলার, ইনফর্মার মেয়েটি জবাবে জানিয়েছে। হাইনরিখ সিডলার।

ভিজিলাঞ্জায় থাকা লোকটি একটা কিছু আন্দাজ করতে পেরে বাইক থেকে নেমে পেনসিওনের ভেতর প্রবেশ করলো। নাইট ম্যানেজার একটা পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিনের উপর থেকে চোখ তুলে তাকালো তার দিকে।

"এই হোটেলে কি হাইনরিখ সিডলার নামের কোনো লোক আছে?"

নাইট ম্যানেজার তার ভারি কাঁধ তুলে জবাব দিলো। ভিজিলাঞ্জা অফিসার দুটো ইউরো নোট ডেস্কে রাখলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উধাও হয়ে গেলো ম্যানেজারের বিশাল থাবার নীচে।

"হ্যা। আমার মনে হয় সিডলার নামের একজন লোক এখানে আছে। আমাকে একটু চেক করতে দিন।" রেজিস্ট্রি বইটা খুলে দেখতে লাগলো সে। "আহ্, হ্যা। সিডলার।"

ভ্যাটিকানের লোকটি পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের ক'রে কাউন্টারের উপর রাখলো। ছবিটা দেখে ম্যানেজারের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। আরো কিছু ইউরো দেয়া হলে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

"হ্যা, এই লোকটাই সিডলার।"

ছবিটা তুলে নিলো ভিজিলাঞ্জা অফিসার। "কোন্ ঘরটা?"

একাকী কোনো বৃদ্ধলোকের জন্যে ভায়া পিয়ানসিয়ানার বিশাল অ্যাপার্টমেন্টা অনেক বড় উঁচু ছাদ, বিশাল সিটিং রুম, প্রশস্ত বারান্দা, সেখান থেকে ভিল্লা বরজেস দেখা যায়। রাতের অনেক সময় কার্লো কাসাগ্রান্দি যখন তার স্ত্রী আর কন্যার স্মৃতিতে কাতর থাকে তখন তার কাছে এটাকে বাসিলিকার চেয়েও বড় বলে মনে হয়। সে এখনও ক্যারাবিনিয়েরির একজন জেনারেল থাকলে এই অ্যাপার্টমেন্টটা তার নাগালের বাইরেই থাকতো। কিন্তু এই ভবনটি ভ্যাটিকানের সম্পত্তি বলে কাসাগ্রান্দিকে কোনো ভাড়া দিতে হয় না। বিশ্বাসীদের দেয়া অনুদানের টাকায় জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতে তার কোনো অপরাধবোধও নেই। এই ফ্ল্যাটটা কেবল তার থাকার জায়গাই নয়, পাশাপাশি এখানে সে অফিসও ক'রে থাকে। সেজন্যেই অন্যান্য বাসিন্দাদের চেয়ে একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করে সে। ভায়া পিয়ানসিয়ানা'র কারপার্কে এবং তার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দু'জন ভিজিলাঞ্জা সদস্য সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে। সপ্তাহে একবার ভ্যাকিটান সিকিউরিটি অফিস থেকে লোকজন এসে তার ফ্ল্যাটে কোনো শ্রবনযন্ত্র পেতে রাখা আছে কিনা চেক ক'রে দেখে যায়।

ফোনের প্রথম রিং হবার পরই সে রিসিভারটা তুলে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো রোসির পেছনে যে ভিজিলাঞ্জা সদস্যকে নিয়োজিত রেখেছে তার কণ্ঠ এটি। অফিসার তার রিপোর্ট দেবার সময় চুপচাপ শুনে গেলো সে তারপর সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করলো।

"বার্তোলেত্তির সাথে আমাকে একটু কথা বলতে হবে। খুবই জরুরি।"

"কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব তো এই মুহূর্তে অফিসে নেই।"

"আমি কার্লো কাসাগ্রান্দি বলছি। তাকে অফিসে আনার ব্যবস্থা করুন।"

"জি, জেনারেল কাসাগ্রান্দি। একটু ধরুন।"

কিছুক্ষণ পরই বার্তোলেত্তি ফোনটা ধরলে কাসাগ্রান্দি কোনোরকম সময়ক্ষেপন করলো না।

"আমাদের কাছে খবর আছে পাপালের সম্ভাব্য গুপ্তঘাতক সান লরেনজো কোয়ার্টারে পেনসিওন আবরুজ্জির বাইশ নাম্বার রুমে অবস্থান করছে। আমাদের কাছে আরো খবর আছে, সশস্ত্র অবস্থায় আছে সে। সাবধান। খুবই বিপজ্জনক লোক।"

বার্তোলেত্তি ফোন রেখে দিলে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কাসাগ্রান্দি।

প্যারিসে এরিক ল্যাঙ্গ তার মোবাইল ফোনটা কানে ধরতেই রশিদ হুসেইনির কণ্ঠটা শুনতে পেলো।

"মনে হচ্ছে তোমার ঐ লোককে আমরা পেয়ে গেছি।"

"কোথায় আছে?"

"তোমার ইতালিয়ান ডিটেক্টিভ সারাটা দিন অদ্ভুত আচরণ করেছে। ট্রেন স্টেশনের পাশেই আবরুজ্জি নামের একটা জঘন্য পেনসিওনি আছে, লোকটা ওখানে ঢুকেছে এই মাত্র।"

"রাস্তাটার নাম কি?"

"ভায়া জিওবার্তি।"

হাত ঘড়িটা দেখে নিলো ল্যাঙ্গ। আজরাতের মধ্যে রোমে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সকালেই তাকে রওনা দিতে হবে। "তাকে সার্ভিলেন্সের মধ্যে রেখো," বললো সে। "ওখান থেকে সে সরে গেলে আমাকে জানিও।"

"ঠিক আছে।"

ফোনটার লাইন কেটে দিয়ে এয়ার ফ্রান্স রিজার্ভেশনে ডায়াল ক'রে সকাল সোয়া সাতটায় একটা সিট বুকিং দিলো ল্যাঙ্গ।

অধ্যায় ১৮

রোম

গ্যাব্রিয়েলের কপালে অস্ত্র ঠেঁকিয়ে মুখের টেপ ছিঁড়ে ফেললো রোসি।

"তুমি কে?"

নীরবতার মাধ্যমে জবাব দেয়া হলে রেগেমেগে অস্ত্রের নলটা দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের কপালে গুঁতো মারলো পুলিশের লোকটি।

"আমি বেনজামিন স্টার্নের একজন বন্ধু।"

"হায় ঈশ্বর! এখন বুঝলাম তারা কেন তোমাকে খুঁজছে।"

"কারা?"

"সবাই! পোলিজিয়া দি স্তাতো। ক্যারাবিনিয়েরি। এমনকি SISDE পর্যন্ত তোমার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে তারা।"

অস্ত্রটা তার কপালে ঠেঁকিয়ে রেখেই জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ফ্যাক্সকপি বের ক'রে গ্যাব্রিয়েলের চোখের সামনে তুলে ধরলো রোসি। তীব্র আলোর কারণে গ্যাব্রিয়েলকে চোখ কুচকে দেখতে হলো সেটা। একটা ফটোগ্রাফ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে তোলা হয়েছে। তারপরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ছবিটা তার নিজের। গায়ের জামাকাপড়ের দিকে ভালো ক'রে তাকালো। বুঝতে পারলো এহুদ ল্যান্ডাওয়ের পোশাকে আছে। স্মৃতি হাতরে বেড়ালো সে। মিউনিখ...অলিম্পিক ভিলেজ...তাহলে উইজও তাকে ফলো ক'রে গেছে ওখানে।

গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো ছবিটার বদলে এখন সে তাকিয়ে আছে ডিটেক্টিভ আল্লেসিও রোসির দিকে। লোকটার শরীর থেকে মিষ্টি আর সিগারেটের গন্ধ আসছে। তার শার্টের কলার ভেজা আর ময়লা। আগেও গ্যাব্রিয়েল প্রচণ্ড চাপের মধ্যে লোকজনকে দেখেছে। রোসি একেবারে চাপে দিশেহারা অবস্থায় আছে এখন।

"এই ছবিটা রোমের একশ' মাইলের মধ্যে থাকা প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে পাঠানো হয়েছে। ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিস বলছে, তুমি নাকি হলি ফাদারকে খুন করার জন্যে মাঠে নেমেছো।"

"এটা সত্যি না।"

ইতালিয়ান লোকটি অবশেষে তার অস্ত্র নামিয়ে রাখলো। বাতিটা দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে অস্ত্রটা রেখে দিলো তার কোলের উপর।

"আমার নাম তুমি কিভাবে পেলে?"

গ্যাব্রিয়েল সত্যি কথাই বললো।

"তারা মেলোনকেও খুন করেছে," বললো রোসি। "এরপর তোমাকে মারবে, বন্ধু। তোমাকে খুঁজে পেলেই ওরা মেরে ফেলবে।"

"তারা কারা?"

"আমার একটা উপদেশ শোনো, তথাকথিত হের সিডলার। ইতালি ছেড়ে চলে যাও। আজ রাতে যেতে পারলে ভালো হয়।"

"আপনি যা জানেন সেটা না জানা পর্যন্ত আমি ইতালি ছাড়ছি না।"

ইতালিয়ান ভদ্রলোক মাথাটা কাত করলো। "দাবি করার মতো অবস্থায় তুমি নেই, বুঝলে? আমি এখানে একটা কারণেই এসেছি, তোমার জীবন বাঁচাতে। আমার কথা যদি না শোনো তো সেটা তোমার ব্যাপার।"

"আপনি যা জানেন সেটা আমার জানা খুবই দরকার।"

"তোমার দরকার ইতালি থেকে পালানো।"

"বেনজামিন স্টার্ন আমার বন্ধু ছিলো," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আপনার সাহায্য আমার খুবই দরকার।"

গ্যাব্রিয়েলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো রোসি। তার চোখে উত্তেজনার ছটা। এরপর উঠে বাথরুমে চলে গেলো সে। বেসিনে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। কিছুক্ষণ পর একটা ভেজা তোয়ালে নিয়ে ফিরে এলো রোসি। গ্যাব্রিয়েলকে উল্টে তার পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হাত দুটোর বাঁধন খুলে দিয়ে ভেজা তোয়ালেটা তার হাতে দিলে বাম কানের পাশে লেগে থাকা রক্ত মুছে নিলো গ্যাব্রিয়েল। রোসি জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিলো একটুখানি।

"কাদের হয়ে তুমি কাজ করছো?" জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলো সে।

"এই পরিস্থিতি আমার জন্যে এ প্রশ্নের উত্তর না দেয়াটাই ভালো ব'লে মনে করছি।"

"হায় জিশু খৃস্ট," আফসোস ক'রে বললো রোসি। "আমি কিসের মধ্যে পড়লাম?"

ডিটেক্টিভ জানালার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিলো। তার চোখ এখনও রাস্তার দিকে। অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে পুরো গল্পটা প্রথম থেকে বলতে শুরু করলো সে।

জুনের এক রাতে সান জিওভান্নি ইভানজেলিস্তা কলেজের বয়োবৃদ্ধ এবং অবসরপ্রাপ্ত যাজক মনসিনর সিজার ফেলিচি নিখোঁজ হন। পরের দিন রাতেও

যখন মনসিনর ফিরে এলেন না তখন তার কলিগেরা ঠিক করলো খবরটা পুলিশকে জানানো উচিত। কারণ কলেজটি ভ্যাটিকান সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়। তাই বিষয়টা বর্তাবে ইতালিয় কর্তৃপক্ষের উপর। পোলিজিয়া দি স্তাতো'র ইন্সপেক্টর আল্লেসিও রোসির উপর কেসের ভার দেয়া হলে সে ঐরাতেই কলেজে যায়।

পাদ্রী-যাজক জড়িত ছিলো এরকম অনেক ক্রাইম এর আগেও তদন্ত করেছে রোসি। তাই যাজকদের ঘর কেমন হয় সে সম্পর্কে তার ভালো ধারণাই রয়েছে। মনসিনর ফেলিচির ঘরে ঢুকে তার মনে হয়েছে লোকটি একেবারেই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তিগত কোনো কাগজপত্র নেই, কোনো ডায়রি কিংবা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্রও পাওয়া যায় নি। কেবল কয়েকটি আলখেল্লা আর কয়েক জোড়া জুতা-মোজা এবং কিছু আন্ডারওয়্যার।

এবং একটা সিলিস বেল্ট।

প্রথম রাতেই রোসি বিশজন লোকের ইন্টারভিউ নেয়। তারা সবাই একই গল্প বলে তার কাছে। যে দিন নিখোঁজ হোন সেদিন বিকেলে বৃদ্ধ মনসিনর চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে যাবার আগে যথারীতি বাগানে হাটাহাটি করেছেন। রাতের খাবারের সময় যখন তাকে দেখা গেলো না তখন সেমিনারিরা ধারণা করলো বৃদ্ধ যাজক বোধহয় ক্লান্ত কিংবা অসুস্থ। কেউ অবশ্য ব্যাপারটা খোঁজ করার জন্যে তার ঘরে যায় নি। কিন্তু পর দিন রাতের বেলায় তার রুমে গিয়ে দেখা গেলো তিনি সেখানে নেই।

কলেজের প্রধান রোসিকে সাম্প্রতিক সময়ে তোলা মনসিনরের একটা ছবি দিলো, সঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটা জীবনি। ফেলিচি কোনো গ্রাম্য যাজক ছিলেন না। তিনি প্রায় সমগ্র জীবনই ভ্যাটিকানের ভেতর কাটিয়েছেন একজন কিউরিয়াল ফাঙ্কশোনারি হিসেবে। ডিনের কথা মতো, তার শেষ দায়িত্ব ছিলো কংগ্রেশনের একজন স্টাফ হিসেবে সেন্ট বাছাইয়ের কাজ। বিশ বছর আগেই তিনি অবসর নিয়েছেন।

এ নিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া যাবে না, তারপরও রোসি তার কাজ শুরু করে দিলো। পরদিন সকালে পোলিজিয়া দি স্তাতো'র ডাটাবেজে নিখোঁজ হওয়া যাজকের সমস্ত বিবরণ তুলে দিয়ে তার ছবিটা পাঠিয়ে দিলো ইতালির সবগুলো পুলিশ স্টেশনে। এরপর ডাটাবেজ খুঁজে দেখলো আর কোনো যাজক এরপর নিঁখোজ হয়েছে কিনা। রোসির কোনো ধারণাই ছিলো না, ছিলো না কোনো তত্ত্ব। সে কেবল নিশ্চিত হতে চাইছিলো যাজক খুন ক'রে বেড়ানো কোনো উন্মাদ দেশব্যাপী ঘুরে বেড়াচ্ছে না।

রোসি যা খুঁজে পেলো তাতে একেবারে আঁৎকে উঠলো সে। ফেলিচির

নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন আগে মনসিনর মানজিনি নামের আরেকজন যাজক উধাও হয়েছেন। তিনি থাকতেন তুরিনে। ফেলিচির মতো তিনিও ভ্যাটিকানে কাজ করেছেন। তার শেষ কাজ ছিলো ক্যাথলিক শিক্ষা বিষয়ক কংগ্রেশনের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ। তিনিও অবসর জীবনযাপন করছিলেন এবং ফেলিচির মতো তিনিও কোনো রকম ট্রেস ছাড়াই উধাও হয়ে গেছেন।

নিখোঁজ হওয়ার দ্বিতীয় ঘটনাটি রোসির মনে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই দুটো ঘটনার মধ্যে কি কোনো সংযোগ আছে? মানজিনি আর ফেলিচি কি একে অন্যেকে চিনতেন? তারা কি কখনও একসাথে কাজ করেছেন? রোসি ঠিক করলো ভ্যাটিকানের সাথে কথা বলার সময় এসেছে। ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসে এই দু'জন যাজকের ব্যক্তিগত ফাইল দেখার জন্যে অনুরোধ জানায় সে, কিন্তু রোসির এই অনুরোধ ভ্যাটিকান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেয়। তার বদলে তাকে দেয়া হয় ঐ দুই যাজকের কিউরিয়াল ক্যারিয়ারের সংক্ষিপ্ত একটি মেমোরান্ডাম। মোমোরান্ডাম মোতাবেক, তারা দু'জনেই নীচু-সারির বেশ কয়েকটি স্টাফ অ্যাসাইনমেন্টের কাজ করেছেন। প্রত্যেকটি কাজই গুরুত্বহীন। রোসি আরো দিশেহারা হয়ে ওঠে। আরেকটা প্রশ্ন তার মনে জাগে। তারা কি একে অন্যেকে চিনতেন? রোসিকে বলা হলো, মাঝে মধ্যে হয়তো তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত হোতো তবে তারা দু'জন একসাথে কখনই কোনো কাজ করেন নি।

ভ্যাটিকান যে কিছু একটা লুকাচ্ছে সে ব্যাপারে রোসি নিশ্চিত হয়ে যায়। ঠিক করে সিকিউরিটি অফিসকে পাশ কাটিয়ে পুরো ফাইলটা জোগাড় করতে হবে। রোসির স্ত্রীর এক ভাই ভ্যাটিকানে যাজক হিসেবে কাজ করে। তার কাছে রোসি সাহায্য চাইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয় সে। এক সপ্তাহ পর ব্যক্তিগত ফাইলের পুরো কপিটা পেয়ে যায় রোসি।

"তারা একে অপারকে চিনতো?"

"যুদ্ধের সময় ফেলিচি এবং মানজিনি সেক্রেটারিয়েট অব স্টেটে কাজ করতেন।"

"কোন্ সেকশনে?"

"জার্মান ডেস্কে।"

আবার কিছু বলার আগে রাস্তার দিকে তাকালো সে। এক সপ্তাহ পরই নিখোজ যাজকদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া রোসির অনুরোধের একটি সাড়া পাওয়া গেলো। এটা ঠিক তার কেসের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে না কিন্তু স্থানীয় পুলিশ মনে করলো রিপোর্টটি রোসির কাছে ফরোয়ার্ড করে দেয়া যায়।

অস্ট্রিয়ান সীমান্তের কাছে তোলমেজ্জো শহরে এক বৃদ্ধা বিধবা নিখোঁজ

হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তল্লাশী বাদ দিয়ে তাকে মৃতের খাতায় তুলে দিয়েছে। ঐ বিধবার উধাও হয়ে যাওয়াটা কেন রোসির মনোযোগ আর্কষণ করলো? কারণ দশ বছর তিনি নান হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর ১৯৪৭ সালে বিয়ে করে নান হবার প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে সেই কাজ থেকে বিদায় নেন।

রোসি সিদ্ধান্ত নিলো তার উচ্চপদস্থ কমকর্তাদেরকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসবে। তদন্তের যাবতীয় তথ্য আর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তার সেকশন চিফের কাছে লিখলো সে, তারপর ভ্যাটিকান প্রেসের কাছে ঐ দু'যাজকের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে আবেদন জানালো। তার আবেদন আবারো প্রত্যাখ্যাত হলো। নানের এক মেয়ে ফ্রান্সের কান শহরের কাছে লো রুরেতে থাকে। রোসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলো ঐ মেয়েকে ফ্রান্সে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। তার এই আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হলো। উপর তলা থেকে একটা কথা রটিয়ে দেয়া হলো, দু'জন যাজকের নিখোঁজ হবার মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই, আর ভ্যাটিকানের চার দেয়ালের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারার মতোও কোনো ঘটনা ঘটে নি।

"এসব কথা কে রটিয়েছিলো?"

"বুড়ো নিজেই," বললো রোসি। "কার্লো কাসাগ্রান্দি।"

"কাসাগ্রান্দি? এই নামটা আমি জানি কেন?"

"জেনারেল কার্লো কাসাগ্রান্দি সত্তর এবং আশির দশকে লারমা দেই ক্যারাবিনিয়েরির কাউন্টারটেরোরিজমের চিফ ছিলো। এই লোকই রেড বৃগেডকে নির্মূল করে ইতালিকে আবারো নিরাপদ করেছে। এজন্যে লোকটাকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়া হয়। বর্তমানে ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসের দায়িত্বে আছে। কিন্তু ইতালির ইন্টেলিজেন্স এবং সিকিউরিটি সংস্থায় এখনও তাকে ঈশ্বরের মতো দেখা হয়। তার কোনো খুঁত নেই। কাসাগ্রান্দি কথা বললে সেটা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। কাসাগ্রান্দি যদি কোনো কেস্ ডিসমিস করতে চায় তো সেটা ডিসমিস হয়ে যাবে।"

"খুনগুলো কারা করছে?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

ডিটেক্টিভ কাঁধ তুললো—আমরা ভ্যাটিকান নিয়ে কথা বলছি, বন্ধু। "এর পেছনে যে-ই থাকুক না কেন ভ্যাটিকান চায় না ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাক। নীরবতার নীতি পালন করা হচ্ছে কঠোরভাবে। কাসাগ্রান্দি নিজের প্রভাব খাটিয়ে ইতালির পুলিশকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।"

"তোলমেজো'র যে নান উধাও হয়ে গিয়েছিলো তার নাম কি?"

"রেজিনা কারাকাসি।"

সিস্টার রেজিনা আর মার্টিন লুথারকে খুঁজে বের করুন। তাহলেই কনভেন্টে কি ঘটেছিলো সেই সত্যটা জানতে পারবেন।

"যুদ্ধের সময় সিস্টার কোন্ কনভেন্টে কাজ করতেন?"

"উত্তরের একটি কনভেন্টে হবে ব'লে মনে হয়।" একটু ইতস্তত করলো রোসি। যেনো স্মৃতি হাতরে বেড়াচ্ছে সে। "হ্যা, মনে পড়েছে। ব্রেনজোনির কনভেন্টে। চমৎকার একটি জায়গা।"

নীচের রাস্তার কোনো কিছু রোসির মনোযোগ আকর্ষণ করলে সামনে ঝুঁকে জানালার পর্দাটা আরেকটু ফাঁক ক'রে ভালো করে দেখলো সে। তারপর আচমকাই জানালার সামনে থেকে সরে গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরলো।

"আমার সাথে আসো! এক্ষুণি!"

পুলিশের প্রথম দলটি পেনসিওনি'র সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো : সামনে সাদা পোশাকের পোলিজিয়া দি স্তাতো'র দু'জন অফিসার, তাদের পেছনে সাব-মেশিন গান নিয়ে আধ ডজন ক্যারাবিনিয়েরি। কমন রুমের ভেতর দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ করিডোরে এসে পড়লো রোসি আর গ্যাব্রিয়েল। ওখানে একটা লোহার দরজা খুলতেই অন্ধকার এক জায়গায় চলে এলো তারা। জায়গাটা ভবনের ভেতরের একটি প্রাঙ্গণ। গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো সিঁড়ি ভেঙে পুলিশের দল উপরে তার খালি ঘরের দিকে যাচ্ছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পেরেছে তারা। কিন্তু এটা নিশ্চিত, আরো অনেক ধাক্কা সামলাতে হবে।

প্রাঙ্গনের শেষ মাথায় একটা গলির মতো কিছু আছে। সেটা চলে গেছে ভায়া জিওবার্তির প্রধান রাস্তার দিকে। গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরে তাকে গলির দিকে টেনে নিয়ে গেলো রোসি। যাওয়ার সময় দোতলা থেকে দরজা ভাঙার শব্দ শুনতে পেলো গ্যাব্রিয়েল। তার ঘরের দরজা ভাঙছে ক্যারাবিনিয়েরিরা।

গলির সামনের দিকে দু'জন সশস্ত্র ক্যানাবিনিয়েরিকে দৌড়ে আসতে দেখে রোসি বরফের মতো জমে গেলে তাকে ধাক্কা মেরে ধাতস্থ ক'রে গ্যাব্রিয়েল ছুটে গেলো সামনের দিকে। ক্যানাবিনিয়েরিরা থেমে গুলি করার পজিশন নিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। আত্মসমর্পন করার কোনো সুযোগ নেই বুঝতে পারলো গ্যাব্রিয়েল। গুলি হতেই সামনে লাফিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লে গুলিগুলো চলে গেলো তার মাথার উপর দিয়ে। রোসি অতোটা দ্রুত সরতে পারে নি, তার কাঁধে একটা গুলি বিদ্ধ হলে মাটিতে হুমরি খেয়ে পড়লো সে।

তার হাতের বেরেটা পিস্তল ছিটকে গ্যাব্রিয়েলের বাম হাতের কাছে এসে পড়লে সেটা তুলে নিয়ে দেরি করলো না, শুরু ক'রে দিলো ফায়ারিং। প্রথমে একজন ক্যারাবিনিয়েরি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, তারপর আরেকজন। রোসির কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো সে। তার ডান কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে গল গল ক'রে রক্ত পড়ছে।

"এভাবে গুলি করা শিখলে কোত্থেকে?"

"আপনি কি হাটতে পারবেন?"

"আমাকে উঠতে সাহায্য করো।"

রোসিকে ধরে পায়ের উপর দাঁড় করালো গ্যাব্রিয়েল, তার কোমর জড়িয়ে ধরে গলি দিয়ে ছুটতে শুরু করলো সে। পড়ে থাকা দু'জন মৃত ক্যারাবিনিয়েরিকে অতিক্রম করার সময় গ্যাব্রিয়েল তার পেছনে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে রোসিকে ছেড়ে ক্যারাবিনিয়েরিদের একটা সাব-মেশিনগান তুলে নিলো হাতে। তারপর পেছনে ফিরে হাটু গেঁড়ে ব্রাশ ফায়ার করলো এক দফা। চিৎকার আর লোকজনের ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখলো সে।

একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন সাব-মেশিনগানে ভরে নিয়ে রোসির বেরেটা পিস্তলটা প্যান্টের বেল্টে গুঁজে নিলো গ্যাব্রিয়েল। তারপর আবারো রোসির কোমর জড়িয়ে গলি দিয়ে ছুটতে শুরু করলো সে। রাস্তার কাছে পৌছাতেই আরো দু'জন ক্যারাবিনিয়েরির উদয় হলো তাদের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো সে। পায়ে গিয়ে বিঁধলো গুলিগুলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দু'জনেই।

রাস্তায় আসতেই দ্বিধায় পড়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল। বাম দিক থেকে একটা গাড়ি তাদের দিকে ছুটে আসছে, বাতি জ্বলছে, সাইরেন বাজছে। ডান দিক থেকে তাদের দিকে দৌড়ে আসছে চারজন লোক। রাস্তার ওপারে রয়েছে ত্রাত্তোরিয়া'র প্রবেশপথ।

সামনে এগোতেই গলি থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুটে এলো তাদের দিকে। বাম দিকে একটা দেয়ালের আড়ালে কভার নিলো সে। সঙ্গে টেনে নেবার চেষ্টা করলো রোসিকে। কিন্তু ইতালিয়ান ডিটেক্টিভের পিঠে দুটো গুলি এসে বিঁধেছে। বরফের মতো জমে গেছে সে। হাত দুটো ছড়িয়ে মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। এমন সময় এক ঝাঁক গুলি এসে বিদীর্ণ ক'রে দিলো তার বুক আর পেট।

গ্যাব্রিয়েলের কিছুই করার ছিলো না। এক দৌড়ে রাস্তার ওপারে একটা রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। হাতে মেশিনগান নিয়ে ডাইনিং রুমে তাকে ঢুকতে দেখে তুমুল হট্টগোল বেঁধে গেলো সেখানে।

ইতালিতে তারা চিৎকার করতে লাগলো : "সন্ত্রাসী! পালাও! জলদি!"

ঘরের সবাই এক সাথে দরজার দিকে ছুটে গেলো। রান্নাঘরে ঢুকতেই গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো ক্যারাবিনিয়েরিরা ভোজন রসিকদের তাদের পথ থেকে সরে যেতে বলছে চিৎকার করে।

রান্নাঘরের হতভম্ব কুক আর ওয়েটারদের পাশ কাটিয়ে পেছনের দরজার দিয়ে একটা সরু গলিতে এসে পড়লো যার প্রস্থ চার ফিটের বেশি হবে না।

নোংরা আর বাজে গন্ধে বমি আসার জোগাড় হলো তার। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দৌড়াতে শুরু করলো আবার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেই দরজাটাও সশব্দে খুলে গেলে পেছনে ফিরেই গ্যাব্রিয়েল আরেক দফা ব্রাশ ফায়ার করলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো দরজাটা।

গলির শেষ মাথায় এসে বেশ চওড়া একটা বুলেভার্ড দেখতে পেলো সে। তার ডান দিকে সান্তা মারিয়া মাজ্জিওরি চার্চের প্রাঙ্গণ; বামে পিয়াজ্জা ভিত্তোরিও ইমানুয়েলি। সাব-মেশিনগানটা গলিতে ফেলে যানবাহনের ফাঁক গলে রাস্তাটা পার হয়ে গেলো। চার দিক থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন।

সংকীর্ণ একটা গলির ভেতর দিয়ে আরেকটা প্রশস্ত বুলেভার্ডে এসে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। প্রচুর লোকজন আর যানবাহন সেখানে। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলো বিশাল একটা পার্ক, চারিদিকে কোলোসিয়াম দিয়ে ঘেরা। একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন ফুটপাত ধরে এগোতে শুরু করলো। ক্যারাবিনিয়েরি ইউনিট এখন সার্চলাইট ব্যবহার ক'রে তাকে খুঁজছে।

দশ মিনিট পর একটা নদীর তীরে এসে পড়লো সে। ওখানে একটা পাবলিক টেলিফোন থেকে এমন একটা নাম্বারে ডায়াল করলো যেটা এর আগে কখনই সে ব্যবহার করে নি। করার ইচ্ছেও জাগে নি। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই সেটা করতে হচ্ছে তাকে। একটা মাত্র রিং হবার পরই চমৎকার কণ্ঠের এক মহিলা জবাব দিলো। মহিলা হিব্রুতে কথা বললো তার সাথে। এ রকম মিষ্টি কণ্ঠ সে কখনও শোনে নি। একটা সাংকেতিক শব্দ বললো, তারপর কিছু সংখ্যা। মহিলা কম্পিউটারে সংখ্যাগুলো পাঞ্চ করার সময় কয়েক সেকেন্ড কোনো সাড়া শব্দ শোনা গেলো না।

এরপরই মহিলা বললো : "হয়েছে কি?"

"আমি বিরাট একটা সমস্যায় পড়ে গেছি।"

"আপনি কি আহত হয়েছেন?"

"তেমন একটা না।"

"আপনি কি আপনার বর্তমান অবস্থানে নিরাপদ আছেন?"

"এই মুহূর্তে আছি, তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না বলেই মনে হচ্ছে।"

"দশ মিনিট পর কল ব্যাক করুন। ততোক্ষণ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়ান।"

অধ্যায় ১৯

রোম

নীল রঙের ইমার্জেন্সি বাতিতে ভায়া জিওবার্তি আলোকিত হয়ে উঠেছে। পেনসিওন আবরুজ্জি থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যেও কার্লো কাসাগ্রান্দির গাড়িটা দেখতে পেলো আকিলি বার্তোলেত্তি। পেছনের সিটে উঠে বসলো সে।

"আপনার সেই গুপ্তঘাতক বেশ ভালো অস্ত্র চালাতে জানে, জেনারেল। আশা করি হুলি ফাদারের ধারে কাছেও সে যেতে পারবে না।"

"কতো জন নিহত হয়েছে?"

"চার জন ক্যারাবিনিয়েরি মারা গেছে, বাকি ছয়জন আহত।"

"হায় ঈশ্বর," আফসোস ক'রে বললো কাসাগ্রান্দি।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি আরেকটা হতাহতের ঘটনা আছে—পোলিজিয়া দি স্তাতোর আল্লেসিও রোসি নামের এক ডিটেক্টিভ। ক্যারাবিনিয়েরিরা যখন খুনির ঘরে রেইড দেয় তখন সে ঐঘরেই ছিলো। কী এক কারণে, রোসিও খুনির সাথে পালানোর চেষ্টা করেছে।"

কাসাগ্রান্দি অবাক হবার ভান করলো। কিন্তু বার্তোলেত্তির পরবর্তী প্রশ্নটা শুনে তার মনে হলো অভিনয়টা পুরোপুরি করতে পারে নি সে। "এই ঘটনার একটা বিষয়ে আপনি আমাকে জানাতে খেয়াল করেন নি, জেনারেল।"

বার্তোলেত্তির সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে কাসাগ্রান্দি আস্তে আস্তে মাথা দোলালো। "আমি যা জানি তার সবই তোমাকে বলেছি, আকিলি।"

তাই নাকি।

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করার চেষ্টা করলো কাসাগ্রান্দি। "এখন রোসির অবস্থা কেমন?"

"সেও মারা গেছে।"

"ঐ ইসরায়েলিটা তাকে মেরেছে?"

"না, মনে হচ্ছে ক্যারাবিনিয়েরিদের গুলিতেই মারা গেছে সে।"

"ঘরে কি কিছু পাওয়া গেছে?"

"শুধু কিছু কাপড়চোপড়। কোনো কাগজপত্র কিংবা আইডেন্টিটি কার্ড পাওয়া যায় নি। আপনার ঐ লোকটা বেশ দক্ষ।"

পেনসিওনের দোতলার খোলা জানালার দিকে তাকালো কাসাগ্রান্দি। তার আশা ছিলো পুরো বিষয়টা চুপচাপ সেরে ফেলা যাবে। এখন এই পরিস্থিতিটাকে ব্যবহার করতে হবে নিজের অনুকূলে।

"আজ রাতে লোকটার পারফর্মেন্স দেখে মনে হচ্ছে সে একজন প্রফেশনাল।"

"আপনার এই কথাটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করবো না, জেনারেল।"

"মনে হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের সাথে রোসিও কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলো।"

"সম্ভবত," বার্তোলেত্তি অনেকটা হালকা চালে বললো কথাটা।

"যা-ই ঘটুক না কেন, ঐ ইসরায়েলিকে কোনোভাবেই রোম ছাড়তে দেয়া যাবে না।"

"এই মুহূর্তে তাকে শত শত পুলিশ অফিসার খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"সে বেশিক্ষণ রোমে থাকবে না। প্রথম সুযোগেই পালাবে। তোমার জায়গায় আমি হলে পুরো শহরটা সিল ক'রে দিতাম। প্রতিটি ট্রেন এবং বাস স্টেশনে নজরদারি বসাতাম।"

কিভাবে কাজ করতে হবে না হবে সেটা কারো কাছ থেকে তার শিখে নিতে হবে না, এরকমই একটা অভিব্যক্তি দেখা গেলো বার্তোলেত্তির মুখে। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যাপারটা এখন আর ভ্যাটিকানের বিষয় নয়, জেনারেল কাসাগ্রান্দি। মনে রাখবেন, ইতালির মাটিতে পাঁচ পাঁচজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছে। আমরা এখন আমাদের মতো ক'রে তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করবো। আর যতোটুকু দরকার মনে করবো কেবল ততোটুকুই ভ্যাটিকান সিকিউরিটি অফিসকে জানাবো আমরা।"

সাগরেদ এখন ওস্তাদের সাথে চোখ পাল্টি দিচ্ছে, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। সব সম্পর্কের মধ্যেই এরকমটি দেখা যায়। "অবশ্যই আকিলি," নির্লিপ্তভাবে বললো সে। "আমি তোমাকে অসম্মান করা জন্যে কথাটা বলি নি।"

"আমিও কথাটাকে ওভাবে নেই নি, জেনারেল। আমি বলছি না, লোকটা উধাও হয়ে যেতে পারবে। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমি আসলে জানতে চাচ্ছি ইন্সপেক্টর রোসি তার ঘরে কী করছিলো। আমার মনে হয় আপনিও সেটা জানতে ইচ্ছুক।"

জবাবের অপেক্ষা না করেই বার্তোলেত্তি গাড়ি থেকে নেমে হনহন ক'রে হেটে চলে গেলো।

রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে কাসাগ্রান্দির দিকে তাকালো তার ড্রাইভার। "ভায়া পিনসিয়ানা'য় ফিরে যাবো, জেনারেল?"

মাথা ঝাঁকিয়ে বললো কাসাগ্রান্দি, *"ইল ভাতিকানো।"*

ফোরামের কাছে একটা সুভেনির বুথ থেকে ভিভা রোমা লেখা নীল রঙের হুডেড সোয়েট-শার্ট কিনে নিলো গ্যাব্রিয়েল। লেখাটা তার বুকে চকচক করছে। একটা

পাবলিক টয়লেটে গিয়ে নিজের শার্টটা খুলে পুরনোটা ফেলে দিলো ময়লা ফেলার বাস্কেটে। ঠিক তখনই লক্ষ্য করলো তার শরীরের ডান পাশে একটা বুলেট লেগেছিলো। বগলের নীচে লাল রঙের একটা বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। টয়লেট পেপার দিয়ে রক্ত মুছে নতুন সোয়েট-শার্টটা পরে নিলো সে। তার জিন্স প্যান্টের বেল্টে রোসির বেরেটাটা এখন গুঁজে রাখা আছে। ওখান থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে অবস্থিত পিয়াজ্জা নাভোনা'র উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। দ্বিতীয়বারের মতো কল করলো ইমার্জেন্সি লাইনে। আগের সেই মহিলাই ফোনটা ধরলো। তাকে বললো সে যেনো এক্ষুণি সান্তা মারিয়া দেল্লা চার্চে চলে যায়। ওখানকার কনফেশনাল বুথে রঙচটা ওভারকোট পরিহিত হাতে *লা অবজার্ভারতোরি রোমানো* পত্রিকা হাতের এক লোক থাকবে। সেই এজেন্টই গ্যাব্রিয়েরকে বলে দেবে এরপর কি করতে হবে।

এখন তার প্রথম দায়িত্ব তার উদ্ধারকারীরা যেনো নিরাপদে থাকে। তাকে অনুসরণ ক'রে ঐ চার্চে যাতে কেউ যেতে না পারে সেটা আগে নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্যে যদি কোনো ফাঁদ পেতে রাখা হয় আগে সেটা নস্যাৎ করতে হবে। সেন্ত্রো স্তরিকো'র সরু গলি আর সঙ্কীর্ণ পথঘাট দিয়ে পর্যটক এবং সাধারণ রোমানদের ভীড়ে মিশে গেলো সে। এগিয়ে যেতে লাগলো মেইন রাস্তার দিকে চোখ রেখে। দূর থেকে এখনও পুলিশের সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তবে নিশ্চিত তাকে এখানে কেউ ফলো করছে না।

পিয়াজ্জা নাভোনা'তে ক্যারাবিনিয়েরিরা জোড়ায় জোড়ায় টহল দিচ্ছে। একটা ফোয়ারার কাছে ক্লাসিক্যাল গিটার বাজিয়ে শোনাচ্ছে একজন। তাকে ঘিরে আছে একদল লোক। গ্যাব্রিয়েল তাদের সাথে মিশে গেলো। তাকিয়ে দেখতে পেলো পিয়াজ্জার উত্তর দিকটায় কোনো পুলিশি প্রহরা নেই। দেরি না করে সেখান দিয়ে হাটতে হাটতে একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে চার্চের সামনে এসে পড়লো সে। সিঁড়িতে এক ভিক্ষুক বসে আছে। তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো ভেতরে।

একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে। ভেনিসের কথা ভাবলো। সান জাক্কারিয়ার নিঃস্তব্ধতা। মাত্র দু'সপ্তাহ আগেও সে ছিলো পরম শান্তির মধ্যে, সমগ্র ইতালির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেইন্টিং রেস্টোর করার কাজ করছিলো সে, আর এখন রোমের প্রতিটি পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর কখনও নিজের পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারবে কিনা ভাবতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল।

হলি ওয়াটারের সামনে একটু থমকে দাঁড়ালো সে। সামনে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলো মেমোরিয়াল মোমবাতির সামনে হাটু গেঁড়ে প্রার্থনা করছে এক

বৃদ্ধ। কনফেশনাল বুথের দরজার উল্টো দিকে রঙচটা ওভারকোট পরা এক লোক বসে আছে, তার পাশে এক কপি *লা অবজারভেতোরি* রোমানো পত্রিকা। তার পাশে গিয়ে বসলো গ্যাব্রিয়েল।

"আপনার রক্তপাত হচ্ছে," ওভারকোট পরা লোকটি বললো। গ্যাব্রিয়েল তাকিয়ে দেখতে পেলো তার সোয়েট-শার্ট চুইয়ে রক্ত পড়ছে। "আপনার কি ডাক্তার দেখানোর দরকার আছে?"

"আমার সমস্যা হচ্ছে না। চলুন, এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই।"

"আমি যাচ্ছি না। আমি তো কেবল মেসেঞ্জার।"

"তাহলে আমি কোথায় যাবো?"

"চার্চের বাইরে সিলভার রঙের একটা বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেল পার্ক করা আছে। ড্রাইভারের মাথায় ক্রিম রঙের হেলমেট।"

বাইরে এসে দেখলো মোটরসাইকেলটা জায়গা মতোই আছে। গ্যাব্রিয়েলকে এগিয়ে আসতে দেখেই ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট ক'রে দিলো। ড্রাইভারের পেছনে বসে হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলো। যানবাহানের ভীড় থাকা সত্ত্বেও দ্রুত নদীর তীরের দিকে ছুটে চললো মোটরসাইকেলটি।

ড্রাইভার যে একজন নারী সেটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগলো না গ্যাব্রিয়েলের নিতম্বের গঠন, সরু কোমর আর চিকন দুটো পা। হেলমেটের ফাঁক দিয়ে লম্বা চুলের কিছু অংশও দেখা যাচ্ছে। কোকড়ানো চুল। জেসমিন আর তামাকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে নিশ্চিত, এই গন্ধটি এর আগেও পেয়েছে।

লাঞ্জোতিভিয়েরে ধরে এগোতে লাগলো তারা। তার ডান দিকে ভ্যাটিকানের চার দেয়ালের মাঝখান থেকে সেন্ট পিটার্সের উদ্যত গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে। নদী পার হবার সময় আল্লেসিও রোসির বেরেটা পিস্তলটি পানিতে ফেলে দিলো সে।

জানিকুলাম হিলের অভিমুখে ছুটছে তারা। পিয়াজ্জা সেরেসির কাছে এসে একটা ঢালু পথ দিয়ে চলে গেলো দু'পাশে সারি সারি পাইন গাছের আবাসিক এলাকার রাস্তায়। রাস্তার দু'ধারে ছোটো ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ। মোটরসাইকেলটি পুরনো একটা পালাজ্জোর সামনে এসে থামলো, জায়গাটা এখন কতোগুলো ফ্ল্যাটে রূপান্তর ক'রে ফেলা হয়েছে। খিলানযুক্ত একটা পথ দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে এসে পড়লে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো মহিলা চালক।

বাইক থেকে নেমে মহিলার পেছন পেছন একটা ফয়ারে চলে এলো গ্যাব্রিয়েল। তারপর দুটো সিঁড়ি ভেঙে চলে গেলো উপর তলায়। একটা দরজার তালা খুলে মহিলা তাকে টেনে ঘরের ভেতর ঢোকালো। অন্ধকারাচ্ছন্ন এন্ট্রান্স হলে মহিলা তার লেদার জ্যাকেট আর মাথার হেলমেটটা খুলে ফেলতেই তার কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো মাথার চুলগুলো। এরপর বাতি জ্বালালো সে।

"তুমি?" বললো গ্যাব্রিয়েল।

মেয়েটি মুচকি হাসলো কেবল। ভেনিসের রাব্বির মেয়ে চিয়ারা।

দ্বিতীয় বারের মতো প্যারিসের হোটেল রুমে এরিক ল্যাঙ্গের সেলুলার ফোনটা বেজে উঠলো সেই রাতে। ফোনটা কানের কাছে ধরে চুপচাপ রশিদ হুসেইনির কাছ থেকে পেনসিওন আবরুজ্জির বন্দুক যুদ্ধের খবরটা শুনে গেলো। এটা নিশ্চিত কার্লো কাসাগ্রান্দি আলোনের ব্যাপারে খবর পেয়ে একদল অযোগ্য মাস্তান পুলিশ পাঠিয়েছে কাজটা করার জন্যে, অথচ মাত্র একজন দক্ষ লোকই অস্ত্র হাতে কাজটা সুন্দরভাবে আর নির্বিঘ্নে সেরে ফেলতে পারতো। আলোনের সাথে একা একা মোকাবেলা করার ল্যাঙ্গের সুযোগটা স্থায়ীভাবেই হাতছাড়া হয়ে গেলো এখন।

"তুমি এখন কি করছো?" জানতে চাইলো ল্যাঙ্গ।

"সারা ইতালির পুলিশের মতো আমরাও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাকে খুঁজে বের করতে পারবো সেই নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। কঠিন অবস্থা থেকে নিজেদের লোকজনকে বের ক'রে আনার ব্যাপারে ইসরায়েলিরা বেশ দক্ষ।"

"হ্যা, তা তুমি বলতে পারো," বললো ল্যাঙ্গ। "সত্যি বলতে কি, ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের রোম স্টেশন আজ রাতে খুব ব্যস্ত থাকবে। তাদের হাতে বেশ কয়েকটি ক্রাইসিস রয়েছে এ মুহূর্তে।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"রোমে তাদের কোনো লোককে কি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো?"

"নিশ্চিত করে দু'তিনজনকে করতে পেরেছি," বললো হুসেইনি।

"তাদেরকে ফলো করাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার জন্যে। ভাগ্য ভালো থাকলে তাদের পিছু পিছু ওর কাছে পৌছানো যাবে।"

"তোমার কথা শুনে আবু জিহাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে," হুসেইনি বললো। "সেও এসব কাজে অসাধারণ ছিলো।"

"সকালেই আমি রোমে আসছি।"

"তোমার ফ্লাইটের সময়টা বলো, আমি তোমার কাছে আমার এক লোককে পাঠিয়ে দেবো।"

অনেক সময় নিয়ে গোসল করলো গ্যাব্রিয়েল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে ধুয়ে নিলো। সাদা টাওয়েলে শরীরটা জড়িয়ে বের হয়ে দেখতে পেলো চিয়ারা তার

জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্ষতস্থান আবারো পরিস্কার ক'রে নিয়ে তার বুকে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আর হলুদ রঙের ক্যাপসুল তার হাতে দিলো চিয়ারা।

"এগুলো কি?"

"ব্যথানাশক ওষুধ। খেয়ে নিন। ভালো ঘুম হবে।"

মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ট্যাবলেট আর ক্যাপসুলটা খেয়ে নিলো গ্যাব্রিয়েল।

"আপনার বিছানায় পরিস্কার একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছি। খিদে পেয়েছে?"

মাথা নেড়ে শোবার ঘরে চলে গেলো গ্যাব্রিয়েল। তার মনে হচ্ছে পা দুটো যেনো চলছে না। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে ব্যথাটা টের পায় নি। এখন মনে হচ্ছে ছুরি দিয়ে বুঝি কোপ দেয়া হয়েছে তার বগলের নীচে।

বিছানায় একটা নীল রঙের সোয়েটসুট রেখে গেছে চিয়ারা। সেটা পরে নিলো। তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বড় কোনো মানুষের পোশাক এটি তাই হাতা গুটিয়ে নিতে হলো গ্যাব্রিয়েলকে। ঘর থেকে বের হয়ে লিভিংরুমে ঢুকে দেখতে পেলো মেয়েটা টিভিতে খবর দেখছে। টিভি পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

"সকালে আমি আপনার সাইজের কিছু পোশাক এনে দেবো।"

"কতো জন মারা গেছে?"

"পাঁচজন," মেয়েটি বললো। "আরো কয়েকজন আহত হয়েছে।"

পাঁচজন নিহত...কোনো রকম বমি হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলো গ্যাব্রিয়েল। বুকের পাশে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। তার যে খারাপ লাগছে সেটা বুঝতে পারলো চিয়ারা। কপালে হাত দিয়ে দেখলো মেয়েটা।

"আপনার তো দেখি জ্বর এসে গেছে," বললো সে। "ঘুমিয়ে পড়ুন। এখন ঘুমের খুব দরকার।"

"এরকম সময় আমার চোখে কখনই ঘুম আসে না।"

"বুঝতে পেরেছি। এক গ্লাস মদ হলে কেমন হয়?"

"পেইনকিলারের সাথে মদ?"

"আপনার ভালো লাগবে।"

"তাহলে অল্প একটু দাও।"

চিয়ারা রান্নাঘরে গেলে গ্যাব্রিয়েল টিভিটা বন্ধ ক'রে দিলো। এক গ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে ফিরে এলো মেয়েটা।

"তুমি খাবে না?"

মাথা ঝাঁকালো চিয়ারা। "আপনি নিরাপদে আছেন কিনা সেটা নিশ্চিত করাটাই আমার একমাত্র কাজ।"

এক চুমুক মদ পান করলো গ্যাব্রিয়েল। "তোমার নাম কি সত্যি চিয়ারা জোল্লি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"সত্যি তুমি রাব্বির মেয়ে?"

"হ্যা।"

"তোমার পোস্টেড কোথায়?"

"অফিশিয়ালি আমি রোমের স্টেশনে অ্যাটাচ্ড। তবে আমাকে প্রচুর ভ্রমণও করতে হয়।"

"কি ধরণের কাজে?"

"ওহ্—তেমন কিছু না। এখানে সেখানে টুকটাক কিছু কাজ করি আর কি।"

"আর ঐ রাতে তোমার কাজটা কি ছিলো?"

"আপনি ভেনিসে থাকাকালীন শ্যামরোন আমাকে আপনার উপর চোখ রাখতে বলেছিলো। কিন্তু আপনাকে আমার বাবার ওখানে দেখে আমি কি রকম অবাক হয়েছিলাম একবার ভেবে দেখুন।"

"আমাদের কথাবার্তা সম্পর্কে তিনি তোমাকে কি বলেছেন?"

"বলেছেন, আপনি নাকি যুদ্ধের সময় ইতালিয় ইহুদিদের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করেছেন তাকে—সেই সাথে ব্রেনজোনির লাগো দি গার্দা কনভেন্ট সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। বাকিটা আমাকে বলছেন না কেন?"

কারণ আমার সেই শক্তি নেই, ভাবলো সে। তারপর বললো, "আমাকে এখানে কতোক্ষণ থাকতে হবে?"

"পাজনার সকালে আপনাকে সব বলে দেবে।"

"পাজনারটা আবার কে?"

চিয়ারা হেসে ফেললো। "আপনি অনেক দিন থেকেই এই লাইনে নেই। শিমন পাজনার রোম স্টেশনের প্রধান। এই মুহূর্তে সে চেষ্টা করছে আপনাকে কিভাবে ইতালি থেকে বের করে ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"আমি ইসরায়েলে ফিরে যাচ্ছি না।"

"কিন্তু আপনি তো এখানেও থাকতে পারবেন না। আমি কি টিভিটা আবার ছাড়তে পারি? ইতালির সব পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। তবে সেটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। আমি নিতান্তই একজন ফিল্ডম্যান। সকাল বেলায় পাজনার ফোন করবে।"

গ্যাব্রিয়েল এতোটাই ক্লান্ত যে মেয়েটার সাথে কোনো রকম তর্ক করতে চাইলো না। পেইনকিলার আর মদের যৌথ প্রভাবে তার দু'চোখ ঢুলু ঢুলু করছে। হয়তো এটা ভালোই হয়েছে। চিয়ারা তাকে ধরে বিছানা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলো। বিছানায় শুতেই বুকের পাশে তীব্র ব্যথা শুরু হয়ে গেলো আবার। কোনো

রকম বালিশে মাথাটা দিতে পারলো সে। ঘরের বাতি বন্ধ করে বিছানার পাশে একটা আর্মচেয়ারে বেরেটা পিস্তল নিয়ে বসে রইলো চিয়ারা।

"তুমি এখানে থাকলে আমি ঘুমাতে পারবো না।"

"আপনি ঘুমান।"

"তুমি পাশের ঘরে যাও।"

"আপনার ঘর ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি নেই আমার।"

চোখ বন্ধ করলো গ্যাব্রিয়েল। মেয়েটা ঠিকই বলেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো সে। দুঃস্বপ্ন তার ঘুমে ভর করলো যেনো। প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় বারের মতো বন্দুক যুদ্ধ করলো সে। রক্তে ভেসে যেতে দেখলো ক্যারাবিনিয়েরিদের। আলেসিও রোসি তার ঘরে প্রবেশ করলো। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের স্বপ্নে তাকে দেখা গেলো যাজকের পোশাকে। বেরেটা পিস্তলের জায়গায় তার হাতে ক্রুশ। সেটা গ্যাব্রিয়েলের মাথায় ঠেকালো সে। রোসি মারা গেছে। দু'হাত ছড়িয়ে শরীরে অসংখ্য বুলেটবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে তার লাশ। গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হলো এটা বুঝি কারাভাজ্জিওর কোনো ছবি।

তার স্বপ্নে লিয়াও এলো। চার্চের বেদী থেকে নেমে নিজের আলখেল্লাটি খুলে ফেললো সে। গ্যাব্রিয়েল তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলো একটা ক্ষতচিহ্ন পর্যন্ত নেই। সব সেরে গেছে। তার ঠোঁট দুটোতে অলিভের স্বাদ পেলো সে। তার স্তনবৃন্ত গ্যাব্রিয়েলের বুকের সাথে লেগে আছে। নিজের ভেতরে তাকে গ্রহণ করে আস্তে আস্তে চূড়ান্ত পুলকের আস্বাদ দিলো তাকে। তার ভেতরে বীর্যপাত করতেই লিয়া জিজ্ঞেস করলো, সে কেন আনা রলফির প্রেমে পড়েছিলো। লিয়া, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাকে বললো সে। তোমাকেই সব সময় ভালোবাসি। অন্য কাউকে না।

স্বপ্নটা এতোটাই জীবন্ত ছিলো যে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে তার ঘুম ভেঙে গেলে ঘরের মধ্যে লিয়াকে খুঁজতে শুরু করলো। কিন্তু চোখের সামনে চিয়ারার মুখটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না গ্যাব্রিয়েল। চেয়ারে বসে হাতে অস্ত্র নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

অধ্যায় ২০

রোম

পরদিন সকাল আটটা বাজে শিমন পাজনার সেফ ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো। গাট্টাগোট্টা আর শক্ত সামর্থ্য একজন মানুষ সে। স্টিলের উলের মতো খাঁড়া খাঁড়া চুল, গালে একটা কাট দাগ। শেভহীন মুখ আর লাল টকটকে চোখ দুটো দেখে বোঝা যাচ্ছে রাতে ভালো ঘুম হয় নি। কোনো কথা না বলে এক কাপ কফি নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে কতোগুলো সংবাদপত্র রেখে দিলো সে। প্রতিটি খবরের কাগজেই লরেনজো কোয়ার্টারের গোলাগুলির খবরটা শিরোনাম হয়েছে। পেইনকিলারের প্রভাবে ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে তাকালেও কোনো ধরণের অভিব্যক্তি দিতে পারলো না গ্যাব্রিয়েল।

"আমার শহরে তুমি বেশ ভালোই হট্টগোল বাঁধিয়ে দিয়েছো দেখছি।" পাজনার এক ঢোক কফি পান ক'রে নিলো। "একবার ভেবে দ্যাখো, যখন জানতে পারলাম মহান গ্যাব্রিয়েল আলোন দৌড়ের উপর আছে, তাকে এখন উদ্ধার করতে হবে তখন আমার কি অবস্থা হয়েছিলো। তুমি হয়তো মনে করেছো কিং সল বুলেভার্দের কেউ স্থানীয় স্টেশনকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলো গ্যাব্রিয়েল আলোন এই শহরে এসেছে কোনো একজনকে খুন করতে। কিন্তু তারা আমাকে সেটা মোটেও জানায় নি।"

"আমি কাউকে খুন করার জন্যে রোমে আসি নি।"

"বুলশিট!" পাজনার চটে গিয়ে বললো। "আরে এটাই তো তুমি করো।"

চিয়ারা রান্নাঘরে ঢুকলে পাজনার তার দিকে তাকালো। একটা তোয়ালের রোব পরে আছে সে। শাওয়ার করেছে এই মাত্র। চুলগুলো এখনও ভেজা। কফি কাপে কয়েকটা চুমুক দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের পাশে এসে বসলো মেয়েটা।

পাজনার বললো, "তুমি জানো, তোমার পরিচয় যদি ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ জেনে যায় তো কি হবে? আমাদের দু'দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। তারা আর কখনই আমাদের সাথে কাজ করবে না।"

"আমি জানি," বললো গ্যাব্রিয়েল। "তবে এটা সত্য, আমি এখানে কাউকে খুন করতে আসি নি। তারাই বরং আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে।"

একটা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসলো পাজনার। "তুমি আসলে কি করতে এসেছো, গ্যাব্রিয়েল? আমার সাথে কোনো চালাকি কোরো না।"

গ্যাব্রিয়েল যখন জানালো শ্যামরোনের একটা কাজ নিয়ে সে রোমে এসেছে

তখন স্টেশন চিফ ছাদের দিকে মুখ ক'রে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো। এ যেনো সুতীব্র এক দীর্ঘশ্বাস। "শ্যামরোন? এজন্যেই কিং সল বুলেভার্দের কেউ জানে না তুমি কি করতে এসেছো এখানে। হায় ঈশ্বর! ঐ বুড়ো যে এসবের পেছনে আছে সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো।"

সংবাদপত্রগুলো একপাশে সরিয়ে দিলো গ্যাব্রিয়েল। পাজনারকে সব কিছু ব্যাখ্যা করাটা তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে এখন। পিটার মেলোনের হত্যার পর এভাবে রোমে ফিরে আসাটা ঠিক হয় নি। নিজের শত্রুদেরকে খুবই খাটো ক'রে দেখেছে সে, এখন সমস্ত জঞ্জাল সাফ করতে হবে এই বেচারি পাজনারকে। এক কাপ কফি খেয়ে মাথাটা পরিস্কার ক'রে পাজনারকে বিস্তারিত বলে গেলো সে। একেবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই জানালো তাকে। পুরোটা সময় চিয়ারার দৃষ্টি তার উপরেই নিবদ্ধ রইলো। অর্ধেক সময় পাজনার নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও শেষের দিকে এসে অস্থির হয়ে ধূমপান করতে শুরু করলো।

"কথা শুনে মনে হচ্ছে তারা রোসিকে ফলো করছিলো," বললো পাজনার। "আর রোসির পিছু পিছু এসে তারা তোমাকে পেয়ে গেছে।"

"মনে হয় সে জানতো তাকে সার্ভিলেন্সের মধ্যে রাখা হয়েছে। আমার ঘরে যতোক্ষণ ছিলো জানালার সামনে থেকে এক মিনিটের জন্যেও সরে নি। তাদেরকে আমাদের হোটেলে ঢুকতে দেখলেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো।"

"ঐ ঘরে কি এমন কিছু ছিলো যাতে ক'রে বোঝা যাবে তুমি আমাদের অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট?"

গ্যাব্রিয়েল মাথা নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর জানতে চাইলো ক্রুক্স ভিরা নামের সংগঠনের নাম সে জানে কিনা।

"এরকম সিক্রেট সোসাইটির অনেক গুজবই শোনা যায়। ভ্যাটিকানের হয়ে তারা নাকি সমস্ত ষড়যন্ত্র ক'রে থাকে," বললো পাজনার। "আশির দশকে পি২ কেলেংকারির কথাটা মনে আছে তোমার?"

একটু আধটু, ভাবলো গ্যাব্রিয়েল। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই ইতালিয়ান পুলিশ কিছু ডকুমেন্ট পেয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় একটি ডানপন্থী গুপ্তসংঘের অস্তিত্ব রয়েছে যাদের অনেক সদস্য ইতালির সরকার, মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি এবং ভ্যাটিকানের উচ্চপর্যায়ে কাজ করছে।

"ক্রুক্স ভিরার নাম আমি শুনেছি," পাজনার বললো, "তবে এ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। আজকের আগে কখনও এ নিয়ে মাথাও ঘামাই নি।"

"আমি এখান থেকে কখন চলে যেতে পারবো?"

"আজ রাতেই তোমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।"

"কোথায়?"

পাজনার তার মাথাটা পশ্চিম দিকে কাত ক'রে ইসরায়েলের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"আমি ইসরায়েলে যেতে চাই না। বেনজামিনকে কে বা কারা খুন করেছে সেটা বের করতে চাই আমি।"

"তুমি এখন ইউরোপের কোথাও যেতে পারবে না। তোমার সব কিছু চাউড় হয়ে গেছে। তোমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে—অন্তত কিছু দিনের জন্যে। শ্যামরোন কিন্তু আর চিফ হিসেবে নেই। এখন চিফ হলো লেভ, আর সে চায় না ঐ বুড়োর কোনো অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের কেউ জড়িয়ে পড়ুক।"

"আমাকে এখান থেকে কিভাবে বের করবে?"

"যেভাবে আমরা ভানুনুকে বের করেছিলাম। নৌকায় করে।"

"যতো দূর মনে পড়ে ঐ অ্যাডভেঞ্চারটাও শ্যামরোনেরই ছিলো।"

ডি-মোনা আণবিক স্থাপনার এক বিক্ষুব্ধ কর্মী ছিলো মোরদেচাই ভানুনু, লন্ডনের একটি সংবাদপত্রে ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্রের গোপন খবর ফাঁস ক'রে দিয়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো সে। শেরিল বেনতোভ নামের এক আকর্ষণীয় মেয়ে ভানুনুকে লন্ডন থেকে রোমে টোপ দিয়ে নিয়ে আসে, সেখান থেকেই তাকে অপহরণ ক'রে ছোট্ট একটা নৌকায় তুলে ইতালির উপকূলে থাকা ইসরায়েলের নৌবাহিনীর একটি জাহাজে তুলে দেয়া হয়। অফিসের খুব কম লোকই আসল সত্যিটা জানে ভানুনুর রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের খবর পাচার করাটা ছিলো আরি শ্যামরোনের একটি সাজানো নাটক। এভাবে ইসরায়েলের শত্রুদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে দেশটির কাছে আণবিক অস্ত্র রয়েছে।

"ভানুনুকে শেকল পরিয়ে ইতালি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো," বললো পাজনার। "আমাদের কথামতো চললে তোমাকে সেই রকম অবমাননাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না।"

"আমরা কোত্থেকে পাড়ি দেবো?"

"ফিওমিচিনোর কাছেই একটা সমুদ্র সৈকত আছে। ওটাই যথার্থ জায়গা হবে। ন'টার দিকে একটা স্পিডবোটে ক'রে পাঁচ মাইল পর্যন্ত নেয়া হবে। সেখান থেকে একটা ইয়টে তোমাকে তুলে দেয়া হবে। ওখানে একজন ক্রু'র সাথে তোমাকে দেখা করতে হবে। সে এখন আমাদের অফিসে কাজ করে। তবে অনেক বছর সে নেভিতে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলো। সে-ই তোমাকে তেল আবিবে নিয়ে যাবে। কয়েক দিন সমুদ্রে থাকলে তোমার জন্যে ভালোই হবে।"

"আমাকে ঐ ইয়টে নিয়ে যাবে কে?"

চিয়ারার দিকে তাকালো পাজনার। "ও ভেনিসেই বড় হয়েছে। বেশ ভালো নৌকা চালাতে পারে।"

"ও মোটরসাইকেলও ভালো চালাতে পারে," বললো গ্যাব্রিয়েল।

পাজনার একটু সামনে ঝুঁকে এসে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "ও কেমন বেরেটা চালাতে জানে সেটাও তোমার দেখা উচিত।"

এরিক ল্যাঙ্গ ফিউমিচিনো এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছালো সকাল ন'টা বাজে। কাস্টমস আর পাসপোর্টের যাবতীয় কাজ সেরে টার্মিনাল হলে রশিদ হুসেইনির এক লোককে দেখতে পেলো সে, হাতে একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা : ট্রানসিউরো টেকনোলজিস—মিঃ বাওম্যান। বাইরের পার্কিং এরিয়ায় একটা গাড়ি রেখে এসেছে সে। পুরনো আর লক্করঝক্কর মার্কা একটা লান্সিয়া। নিজেকে সে আজিজ নামে পরিচয় দিলো। কথা বললো অনেকটা বৃটিশ ইংরেজিতে। হুসেইনির মতো তার মধ্যেও একটু একাডেমিক একাডেমিক ভাব রয়েছে।

গাড়ি চালিয়ে অ্যাভেন্তাইন হিলের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে নিয়ে গেলো ল্যাঙ্গকে। পুরো ফ্ল্যাটে কোনো আসবাব নেই, কেবল একটা স্যাটেলাইট ডিশ সংযোগ দেয়া টিভি রয়েছে বেলকনিতে। আজিজ তাকে মাকারোভ নাইন মিলিমিটারের পিস্তল আর একটা সাইলেন্সার দিয়ে রান্নাঘরে বসে টার্কিশ কফি খেলো। পরবর্তী তিন ঘণ্টা দু'জনে কফি নিয়ে মেঝেতে বসে বেদুইনদের মতো হাত-পা ছড়িয়ে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসযুদ্ধের খবর দেখলো আল-জাজিরা টিভিতে। প্যালেস্টাইনি লোকটি বিরামহীনভাবেই আমেরিকান সিগারেট ধুমপান ক'রে গেলো। প্রতিটি সংবাদ দেখে আর আরবিতে গালাগালি দিতে লাগলো সে।

দুপুর দুইটা বাজে বাইরে গিয়ে দোকান থেকে রুটি আর পনির কিনে আনলো আজিজ। ফিরে এসে দেখতে পেলো ল্যাঙ্গ আমেরিকান এক টিভি চ্যানেলে রান্নাবান্নার একটি অনুষ্ঠান দেখছে বেশ মনোযোগ দিয়ে। আরো কয়েক কাপ কফি বানিয়ে ল্যাঙ্গের অনুমতি না নিয়েই সে চ্যানেলটা বদলে আবার আল-জাজিরায় ফিরে গেলো। হালকা লাঞ্চ করে ওভারকোটটা খুলে মেঝেতেই একটা বালিশ নিয়ে ছোট্ট একটা ঘুম দিলো ল্যাঙ্গ। ঘুম ভাঙলো আজিজের মোবাইল ফোনের রিং শুনে। চোখ খুলে দেখতে পেলো আজিজ মোবাইল ফোন থেকে শুনে শুনে একটা কাগজে নোট টুকে নিচ্ছে দ্রুত।

ফোন রেখেই আজিজের দৃষ্টি ফিরে গেলো টিভি সেটের দিকে। প্যালেস্টাইনি শিশুদের উপর ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলি করার দৃশ্য দেখানো

হচ্ছে আর সংবাদ পাঠক সেই ঘটনার করুণ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে আবেগঘন অভিব্যক্তিতে।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ল্যাঙ্গের দিকে তাকালো আজিজ।

"চলো, বানচোতটাকে খুন ক'রে আসি।"

সন্ধ্যার আগেই গ্যাব্রিয়েলের ক্ষতটি অনেকটা সেরে উঠলো, খিদের ভাবটাও ফিরে এলো সেই সাথে। চিয়ারা ফেটুচ্চিন আর মাশরুম রান্না করলো মাখন দিয়ে। দু'জনেই এক সঙ্গে বসে সন্ধ্যার খবর দেখলো টিভিতে। প্রথম দশ মিনিট পাপালের গুপ্তঘাতকের সন্ধান বিষয়ক সংবাদ। পর্দায় দেখা গেলো এয়ারপোর্ট, ট্রেনস্টেশন আর সীমান্তে ভারি অস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী টহল দিচ্ছে। সংবাদদাতা একে বর্ণনা করছে ইতালির ইতিহাসে সবচাইতে বড় ম্যানহান্ট অপারেশন হিসেবে। টিভি পর্দায় গ্যাব্রিয়েলের ছবিটা ভেসে উঠতেই চিয়ারা হাত কচলাতে শুরু করলো। রাতের খাবারের পর পুরনো ড্রেসিং খুলে নতুন ড্রেসিং লাগিয়ে দিলো মেয়েটি। তারপর আরেক দফা অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হলো গ্যাব্রিয়েলকে। কিন্তু পেইনকিলার খাবে কিনা জানতে চাইলে গ্যাব্রিয়েল মানা করলো। সাড়ে ছ'টা বাজে নিজেদের পরনের কাপড়চোপড় বদলে ফেললো তারা। আবহাওয়া সংবাদে বলা হয়েছে বৃষ্টি হতে পারে, উত্তাল থাকতে পারে সাগর। তারাও সেভাবে তৈরি হয়ে নিলো ওয়াটারপ্রুফ আউটারওয়্যার, ইনসুলেটেড মোজা আর রাবার বুট। গ্যাব্রিয়েলের জন্যে একটা ভূয়া পাসপোর্ট আর নাইন মিলিমিটারের বেরেটা পিস্তল রেখে গেছে পাজনার। কোটের জিপ পকেটে পাসপোর্ট আর ভেতরের পকেটে বেরেটাটা রেখে দিলো সে।

পাজনার এসে হাজির হলো ঠিক ছ'টা বাজে। তার ভাবভঙ্গী বেশ সিরিয়াস। এক কাপ কফি খেতে খেতে তাদেরকে বৃফ করলো সে। বুঝিয়ে বললো রোম থেকে পালানোটা মোটেও সহজ কাজ নয়। খুবই বিপজ্জনক একটি কাজ করতে যাচ্ছে তারা। সবখানেই পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেকপয়েন্ট বসিয়েছে তারা। যেখানে সেখানে লোকজনকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আর তল্লাশী করা হচ্ছে। মনে হলো গ্যাব্রিয়েলের নার্ভটা ভড়কে দেবার চেষ্টা করছে সে।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে তারা ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে গেলো। তাদের ফ্ল্যাটের নীচে একটা গাঢ় ধূসর রঙের ফক্সওয়াগন ডেলিভারি ভ্যান পার্ক করা আছে। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে পাজনার উঠে বসলে গ্যাব্রিয়েল এবং চিয়ারা কার্গো রাখার জায়গায় হামাগুঁড়ি দিয়ে পড়ে রইলো। ভ্যানের মেঝেটা এতোটাই ঠাণ্ডা যে সহ্য হচ্ছে না তাদের। ইঞ্জিন চালু করে ওয়াইপারটাও ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। সে

পরে আছে নীল রঙের একটি ওভারহল। যে দুটো হাত স্টিয়ারিং ধরে আছে সেগুলো একজন পিয়ানো বাদকের। পাজনার তাকে রুভেন নামে সম্বোধন করছে।

ভ্যানটা যানবাহনের ভীড়ে চলতে শুরু করলে কার্গো হোল্ডে শুয়ে কেবল রাতের বেলায় আলোঝলমল শহরের বাতিগুলো দেখতে পাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। সে জানে তারা পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। রোমের প্রধান সড়কগুলো এড়িয়ে সাগরতীরবর্তী সরু সরু গলিগুলো বেছে নিয়েছে পাজনার।

গ্যাব্রিয়েল চেয়ে দেখলো চিয়ারা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা চোখ সরিয়ে নিলো। গ্যাব্রিয়েল মাথাটা সরিয়ে বন্ধ করে ফেললো নিজের দু'চোখ।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ল্যাঙ্গকে অ্যাভেন্তাইন হিল থেকে পুরনো পালাজ্জো'র জানিকুলামে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলো আজিজ। নির্ধারিত সময়ের একটু আগে পৌঁছালো তারা। কয়েক বছর ধরেই প্যালেস্টাইনি ইন্টেলিজেন্স জেনে আসছে শিমন পাজনার হলো ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট। তাকে আগাগোড়াই ফলো করে আসছে তারা। রোম স্টেশনের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তাকে রাখা হয়েছে সার্ভিলেন্সের অধীনে। এ দিন দু'বার পাজনারকে দেখা গেছে জানিকুলামের পালাজ্জোতে প্রবেশ করতে—একবার সকালে, আর শেষে পড়ন্ত বিকেলে। পিএলও ইন্টেলিজেন্সের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো তাদের টার্গেট ইসরায়েলিদের কোনো সেফ ফ্ল্যাটে অবস্থান করছে। সব কিছু দেখে তারা এখন নিশ্চিত, ঐ ফ্ল্যাটের ভেতরেই রয়েছে আবু জিহাদের খুনি গ্যাব্রিয়েল আলোন।

পুরনো পালাজ্জোর প্রবেশপথ থেকে একশ' মিটার দূরে এক রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করে আজিজ এবং ল্যাঙ্গ অপেক্ষা করতে লাগলো। রাস্তা থেকে দেখা যায় এ রকম মাত্র দুটো ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে বাতি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে—একটা দোতলা এবং অন্যটি একেবারে উপরের তলায়। উপরের তলার ফ্ল্যাটটির জানালার পর্দা নামিয়ে রাখা হয়েছে। আশেপাশে তাকিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখে নিলো ল্যাঙ্গ একটা মোটরসাইকেলে দুটো ছেলে বসে আছে; ছোটো দু'সিটের একটা ফিয়াট গাড়িতে বসে আছে এক মহিলা; সিটি বাস থেকে নেমে মধ্যবয়সী এক লোক রেইনকোট পরে সেখানে ঢুকছে। গাঢ় ধূসর রঙের একটা ফক্সওয়াগন ডেলিভারি ভ্যান পার্ক করা আছে প্রবেশপথের সামনে। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে নীল ওভারঅল পরা এক লোক। লোকটা প্রাঙ্গনের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো ল্যাঙ্গ।

দশ মিনিট পর ভ্যানটি প্রবেশপথের সামনে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরই ঘুরে রাস্তায় নেমে পড়লো। যাবার সময় ল্যাঙ্গ লক্ষ্য করলো সামনের সিটে আরেকজন লোক বসে আছে। ড্রাইভিং সিটে বসা আজিজকে কঁনুই দিয়ে গুতো মেরে ভ্যানের পেছন পেছন ছোটার জন্যে তাড়া দিলো সে। প্যালেস্টাইনি একটু অপেক্ষা করে ভ্যানটাকে আরো কিছু দূর পর্যন্ত যেতে দিলো তারপর ইউ-টার্ন নিয়েই ছুটলো ভ্যানটার পিছু পিছু।

সেফ ফ্ল্যাট থেকে বের হবার পাঁচ মিনিট পরই শিরোন পাজনারের সেল ফোনটা বেজে উঠলো। তাদের গাড়ি ফলো করা হতে পারে ভেবে আগে থেকেই দ্বিতীয় আরেকটি দলকে মোতায়েন করে রেখেছিলো সে। ঐ দলটির কাজ হলো তাদের গাড়িকে কেউ ফলো করছে কিনা লক্ষ্য রাখা। এই মুহূর্তে ফোন করার দুটো মানে থাকতে পারে তাদের গাড়িকে ফলো করার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে থাকুন। অথবা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলো করা হচ্ছে তাদেরকে। পেছনের গাড়িটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন।

ফোনটা কানে নিয়ে চুপচাপ শুনে গেলো পাজনার। তারপর বিড়বিড় করে বললো, "প্রথম সুযোগেই ওদেরকে সরিয়ে ফেলো।" ফোন বন্ধ করেই ড্রাইভারের দিকে ফিরলো সে। "আমাদের পেছনে লোক লেগেছে, রুভেন। বিগি লাঙ্গিয়া। দুটো গাড়ির পেছনেই আছে সেটা।"

ড্রাইভার এক্সেলেটরে পা দিতেই গাড়িটা দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করলো। গ্যাব্রিয়েল হাত দিয়ে ধরে রাখলো জামার ভেতর রাখা বেরেটা পিস্তলটি।

ভ্যানের আচমকা গতি বাড়িয়ে দেয়ার ফলে ল্যাঙ্গের কাছে একটা বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠলো গ্যাব্রিয়েল আলোন ঐ ভ্যানেই আছে। সেই সাথে এটাও বুঝতে পারলো তারা বুঝে গেছে তাদের পেছনে লোক লেগেছে। এখন আলোনকে খুন করতে হলে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে গোলাগুলির মাধ্যমেই করতে হবে। এটা ল্যাঙ্গের কাজ করার ধরণের মধ্যে পড়ে না। এভাবে কোনো কাজ করেছে বলেও মনে করতে পারলো না। আচমকা, চুপিসারে সবার নজর এড়িয়ে খুন ক'রে নির্বিঘ্নে সটকে পড়াটাই তার স্টাইল। বন্দুক যুদ্ধ হলো কমান্ডো আর বেপরোয়া লোকজনের কাজ। তার মতো পেশাদার কোনো গুপ্তঘাতকের কাজ নয় এটি। তারপরও এভাবে হাতের কাছে পেয়ে আলোনকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না সে। একেবারে অনিচ্ছায় আজিজকে বললো ভ্যানটা ধরার জন্যে। প্যালেস্টাইনি লোকটা কথামতোই কাজ করলো। বাড়িয়ে দিলো তার গাড়ির গতি।

দু'মিনিট পর লান্সিয়ার ভেতরটা হ্যালোজেন বাতির আলোয় ভরে উঠলো। ল্যাঙ্গ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো মার্সিডিজ গাড়িটা তাদের গাড়ির বাম্পারের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। মার্সিডিজটা বাম দিকে সরে গেলে ল্যাঙ্গ ড্যাশবোর্ডের সাথে সেঁটে রইলো কিছুক্ষণ। মার্সিডিজটা গতি বাড়িয়ে তাদের গাড়ির সমান্তরালে আসার চেষ্টা করছে। লান্সিয়া গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা খেয়ে ডান দিক দিয়ে ঘুরে গেলো। মরিয়া হয়ে আজিজ চিৎকার করে স্টিয়ারিং ধরে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। আর্মরেস্টটা ধরে ফেললো ল্যাঙ্গ, গাড়িটা গড়িয়ে যাবার আশংকা করছে সে।

কিন্তু সেটা হলো না। মনে হলো দীর্ঘ একটা সময় পর লান্সিয়াটা থেমে গেলো বিপরীত দিকে মুখ ক'রে। ল্যাঙ্গ ঘুরে রিয়ার উইন্ডো দিয়ে ভ্যান আর মার্সিডিজটাকে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাদের। পাহাড়ের চূড়ায় তারা উধাও হয়ে গেছে যেনো।

নব্বই মিনিট পর ভ্যানটি সমুদ্র সৈকতের খুব কাছের একটি পার্কিং এরিয়ায় এসে থামলো। মাথার উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে বিশাল জাম্বো জেট চলে যেতে দেখে বুঝতে পারলো তারা ফিউমিচিনো এয়ারপোর্টের রানওয়ের শেষ মাথার কাছাকাছি কোথাও আছে। গাড়ি থেকে চিয়ারা নেমে সৈকতের কাছে গিয়ে দেখে এলো জায়গাটা নিরাপদ আছে কিনা। প্রচণ্ড বাতাসে ভ্যানটা দুলছে। মিনিটখানেক পর ভ্যানের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সে জানালো সব ঠিক আছে। গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরে পাজনার শুভকামনা জানিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে চিয়ারার দিকে ফিরলো সে। "আমরা এখানেই অপেক্ষা করবো। জলদি কোরো।"

সৈকতে কিছুটা পথ হেটে গ্যাব্রিয়েল আর চিয়ারা একটা স্পিডবোটের কাছে চলে এলো। দু'জনে মিলে সেটাকে একটু ঠেলে গভীর পানিতে নিয়ে উঠে পড়লো তাতে। কোনো রকম জটিলতা ছাড়াই বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলো। ইঞ্জিনের নিয়ন্ত্রণ থাকলো চিয়ারার হাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈকতের দৃশ্য মিলিয়ে যেতে শুরু করলো গ্যাব্রিয়েলের চোখের সামনে থেকে, শুধুমাত্র সৈকতের বাতিগুলোই দেখা যাচ্ছে এখন। ইতালি ছেড়ে যাচ্ছে সে। অপারেশন র‍্যাথ অব গড-এর পর এই প্রিয় ইতালিতেই গ্যাব্রিয়েল দু'দণ্ড শান্তি খুঁজে পেয়েছিলো। ভাবলো, আর কখনও এখানে ফিরে আসতে পারবে কিনা কে জানে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে চিয়ারা একটা ওয়্যারলেস বের করে নীচু স্বরে কী যেনো বলতেই দূরে একটা ইয়টের বাতি জ্বলতে দেখা গেলো। "ঐ যে," সে বললো। "ওটাতে করেই আপনি দেশে ফিরে যাবেন।"

ইয়ট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই বোটের ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিলো চিয়ারা। বাকি পথটুকু গতি জড়তার কারণে এমনিতেই ইয়টের কাছে চলে গেলো বোটটা। বোটে ওঠার পর এই প্রথম চিয়ারা গ্যাব্রিয়েরেলের দিকে সরাসরি তাকালো।

"আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।"

"কী বলছো তুমি?"

"আমি আপনার সাথে যাচ্ছি," কথাটা আবার বললো সে তবে আগের চেয়ে আরেকটু বেশি জোর দিয়ে।

"আমি ইসরায়েল যাচ্ছি।"

"না, আপনি ওখানে যাচ্ছেন না। আপনি প্রোভিন্সে যাচ্ছেন রেজিনা কারাকাসির মেয়ের কাছে। আপনার সাথে আমিও যাচ্ছি।"

"তুমি আমাকে ঐ ইয়টে তুলে দিয়ে এখান থেকে সৈকতে ফিরে যাবে।"

"আপনার কাছে থাকা ঐ কানাডিয়ান পাসপোর্ট থাকলেও আপনি এখন কোথাও যেতে পারবেন না। একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারবেন না, কোনো বিমানেও উঠতে পারবেন না। আমাকে আপনার দরকার হবে। তাছাড়া পাজনার যদি মিথ্যে বলে থাকে তাহলে কি হবে? ওই জাহাজে যদি একজন না থেকে দু'জন থাকে তবেই বা কি হবে?"

গ্যাব্রিয়েলকে মানতেই হলো মেয়েটার কথায় যুক্তি আছে।

"এটা করা তোমার জন্যে খুব বোকামি হয়ে যাবে, চিয়ারা। তুমি তোমার ক্যারিয়ার ধ্বংস ক'রে ফেলবে।"

"না, তা আমি করবো না," বললো মেয়েটি। "তাদেরকে আমি বলবো আপনি আমাকে জোর করে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনার সঙ্গে নিয়ে গেছেন।"

ইয়টের দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়েল। নিজের ফাঁদটা একেবারে ঠিক সময় পেতেছে চিয়ারা।

"কেন?" জানতে চাইলো সে। "তুমি কেন এটা করতে চাচ্ছো?"

"আমার বাবা কি আপনাকে বলে নি, অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সাথে তার দাদা-দাদিকেও ঘেত্তো থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো অশুইৎজে? ওখানেই যে অন্যদের সাথে তারা দু'জন নিহত হয়েছিলেন সেটাও কি বলে নি?"

"তিনি তো আমাকে এ কথা বলেন নি।"

"আপনি কি জানেন কেন তিনি এ কথা আপনাকে বলেন নি? কারণ এই এতোগুলো বছর পরেও এ কথা সে মুখে আনতে পারে না। অশুইৎজে নিহত প্রতিটি ভেনিসিয় ইহুদির নাম সে মুখস্ত বলতে পারে কিন্তু নিজের দাদা-দাদির কথা মুখে নিতে পারে না।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরেটা পিস্তল হাতে নিয়ে স্লাইড টেনে নিলো চিয়ারা। "ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।"

ইয়টের রেলিংয়ে এক লোককে দেখা গেলো। তাদেরকে দেখছে সে। ইয়টের গা ঘেষে নেমে যাওয়া ঝুলন্ত মই বেয়ে চিয়ারা উঠতে শুরু করলো, তার পেছন পেছন গ্যাব্রিয়েল। ডেকে উঠে দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন দু'হাত তুলে অবিশ্বাসে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

"দুঃখিত," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আমাদের এই ভ্রমনে একটু পরিবর্তন আনতে হয়েছে।"

এক বোতল সিডেটিভ আর একটা সিরিঞ্জ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলো চিয়ারা। নীচের ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্যাব্রিয়েল দড়ি দিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত-পা বেঁধে ফেললো। লোকটার শার্টের হাতা গোটানোর সময় একটু বাঁধা দেবার চেষ্টা করলে গ্যাব্রিয়েল তার গলাটা চেপে ধরতেই দমে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। চিয়ারা খুব সহজেই ইনজেকশনটা দিতে পারলো। লোকটা অচেতন হবার পর তার হাত-পা'র বাঁধন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। হ্যা, ঠিক আছে। ছুটতে পারবে না। আবার বাঁধন অতোটা শক্তও নয় যে হাতের শিরা কেটে যাবে।

"এই সিডেটিভটা কতোক্ষণ কাজ করবে?"

"দশ ঘণ্টা, তবে লোকটা বেশ বড়সড়। আটটা বাজে তাকে আরেকটা ডোজ দিয়ে দেবো।"

"দাও, কিন্তু বেচারিকে মেরে ফেলো না। সে আমাদেরই লোক।"

"তার কিছুই হবে না।"

বৃজে যাবার পথ দেখিয়ে দিলো চিয়ারা। টেবিলে ইতালির পশ্চিম উপকূলের নৌপথের চার্ট বিছানো আছে। জিপিএস ডিসপ্লে'তে নিজেদের অবস্থান জেনে নিয়ে কোন্ পথে যেতে হবে ঠিক ক'রে ফেললো চিয়ারা। ইঞ্জিন চালু করে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এলবা আর করসিকার মাঝখানের প্রণালীতে এসে পড়লো তারা।

চিয়ারা ঘুরে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো, তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। তাকে বললো, "আমাদের কিছু কফি খওয়া দরকার। আপনি কি এটা সামলাতে পারবেন?"

"চেষ্টা ক'রে দেখি।"

"তাহলে সামলান।"

"জি, স্যার।"

শিমোন পাজনার সৈকতের ভেজা বালুর মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পাথরের মূর্তি। মুখের কাছে ওয়্যারলেসটা ধরে

চিয়ারার সাথে শেষবারের মতো যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো। কোনো সাড়া নেই।

এক ঘন্টা আগেই তার এখানে ফিরে আসার কথা। দুটো সম্ভাবনা আছে, কোনোটাই সুখকর নয়। এক নাম্বার সম্ভাবনা, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে ফলে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। আর অন্যটা হচ্ছে, এলটন...

পাজনার ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে তার ওয়্যারলেসটা সৈকতে ছুড়ে মেরে আস্তে আস্তে নিজের ভ্যানের কাছে ফিরে গেলো।

জুরিখে যাওয়ার রাতের ট্রেনটা ধরার জন্যে এরিক ল্যাঙ্গের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। স্তাজিওনি তারমিনি'র কাছে একটা নির্জন রাস্তায় আজিজকে গাড়িটা থামাতে বললো সে, কিন্তু আজিজ বুঝতে পারলো না কেন।

"আপনি এখানে নামতে চাইছেন কেন?"

"এ মুহূর্তে রোমের সব পুলিশই গ্যাব্রিয়েল আলোনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ট্রেনস্টেশন আর এয়ারপোর্টে নিশ্চয় তারা কড়া নজরদারি করছে। একেবারে প্রয়োজন ছাড়া ওখানে তোমার চেহারা না দেখানোই ভালো।"

মনে হলো প্যালেস্টাইনি লোকটা বুঝতে পেরেছে। স্টেশন থেকে একটা ট্রেনকে বেরিয়ে আসতে দেখলো ল্যাঙ্গ। সেটার জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে সে।

"হুইসেনিকে বোলো পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে আমি তার সাথে প্যারিসে যোগাযোগ করবো," বললো ল্যাঙ্গ।

"আজ রাতে কাজটা সফলভাবে শেষ করতে পারলাম না ব'লে আমি দুঃখিত।"

কাঁধ ঝাঁকালো ল্যাঙ্গ। "ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা আরেকটা সুযোগ পাবো।"

আচমকা দেখা গেলো ট্রেনটা তাদের অনেক কাছে এসে পড়েছে। ল্যাঙ্গ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো এতোক্ষণ, মনে হয় সেটা সদ্ব্যবহার করার সময় এসে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। আজিজ জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রে চিৎকার ক'রে কিছু কথা বললেও সেটা ট্রেনের বিকট শব্দের কারণে শোনা গেলো না।

"কি?" কানে হাত দিয়ে ল্যাঙ্গ জানতে চাইলো। "তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।"

"পিস্তলটা," আজিজ বললো। "ওটা দিতে ভুলে গেছেন।"

"ওহ্, হ্যা।" ল্যাঙ্গ তার কোটের পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো স্টেচকিন পিস্তলটা বের ক'রে আজিজের দিকে বাড়িয়ে দিলে অস্ত্রটা নেবার জন্যে প্যালেস্টাইনি লোকটা হাত বাড়াতেই একটা গুলি তার হাতের তালু ভেদ ক'রে বুকে এসে বিঁধলো। দ্বিতীয় গুলিটা বিদীর্ণ করলো তার ডান চোখ।

গাড়ির পেছনের সিটে পিস্তলটা ফেলে স্টেশনের দিকে হেটে গেলো ল্যাঙ্গ। জুরিখের ট্রেনে লোকজন উঠছে। একটা প্রথম শ্রেণীর স্লিপার বার্থে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে বসলো সে। বিশ মিনিট পর ট্রেনটা যখন রোম শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো ল্যাঙ্গ।

অধ্যায় ২১

তাইবেরিয়াস, ইসরায়েল

লেভের ফোনে শ্যামরোনের ঘুম ভাঙলো না। রোমে গ্যাব্রিয়েল আর ঐ মেয়েটা লাপাত্তা হবার খবর শোনার পর থেকেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি সে। বিছানায় শুয়ে আছে, ফোনটা তার কান থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। লেভের উন্মাদগ্রস্ত চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাশে শোয়া তার স্ত্রী গিওলাহ্ কেবল পাশ ফিরে রইলো। বয়সের অসুবিধা, ভাবলো সে। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, লেভ তখন মাত্র রিক্রুট হয়েছে, শ্যামরোন তার সাথে চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে কথা বলতো। কিন্তু এখন বুড়ো লোকটাকে চুপচাপ এসব ঔদ্ধত্য হজম ক'রে যেতে হচ্ছে।

সমস্ত রাগ ঝাড়ার পর ফোনের লাইনটা কেটে গেলো। গায়ে একটা রোব চাপিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে। পূব আকাশ ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে ভোরের আগমনে কিন্তু পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্যটা এখনও উঁকি দিয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে নি। রোবের পকেট হাতরে সিগারেট খুঁজলো, আশা করলো তার স্ত্রী যেনো টের না পায় সে ধুমপান করছে। প্যাকেটটা হাতের নাগাল পেলে নিজেকে বিজয়ী বিজয়ী মনে হলো তার। একটা টার্কিশ সিগারেট ধরিয়ে লেকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভাবতে শুরু করলো শ্যামরোন। অবশ্য বারান্দায় বসে বসে সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে কখনই তার একঘেয়েমি লাগে না। বাড়িটার মুখ যে পূব দিকে সেটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এই দিকেই প্রহরী শ্যামরোন ইসরায়েলের শত্রুদের উপর চোখ রেখে থাকে।

বাতাসের গন্ধ শুঁকে তার মনে হচ্ছে খুব জলদিই একটা ঝড় ধেয়ে আসবে। ঝড়ের পরই নামবে বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টিতে সাময়িক প্লাবনের সৃষ্টি হবে আশপাশের এলাকায়। এ জীবনে কতোগুলো বন্যা সে দেখেছে? ভবিষ্যতে ইসরায়েলের সন্তানেরা আর কতোগুলো বন্যা দেখবে? এই নেতিবাচক ভাবনাটাও মাঝেমধ্যে তার মনে উদয় হয়। বেশিরভাগ ইহুদির মতোই তার মনের গভীরে একটা ভয় জেঁকে বসে, তার জেনারেশনই বুঝি শেষ জেনারেশন। শ্যামরোনের মিশন হলো ইহুদিদের মন থেকে এই ভয়টা চিরতরের জন্যে দূর ক'রে দেয়া। তাদের মধ্যে নিরাপত্তা আর মুক্তির ধারণাটি স্থায়ী ক'রে তোলা। কিন্তু আজকাল তার মনে হয়, এই মিশনে সে ব্যর্থ হতে চলেছে।

হাত ঘড়িতে তাকিয়ে হিসেব ক'রে দেখলো গ্যাব্রিয়েল আর মেয়েটা আট ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ আছে। ব্যাপারটা একান্তই শ্যামরানের ছিলো কিন্তু এখন সেটা লেভের দায় হয়ে পড়েছে। বেনজামিনের খুনিদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে গ্যাব্রিয়েল বেশ কাছাকাছি এসে পড়লেও লেভ এসব একদমই চাচ্ছে না। হায়রে লেভ, ঠাট্টার সুরে ভাবলো শ্যামরোন। কাপুরুষ আমলা কোথাকার। এ রকম সাহস নিয়ে একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে আছে। বিচি বলতে কিছু নেই।

"আমার কি এটার কোনো দরকার আছে, আরি?" লেভ চিৎকার ক'রে বলেছিলো। "ইউরোপিয়ানরা আমাদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করছে আমরা নাকি তাদের ওখানে নাৎসিদের মতো আচরণ করছি। আর এখন তোমার এক খুনি পোপ হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত! আমাকে বলুন, তাকে আমরা কোথায় খুঁজে পাবো। আপনার প্রিয় এই সংস্থাটি ধ্বংস হবার আগেই তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন আমাকে।"

সম্ভবত লেভের কথাই ঠিক, খুব কষ্টের হলেও কথাটা ভাবলো শ্যামরোন। এই মুহূর্তে ইসরায়েলের অনেক সমস্যা। শহীদের দল এখন রীতিমতো রক্তের মিছিল ক'রে ধেয়ে আসছে। আশেপাশের দু'য়েকটা মুসলিম দেশ এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সম্ভবত এই সময়টা রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়। অনেক আগের ঘোলা পানি ঘাটার জন্যেও সময়টা প্রতিকূল। সেই পানি খুবই নোংরা আর বিপজ্জনক সব জিনিসে পরিপূর্ণ। সেখানকার গভীর খাদে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

তারপরই একটা ছবি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। ক্রাকোর বাইরে একটি গ্রাম। একদল উশৃঙ্খল জনতা দোকানপাট আর বাড়িঘরের জানালা ভাঙচুর করছে। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। লোকজনকে পিটিয়ে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে তারা। ধর্ষণ করছে মহিলাদের। খৃস্টানরাই থাকবে! ইহুদিরা সব জঘন্য! একটা বাচ্চা ছেলের গ্রাম, অল্পবয়সী এক ছেলের স্মৃতিতে পোল্যান্ডের দৃশ্য এটি। ছেলেটাকে প্যালেস্টাইনে পাঠিয়ে দেয়া হয় গালিলির উপকণ্ঠে এক সেটেলমেন্টে তার আত্মীয়দের কাছে। মা-বাবা থেকে যায় পোল্যান্ডে। ছেলেটা হাগানাহ্'তে যোগ দেয়, লড়াই করে ইসরায়েলের পূণর্জন্মের জন্যে। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলে সেই রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে তরুণ বয়সে যোগ দেয় ছেলেটা। বহু দূরের বুয়েনাস আইরেসের এক মফশ্বলে এমন লোকের টুটি চেপে ধরে সেই তরুণ যে কিনা তার মা-বাবাসহ আরো ষাট লক্ষ ইহুদিকে ডেথক্যাম্পে পাঠিয়েছিলো। এ কাজ ক'রে রাতারাতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয় সে।

শ্যামরোন বুঝতে পারলো চোখ দুটো সজোরে বন্ধ ক'রে রেখেছে আর হাত

দুটোও শক্ত ক'রে ধরে আছে রেলিংটা। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো সে। এলিয়টের একটা লাইন মনে পড়ে গেলো তার : "আমার শুরুটাই শেষ।"

আইখম্যান...

মৃত্যুর এই দানব, খুনখারাবির এই আমলা যে কিনা তার সময়ে গণহত্যা চালিয়ে ছয় মিলিয়ন ইহুদি নিধন করেছে, কিভাবে বুয়েনোস আইরেসের নির্জন এক মফস্বলে গিয়ে নির্বাসিত জীবন কাটাতে পেরেছিলো? জবাবটা শ্যামরোন জানে। আইখম্যান কেসের প্রতিটি ফাইল তার মাথায় গেঁথে আছে। আরো শত শত খুনির মতো এই লোকটাও পালিয়েছিলো 'কনভেন্ট রুট' ব্যবহার করে—জার্মানি থেকে ইতালির জোনোয়া বন্দর পর্যন্ত মাইলের পর মাইল জায়গাজমি রয়েছে চার্চের। জেনোয়া'তে তাকে ফ্রান্সিসকানরা আশ্রয় দেয়। তারপর চার্চের অধীনে থাকা অসংখ্য দাতব্য সংস্থাগুলোর সহায়তায় ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে একজন উদ্বাস্তু হিসেবে দেখানো হয় তাকে। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সিসকানদের একটি কনভেন্ট থেকে জিওভান্না নামের জাহাজে ক'রে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসে পাড়ি দেয় লোকটা। নতুন এক জগতে, নতুন এক জীবনের সন্ধানে, ভাবলো শ্যামরোন।

চার্চের মহান নেতারা ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যা নিন্দা করার জন্যে একটি শব্দও খুঁজে পায় নি, বরং মহান চার্চের বিশপ আর যাজকেরা স্মরণকালের সবচাইতে বড় গণহত্যাকারীকে নিজেদের পবিত্র স্থানে আশ্রয় দিয়েছে। শ্যামরোনের চোখে এটা এমন একটা পাপ যা কোনো দিনই ক্ষমা করে দেয়া যায় না।

তেলআবিব থেকে সিকিউর লাইনে লেভের কর্কশ কণ্ঠের কথাগুলো স্মরণ করলো সে। না, ভাবলো শ্যামরোন, গ্যাব্রিয়েলকে খুঁজে বের করার কাজে আমি লেভকে সাহায্য করবো না। বরং এর বিপরীতটাই করবো, লেকের তীরে অবস্থিত ঐ কনভেন্টে কি হয়েছিলো আর বেনজামিনের খুনি কারা, সেটা খুঁজে বের করার কাজে তাকে সাহায্য করবো আমি।

শোবার ঘরে গেলো, গিওলাহ্ বসে বসে টিভি দেখছে। নিজের সুটকেস গোছগাছ করতে শুরু করলো শ্যামরোন। জানে, কিছুক্ষণ পর পরই গিওলাহ্ তার দিকে তাকাবে তবে কিছুই বলবে না। চল্লিশ বছর ধরেই তো এরকম হয়ে আসছে। সব গোছানোর পর শ্যামরোন তার পাশে বসে হাতটা ধরলো।

"তুমি খুব সাবধানে থাকবে, থাকবে না আরি?"

"অবশ্যই থাকবো, আমার জান।"

"সিগারেট খাবে না, বলো?"

"খাবো না!"

"জলদি ফিরে এসো।"

"হ্যা, জলদিই ফিরে আসবো।" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে শ্যামরোন তার কপালে আলতো ক'রে চুমু খেলো।

কিং সল বুলেভার্দে যাওয়াটা অবমাননাকর বলেই মনে হলো শ্যামরোনের কাছে। স্টেশনের লবিতে রাখা লগবুকে স্বাক্ষর ক'রে বুকের কাছে একটা প্লাস্টিকের ট্যাগ লাগাতে হলো তাকে। তার প্রাইভেট লিফটটা এখন আর সে ব্যবহার করতে পারে না, সেটা ব্যবহার করে শুধুমাত্র লেভ নিজে। তাকে এমন একটা লিফটে উঠতে হলো যেটা কিনা ফাইল রুমের একদল ছেলেমেয়ে ব্যবহার করে থাকে। তাদের সাথেই গাদাগাদি ক'রে উঠলো শ্যামরোন।

পঞ্চম তলায় এসে বুঝতে পারলো অবমাননার ব্যাপারটি এখনও শেষ হয় নি। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার সময় তাকে কেউ কফি দিয়ে গেলো না, তাই ক্যান্টিনে গিয়ে অটোমেটেড মেশিনের জঘন্য কফি গলাধকরণ ক'রে নিতে হলো তাকে। এরপর হলের দিকে নিজের 'অফিস'-এর দিকে গেলো সে—একটা খালি ঘর, স্টোরেজ ক্লোসেটের চেয়ে বেশি বড় হবে না সেটা। একটা কাঠের টেবিল, স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার আর মান্ধাতার আমলের একটা টেলিফোন সেট, দেখে মনে হবে জিনিসটা বুঝি অচল।

চেয়ারে বসে লন্ডন থেকে তোলা সার্ভিলেন্স ছবিগুলো বৃফকেস থেকে বের করলো শ্যামরোন—মেলোনের বাড়ির সামনে থেকে এই ছবিগুলো তুলেছিলো মোরদেচাই। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হলো তাকে। কিছুক্ষণ পর পরই দরজার সামনে থেকে একজন দু'জন করে ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে তাকে, যেনো সে একটা দূর্লভ প্রজাতির প্রাণী। হ্যা, এটা অবশ্য সত্যি। আশেপাশে আরেকবার ঘুরে দেখলো, কেউ নেই। ছবির লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

অবশেষে ফোনটা তুলে রিসার্চের এক্সটেনশন নাম্বারটা চাইলে এমন একটা মেয়ে ফোনের জবাব দিলো যার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে কিছু দিন আগে হাই স্কুলের পাঠ চুকিয়েছে।

"আমি শ্যামরোন বলছি।"

"কে?"

"শ্যামরোন," বিব্রত হয়ে বললো সে। "সাইপ্রাসের অপহরণ কেসের ফাইলটা আমার দরকার। ১৯৮৬ সালে ঘটেছিলো মনে হয়। সম্ভবত তোমার জন্মের আগের ঘটনা। ভালো ক'রে খুঁজে বের করো সেটা।"

অনেকটা আছাড় মেরে ফোনটা রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। পাঁচ

মিনিট পর ইয়োসি নামের ঘুমঘুম চোখের এক ছেলে তার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। "দুঃখিত বস্। মেয়েটা একদমই নতুন।" তার হাতে একটা ফাইল। "আপনি এটা দেখতে চেয়েছেন?"

ফাইলটা নেবার জন্যে অনেকটা ভিক্ষুকের মতোই হাত বাড়ালো শ্যামরোন।

সময়টা শ্যামরোনের জন্যে মোটেও গর্ব করার মতো ছিলো না। ১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে ইসরায়েলি জাস্টিস মিনিস্টার মেইর বেন-ডেভিড তিন সপ্তাহের জন্যে তেলআবিব থেকে ভূ-মধ্য সাগরে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়েছিলো একটা প্রাইভেট ইয়টে করে। তার সঙ্গে ছিলো আরো বারো জন অতিথি আর পাঁচ জন ক্রু। নবম দিনের দিন লারনাকা হার্বারের কাছে তাদের ইয়টটা *ফাইটিং প্যালেস্টাইনিয়ান সেল* নামের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দখল ক'রে নেয়। উদ্ধার অভিযান প্রচেষ্টা নাকচ করে দেয়া হয়, সাইপ্রিয়ট কর্তৃপক্ষ চাইলো এই সমস্যাটি যতো দ্রুত এবং চুপচাপ সমাধান করা যায় ততোই ভালো। এর ফলে ইসরায়েলি সরকারের পক্ষে সমঝোতা করা ছাড়া আর কোনো পথ রইলো না। জার্মানভাষী দলনেতার সাথে যোগযোগের একটি চ্যানেল খুললো শ্যামরোন। তিন দিন পরই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। ছেড়ে দেয়া হয় জিম্মিদের, নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে দেয়া হয় সব সন্ত্রাসীকে। এই ঘটনার এক মাস পর এক ডজন উগ্রপন্থী পিএলও খুনি ইসরায়েলি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলো।

ইসরায়েল অবশ্য এ রকম বিনিময়ের কথা সব সময়ই অস্বীকার করে এসেছে, কিন্তু জনগণ তা বিশ্বাস করে নি। শ্যামরোনের কাছেও এটি তিক্ত একটি ঘটনা। এখন ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে স্বস্তি বোধ করলো সে। ঐ দলের নেতার একটি ছবি তুলে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো তারা, সেই ছবিটা হাতে তুলে নিলো সাবেক ইন্টেলিজেন্স অফিসার। এটা কোনো কাজে আসবে ব'লে মনে হয় না, কারণ অনেক দূর থেকে ছবিটা তোলা হয়েছে, তারপরও সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে : একটু অস্পষ্ট, সানগ্লাসে চোখ দুটো ঢাকা, মাথায় একটা টুপি।

লন্ডনের সার্ভিলেন্স করার সময় মোরদেচাইর তোলা ছবিটার সাথে ফাইলের পুরনো ছবিটা টেবিলের উপর পাশাপাশি রাখলো শ্যামরোন। বেশ কয়েক মিনিট ধরে তুলনা ক'রে গেলো দুটো ছবির মধ্যে কোনো মিল আছে কিনা। একই লোক? বলা সম্ভব নয়। ফোনটা তুলে আবারো রিসার্চে ফোন করলো। এবার সেটা ধরলো ইয়োসি।

"হ্যা, বস্?"

"লেপার্ডের ফাইলটা একটু নিয়ে আসো তো।"

এই লোকটা রহস্যময়। ধারণা করা হয় বেশ শিক্ষিতও। কেউ বলে সে একজন জার্মান। কেউ বলে অস্ট্রিয়ান। অনেকে আবার সুইসও দাবি করে থাকে। শ্যামরোনের সাথে বসে এক ভাষাবিদ তার সাথে শ্যামরোনের কথপোকথনের টেপ শুনে বলেছে, লোকটা আলসাক-লোরেঁই'র। পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষ তাকে লেপার্ড ডাক নামটি দিয়েছে। ওখানে প্রচুর হত্যাকাণ্ড করেছে সে, তারাও হন্যে হয়ে খুঁজছে লোকটাকে। ভাড়া খাটা এক সন্ত্রাসী। যে কোনো দলের হয়েই সে কাজ ক'রে থাকে। ধারণা করা হয়, সাইপ্রাসের হাইজ্যাকের পেছনে লেপার্ড জড়িত ছিলো, পিএলও'র কমান্ডো আবু জিহাদের হয়ে ইউরোপের মাটিতে সে তিনজন ইহুদিকেও হত্যা করেছে। শ্যামরোন তাকে মৃত দেখতে চেয়েছিলো কিন্তু তার এই ইচ্ছেটা অপূর্ণই রয়ে গেছে এতো দিন।

ফাইল ঘেটে ফ্রেঞ্চ সার্ভিস এবং ইন্টারপোল ডিসপ্যাচ আর ইস্তানবুলে তাকে দেখা গেছে এরকম একটি রিপোর্ট আছে এখানে, সেই সাথে তিনটি ছবি, তবে সেগুলো এতোটা পরিস্কার নয় যে নিশ্চিত ক'রে বলা যাবে এগুলো একই লোকের। সাইপ্রাসের ইয়টে একটা, বুখারেস্টে সার্ভিলেন্স করার সময় একটা আর অন্যটা শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর থেকে তোলা। এই ছবিগুলোও টেবিলের উপর পাশাপাশি রেখে শ্যামরোন ইয়োসির দিকে তাকালো। তার পেছন থেকে উঁকি মেরে ছবিগুলো দেখছে ছেলেটা।

"এটা আর এটা, বস্।"

বুখারেস্টের ছবিটা লন্ডনের ছবির সাথে আলাদা ক'রে রাখলো শ্যামরোন। একই অ্যাঙ্গেল, মাথাটাও উপরের দিকে তোলা। একটু বাম দিকে ফিরে আছে। অর্ধেক মুখ সেজন্যে দেখা যাচ্ছে না।

"আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, ইয়োসি, একটু ভেবে দেখো তো, এই ছবিগুলো একই লোকের কিনা।"

"বলা কঠিন, বস্, তবে কম্পিউটার হয়তো ধরতে পারবে।"

"কম্পিউটারে চেক ক'রে দেখো তাহলে," কথাটা বলে শ্যামরোন ফাইলটা হাতে তুলে নিলো। "এটা আমি রাখতে চাইছি।"

"আপনাকে একটা চিটে স্বাক্ষর করতে হবে তাহলে।"

চশমার উপর দিয়ে ইয়োসির দিকে তাকালো শ্যামরোন।

"আমিই আপনার হয়ে চিটে সই ক'রে দিচ্ছি, বস্," ইয়োসি হেসে বললো।

"ভালো ছেলে।"

শেষবারের মতো ফোনটা তুলে ট্রাভেলে ডায়াল করলো শ্যামরোন। সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে ফাইলটা বৃফকেসে ভরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো সে।

আমি আসছি, গ্যাব্রিয়েল, মনে মনে বললো। কিন্তু তুমি এখন কোথায়?

অধ্যায় ২২

ভূ-মধ্যসাগর

কেপ কোর্সে ভোর বেলা ইয়টটা দ্বীপের কাছে নিয়ে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলো চিয়ারা। তাদের সামনে একগুচ্ছ বিস্ফোরনোন্মুখ মেঘ গর্জাচ্ছে। বৃষ্টি হবে। বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গেছে প্রায় কয়েক নটিক্যাল মাইল। হুট করেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। "মিস্ট্রাল," বললো চিয়ারা। "আজ বেশ তীব্র গতিতে বইবে। আমার আশংকা বাকি ভ্রমণটা খুব একটা সহজ হবে না।"

বন্দরের দিকে একটা ফেরি দেখা যাচ্ছে, লেরুস থেকে ফরাসি উপকূলের দিকে পাড়ি দিচ্ছে সেটা। "এটা নাইস-এ যাচ্ছে," বললো চিয়ারা। "ওটাকে ফলো ক'রে এগিয়ে যেতে পারি তারপর উপকূলের কাছে পৌছাতেই কানের দিকে পাড়ি দেবো।"

"কতোক্ষণ লাগবে?"

"পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা, ঝড়ের কারণে আরো বেশিও লাগতে পারে। কিছুক্ষণ হুইলটা সামলান, আমি গ্যালিতে গিয়ে দেখি নাস্তা করার মতো কিছু আছে কিনা।"

"স্লিপিং বিউটি আমাদের সাথে আছে কিনা সেটাও একটু দেখে এসো।"

"ঠিক আছে।"

কফি, টোস্ট করা পাউরুটি আর পনির পাওয়া গেলো নাস্তার জন্যে। তবে আয়েশ ক'রে খাওয়ার সময় পেলো না তারা, কেপ কোর্স থেকে কিছু দূর এগোতেই ঝড়টা শুরু হয়ে গেলো। পরবর্তী চার ঘণ্টা ধরে ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল হতে হতে এগোতে লাগলো তাদের ইয়টটা। প্রবল বৃষ্টির কারণে গতিও কমিয়ে দিতে হয়েছে। বৃষ্টি আর দমকা বাতাসের কারণে সামনের একশ' মিটার দূরের জিনিস পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এক পর্যায়ে এসে ফেরিটাকে হারিয়ে ফেললো তারা। অবশ্য সমস্যা নেই, চিয়ারা কম্পাস আর জিপিএস দিয়ে নেভিগেট করে নিতে পারলো।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি থেমে গেলেও ঝড়ো বাতাস বন্ধ হলো না। উপকূলের কাছে যতোই এগিয়ে যাচ্ছে ততোই যেনো বাতাসের বেগ বেড়ে যাচ্ছে। বাতাস একেবারে ঠাণ্ডা। তাদের এই ভ্রমণের শেষের দিকে মেঘের আড়াল থেকে দু'এক মিনিটের জন্যে সূর্য উঁকি দিলেও নিমেষে সেটা হারিয়ে গেলো।

অবশেষে তাদের দৃষ্টির গোচরে এলো কানের উপকূল লা ক্রোয়েসেত্তে'র সারি সারি সাদা ধবধবে হোটেল আর অ্যাপার্টমেন্ট হাউজগুলো দাঁড়িয়ে আছে। লা ক্রোয়েসেত্তের দিকে না গিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে যে পুরনো বন্দরটি আছে চিয়ারা তার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। গ্রীষ্মের সময় এ জায়গাটা পর্যটকদের পদভারে মুখরিত থাকে। *ভিউ পোর্ত*-এ নোঙর করা থাকে শত শত ইয়ট। কিন্তু এখন বেশিরভাগ রেস্তোরাঁই বন্ধ। হোটেলগুলোতেও রুম পাওয়া যাবে অনায়াসে।

গ্যাব্রিয়েলকে বোটে রেখেই চিয়ারা নেমে পড়লো কয়েক ব্লক দূরে রুই দান্তিবে'তে গিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করার জন্যে। মেয়েটা চলে যেতেই গ্যাব্রিয়েল অচেতন ক্যাপ্টেনের হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিলো। চার ঘণ্টা আগে চিয়ারা তাকে একটা ইনজেকশন দিয়েছিলো, তার মানে আরো কয়েক ঘণ্টা এই লোক অচেতন থাকবে।

ডেকে ফিরে গিয়ে চিয়ারার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল। কয়েক মিনিট পরেই একটা পিয়াজ্জিও গাড়ি কুয়ে সেন-পিয়েরের পার্কিং এরিয়ায় এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমেই গ্যাব্রিয়েলকে হাত নেড়ে চিয়ারা ইশারা করলে বোট থেকে নেমে ড্রাইভারের সিটে এসে বসলো গ্যাব্রিয়েল।

"কোনো সমস্যা?" জানতে চাইলো।

চিয়ারা মাথা নাড়লো।

"আমাদের কিছু জামাকাপড় দরকার।"

"আহ্, ক্রোয়েসেত্তে'তে শপিং করা যাবে। সারা রাত ঐ বোটে থাকার পর আমার তো এটা আরো বেশি দরকার। গুচ্চি আর ভার্সাজের মধ্যে কোনটা বেছে নেবো বুঝতে পারছি না।"

"আমি অবশ্য একটু সাধারণ কিছু পরার কথা ভাবছিলাম। কারনোয়া বুলেভার্দের যেখানে লোকজন কেনাকাটা করে সেখান থেকে কিনলেই হবে।"

"ওহ্, একেবারে সাধারণ মানুষের মতো।"

"ঠিক বলেছো।"

কিছুক্ষণ পরই তারা বুলেভার্দ কারনোয়াতে পৌছে গেলো। ঝড়টা এখন আবারো গর্জাচ্ছে। খুব অল্প সংখ্যক লোকজনই বাইরে বেরুনোর সাহস দেখাচ্ছে এই সময়। মাথার টুপি ধরে কুঁজো হয়ে বাতাসের বিরুদ্ধে তারা হাটছে। টুকরো টুকরো কাগজ আর ধুলোবালি উড়ছে বাতাসে। কয়েক ব্লক পরই বাসস্টপের কাছে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের দিকে এগিয়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল। চিয়ারা অবশ্য ভুরু কুচকে তাকলো সেদিকে। গাড়িটা পার্ক করেই চিয়ারার হাতে এক বান্ডিল টাকা ধরিয়ে দিলে মেয়েটা গাড়ি থেকে নেমে গেলো।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ না করেই রেডিওতে খবর শুনতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল। এখনও পাপালের গুপ্তঘাতকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। ইতালির পুলিশ এয়ারপোর্ট আর সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। রেডিওটা বন্ধ করে দিলো সে।

বিশ মিনিট পর চিয়ারা দু'হাতে কতোগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলো। পেছন থেকে বাতাস বইছে, ফলে তার চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়ছে বার বার। কিন্তু দু'হাতে ব্যাগগুলো থাকার কারণে এ ব্যাপারে সে কিছুই করতে পারছে না।

পেছনের সিটে ব্যাগগুলো রেখেই যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো চিয়ারা। দশ মিনিটি পর গ্যাব্রিয়েল কারনোয়া'তে এসে পড়লো। সাইন দেখে দেখে চলছে সে। ম্যারিটাইম আল্পসের দিকে যাচ্ছে তারা। সিটে বসে চিয়ারা নিজের শার্ট আর ওয়াটারপ্রুফ প্যান্টটা খুলে ফেলে ব্যাগ থেকে নতুন কেনা আন্ডারওয়্যার আর ব্রা'টা বের করে নিলো।

"এ দিকে তাকাবেন না।"

"নিশ্চিন্তে থাকো, তাকানোর কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।"

"তাই নাকি? কেন পারেন না?"

"তাড়াতাড়ি পরে নাও। প্লিজ।"

"এই প্রথম কোনো লোক আমাকে এ রকম কথা বললো।"

"তাতো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।"

তার হাতে একটা চাপড় মেরে দ্রুত জিন্স, সোয়েটার আর পায়ে কালো রঙের চামড়ার বুট পরে নিলো চিয়ারা। ভেনিসের ঘেত্তোতে প্রথম তাকে যে রকম আকর্ষণীয় এক তরুণী ব'লে মনে হয়েছিলো এখন তাকে ঠিক সেরকমই দেখাচ্ছে। জামাকাপড় পরা শেষ করে মেয়েটা বললো, "এবার আপনার পালা। দিন, গাড়িটা এখন আমি চালাই।"

গাড়িটা থামিয়ে মেয়েটাকে ড্রাইভিং সিটে বসতে দিলো গ্যাব্রিয়েল। ফ্যাশনের কথা বললে তার পোশাকগুলোকে মোটেও কেতাদুরস্ত বলা যাবে না এক জোড়া ঢিলেঢালা সূতির প্যান্ট, মোটা উলের তৈরি সোয়েটার আর সাদামাটা এক জোড়া জুতা। তাকে দেখলে মনে হবে সারাটা দিন এ লোক শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

"আমাকে একদম হাস্যকর দেখাচ্ছে।"

"আমার তো আপনাকে দেখে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে। তারচেয়ে বড় কথা, আপনাকে দেখলে মনে হবে এই শহরে আপনি মোটেও নতুন কেউ নন। আশেপাশে কোথাও থাকেন।"

দশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে চিয়ারা মধ্যযুগের একটি শহর ভালবোনে এসে পড়লো। সেখান থেকে কিভাবে ওপিও নামের একটি শহরে যেতে হবে সে কথা বলে দিলো গ্যাব্রিয়েল। ওপিও থেকে তারা যাবে লে রুরেতে। একটা বারের কাছে আসতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো গ্যাব্রিয়েল তবে চিয়ারা গাড়িতেই থেকে গেলো।

কাউন্টারের পেছনে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে আলজেরিয় বংশোদ্ভুত। তার কাছে গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো কারাকাসি নামের কোনো ইতালিয়ান মহিলাকে সে চেনে কিনা। লোকটা অপারগতা প্রকাশ করে তাকে পাশের একটা দরজা দেখিয়ে জানালো ভেতরের বারে গিয়ে বারটেন্ডার মার্ককে যেনো জিজ্ঞেস করে।

মার্ক একটা গ্লাস পরিস্কার করছে তোয়ালে দিয়ে। তাকেও যখন ঐ একই প্রশ্ন করা হলো সেও মাথা নেড়ে জানালো এ নামের কাউকে সে চেনে না, তবে নেচার পার্কের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তার পাশেই এক ইতালিয় মহিলা থাকে ব'লে জানালো সে। মহিলার ভিলার অবস্থান জানিয়ে সামনে এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলে বারটেন্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিয়ারার কাছে চলে এলো গ্যাব্রিয়েল।

"ঐ রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে," বললো সে।

রাস্তাটা খুবই সরু, অনেকটা গ্রামীণ কাচা রাস্তার মতোই এক লেন বিশিষ্ট। রাস্তার দু'পাশে দুয়েকটা ক'রে ভিলা দেখা যাচ্ছে। বেশ পরিপাটি আর রুচিসম্মত বাড়িগুলো। চার পাশে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

ইতালিয় মহিলা যে ভিলায় থাকে বলে আন্দাজ করলো সেটা খুব একটা জমকালো নয়, একটু বেশি পুরনো আর সাদামাটা। চারপাশে পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মরচে ধরা লোহার গেটটাতে কোনো নামফলক নেই।

গ্যাব্রিয়েল দরজার কাছে রাখা ইন্টারকমের বোতাম চাপতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলো। কয়েক সেকেন্ড পরেই ভিলার পেছন থেকে দুটো বেলজিয়ান শেফার্ড কুকুর ছুটে এসে লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের দিকে দাঁত খিচাতে লাগলো আক্রমণাত্মকভাবে। দরজা থেকে একটু পিছিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলো। কুকুর সে মোটেও পছন্দ করে না। একবার এক অ্যালসেশিয়ান কুকুরের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত হাত ভেঙে ফেলেছিলো। শরীরের কিছু জায়গায় সেলাইও করতে হয়েছিলো তাকে। সতর্কভাবে আবারো সামনে এগিয়ে ইন্টারকমের বোতাম চাপলো সে। এবার সাড়া পাওয়া গেলো কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে মহিলার কথা শোনা যাচ্ছে না স্পষ্টভাবে।

"বাইরে?"

"মাদাম কারাকাসি?"

"আমার নাম এখন হুবার। কারাকাসি আমার বিয়ের আগের নাম ছিলো।"

"আপনার মা কি ইতালির তোলমেজ্জোর রেজিনা কারাকাসি?"

একটু দ্বিধা, তারপরই মহিলা বললো : "আপনি কে বলছেন?"

কুকুরগুলো যেনো তার মালিকের উদ্বিগ্নতা টের পেয়ে গেছে। আগের চেয়েও বেশি জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো তারা। রাতের বেলা গ্যাব্রিয়েল ভেবে রেখেছিলো কিভাবে কারাকাসির সাথে শুরুতে আলাপ জমাবে, কিন্তু এখন এই সব হিংস্র কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আবারো ইন্টারকমের বোতাম চাপলো সে।

"আমার নাম গ্যাব্রিয়েল," কুকুরের সাথে পাল্লা দিয়ে বললো। "আমি ইসরায়েল সরকারের হয়ে কাজ করি। আমার বিশ্বাস আমি জানি আপনার মা'কে কারা খুন করেছে, কেন করেছে সেটাও জানি।"

ইন্টারকমের ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো খুব দ্রুত আর সরাসরি বলে ফেলেছে কথাটা। আবারো ইন্টারকমের বোতাম টিপতে যাবে তখনই দেখতে পেলো এক মহিলা ভিলার দরজা খুলে বের হয়ে আসছে। একটু থেমে ভালো ক'রে গেটের দিকে তাকালো সে। দু'হাত বুকের কাছে ভাজ ক'রে রেখেছে, বাতাসে উড়ছে তার কালো চুলগুলো। তারপর গেটের কাছে এসে আবারো গ্যাব্রিয়েলের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কুকুরগুলোকে ফরাসি ভাষায় কী যেনো বললো, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কথায় চুপ মেরে সোজা ভিলার পেছনে চলে গেলো তারা। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে দিলো বিশাল লোহার দরজাটা।

আয়তক্ষেত্রের একটি ড্রইংরুমে বসে আছে তারা দু'জন। মেঝেতে টেরাকোটা আর দামেস্কের আসবাব। ফ্রেঞ্চ দরজাগুলোর কপাট বাতাসে নড়ছে। মহিলা তাদেরকে গরম গরম কফি দিলো। বার কয়েক গ্যাব্রিয়েল দরজাগুলো দিয়ে তাকিয়ে দেখলো কেউ ভেতরে আসার চেষ্টা করছে কিনা। কিন্তু না, বাগানের গাছপালাগুলো শুধু নড়ছে প্রচণ্ড বাতাসে।

মহিলার নাম আন্তোনেল্লা হুবার, বিয়ে করেছে এক জার্মান ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে আর বসবাস করছে দক্ষিণ ফ্রান্সের এই এলাকায়। তার স্বামী এমন একজন লোক যে কিনা এই জীবনে বহু দেশে কাটিয়েছে। সম্পদশালী এই ব্যবসায়ী অবশেষে এখানে থিতু হয়েছে বলা যায়। মহিলার বয়স হবে চল্লিশের মতো, দারুণ সুন্দরী আর লম্বা চুল। তার গায়ের চামড়া রোদে পোড়া। চোখ

দুটো একেবারে কালো, তবে চোখের মণি দেখে বোঝা যায় মহিলা খুবই বুদ্ধিমতি। সরাসরি তাকিয়ে আছে সে। গ্যাব্রিয়েল লক্ষ্য করলো মহিলার হাতের নখে মাটি লেগে আছে। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সিরামিকের প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরটা। হুবার একজন দক্ষ পটার।

"কুকুরের আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত," মহিলা বললো। "আমার স্বামী কাজের প্রয়োজনে বাইরে আছে। সুতরাং আমি একা একা অফুরন্ত সময় কাটাচ্ছি। কোত দাজু সংলগ্ন এই এলাকাটি বেশ অপরাধপ্রবণ। কুকুর রাখার আগে আমাদের বাড়িতে ছয় ছয়বার ডাকাতি হয়েছে। এখন অবশ্য কোনো সমস্যা হচ্ছে না।"

"সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি।"

একটু মুচকি হাসলো মহিলা। হালকা কিছু কথাবার্তা বলার পর আসল কথায় যাবার সুযোগটা ব্যবহার করতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল। সামনের দিকে ঝুঁকে বেশ গুরুগম্ভীর ভাব এনে জানালো কেন সে এখানে এসেছে। তার বন্ধু বেনজামিন স্টার্ন ব্রেনজোনির কনভেন্টে যুদ্ধের সময় কি ঘটেছিলো সেটা আবিস্কার করেছে—বিয়ে করার আগ পর্যন্ত তার মা ঐ কনভেন্টেই তখন কাজ করতেন। সে আরো জানালো তার বন্ধু এমন সব লোকের হাতে খুন হয়েছে যারা চায় এইসব গোপন কথা যেনো কোনো দিন প্রকাশ না পায়। ইতালিতে যে তার মা-ই কেবল উধাও হয়ে গেছেন তাও নয়, প্রায় একই সময় ফেলিচি আর মানজানি নামের দু'জন যাজকও উধাও হয়ে গেছে। আল্লেসিও রোসি নামের ইতালিয় এক ডিটেক্টিভের বিশ্বাস এই সব ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। কিন্তু ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসের প্রধান কার্লো কাসাগ্রান্দি নামের এক লোকের প্রভাবে ইতালির পুলিশ এই তদন্তটি থামিয়ে দেয়। গ্যাব্রিয়েল কথা বলার সময় প্রায় পুরোটা সময়ই আন্তোনেল্লা হুবার নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো কেবল, কিছুই বললো না। গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হলো তার বলা কথাগুলো যেনো মহিলার কাছে মোটেও নতুন শোনাচ্ছে না।

"আপনার মাকে শুধুমাত্র বিয়ে করার জন্যেই নানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় নি, তাই না?"

অনেকক্ষণ চুপ থেকে মহিলা বললো "হ্যা, তা করা হয় নি।"

"ঐ কনভেন্টে এমন কিছু হয়েছিলো যাতে ক'রে তিনি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেজন্যেই কাজটা ছেড়ে দেন?"

"হ্যা, আপনার কথাই ঠিক।"

"তিনি কি এসব বিষয় নিয়ে বেনজামিন স্টার্নের সাথে কথা বলেছিলেন?"

"আমি তাকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম এসব কথা না বলার জন্যে কিন্তু সে আমার কোনো কথাই শোনে নি।"

"আপনি কোন্ ভয় থেকে তাকে বারণ করেছিলেন?"

"তার ক্ষতি হবে এরকম একটা ভয় আমার ছিলো, বুঝলেন। শেষে কি আমার কথাটাই সত্যি প্রমাণিত হলো না?"

"আপনি কি ইতালিয়ান পুলিশের সাথে কথা বলেছেন?"

"আপনি যদি ইতালির রাজনীতি ঠিকভাবে বুঝে থাকেন তো ভালো করেই জানবেন, এ রকম কোনো বিষয় নিয়ে ওখানকার পুলিশকে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না। গত পরশু রাতে কি আল্লেসিও রোসি নামের ঐ পুলিশ অফিসারটিও রোমে নিহত হন নি? পাপালের একজন গুপ্তঘাতক?" আস্তে আস্তে মাথা দোলালো সে। "হায় ঈশ্বর! তারা তাদের নোংরা গোমড়গুলো চেপে রাখার জন্যে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তত।"

"আপনি কি জানেন আপনার মাকে তারা কেন খুন করেছে?"

মাথা নেড়ে সে বললো, "হ্যা, জানি। ঐ কনভেন্টে কি ঘটেছিলো সেটা আমি জানি। আমার মা কেন নানের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলো সেটাও জানি। সব জানি।"

"আমাকে কি সে সব কথা বলা যায়?"

"সবচেয়ে ভালো হয় আপনাকে সেটা দেখাতে পারলে।" মহিলা উঠে দাঁড়ালো। "একটু বসুন। আমি আসছি।"

মিসেস হুবার উপর তলায় চলে গেলে দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো গ্যাব্রিয়েল। তার পাশে বসা চিয়ারা তার হাতের উপর হাত রেখে আশ্বস্ত করলো তাকে।

আন্তোনেল্লা হুবার ফিরে এলো কয়েকটা হলুদ রঙের কাগজ হাতে নিয়ে।

"আমার বাবাকে বিয়ে করার আগের রাতে এগুলো আমার মা লিখে রেখেছিলো," গ্যাব্রিয়েল আর চিয়ারাকে কাগজগুলো দেখিয়ে মহিলা বললো। "বেনজামিন স্টার্নকে এসবের একটি কপি দিয়েছিলো মা। আপনার বন্ধু খুন হবার এটাই হলো একমাত্র কারণ।"

সোফায় বসে কাগজগুলো কোলের উপর রেখে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলো মহিলা :

আমার নাম রেজিনা কারাকাসি, আমার জন্ম হয়েছিলো অস্ট্রিয়ান সীমান্তের কাছে ব্রুনিকো নামের পাহাড়ি একটা গ্রামে। আমার বাবা-মা'র সাত সন্তানের মধ্যে আমি হলাম সর্বকণিষ্ঠ এবং একমাত্র মেয়ে। এজন্যেই জন্মের পর থেকেই তারা ঠিক ক'রে রাখে আমি একজন নান হবো। ১৯৩৭ সালে আমি অর্ডার অব সেন্ট উরসুলার সদস্য হবার জন্যে নান হিসেবে দীক্ষা নেই। এরপর আমাকে লেক

গার্দার তীরে অবস্থিত ব্রেনজোনির কনভেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে মেয়েদের ক্যাথলিক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। আমার বয়স তখন মাত্র আঠারো।

ওখানকার কাজ নিয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। কনভেন্টটা বেশ চমৎকার ছিলো। লেকের তীরে একটি পুরনো প্রাসাদে সেটা অবস্থিত। যুদ্ধ শুরু হলেও আমাদের উপর তেমন একটা প্রভাব পড়ে নি। খাদ্য সঙ্কটের সময়ও প্রতি মাসে নিয়মিত জাহাজ থেকে খাদ্য চলে আসতো আমাদের জন্যে। কোনো খাদ্য সঙ্কট ছিলো না আমাদের। শিক্ষকতার পাশাপাশি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যেসব লোকজন আমাদের কনভেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলো তাদেরও দেখাশোনা করতাম।

১৯৪২ সালের মার্চের এক রাতে মাদার সুপিরিয়র রাতের খাওয়াদাওয়া করার পর আমাদেরকে জানালেন তিন দিনের মধ্যে আমাদের কনভেন্টে ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ আর জার্মানদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হবে। এই কনভেন্টটি বেছে নেয়ার কারণ হলো জায়গাটা নিরিবিলি আর এর চারপাশে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। তিনি আরো বললেন, এ জন্যে আমাদের সবারই গর্বিত হওয়া উচিত। আনন্দিত হওয়া উচিত। মাদার সুপিরিয়র বললেন, মিটিঙের মূল বিষয়টি হলি ফাদার স্বয়ং ঠিক করেছেন, আর সেটা হলো কতো দ্রুত এই যুদ্ধটা শেষ করা যায় তার উপায় বের করা। এই মিটিং সম্পর্কে কনভেন্টের বাইরে আমরা যেনো কারো সাথে আলোচনা না করি সেটাও তিনি নির্দেশ দিলেন সবাইকে। এমনকি আমরা যেনো নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে কোনো রকম আলোচনা না করি এ ব্যাপারেও তিনি কড়া নিষেধ ক'রে দিলেন। বলার অপেক্ষা থাকে না সেদিন রাতে আমাদের কেউই ঠিকমতো ঘুমাতে পারলাম না। মিটিঙের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবাই যারপরনাই উত্তেজিত বোধ করলাম। যেহেতু আমি অস্ট্রিয়ান সীমান্ত এলাকার মেয়ে তাই অনর্গল জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারি, তাদের খাবার-দাবার আর রীতিনীতিও আমার ভালোই জানা আছে। মাদার সুপিরিয়র সঙ্গত কারণেই কনফারেন্সের সমস্ত আয়োজন তদারকি করার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। আমিও খুশি মনে সেটা মেনে নিলাম। আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো অতিথিরা আগে কিছু খেয়েদেয়ে মিটিঙে বসবেন। আমার মতে আমাদের ডাইনিং রুমটা এ ধরণের কনফারেন্সের জন্যে একেবারেই বেমানান, তাই সেটা হওয়া উচিত কমনরুমে। ঘরটা বিশাল, বিরাট একটা ফায়ারপ্লেস রয়েছে তাতে। বড় বড় জানালা দিয়ে লেকের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। মাদার সুপিরিয়রও আমার সাথে একমত হলেন। কমনরুমের বড় জানালাটার পাশে গোলাকৃতির বিশাল একটা ডাইনিং টেবিল আর মিটিঙের জন্যে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা কনফারেন্স টেবিল বসানো হলো। সব গোছগাছ করে যখন রুমের দিকে

তাকালাম পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলাম আমি। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো সেটা। এ রকম ভয়ঙ্কর প্রাণহানির যুদ্ধটা শেষ করার ব্যাপারে যে মিটিং হবে তাতে আমার ক্ষুদ্র একটি ভূমিকা আছে ব'লে মনে মনে বেশ খুশি হলাম।

মিটিঙের আগের দিন জাহাজে করে খাবারদাবার এলো হ্যাম, সসেজ, রুটি, পাস্তা, টিনজাত ক্যাভিয়ার, মদ আর শ্যাম্পেইন—এ রকম জিনিস আমরা আমাদের জীবনে খুব একটা পরখ করে দেখে নি, আর যুদ্ধের পর তো চোখেও দেখি নি। পর দিন আমি আরো দু'জন সিস্টারের সহায়তায় রোম আর বার্লিন থেকে আগত সম্মানিত অতিথিদের জন্যে সুস্বাদু কিছু খাবার তৈরি করলাম।

ডেলিগেটদের আসার কথা ছিলো ঠিক সন্ধ্যা ছ'টা বাজে কিন্তু সেদিন খুব ভারি তুষারপাতের কারণে সবারই আসতে দেরি হলো। প্রথমে এলো ভ্যাটিকানের অতিথিরা, তাও আবার সাড়ে আটটা বাজে। মোট তিনজন এসেছিলো ভ্যাটিকানের সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট বিশপ সেবাস্তিয়ানো লরেনজি এবং তার দু'জন সহকারী ফাদার ফেলিচি এবং ফাদার মানজিনি। যে ঘরে মিটিং হবে সেই ঘরটা দেখে বিশপ লরেনজি খুবই খুশি হলেন। এরপর চ্যাপেলে গিয়ে আমাদের সবার সাথে মাসে যোগ দিলেন বিশপ। আবারো তিনি মাদার সুপিরিয়রকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, কেউ যেনো আজকের এই মিটিং নিয়ে কোনো কথা না বলে। এর বরখেলাপ করলে তাকে এক্সকমিউনিকেশন করার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। বুঝতেই পারছেন, ক্যাথলিক সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হবার ভয় কার না আছে। তবে আমার কাছে মনে হলো এর কোনো দরকারই ছিলো না, যেহেতু আমরা কেউই ভ্যাটিকানের কোনো সিনিয়র অফিশিয়ালের কথা অমান্য করবো না। বুঝতে পারলাম, রোমান কিউরিয়ার লোকজন এই ব্যাপারটা গোপন রাখার ব্যাপারে খুবই তৎপর।

জার্মান ডেলিগেটদের কেউই দশটার আগে এলো না। তারাও তিন জন ছিলো একজন ড্রাইভার, যে কনফারেন্সে অংশ নেয় নি, বেকম্যান নামের এক সহকারী, আর দলনেতা হিসেবে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের স্টেট সেক্রেটারি মার্টিন লুথার। এই নামটি ভুলবো না কখনও কারণ এই নামে একজন সাধু ছিলেন। খুবই বিখ্যাত সাধু। আপনারা সবাই সেটা জানেন। সেই সময় তাকে আমাদের কনভেন্টে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। দেখতে ছোটোখাটো আর অসুস্থ বলে মনে হয়েছে তাকে। ভারি চশমা পরার কারণে চোখ দুটোও বিকৃত দেখাচ্ছিলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভুগছিলেন তখন। বার বার রুমাল দিয়ে নাক মুছছিলেন।

তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডিনারে বসে গেলো সব অতিথি। হের লুথার এবং হের বেকম্যান ঘরের সৌন্দর্যের খুব প্রশংসা করলে গর্বে আমার বুক ভরে

উঠলো। তাদের সবাইকে খাবার দিয়ে মদের বোতল খুলে দিলাম। খাবারগুলো স্বাদের ছিলো, অতিথিরাও বেশ আয়েশ ক'রে খেলেন। খাওয়ার সময় বার বার অট্টহাসিতে ফেঁটেও পড়লেন পাঁচজন অতিথি। আমার কাছে মনে হলো হের লুথার আর বিশপ লরেনজির মধ্যে আগে থেকেই পরিচয় ছিলো। আমি ঘরে ঢোকার পরও তারা যখন আমার সামনেই জার্মান ভাষায় কথা বলা অব্যাহত রাখলো তখন বুঝতে পারলাম মাদার সুপিরিয়র তাদেরকে হয়তো বলতে ভুলে গিয়েছিলেন আমি ক্রনিকোর মেয়ে। জার্মান ভাষাটা আমার ভালো করেই জানা আছে। আমিও এমন ভান করলাম যেনো জার্মান ভাষাটা আমার জানা নেই। বার্লিনের কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি অনেক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী শুনে ফেললাম।

মাঝরাতে শুরু হলো তাদের কনফারেন্স। বিশপ লরেনজি আমাকে ইতালিতেই বললো, "আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে আজ, দয়া করে একটু পর পরই কফি দিয়ে যাবেন।" ততোক্ষণে অন্যসব সিস্টাররা সবাই যে যার ঘরে শুতে চলে গেছে। কমনরুমের বাইরে লবিতে আমি বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের রান্নাঘরের একটি ছেলে পাজামা পরে আমার কাছে চলে এলো। ছেলেটা এতিম। আমাদের কনভেন্টেই থাকে। সিস্টাররা তাকে আদর করে চিচিওত্তো নামে ডাকে। ছোটোখাটো নাদুসনুদুস একটা বাচ্চা ছেলে। দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। তাকে আমি আমার পাশে বসিয়ে *রোসারি* গেয়ে শোনালাম।

ঘরে প্রথমবার ঢুকেই আমি বুঝতে পারলাম তারা যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলছে না। স্টেট সেক্রেটারি মার্টিন লুথার বাকি চারজনকে একটা মেমোরান্ডাম দিলেন। তাদেরকে কফি ঢেলে দেবার সময় আমি আড়চোখে সেটা দেখেও ফেললাম বেশ ভালোমতো। দুই কলামে বিভক্ত লেখাগুলো। বায়ের দিকে দেশ এবং অঞ্চলের নাম, আর ডানে জনসংখ্যার হিসেব। নীচে টালি করা আছে।

হের লুথারকে বলতে শুনলাম, "ইউরোপে ইহুদিদের বিষয়টা মীমাংসা করার যে কর্মসূচী সেটা বেশ ভালো মতোই শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সামনে যে ডকুমেন্টটা রয়েছে সেটা বার্লিনে জানুয়ারি মাসে আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়। দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের নিখুঁত হিসেবে দেখা যাচ্ছে সমগ্র ইউরোপে এগারো মিলিয়ন ইহুদি বসবাস করছে এই মুহূর্তে। রাইখের অধীনে থাকা অঞ্চল আর তার মিত্র দেশসমূহের সাথে নিরপেক্ষ কিংবা আমাদের শত্রুদের সাথে যারা আছে সব দেশের সম্মিলিত ইহুদির সংখ্যা এটি।"

লুথার একটু থেমে বিশপ লরেনজির দিকে তাকালেন। "এই মেয়েটা কি জার্মান ভাষা বোঝে?"

"না, না, হের লুথার। গার্দা থেকে আসা গরীব ঘরের এক মেয়ে। শুধু ইতালিতেই কথা বলতে পারে, সেটাও আবার গ্রাম্য ইতালি। তার সামনে আপনি মন খুলে কথা বলতে পারেন।"

আমি ঘর থেকে এমন ভান ক'রে বেরিয়ে গেলাম যেনো তাদের কথাটার অর্থ ধরতে পারি নি, কিন্তু এই অপমানজনক কথাটা শুনে হয়তো আমার চোখেমুখে কিছুটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছিলো কেননা চিচিওত্তো আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলো, "সিস্টার রেজিনা, তোমার কি কিছু হয়েছে?"

"না, না। আমি ঠিকই আছি। একটু ক্লান্ত লাগছে, এই যা।"

"আমরা কি আবারো *রোসারি* গাইবো?"

"তুমি গাও, তবে আস্তে আস্তে। ঠিক আছে?"

ছেলেটা স্তব গাইতে গাইতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো আমার কোলে। কমনরুমের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে আমি ভেতরের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলাম। লুথার কথা বলছিলেন। সেই রাতে আমি কি শুনেছি তা যতোদূর স্মরণে আছে নীচে তুলে ধরছি।

"তাদের ব্যাপারে আমাদের এই পরিকল্পনাটি অনেক চেষ্টা করেও গোপন রাখা যায় নি। কথাটা দুর্ভাগ্যজনকভাবেই ফাঁস হয়ে গেছে। ভ্যাটিকানে আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বাসেডরের বরাতে জানতে পেরেছি, স্বয়ং হলি ফাদারের কানেও খবরটা পৌছে গেছে।"

বিশপ লরেনজি জবাব দিলেন। "আর এজন্যেই তো আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, স্টেট সেক্রেটারি লুথার। আপনি ঠিকই বলেছেন, ইহুদিদের বিতারণের খবরটি ভ্যাটিকান পর্যন্ত পৌছে গেছে। বৃটিশ আর আমেরিকানরা হলি ফাদারকে এ ব্যাপারে জনসম্মুখে মুখ খোলার জন্যে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছে—"

"আমি কি খোলামেলা কথা বলবো, বিশপ?"

"আজকের এই মিটিঙের উদ্দেশ্যই তো সেটা, নাকি?"

"ইহুদিদের ব্যাপারে আমাদের এই কর্মসূচীটা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সব আয়োজন সম্পন্ন। হিজ হলিনেস এটা কোনোভাবেই থামাতে পারবেন না। তিনি কেবল ইহুদিদের করুণ অবস্থা আরো করুণ ক'রে তুলতে পারবেন। আমি জানি এটা হলি ফাদার কখনই চাইবেন না।"

"আপনি ঠিক বলেছেন, হের লুথার। কিন্তু হলি ফাদার এর বিরোধীতা করলে ইহুদিদের জন্যে পরিস্থিতি খারাপ হবে কেমন করে?"

"বিতারণ আর দেশত্যাগের ব্যাপারটি চুপচাপ এবং কম হট্টগোলের মধ্যে করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। হলি ফাদার যদি দেশত্যাগ কিংবা ইহুদি নির্মূলের বিরোধীতা ক'রে প্রকাশ্যে অবস্থান নেন

তবে আমাদের কাজটা একেবারে কঠিন হয়ে যাবে। এতে ক'রে অনেক ইহুদি লুকিয়ে পড়বে, আমাদের সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে তারা।"

ঠিক সেই সময় আমার মনে হলো ডেলিগেটদের গরম গরম কফি পরিবেশন করা দরকার। আমার কোল থেকে ছেলেটাকে আস্তে ক'রে নামিয়ে দরজায় নক করতেই বিশপ আমাকে ভেতরে আসতে বললেন।

"আরো কফি লাগবে, ইউর গ্রেস?"

"প্লিজ, সিস্টার রেজিনা।"

তাদের কাপে কফি ঢেলে বেরিয়ে যাবার আগপর্যন্ত ঘরে কেউ কোনো কথা বললো না। তারপরই হের লুথার বলতে শুরু করলেন। আমিও দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে সে কথা শোনার চেষ্টা করলাম।

"আরেকটা কারণে হলি ফাদারের বিরোধীতা সমস্যা সৃষ্টি করবে। আমাদের এই কাজে জড়িত অনেকেই রোমান ক্যাথলিক। পোপ যদি এই কাজের বিরোধীতা করেন এবং যারা করবে তাদেরকে এক্সকমিউনিকেশন করার হুমকি দেন তো তারা কাজটা করতে দ্বিতীয়বার ভাববে।"

"আপনাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতে পারি হের লুথার, হলি ফাদার ক্যাথলিকদের এক্সকমিউনিকেশন করার মতো কোনো পদক্ষেপ নেবেন না, বিশেষ ক'রে এই সময়ে।"

"চার্চকে এ বিষয়ে কেমন আচরণ করতে হবে সে উপদেশ দেবার মতো ধৃষ্ঠতা আমি দেখাবো না। পাপালের নীরবতা এই কাজে জড়িতদের জন্যে কেন এতোটা জরুরি তার আরো কারণ রয়েছে। এটা পাপালের জন্যেও ভালো হবে।"

"আমি সে কথাটা শুনতে চাই, হের লুথার। আমাকে সব খুলে বলুন।"

"আমি আপনাদের কাছে যে কাগজটা দিয়েছি সেটার সংখ্যাটা একবার ভালো ক'রে দেখুন। এগারো মিলিয়ন ইহুদি! এই সংখ্যাটা আমাদের ধারণারও বাইরে ছিলো! তাদেরকে আমরা যতো দ্রুত আর দক্ষভাবে সামলাতে পারবো ততোই ভালো। তবে কাজটা খুবই কঠিন। ঈশ্বর না করুক, জার্মানি যদি এই যুদ্ধে স্টালিন আর তার ইহুদি বলশেভিক গুণ্ডাদলের কাছে হেরে যায় তবে কি হবে? একবার ভাবার চেষ্টা করুন, যুদ্ধ শেষে ইউরোপের লক্ষ লক্ষ ইহুদি দলে দলে প্যালেস্টাইনে চলে গেলে লন্ডন আর ওয়াশিংটনে থাকা জায়নিস্টদের বন্ধুরা দারুণ একটা মওকা পেয়ে যাবে। প্যালেস্টাইনের মাটিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠন হবে। এটা কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না। ইহুদিরা নাজারেথ, বেথলেহেম, জেরুজালেমসহ সমস্ত পবিত্রস্থানগুলোই নিয়ন্ত্রণ করবে তখন! নিজেরা একবার রাষ্ট্র পেয়ে গেলে তারা ভ্যাটিকানের মতোই পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে নিজেদের রাষ্ট্রদূত পাঠাবে। চার্চের প্রাচীন শত্রু জুডাইজম হলি সি'র সাথে সমান কাতারে চলে আসবে তখন। ইহুদি রাষ্ট্রটি সমগ্র বিশ্বের ইহুদিদের প্রভাব বিস্তারের জন্যে একটি প্লাটফর্ম হয়ে উঠবে। এটা হবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের জন্যে সত্যিকারের একটি দুর্যোগ। ধারণাতীতভাবেই চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই দুঃস্বপ্নটা কিন্তু উঁকি মারছে, যদি না আমরা ইউরোপ থেকে সমস্ত ইহুদিদেরকে নির্মূল করতে পারি।"

দীর্ঘ একটি নীরবতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। তারপর যা বলা হলো সেটাও আমি দরজার ফাঁক দিয়ে শুনতে পেলাম।

"আপনি তো জানেনই হের লুথার, আমরা ক্রুক্স ভিরার সদস্যেরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে ন্যাশনাল সোশালিস্টদের সমর্থন ক'রে আসছি। আমরা বেশ গোপনে আর সতর্কভাবে এক সঙ্গে কাজ ক'রে আসছি দীর্ঘ দিন থেকে। তাদের আর আমাদের লক্ষ্য একটাই : বলশেভিক গুণ্ডামুক্ত পৃথিবী। এই পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সেটা তো মহামান্য পোপকে নির্দেশ দিতে পারি না আমি। কেবল তাকে আমার আন্তরিক উপদেশ দিতে পারি। যতোদূর সম্ভব বোঝাতে পারি। আশা করি তিনি আমার কথা মেনে নেবেন। আপনাকে কেবল এ কথা বলতে পারি এই মুহূর্তে তিনি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। তিনি বিশ্বাস করেন এ কাজের বিরোধীতা করা হলে জার্মান ক্যাথলিকদেরকে দূর্বল ক'রে ফেলা হবে। আরেকটা কথা হলো, তিনি কিন্তু ইহুদিপ্রেমী নন। কোনো দিন ছিলেনও না। বরং বিশ্বাস করেন, বর্তমানে তাদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে সেটার জন্যে অনেকাংশে তারা নিজেরাই দায়ি। প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত নিয়ে একটু আগে যে কথা বললেন সেটা আমি আমার পক্ষে যুক্তি দেবার জন্যে ব্যবহার করবো। আমি নিশ্চিত হিজ হলিনেস কথাটা শুনে বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠবেন। তবে একই সাথে আমি আপনাকে এও বলবো, এ বিষয়ে ভুলেও যেনো আপনারা তার উপর কোনো ধরণের চাপ সৃষ্টি না করেন।"

"অবশ্যই করবো না। আপনার কথা শুনে আমি খুবই খুশি, বিশপ লরেনজি। আপনি আবারো প্রমাণ করলেন আপনি সত্যিই জার্মান জনগণের খাঁটি বন্ধু এবং বলশেভিক আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে বিশ্বস্ত এক মিত্র।"

"এটা আপনার সৌভাগ্য হের লুথার, ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে আপনাদের আরেকজন সত্যিকারের বন্ধু আছে—তিনি অবশ্যই আমারও উপরে অবস্থান করছেন। আমি যা বলবো তিনি তা শুনবেন। আর আমার কথা যদি বলেন তো তারা নির্মূল হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশিই হবো।"

"আমার মনে হয় এখন আমাদের একটু টোস্ট করা উচিত।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। সিস্টার রেজিনা?" আমি ঘরে ঢুকলাম। আমার

পা দুটো কাঁপছে। "আমাদেরকে এক বোতল শ্যাম্পেন দিন," ইতালিতে আমাকে বললেন বিশপ। তারপর কী যেনো মনে করে আরো বললেন "না, সিস্টার, দুটো বোতল আনুন। আজ রাত হলো উদযাপন করার রাত।"

কিছুক্ষণ পর আমি দু'বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে একটা খুলতেই বোতল উপচে কিছু শ্যাম্পেন মেঝেতে পড়ে গেলো। আমার হাত কাঁপার কারণেই এটা হয়েছিলো।

"আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, মেয়েটা কৃষক পরিবার থেকে এসেছে," বললেন বিশপ। "নিয়ে আসার সময় নিশ্চয় বোতলটা বেশি নাড়াচাড়া করে ফেলেছে।"

বাকিরা আমার এই আনাড়িপনায় হেসে ফেললো। আমিও হেসে ভান করলাম কিছুই বুঝতে পারি নি। শ্যাম্পেন ঢেলে চলে যেতে উদ্যত হলে বিশপ আমার হাতটা ধরে ফেললেন। "আপনিও আমাদের সাথে এক গ্লাস পান করুন না, সিস্টার রেজিনা?"

"না, আমি সেটা করতে পারি না, ইউর গ্রেস। এটা ঠিক হবে না।"

"কী যা তা বলেন!" তিনি হের লুথারের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন আমি কি তাদের সাথে এক গ্লাস শ্যাম্পেন পান করতে পারি কিনা।

"জা, জা," বেশ উচ্চকণ্ঠেই বললেন হের লুথার। "অবশ্যই পারেন। আমি তো বলবো আপনাকে খেতেই হবে।"

ফলে আমাকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্যাম্পেন পান করতে হলো। তারা নিজেরা যখন মিটিঙের সফলতা নিয়ে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলো তখনও আমি ভান করলাম কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই চলে যাওয়ার সময় লুথার নামের খুনি আর তার বিশ্বস্ত সহযোগী বিশপ লরেনজির সাথে করমর্দন করলাম আমি। এখনও আমার মুখে সেই তেতো স্বাদটা লেগে আছে।

আমি আমার নিজের ঘরে এসে সুতীব্র যন্ত্রণার সাথেই এই মাত্র আঁড়িপেতে শোনা তাদের কথাবার্তাগুলো ভাবতে লাগলাম, ভোর রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম আমি। সারাটা রাত ছিলো সীমাহীন বেদনার।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কথাগুলো লিখছি আমি। আমার বিয়ের ঠিক আগের দিন। এ রকম কোনো দিন আমার জীবনে আসবে কল্পনাও করতে পারি নি। এটা আমার চাওয়াও ছিলো না। আমি এমন এক লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছি যাকে আমি খুবই পছন্দ করি কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি না। তারপরও বিয়েটা করছি কারণ নান হয়ে থাকার চেয়ে এটা অনেক সহজ। কেন আমি নান হয়ে থাকতে চাই না সেই সত্যিকারের কারণটা তাদের বলবো কিভাবে? এরকম গল্প কে বিশ্বাস করবে?

সেই রাতের কথা কাউকে বলার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। এইসব

ডকুমেন্ট কাউকে দেখানোর পরিকল্পনাও করি নি। এটা তো দারুণ লজ্জার একটি দলিল। ছয় মিলিয়ন মানব সন্তানের মৃত্যু আমার বিবেককে ঋণী ক'রে ফেলেছে। আমি অনেক কিছু জানি, কিন্তু মুখ বন্ধ ক'রে আছি। মাঝেমধ্যেই রাতের বেলা সেইসব অশরীরি মানুষগুলো আমার কাছে আসে। তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে জানতে চায় আমি কেন তাদের হয়ে কথা বলছি না। আমার কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। আমি তো উত্তর-ইতালির নিতান্তই একজন সাধারণ নান ছিলাম। আর তারা হলেন এই পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ। আমি কীইবা করতে পারতাম? আমাদের কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিলো?

টয়লেটে হোচট খেয়ে পড়লো চিয়ারা। কিছুক্ষণ পর গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো ভয়ঙ্করভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। আন্তোনেল্লা হুবার চুপচাপ বসে আছে, তার চোখ দুটো উদাস আর আর্দ্র। গ্যাব্রিয়েলের চোখ তার কোলের উপর রাখা সিস্টার রেজিনার নিজ হাতে লেখা মূল্যবান দলিলটার দিকে। এই কয়েকটি হলুদ রঙের কাগজে লেখা আছে বিস্ময়কর কিছু কথা। দলিল হিসেবে এটি অমূল্য। ইতিমধ্যে সে যা জানতে পেরেছে তার সাথে এই দলিলের কথাগুলোর বেশ মিল রয়েছে। লিচিও নামের কনভেন্টের ঐ বুড়ো লোকটা কি তাকে বলে নি সিস্টার রেজিনা আর লুথারের কথা? ফেলিচি আর মানজানি নামের দু'জন যাজকের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হবার কথাটি কি আল্লেসিও রোসি তাকে বলে নি? সিস্টার রেজিনা কি লেখেন নি বিশপ লরেনজির সাথে আসা দু'জন যাজক ক্রুক্স ভিরার সদস্য, জার্মানদের পরম বন্ধু? 'এটা আপনার সৌভাগ্য হের লুথার, ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে আপনাদের আরেকজন সত্যিকারের বন্ধু আছে—তিনি অবশ্যই আমারও উপরে অবস্থান করছেন।'

এখানে একটা রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। পোপ দ্বাদশ পায়াস কেন ইতিহাসের সবচাইতে নির্মম গণহত্যার ব্যাপারে নীরবতা পালন ক'রে গেছেন? এটা কি কেবল এজন্যেই যে, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মার্টিন লুথার, ভ্যাটিকানের সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট এবং ক্রুক্স ভিরা নামের গুপ্তসমিতির সদস্যরা পোপকে বুঝিয়েছেন ইহুদি নিধনের বিরোধীতা করা হলে প্রকারন্তরে খৃস্টানদের পবিত্রভূমি প্যালেস্টাইনের মাটিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে? যদি তাই হয়ে থাকে তবে বোঝা যাচ্ছে কেন ক্রুক্স ভিরা ব্রেনজোনির কনভেন্টে গোপন মিটিঙের জন্যে এতোটা মরিয়া ছিলো। তারা চেয়েছিলো তাদের এই মিশনে চার্চকেও জড়িত করা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো চিয়ারা। তার চোখ দুটো ভেজা আর লাল টকটকে। গ্যাব্রিয়েলের পাশে এসে বসলে এতোক্ষণ ধরে উদাস হয়ে বাগানের দিকে চেয়ে থাকা আন্তোনেল্লা হুবার তাকালো তার দিকে।

"আপনি একজন ইহুদি, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো চিয়ারা। "আমি ভেনিসের মেয়ে।"

"ভেনিসে তো ব্যাপকভাবে ইহুদি ধরপাকড় করা হয়েছিলো, তাই না? আমার মা যখন কনভেন্টের চার দেয়ালে নিরাপদ জীবনযাপন করছিলো তখন জার্মানরা ভেনিসে ইহুদি নিধন চালিয়ে যাচ্ছিলো।" মহিলা এবার গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো। "আপনার ব্যাপারটা কি?"

"আমার পরিবার জার্মানি থেকে এসেছে।" আর কিছু বললো না সে। বলার মতো আর কিছু নেইও।

"আমার মা কি তাদের সাহায্য করার মতো কোনো কাজ করেছিলো?" আবারো খোলা ফ্রেঞ্চ দরজা দিয়ে উদাস হয়ে বাইরে তাকালো সে। "আমিও কি অপরাধী? আমি কি আমার মায়ের পাপের ভাগিদার?"

"আমি যৌথঅপরাধে বিশ্বাসী নই," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আপনার মায়ের পক্ষে কিছু করারও ছিলো না। তিনি যদি ঐ গোপন মিটিঙের কথাটা ফাঁসও করে দিতেন তাতেও কিছু হোতো না। হের লুথারের কথাই ঠিক। সব ঠিকঠাক করা হয়ে গিয়েছিলো। শুরু হয়ে গিয়েছিলো হত্যাযজ্ঞ। জার্মানিকে পরাজিত করা ছাড়া এই কাজ থামানো যেতো না। তাছাড়া আপনার মায়ের কথা কেউ বিশ্বাসও করতো না।"

"হয়তো এখনও তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"এটা খুবই মারাত্মক একটি ডকুমেন্ট।"

"এটা হলো মৃত্যুদণ্ড," মহিলা বললো। "তারা এটাকে জাল বলে বাতিল করে দেবে। বলবে, আপনি চার্চকে ধ্বংস করার জন্যে এসব করছেন। এরকমই তো তারা বলে। সব সময় এমনই বলে থাকে তারা।"

"তাদের এরকম অভিযোগের সমুচিত জবাব দেয়ার মতো আরো অনেক এভিডেন্স আছে আমার কাছে। ১৯৪২ সালে আপনার মায়ের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিলো না, তিনি ছিলেন নিরুপায় কিন্তু এখন আর তিনি অতোটা নিরুপায় নন। এটা আমাকে দিন—তার নিজের হাতে লেখা এই দলিলটা। আমার কাছে অরিজিনালটা থাকলে অনেক সুবিধা হবে।"

"এক শর্তে এটা আপনাকে দিতে পারি।"

"কি শর্তে?"

"আমার মায়ের খুনিদেরকে ধ্বংস করতে হবে।"

হাতটা বাড়িয়ে দিলো গ্যাব্রিয়েল।

অধ্যায় ২৩

লো রুশ্রেত, প্রোভিন্স

অন্ধকার আর ক্ষিপ্ত বেলজিয়ান শেফার্ডের ঘেউ ঘেউ গর্জনের মধ্যে গ্যাব্রিয়েল আন্তোনেল্লা হুবারের ভিলা থেকে বের হয়ে এসেছে। গাড়িতে তার পাশেই বসে আছে চিয়ারা, তার হাতে সেই চিঠিটা। পশ্চিম দিকে গ্রাসের অভিমুখে রওনা হলো গ্যাব্রিয়েল। দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের সারি সারি পাহাড়ের আড়ালে।

পাঁচ মিনিট পরই ধূসর রঙের ফিয়াট গাড়িটা তার নজরে পড়লো। যে লোক গাড়িটা চালাচ্ছে সে খুবই সতর্ক। নিজের লেনের বাইরে একদমই যাচ্ছে না। এমন কি গ্যাব্রিয়েল তার গাড়ির গতি যখন কমিয়ে দিচ্ছে তখনও লোকটা আগের গতিতেই এগিয়ে একেবারে তাদের পেছনে এসে পড়ছে। না, ভাবলো গ্যাব্রিয়েল, এই লোক গড়পড়তা আত্মঘাতি ফরাসি লোকের কেউ না।

গ্রাসের সড়কপথে কিছু দূর এগিয়েই পাহাড়ের দিকে একটা পুরনো শহরে যাবার জন্যে মোড় নিলো সে। অনেক বছর আগে থেকেই শহরটা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অভিবাসী লোকজনে ভরে উঠেছে। বলা চলে তারাই এখন শহরটার মালিক। কিছুক্ষণের জন্যে গ্যাব্রিয়েল নিজেকে একজন আলজেরিয় কিংবা মারাক্কিচ ভাবতে শুরু করলো।

"চিঠিটা রেখে দাও।"

"কেন?"

"আমাদেরকে ফলো করা হচ্ছে।"

দ্রুত কয়েকটা মোড় নিয়ে গাড়ির গতি আচমকা বাড়িয়ে দিলো সে।

"এখনও ফলো করছে?"

"হ্যা।"

"আমরা কি করবো?"

"একটু নাচাতে হবে।"

পুরনো শহরটা অতিক্রম ক'রে আবারো মহাসড়কে উঠে এলো গ্যাব্রিয়েল। ফিয়াটটা এখনও তাদের পিছু ছাড়ে নি, বরং আগের চেয়ে আরো কাছাকাছি গতি বজায় রেখে ফলো ক'রে যাচ্ছে। এন৮৫ মহাসড়ক ধরে মেরিটাইম আল্পসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটে চলছে সে।

রাস্তাটা আঁকাবাঁকা। মাঝেমধ্যেই মোড় আর ইউ-টার্ন নেবার মতো বাঁকা এরিয়া দেখা যাচ্ছে। তাদের ডান দিকে খাড়া পাহাড়ের ঢাল উঠে গেছে বহু উঁচুতে, আর বাম দিকে একইভাবে খাড়া গিরিখাদ নেমে গেছে নীচের সমুদ্রের দিকে। পিয়াজ্জিও গাড়িটার অবস্থা বেশি সুবিধার নয়। গ্যাব্রিয়েল যতো চেষ্টাই করুক না কেন, খুব বেশি দ্রুতগতিতে ছুটতে পারছে না। পেছন থেকে ফিয়াট গাড়িটা খুব সহজেই তাদেরকে ধরে ফেলছে। যখনই রাস্তাটা একদম সোজা হয়ে যাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল রিয়ারভিউ আয়নায় তাকিয়ে ফিয়াটটাকে দেখতে পাচ্ছে—একদম তাদের পেছনে। খুব বেশি হলে একটা কি দুটো গাড়ি সমান দূরত্ব বজায় রেখে ফলো ক'রে যাচ্ছে হারামজাদা। একবার তার কাছে মনে হলো ফিয়াটের ড্রাইভার মোবাইল ফোনে কার সাথে যেনো কথা বলছে। কার হয়ে তুমি কাজ করছো, বাবা? কাকেই বা ফোন করছো? আমাদেরই বা কি ক'রে খুঁজে পেলে? আন্তোনেল্লা হুবার...ওরা তার মাকে খুন করেছে। সম্ভবত তার ভিলাটাও নজরদারি করছিলো ওরা।

দশ মিনিট পর তাদের সামনে আর্বিভূত হলো সেন ভালিয়া নামের একটি গ্রাম। একেবারে নিরিবিলি, দোকানপাট সব বন্ধ। কোনো জনমানব দেখা যাচ্ছে না। শহরের মাঝখানে একটা ছোট্ট স্কয়ারের সামনে এসে চিয়ারার সাথে জায়গা বদল ক'রে নিলো সে। ফিয়াটের ড্রাইভার স্কয়ারের বিপরীত দিকে গাড়িটা পার্ক ক'রে অপেক্ষা করছে। গ্যাব্রিয়েল চিয়ারাকে ডি৫ সড়ক ধরে সেন সিজারের অভিমুখে চালাতে বলে শিমোন পাজনারের দেয়া নাইন মিলিমিটারের বেরেটা পিস্তলটি হাতে নিয়ে নিলো। আবারো তাদের ফলো করতে শুরু করলো ফিয়াট গাড়িটা।

এই পথটাও আঁকাবাঁকা। গাড়ি চালানোর জন্যে বেশ কঠিন। তবে যেরকম দক্ষতায় চিয়ারা স্পিডবোট চালিয়েছিলো ঠিক একই রকম দক্ষতায় গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছে এখন। মেয়েটাকে এভাবে গাড়ি চালাতে দেখে তার প্রতি এক ধরণের আর্কষণ অনুভব না ক'রে পারলো না গ্যাব্রিয়েল।

"একাডেমিতে তুমি কি ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং ক্লাশ করেছো?"

"অবশ্যই।"

"কেমন শিখেছো?"

"আমার গ্রুপে আমি প্রথম হয়েছিলাম।"

"তাহলে আমাকে সেটার প্রমাণ দাও।"

আচমকা গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো সে। পিয়াজ্জিওর ইঞ্জিন রীতিমতো আর্তনাদ করছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত রেডজোন না এলো এই গতিতেই ছুটলো সে। তারপর গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েল

দেখতে পাচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় ১৮০ কি.মি. গতিতে ছুটছে তারা। পেছনের ফিয়াটের ড্রাইভার প্রথমে একটু পিছিয়ে পড়লেও খুব দ্রুতই তাদের থেকে মাত্র বিশ মিটার পেছনে এসে পড়লো।

"আমাদের বন্ধুকে আবার দেখা যাচ্ছে।"

"আমাকে কি করতে বলছেন?"

"যা করছো তাই করতে থাকো। আমি চাই সে যেনো ফাঁপড়ে পড়ে যায়।"

দীর্ঘপথ সোজা চলার পর সামনের একটা মোড় নিয়ে আবারো আঁকাবাঁকা একটি পথে এসে পড়লো চিয়ারা। কিন্তু খুবই দক্ষতার সাথে সর্পিল পথ দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে গতিবেগ খুব একটা না কমিয়েই। গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারলো একাডেমিতে ভালোই শিখেছে মেয়েটা। ফিয়াটের লোকটার ব্যাপারে অবশ্য এ কথা বলা যাবে না। গতি বজায় রেখে এ রকম রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সে। বাধ্য হয়ে গতি কমাতে হচ্ছে তাকে বার বার। দু'দুবার তো মোড় নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণই হারাতে বসেছিলো।

যে গতিতে তারা গাড়ি চালাচ্ছে তাতে করে সেন সিজারে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। মধ্যযুগের একটি শহর। বেশিরভাগ বাড়ির চারপাশেই দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ডি৫ মহাসড়কটি পুরো শহরকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে ফেলেছে। চিয়ারা গাড়ির গতি কমিয়ে আনলে গ্যাব্রিয়েল চিৎকার ক'রে তাকে আরো জোরে চালানোর তাগাদা দিলো।

"আরে, কেউ যদি রাস্তা দিয়ে পার হতে যায় তখন কি হবে?"

"পরোয়া করি না! গতি বাড়াও। আরো!"

"গ্যাব্রিয়েল!"

অন্ধকার শহরের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে তারা কিন্তু ফিয়াটের ড্রাইভার তাদের মতো দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর সাহস দেখাতে পারছে না। এর ফলে তিনশ' মিটার পেছনে পড়ে গেলো সে।

"এটা একদম পাগলামি। আমরা তো মানুষ মেরে ফেলতে পারতাম।"

"তাকে ধারেকাছেও আসতে দিও না।"

রাস্তাটা এখন চার লেন বিশিষ্ট হয়ে গেছে। তাদের বায়ে প্রাকৃতিক এরিয়া। গুহা আর গুপ্তস্থানের জন্যে বিখ্যাত জায়গাটা। দূরে, চাঁদের আলোতেও বিশাল পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

"রাস্তা থেকে নেমে যাও!"

রাস্তা থেকে গাড়িটা নামিয়ে ছুটতে শুরু করলো এবার। ঢালু জায়গা দিয়ে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা। বন্ধুর পথ। গ্যাব্রিয়েল ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দেখতে পেলো ফিয়াটের ড্রাইভারও তাদের পথ অনুসরণ ক'রে এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

"সব বাতি নিভিয়ে দাও।"

"আমি তো সামনে কিছুই দেখতে পাবো না।"

"আরে বললাম না, বাতি নিভিয়ে দিতে!"

বাতি বন্ধ করতেই গতি কমিয়ে ফেললো চিয়ারা কিন্তু গ্যাব্রিয়েল তাকে গতি বাড়িয়ে যেতে বললো চিৎকার করে। চাঁদের নরম আলোয় তারা সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঘন পাইন আর ওক গাছের বনে ঢুকেই ডান দিকে মোড় নিয়ে নিলো তারা। ফিয়াটের হেডলাইটটা তাদের চোখে পড়ছে না এখন।

"থামো!"

"এখানে?"

"থামো!"

চিয়ারা ব্রেকে পা দিতেই গ্যাব্রিয়েল দরজাটা খুলে ফেললো। ধূলোয় ভরা বাতাস, দম বন্ধ হবার জোগার। "তুমি সামনের দিকে যেতে থাকো," বলেই দরজাটা লাগিয়ে নেমে পড়লো সে।

তাকে যেমন করতে বলা হয়েছে ঠিক তাই করছে চিয়ারা। পাহাড়ের প্রান্তসীমার দিকে ছুটে যাচ্ছে সে।

কিছুক্ষণ পর গ্যাব্রিয়েল শুনতে পেলো ফিয়াটটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। পথ থেকে সরে পাশের একটা ওক গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সে। হাতে বেরেটা নিয়ে হাটু গেঁড়ে বসে রইলো। সামনে আসতেই ফিয়াটের চাকা লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি করলো গ্যাব্রিয়েল।

কমপক্ষে দুটো চাকা ফুটো হয়ে যাবার শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে বাম দিকে কাত হয়ে কয়টা ডিগবাজি খেলো ফিয়াট গাড়িটা গুণেও কুলোতে পারলো না গ্যাব্রিয়েল। দোমড়ানো মোচড়ানো গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলো সে। তার হাতে বেরেটা। কোথাও একটা মোবাইল ফোন রিং হবার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চাকাগুলো উপরে আর ছাদটা নীচে, চিৎ হয়ে পড়ে আছে গাড়িটা। হাটু মুড়ে ভাঙা জানালা দিয়ে ড্রাইভারকে দেখতে পেলো। পড়ে আছে ছাদের উপর, এখন যেটা ফ্লোর। পা দুটো দুমড়ে গেছে, বুক দিয়ে বের হচ্ছে রক্ত। তবে লোকটার জ্ঞান আছে, কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে থাকা একটা পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। চোখ দুটো ফোকাস করতে পারলেও হাত দুটো তেমন একটা কাজ করছে না। ঘাড়ে আঘাত পেয়েছে। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। তবে নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে অস্ত্রের আশা বাদ দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো।

"এভাবে আমাদেরকে ফলো করাটা তোমার জন্যে বোকামির কাজ হয়ে গেছে," আস্তে ক'রে বললো সে। "তুমি তো আনাড়ি লোক। তোমার বস্

তোমাকে আত্মঘাতি একটি মিশনে পাঠিয়েছে। কে তোমার বস্? সে-ই তোমার এই অবস্থার জন্যে দায়ি, আমি না।"

গার্গল করার মতো শব্দ করলো লোকটা। গ্যাব্রিয়েলের দিকে চেয়ে থাকলেও মনে হচ্ছে তার দৃষ্টি অন্য কোথাও। খুব বেশিক্ষণ বাঁচবে না।

"খুব বেশি আঘাত পাও নি," বেশ আন্তরিকভাবে বললো গ্যাব্রিয়েল। "এই একটু কেটেকুটে গেছে। দুয়েক জায়গায় হয়তো মচকেও গেছে। কার হয়ে কাজ করছো আমাকে বলো তাহলে আমি তোমার জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনবো।"

লোকটার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলে কিছু শব্দ বের হলো, ভালো ক'রে শোনার জন্যে আরেকটু কাছে এগিয়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল।

"কাস-আ-আ...কাসসসস..."

"কাসাগ্রান্দি? কার্লো কাসাগ্রান্দি? এটাই কি তুমি বলতে চাচ্ছো?"

"কাসসসস..."

গ্যাব্রিয়েল মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার জ্যাকেটের পকেট থেকে তার মানিব্যাগটা বের করে নিলো। রক্তে ভিজে আছে সেটা। নিজের পকেটে সেটা রাখার সময় আবারো ফোনের রিং হবার শব্দটা শুনতে পেলো সে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে পেছনের সিট থেকে আসছে। জানালা দিয়ে মাথাটা ঢুকিয়ে ডিসপ্লের জ্বলজ্বলে আলো দেখতে পেলো গ্যাব্রিয়েল। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলেই বাটন টিপে কানে ধরলো।

"*প্রন্তো।*"

"ওখানে কি হয়েছে? সে কোথায়?"

"এই তো আমার সামনেই আছে," ইতালিতেই শান্ত কণ্ঠে বললো গ্যাব্রিয়েল। "সত্যি বলতে কি সে এখন তোমার সাথে কথা বলবে।"

নীরবতা।

"আমি জেনে গেছি ঐ কনভেন্টে কি ঘটেছিলো," বললো গ্যাব্রিয়েল। "ক্রুক্স ভিরা সম্পর্কেও আমি জানি। এও জানি তুমি আমার বন্ধুকে হত্যা করেছো। এখন তোমার কাছে আসছি আমি।"

"আমার লোক কোথায়?"

"এই মুহূর্তে তোমার লোকের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। তার সঙ্গে কি কথা বলবে?"

মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার মুখের কাছে ফোনটা দিয়ে গ্যাব্রিয়েল উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো পিয়াজ্জিওর হেডলাইটটা, গাড়িটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার থেকে কয়েক গজ দূরে এসে চিয়ারা ব্রেক কষলো। গাড়িতে ফিরে যাবার সময় কেবল একটা শব্দই শুনতে পেলো গ্যাব্রিয়েল।

"কাসসসস...কাসসসস..."

অধ্যায় ২৪

সেন সিজার প্রোভিন্স

ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোতে মৃত লোকটির মানিব্যাগ খুঁজে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স কিংবা আইডেন্টিটি কার্ড জাতীয় কিছু নেই। একটা বিজনেস কার্ড পেলো শুধু। স্লিভলেস ড্রেস পরা এক মেয়ের ছবির পেছনে ভাঁজ করা ছিলো সেটা। খুব পুরনো বলে মাথার ওপর বাতিটা জ্বালিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া নামটা পড়তে পারলো পাওলো অলিভেরো, উফিচিও সিকিরেজ্জা দি ভাতিকানো। চিয়ারার চোখের সামনে সেটা তুলে ধরলো যাতে সে পড়তে পারে। কার্ডটাতে তাকিয়েই আবার রাস্তার দিকে চোখ রাখলো চিয়ারা।

"কি বুঝলে?"

"বুঝলাম মৃতলোকটি খুব সম্ভবত ভ্যাটিকানের কোনো পুলিশ হবে।"

"দারুণ।"

কার্ডের টেলিফোন নাম্বারটি মুখস্ত করার পর সেটা ছিড়ে টুকরো টুকরো ক'রে জানালা দিয়ে ফেলে দিলো গ্যাব্রিয়েল। অটোরুটে এসে পড়েছে তারা। কোথায় যাবে জানার জন্যে গাড়িটা ধীরগতির করলে গ্যাব্রিয়েল পশ্চিম দিকে অস্ক্রেন প্রোভিন্সের দিকে ইশারা করলো। ড্যাশবোর্ডের লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে চিয়ারা। তার হাত কাঁপছে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা কি একটু বলবেন?"

"প্রোভিন্স থেকে যতো দ্রুত সম্ভব বের হতে হবে," বললো সে। "তারপর কোথায় যাবো সেটা এখনও ঠিক করি নি।"

"আমি কি একটা মতামত দিতে পারি?"

"কেন নয়। নিশ্চিন্তে দাও।"

"দেশে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আপনি জানেন ঐ কনভেন্টে কি হয়েছিলো আর কারা আপনার বন্ধু বেনজামিন স্টার্নকে হত্যা করেছে। এখন তো আপনার কোনো কিছু করার নেই। যতো মাটি খুঁড়বেন ততোই নোংরা নোংরা সব জিনিস বের হয়ে আসবে।"

"আরো ব্যাপার রয়েছে," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আরো কিছু ব্যাপার অবশ্যই আছে।"

"কিসের কথা বলছেন আপনি?"

জনালা দিয়ে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো সে। কোনো দৃশ্য দেখছে

না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সিস্টার ভিসেনজার মুখটা। মার্টিন লুথার যেখানে বসে বিশপ লরেনজির সাথে হত্যার চুক্তি সম্পাদন করেছিলো ঠিক সেখানে বসেই সিস্টার তাকে বলেছিলো, বেনজামিন নাকি তার কাছে এসেছিলো যুদ্ধকালীন সময় কনভেন্টে আশ্রয় নেয়া ইহুদিদের সম্পর্কে জানতে। আল্লেসিও রোসিকেও দেখতে পেলো সে। ভয়ে ভয়ে তাকে বলছে কিভাবে কার্লো কাসাগ্রান্দি নিখোঁজ হওয়া যাজকদের ঘটনার তদন্ত কাজ বাদ দিতে বাধ্য করেছে। সিস্টার রেজিনা কারাকাসিকে দেখতে পাচ্ছে এখন, দরজার ফাঁক দিয়ে শুনে যাচ্ছেন লুথার আর লরেনজির কথাবার্তা, পোপ দ্বাদশ পায়াস কেন গণহত্যার ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন।

শেষে দেখতে পেলো বেনজামিন স্টার্নকে, বিশ বছরের প্রতিভাবান আর ক্ষ্যাপাটে এক ছাত্র। গ্যাব্রিয়েল যেখানে র‍্যাদ অব গড অপারেশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মরিয়া সেখানে বেনজামিন অপারেশনে অংশ নেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। বেনজামিন অবশ্যই একজন *আলেফ*, অর্থাৎ গুপ্তঘাতক হতে চেয়েছিলো, কিন্তু তার মেধাবী মস্তিষ্কটা গোপনে, সবার অলক্ষ্যে ভয়ঙ্কর সব লোকদের কপালে বেরেটা দিয়ে গুলি করার জন্যে উপযোগী ছিলো না। তাকে একজন সাপোর্ট এজেন্ট হিসেবে নেয়া হয়। এ কাজে তার দক্ষতা ছিলো অসাধারন। চুল পরিমাণ ভুলও তার হয় নি কখনও—এমনকি শেষের দিকে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর আর ইউরোপিয়ান সিকিউরিটি সার্ভিস যখন তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিলো তখনও। বেনজামিন কখনও নিজের সুনাম নষ্ট হবার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ডকুমেন্ট কিংবা তথ্য ব্যবহার করতো না। সেটা যতো চাঞ্চল্যকরই হোক না কেন।

"শুধুমাত্র সিস্টার রেজিনার একটা চিঠির উপর ভর করে হলোকাস্টের সাথে ক্যাথলিক চার্চের জড়িত থাকা নিয়ে একটা বই লিখতো না বেনজামিন। তার কাছে নিশ্চয় আরো কিছু ছিলো।"

অটোরুটের একপাশে গাড়িটা থামিয়ে ফেললো চিয়ারা। "তো?"

"আমি ফিল্ডে বেনজামিনের সাথে কাজ করেছি। সে কিভাবে চিন্তা করে, তার মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সবই আমি জানি। কোনো রকম ফাঁক ফোকর সে রাখতো না। খুবই সতর্ক থাকতো। এমন কি ব্যাকআপ প্ল্যানের জন্যেও কিছু ব্যাকআপ প্ল্যান রাখতো সে। বেনজামিন জানতো বইটা হোতো মারাত্মক বিতর্কিত আর আলোচিত। সেজন্যেই এর বিষয় বস্তু এতো গোপন রেখেছিলো। এমন জায়গায় সে তার গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ রাখবে যেখানে তার শত্রুরা কখনই খোঁজার কথা ভাববে না।"

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলো চিয়ারা। "একাডেমিতে থাকার সময়

আমরা শিখেছিলাম কিভাবে একটা ঘরে ঢুকে সেখানে শত শত জায়গায় লুকিয়ে রাখা জিনিস খুঁজে বের করা যায়। ডকুমেন্ট, অস্ত্র, যেকোনো কিছু।"

"বেনজামিন এবং আমি একসাথেই কোর্সটি করেছিলাম।"

"তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

হাত তুলে সামনের দিকে আঙুল দেখালো গ্যাব্রিয়েল।

দু'ঘণ্টা পর পর তারা পালাক্রমে গাড়ি চালালো। মাঝখানে দু'ঘণ্টার বিরতিও নিলো তারা। এই সময়টাতে চিয়ারা ঘুমিয়ে কাটালেও গ্যাব্রিয়েল সজাগ রইলো। সিটটা পেছনের দিকে এলিয়ে একটু আরাম ক'রে মাথার পেছনে হাত দিয়ে গাড়ির মুনরুফ দিয়ে চেয়ে রইলো সে। মনে মনে বেনজামিনের অ্যাপার্টমেন্টটা আরেকবার তল্লাশী ক'রে নিলো। বইপত্র, ডেস্ক ড্রয়ার আর ফাইল ক্যাবিনেট খুলে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। যেসব জায়গায় খোঁজা হয় নি সেসব জায়গায়ও করার পরিকল্পনা করলো।

ভোর হতেই হালকা বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। হাঁড়ে কাঁপন ধরায়। আলোর স্বল্পতার কারণে পুরোটা সকাল পিয়াজ্জিও গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখতে হলো। জার্মান সীমান্তে প্রহরী যখন পাজনারের দেয়া ভুয়া কানাডিয় পাসপোর্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে একটু বেশি সময় নিচ্ছিলো গ্যাব্রিয়েলের গায়ে তখন জ্বর এসে গেছিলো রীতিমতো।

মেমিনজেন নামের একটি সমতল এলাকায় এসে পড়লে গ্যাব্রিয়েল ওখান থেকে গ্যাস নেবার জন্যে গাড়ি থামালো। কাছেই একটা শপিংসেন্টার আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেখতে পেয়ে চিয়ারার হাতে একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে তাকে কিছু জিনিসপত্র কিনতে পাঠিয়ে দিলো সে। কানে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিলো তারচেয়ে বেশি দিলো এবার ধূসর রঙের দু'জোড়া ট্রাউজার, দুটো শার্ট, কালো রঙের একটা সোয়েটার, একজোড়া কালো জুতো আর নাইলনের রেইনকোট। দ্বিতীয় ব্যাগে দুটো টর্চলাইট, এক প্যাকেট ব্যাটারি, স্ক্রু ড্রাইভার, প্লাইয়ার আর রেঞ্চ।

মিউনিখে যাবার পথে বাকি রাস্তাটুকু চিয়ারাই গাড়ি চালালো, এই সুযোগে গ্যাব্রিয়েল তার পোশাক বদলে নিলো চলন্ত গাড়ির ভেতরেই। মধ্যাহ্নের মধ্যেই তারা পৌছে গেলো মিউনিখে। আকাশে ঘন মেঘ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। শ্যামরোন হলে বলতো, এটা হলো অপারেশন চালানোর উপযোগী আবহাওয়া। ইন্টেলিজেন্স ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একটি উপহার। ক্লান্তির ফলে গ্যাব্রিয়েলের মাথা ব্যথা করছে, চোখ দুটো এমন জ্বালা করছে যেনো বালি ঢুকে গেছে তাতে। শেষ

কবে ভালোমতো ঘুম হয়েছিলো মনে করার চেষ্টা করলো। চিয়ারার দিকে তাকালো সে, মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে স্টিয়ারিং ধরে রাখার ফলেই যেনো কোনো মতে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে। হোটেলে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। চিয়ারার অবশ্য একটা আইডিয়া আছে।

রাইখেনবাখপ্লাৎজের কাছেই পুরনো শহরটা পেরিয়ে একটা সাদামাটা ভবনের সামনে এসে পড়লো তারা। কাঁচের ডাবল দরজাটার ঠিক উপরে একটা সাইন দেখা যাচ্ছে। *জুডিশেস আইনকাফৎজেন্ট্রাম ফন মিউনিখ* মিউনিখের ইহুদি কমিউনিটি সেন্টার। গাড়িটা ভবনের সামনে থামিয়েই দ্রুত ভেতরে চলে গেলো চিয়ারা, ফিরে এলো পাঁচ মিনিট পর। গাড়িটা চালিয়ে সেন্টারের পাশের একটা প্রবেশ পথ আছে সেখানে নিয়ে পার্ক করলো সে। এক মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চিয়ারার সমবয়সীই হবে। ভারি নিতম্ব আর কালো কুচকুচে চুল।

"ম্যানেজ করলে কিভাবে?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

"তারা ভেনিসে আমার বাবাকে ফোন করেছে। তিনি আমাদের জিম্মাদারি নিয়েছেন।"

সেন্টারের ভেতরটা অবশ্য বেশ আধুনিক, জ্বলজ্বলে ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব জ্বলছে। মেয়েটা তাদেরকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলো। ছোটোখাটো ঘরটাতে দুটো সিঙ্গেল বেড আছে। গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হলো হাসপাতালের কোনো বেডের মতো।

"জরুরি প্রয়োজনে কোনো অতিথিদের জন্যে এ ঘরটা আমরা রিজার্ভ রাখি," মেয়েটা বললো। "আপনারা কয়েক ঘণ্টা ব্যবহার করতে পারেন। এটাচ বাথরুম আর শাওয়ার আছে।"

"আমাকে একটা ফ্যাক্স করতে হবে," বললো গ্যাব্রিয়েল।

"নীচের তলায় একটা আছে। আসুন, আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

নীচের রিসেপশন এরিয়ার কাছে চলে এলো তারা।

"এখানে কি কোনো ফটোকপিয়ার আছে?"

"অবশ্যই আছে। ঐ তো, ওখানে।"

সিস্টার রেজিনার চিঠিটা কপি করে আরেকটা কাগজে কিছু লিখে সেই কাগজগুলো দিয়ে দিলো মেয়েটার কাছে। মুখস্ত করা একটা নাম্বার বললে মেয়েটা সেই নাম্বারে কাগজগুলো ফ্যাক্স ক'রে দিলো।

"ভিয়েনা?" জানতে চাইলো মেয়েটি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো গ্যাব্রিয়েল।

ট্রান্সমিশন করা শেষ হয়ে যাবার দু'মিনিট পরই ফ্যাক্স মেশিনটায় রিং হয়ে একটা কাগজ বেরিয়ে এলো যাতে তড়িঘড়ি ক'রে হাতে লেখা দুটো মাত্র শব্দ আছে। ফ্যাক্সটা এলি লাভোনের অফিসে পৌঁছে গেছে।

লাভোনের হাতের লেখাটা দেখেই চিনতে পারলো গ্যাব্রিয়েল।

"আপনার কি আর কিছু লাগবে?"

"একটু ঘুমাতে হবে।"

"এ ব্যাপারে অবশ্য আমি কোনো সাহায্য করতে পারবো না," মেয়েটা হেসে বললো। "আপনি কি নিজে নিজে উপরের তলায় যেতে পারবেন?"

"অবশ্যই, কোনো সমস্যা নেই। চিনতে পারবো।"

ফিরে এসে দেখে চিয়ারা ঘুমিয়ে পড়েছে। জামাকাপড় খুলে গ্যাব্রিয়েলও নিজের বিছানার কম্বলের নীচে ঢুকে পড়লো।

ভিয়েনায় এলি লাভোন নিজের ফ্যাক্স মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে সিগারেট, চোখ কুচকে এইমাত্র ফ্যাক্সে পাওয়া ডকুমেন্টটি পড়ছে সে। নিজের অফিসে ফিরে এলো লাভোন, ওখানে আরেকজন লোক পড়ন্ত বিকেলের আধো-আলো-অন্ধকারে বসে আছে। তার দিকে কাগজগুলো নেড়ে দেখালো লাভোন।

"আমাদের হিরো আর হেরোইন আবার উদয় হয়েছে।"

"তারা কোথায় আছে?" আরি শ্যামরোন জানতে চাইলো।

ফ্যাক্স করা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিলো লাভোন। যেখান থেকে পাঠানো হয়েছে সেখানকার ফোন নাম্বারটা দেখে বুঝতে পারলো সে। "মনে হচ্ছে তারা এখন মিউনিখে আছে।"

শ্যামরোন দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো। "মিউনিখের কোথায়?"

আবারো কাগজের দিকে চোখ বুলিয়ে হাসতে হাসতে সে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের দুষ্টু ছেলেটা নিজেদের লোকজনের আশ্রয়েই আছে।"

"আর ডকুমেন্টটা?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি ইতালি ভাষাটা জানি না। তবে নীচের একটা লেখাই কেবল ধরতে পারছি, সিস্টার রেজিনা।"

"আমাকে দেখতে দাও।"

লাভোন শ্যামরোনের হাতে ফ্যাক্সটা দিলে সে প্রথম লাইনটা জোরে জোরে পড়লো—*"মি চিয়ামো রেজিনা কারাকাসি..."*—তারপর লাভোনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে।

"ইতালি জানে এরকম কাউকে কি চেনো তুমি?"

"এরকম একজনকে খুঁজে নিতে পারবো।"

"তাহলে সেটা এক্ষুণি করো, এলি।"

গ্যাব্রিয়েল ঘুম থেকে উঠে দেখে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখের সামনে হাতঘড়িটা এনে লুমিনাস ডায়ালের দিকে তাকালো সে। দশটা। নিজের জামাকাপড় যেখানে রেখেছিলো সে জায়গায় হাতরিয়ে সিস্টার রেজিনার চিঠিটা খুঁজে পেলে হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো।

চিয়ারা তার পাশেই শুয়ে আছে। রাতের কোনো এক সময় নিজের বিছানা ছেড়ে গ্যাব্রিয়েলের বিছানায় এসে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে বাচ্চা মেয়েদের মতো। বালিশে তার চুলগুলো ছড়িয়ে আছে। তার কাঁধ স্পর্শ করতেই মেয়েটা ঘুরে তার মুখের দিকে তাকালো। তার চোখ দুটো আদ্র।

"কি হয়েছে?"

"আমি ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলে?"

দীর্ঘ নীরবতাটি বাইরের একটা গাড়ির বিকট হর্নের কারণে বিঘ্নিত হলো।

"আপনি যখন কাজ করতেন তখন সান জাক্কারিয়া চার্চে আমি মাঝেমধ্যেই ঢুঁ মারতাম। মাচাঙে দাঁড়িয়ে আপনি চাদরের আড়ালে কাজ করতেন। কখনও কখনও দেখতাম একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ভার্জিনের দিকে।"

"এখন তো মনে হচ্ছে আরো বড় চাদর নিতে হবে।"

"আসলে তাকে দেখতেন, তাই না? মানে, যখন ভার্জিনের দিকে তাকাতেন আপনি আপনার স্ত্রীর মুখটা দেখতে পেতেন। তার মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেতেন।" গ্যাব্রিয়েল কোনো কথা না বললে চিয়ারা কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসলো। সরাসরি তাকালো তার চোখের দিকে। তর্জনী দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের নাকের উপর স্পর্শ করলো যেনো সে কোনো ভাস্কর্য। "আপনার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়।"

"এজন্যে নিজেকেই দোষী মনে করি, অন্য কাউকে না। আমি তাকে এরকম একটি বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে গেছি।"

"সে কারণেই আপনার জন্য আমার আরো বেশি কষ্ট হয়। কাউকে যদি দোষী করতে পারতেন তবে আপনার কষ্টটা অনেক কম হোতো।"

তার বুকে মাথা রেখে নীরবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলো চিয়ারা।

"আমি এই মিউনিখ শহরটা খুবই ঘৃণা করি। এখান থেকেই তো সব শুরু হয়েছিলো। আপনি কি জানেন এখান থেকে কয়েক কোয়ার্টার দূরেই হিটলারের একটি হেডকোয়ার্টার ছিলো?"

"জানি।"

"আমি ভাবতাম সব কিছুই বদলে গেছে। এখন আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ছয়মাস আগে আমার বাবার সিনাগগের বাইরে একটা কফিন রেখে যায় ওরা। কফিনের ঢাকনায় একটা সোয়াস্তিকা ছিলো। ভেতরে ছিলো একটা চিরকুট 'এই কফিনটা ভেনিসের ইহুদিদের জন্যে! যাদেরকে আমরা প্রথমবার শেষ করতে পারি নি!' "

"ওটা সত্যিকারের কিছু ছিলো না," গ্যাব্রিয়েল বললো। "মানে হুমকিটার কথা বলছি।"

"কিন্তু বৃদ্ধলোকজন ভয় পেয়ে গেছে। তারা তো আসল হুমকিটাও স্মরণ করতে পারে।"

গ্যাব্রিয়েলের হাতটা তুলে নিজের চোখের জল মুছে নিলো চিয়ারা। "আপনি কি সত্যিই মনে করেন বেনির কাছে আরো কিছু ছিলো?"

"বাজি ধরে বলতে পারি।"

"আমাদের আর কি দরকার আছে? ১৯৪২ সালে ভ্যাটিকানের একজন বিশপ মার্টিন লুথারের সামনে বসে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করার জন্যে আশীর্বাদ করছেন। ষাট বছর পর, ক্রুক্স ভিরা আপনার বন্ধুসহ আরো অনেককে হত্যা করেছে এই সত্যটা গোপর রাখার জন্যে।"

"আমি ক্রুক্স ভিরা নামের সংগঠনের কথা সবাইকে জানাতে চাই তাদের সমস্ত গোমড় ফাঁস করতে চাই। আর এটা করতে হলে সিস্টার রেজিনার চিঠিটা ছাড়াও আরো কিছু জিনিস লাগবে আমার।"

"আপনি কি জানেন এর ফলে ভ্যাটিকানের কি হবে?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি সেটা আমার চিন্তা করার বিষয় নয়।"

"আপনি তো ভ্যাটিকানকে ধ্বংস ক'রে ফেলবেন," বললো চিয়ারা। "তারপর সান জাক্কারিয়া চার্চে গিয়ে বেল্লিনির শিল্পকর্ম রেস্টোর করার কাজটি সমাপ্ত করবেন মনোযোগ দিয়ে! আপনি একজন স্ববিরোধী লোক, তাই না?"

"তাই তো সবাই বলে।"

গ্যাব্রিয়েলের কাঁধে মাথা রেখে তার দিকে চেয়ে রইলো চিয়ারা। তার গালে এসে আছড়ে পড়ছে মেয়েটার চুল। "তারা আমাদের এতো ঘৃণা করে কেন, গ্যাব্রিয়েল? আমরা তাদের কি ক্ষতি করেছি?"

কমিউনিটি সেন্টারের পাশে পার্ক করা পিয়াজ্জিও গাড়িটা ল্যাম্পপোস্টের ঝলমলে হলুদ আলোয় চকচক করছিলো। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। টমাস

উইনার রিং হয়ে পুরনো মিউনিখ শহরটা পেরিয়ে লুডভিগস্ট্রাসির শোবিঙের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলো। ইউ-বান স্টেশনের প্রবেশপথের সামনে একটা লাল রঙের ইটের নীচে কতোগুলো ফ্লাইয়ার দেখতে পেলো তারা। গাড়ি থেকে নেমে চিয়ারা কাগজগুলো হাতে নিয়ে দেখলো, তারপর সেগুলো নিয়ে ফিরে এলো গাড়িতে।

দু'বার ৬৮ এডালবারস্ট্রাসি এভিনুটা চক্কর দিয়ে গ্যাব্রিয়েল নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলো জায়গাটা নিরাপদ কিনা। এককোণে গাড়িটা পার্ক করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো। একটা গাড়ি তাদের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় গাড়ির একমাত্র যাত্রী বৃদ্ধ এক মহিলা কুয়াশায় ঘোলা কাঁচের ভেতর দিয়ে তাদের দেখার চেষ্টা করলো। অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ভেতর ঢোকার সময় ডিটেক্টিভ এক্সেল উইজের সাথে তার কথোপকথনের কথাটা মনে করলো গ্যাব্রিয়েল। কে আসছে কে যাচ্ছে সে ব্যাপারে এখানকার বাসিন্দারা মোটেও পরোয়া করে না। কেউ যদি ইন্টারকমের বোতাম টিপে বলে 'অ্যাডভার্টাইজমেন্ট' তাহলেই ঢুকে যেতে পারে। এরকম লোকজন নিয়মিতই এখানে আসে।

একটু ইতস্তত করলেও দুটো বোতাম চাপলো গ্যাব্রিয়েল। কয়েক সেকেন্ড পরই ঘুমকাতুরে একটা কণ্ঠ জবাব দিলো, "*জা?*" গ্যাব্রিয়েল বিড়বিড় ক'রে উইজের বলা পাসওয়ার্ডটি বলতেই বাজার বেজে দরজার লক্ খুলে গেলো। দরজাটা আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেলো তারা ভেতরে ঢুকতেই, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল দরজাটা আবারো খুলে বন্ধ ক'রে দিলো এটা দেখার জন্যে যে কেউ সেটা শুনতে পাচ্ছে কিনা। তারপর মেঝেতে ফ্লাইয়ারগুলো রেখে ফয়ারটা পেরিয়ে চলে গেলো সিঁড়ির দিকে—খুব দ্রুত, কেননা পাছে যদি বৃদ্ধ কেয়ারটেকার মহিলা জেগে থাকে।

পা টিপে টিপে তারা এসে পড়লো বেনজামিনের ঘরের দরজার সামনে। এখনও সেখানে পুলিশের ক্রাইমসিনের টেপ লাগানো আছে। প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য ফুলের তোড়া আর শোকবাণীগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

একটা ধাতব পাত দিয়ে চিয়ারা দরজার লক্ খোলার সময় গ্যাব্রিয়েল পেছন ফিরে নজর রাখলো কেউ আসছে কিনা দেখার জন্যে। ত্রিশ সেকেন্ডের মতো সময় নিলো লকটা খুলতে। ভেতরে ক্রাইমসিনের আরেকটা টেপের নীচ দিয়ে ঢুকে পড়লো তারা। দরজা বন্ধ ক'রে বাতি জ্বালিয়ে দিলো গ্যাব্রিয়েল।

"দ্রুত কাজ করতে হবে," বললো সে। "ঘর তছনছ হওয়া নিয়ে ভেবো না।"

চিয়ারাকে পাশের বড় ঘরটাতে নিয়ে গেলো, রাস্তা থেকে এই ঘরটাই দেখা যায়। বেনজামিন এটাকে তার অফিস হিসেবে ব্যবহার করতো। চিয়ারার হাতে থাকা টর্চের আলো গিয়ে পড়লো দেয়ালে আঁকা নব্য-নাৎসিদের লেখাটার উপর।

"হায় ঈশ্বর," ফিসফিসিয়ে বললো সে।

"তুমি শেষ থেকে শুরু করো," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আমরা প্রতিটি রুম একসাথে তল্লাশী করবো, তারপর পরবর্তী কাজ।"

খুব নীরবে কিন্তু দ্রুত কাজ করলো তারা। গ্যাব্রিয়েল ডেস্কটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো আর চিয়ারা ঘরের সমস্ত বইপত্র ঘেটে দেখলো ভেতরে কিছু আছে কিনা। কিছুই পাওয়া গেলো না। এরপর গ্যাব্রিয়েল আসবাবপত্রগুলো ঘেঁটে দেখতে শুরু করলো একে একে। এমনকি সেগুলোর পেছন দিকটাও বাকি রাখলো না। কিচ্ছু নেই। ছোট্ট কফি টেবিলটাও বাদ গেলো না। সেটার পায়াগুলো পর্যন্ত খুলে দেখা হলো ভেতরে ফাঁপা কোনো স্থান আছে কিনা। মেঝের ফ্লোরবোর্ড খুলতে লাগলো গ্যাব্রিয়েল, চিয়ারা হিটিং ভেন্টিলেটরগুলোর কভার খুলে ফেললো।

"ধ্যাত্!"

ঘরের এক মাথায় একটা দরজা আছে যা দিয়ে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে যাওয়া যায়। ওটার ভেতরে বেনজামিন আরো বইপত্র রেখে দিয়েছে। গ্যাব্রিয়েল আর চিয়ারা একসঙ্গে সেই ঘরটা খুঁজে দেখলেও কিছুই পেলো না।

দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বের হতে যাবে এমন সময় মৃদু কিন্তু অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেলো গ্যাব্রিয়েল। কাঠের কোনো খ্যাচ্ খ্যাচ্ শব্দ নয়, দরজার লকের জং ধরা শব্দও নয় সেটা। দরজার নবটা ধরে বার কয়েক দরজাটা খুলে আবার বন্ধ করলো। কয়েক বার করলো খুব দ্রুত। খোলা, বন্ধ, খোলা, বন্ধ...

দরজাটা ফাঁপা, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এর ভেতরে কিছু একটা আছে।

চিয়ারার দিকে ফিরলো সে। "স্ক্রু ড্রাইভারটা দাও তো।"

হাটু গেঁড়ে বসে দরজার হাতলটার স্ক্রুগুলো খুলে ফেললো গ্যাব্রিয়েল। হাতলটা খুলতেই দেখতে পেলো সেটার সাথে নাইলনের একটি ফিলামেন্ট আছে। দরজার ভেতরে ফাঁপা জায়গায় ঝুলছে সেটা। ফিলামেন্টটা টেনে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করলো। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগটার জিপ-লক মুখ আছে। তার ভেতরে আছে শক্ত ক'রে ভাঁজ করা কতোগুলো কাগজ।

"হায় ঈশ্বর," চিয়ারার মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো তার অজান্তেই। "বিশ্বাসই করতে পারছি না শেষ পর্যন্ত আপনি এটা খুঁজে পেয়েছেন!"

ভেতরের কাগজগুলো বের করে চিয়ারার টর্চের আলোয় মেলে ধরলো গ্যাব্রিয়েল। চোখ বন্ধ ক'রে বিড়বিড় করে কী যেনো বললো সে, তারপর কাগজগুলো তুলে ধরলো যাতে চিয়ারা সেটা দেখতে পায়।

সিস্টার রেজিনার চিঠির একটা কপি।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো গ্যাব্রিয়েল। ইতিমধ্যেই তাদের কাছে যে জিনিসটা আছে সেটা খুঁজে বের করতে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়ে গেছে। তাদের যা দরকার সেটা খুঁজে বের করতে আর কতো সময় লাগবে? গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে তাকালো সে।

ঠিক তখনই আবছায়া একটা মনুষ্য মূর্তি চোখে পড়লো গ্যাব্রিয়েলের। এলোমেলো জিনিসপত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে হাত দিয়ে বেরেটা পিস্তলের বাটটা টের পেলো সে। দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে গুলি করতে যাবে অমনি চিয়ারা তার টর্চলাইটটার আলো ফেললো মানুষটার উপর। ভাগ্য ভালো গ্যাব্রিয়েলের, শেষ মুহূর্তে টৃগারে চাপ দেয়া থেকে তার আঙুলকে বিরত রাখতে পারলো, কারণ দশ ফিট দূরে যে মনুষ্য মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা আর কারোর নয়, বৃদ্ধ এক মহিলার। গোলাপী রঙের একটি বাথরোব গায়ে জড়িয়ে আছে সে।

গ্যাব্রিয়েল দেখেই বুঝতে পারলো ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গারের অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারে হাসপাতালের মতোই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। রান্নাঘরটায় কোনো ময়লা তো নেই-ই, একটা দাগও চোখে পড়ছে না। সবই পরিস্কার আর গোছানো।

"আপনি কোথায় ছিলেন?" এমন একটা সতর্ক কণ্ঠে কথাটা বললো যেটা কিনা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথেই বেশি ব্যবহার করে থাকে সে।

"প্রথমে দাচাও'তে, পরে র‍্যাভেন্সব্রাক, শেষে রিগায়।" একটু থামলো মহিলা। "রিগাতেই আমার মা-বাবকে হত্যা করা হয়। এসএস ডেথ স্কোয়াড তাদেরকে গুলি ক'রে হত্যা করে, তারপর রাশান যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে বিশাল একটা গর্ত খুঁড়ে আরো সাতাশ হাজার নরনারীর লাশের সাথে তাদেরকেও মাটি চাপা দেয়া হয় ওখানে।"

নিজের হাতের আস্তিন গুটিয়ে তার নাম্বারটা দেখালো গ্যাব্রিয়েলকে, এরকম একটি নাম্বার গ্যাব্রিয়েলের মা মরিয়া হয়ে লুকাবার চেষ্টা করতো। ইজরিল উপত্যকার প্রচণ্ড গরমেও তার মা ফুলহাতার জামা পরতো যাতে ক'রে এই সংখ্যাটা দেখা না যায়। তার ভাষায় এটা নাকি তার লজ্জার চিহ্ন ছিলো। ইহুদি হবার অপরাধ বয়ে বেড়ানোর একটা সিল।

"খুন হবার ভয় বেনজামিন করতো," মহিলা বললো। "প্রায় দিনই তারা তাকে ফোন করে হুমকি দিতো জঘন্য সব ভাষায়। রাতের বেলায় তারা এই ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে মারাত্মকভাবে ভয়ও দেখাতো। সে আমাকে বলেছিলো তার যদি কিছু হয় তো ইসরায়েল থেকে লোকজন আসবে।"

তার চায়না ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার থেকে সাদা লিনেন কাপড়ের

টেবিলক্লথ বের করলো মহিলা। চিয়ারার সাহায্যে সেটা মেলে ধরা হলে মাঝখানে একটা এনভেলোপ দেখা গেলো। মুখটা ভারি প্লাস্টিকের প্যাকিং টেপ দিয়ে আঁটকানো।

“এটাই তো আপনারা খুঁজছিলেন, না?” গ্যাব্রিয়েলের সামনে সেটা তুলে ধরে বললো মহিলা। “প্রথমে আপনাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনিই বুঝি সেই লোক, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই অ্যাপার্টমেন্টে অনেক আজব আজব জিনিস ঘটছে। মাঝরাতে লোকজন হানা দেয় এখানে। পুলিশের লোক এসে বেনজামিনের জিনিসপত্র বাক্সে করে নিয়ে যায়। আমি খুব ভয়ে আছি। বুঝতেই পারছেন এখনও আমি ইউনিফর্ম পরা জার্মানদের বিশ্বাস করতে পারি না।”

তার বিষন্ন একজোড়া চোখ গ্যাব্রিয়েলের উপর স্থির হয়ে আছে। “আপনি তার ভাই নন, তাই না?”

“হ্যা, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার।”

“আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম, সেইজন্যেই তো আপনাকে শুধু চশমাটা দিয়েছিলাম। আপনি যদি বেনজামিনের বলা সেই লোক হয়ে থাকেন তো ক্লু ধরে ধরে আবারো এখানে আসবেন, এটা আমি জানতাম। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, আপনিই সেই লোক কিনা। আপনিই কি সেই লোক, হের ল্যান্ডাও?”

“আমার নাম হের ল্যান্ডাও নয়। তবে আমিই তাদের লোক।”

“আপনার জার্মান খুব ভালো,” মহিলা বললো। “আপনি ইসরায়েল থেকে এসেছেন, তাই না?”

“আমি ইজরিল উপত্যকায় বড় হয়েছি,” বললো গ্যাব্রিয়েল, আচমকাই সে হিব্রুতে কথা বলা আরম্ভ করলো। “বেনজামিন আমার এতো কাছের লোক ছিলো যে আপন ভায়ের চেয়েও সেটা অনেক বেশি। বেনজামিন এই এনভেলোপের ভেতরে যা আছে সেটা দেখার জন্যে যার কথা বলেছিলো সে আমি ছাড়া আর কেউ না।”

“তাহলে এটা আপনারই জিনিস,” মহিলাও একই ভাষায় কথাটা বললো। “আপনার বন্ধুর কাজ শেষ করুন। কিন্তু আর যা-ই করুন না কেন এখানে আর ফিরে আসবেন না। আপনার জন্যে জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়।”

কথাটা শেষ করেই মহিলা গ্যাব্রিয়েলের হাতে এনভেলোপটা দিয়ে তার মুখটা স্পর্শ করলো। “চলে যান,” বললো সে।

অধ্যায় ২৫

নদী তীরবর্তী একটি সিনাগগ
ভ্যাটিকান সিটি

বেনেদেত্তে ফো সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের প্রবেশপথের একেবারে সন্নিকটে চারতলার একটি ভবনে কাজ করার জন্যে রোমান সময় সাড়ে দশটায় হাজির হলো। চমৎকার পোশাকআশাক পরা মানুষজনের এই শহরে ফো একদম ব্যতিক্রম। তার প্যান্টটা বহু আগেই ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে আর কালো চামড়ার জুতোটা বিবর্ণ হয়ে গেছে বহু ব্যবহারে। তার জ্যাকেটের পকেট ছিঁড়ে গেছে ওটার ভেতরে নোটপ্যাড, টেপরেকর্ডার আর ভাঁজ করা কাগজ রাখার স্বভাবের কারণে। *লা রিপাবলিকা*'র ভ্যাটিকান প্রতিনিধি ফো এমন মানুষকে বিশ্বাস করে না যে তার জিনিসপত্র নিজের পকেটে বহন করে না।

সুভেনির শপের সামনে পর্যটকদের দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে সে ফয়ারের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করতে গেলে নীল রঙের ইউনিফর্ম পরা এক রক্ষী তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট হাতরে নিজের পরিচয়পত্রটা বের ক'রে দেখালো ফো।

এটা একদমই অপ্রয়োজনীয় একটা কাজ। বেনেদেত্তো ফো ভ্যাটিকানে খুবই পরিচিত মুখ। সবাই তাকে চেনে। তার কাছে কার্ড দেখার জন্যে বলাটা এক ধরণের শাস্তি, ঠিক যেমন ক'রে আগামী মাসে তাকে পোপের সাথে বিমানে ক'রে আর্জেন্টিনা আর চিলি ভ্রমণ থেকে বাদ দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছে। ফো অবশ্য দুষ্টুমিও কম করে নি। এখন খুব চাপের মধ্যে আছে সে, তাকে একটা সুযোগ দেয়া হয়েছে এখন। নিজের কৃতকর্মের শাপমোচন করার একটা সুযোগ। একটা ভুল হবে তো তার চাকরি যাবে।

সালা স্তাম্পা দেল্লা সান্তা সেদে, যা কিনা ভ্যাটিকান প্রেস অফিস নামে পরিচিত, সেটা অবস্থিত রেনেসাঁ সাগরের দ্বীপে। বেশ কয়েকটা অটোমেটিক কাঁচের দরজা অতিক্রম করে কালো মার্বেলের একটা ফ্লোর পেরিয়ে প্রেস রুমে নিজের কিউবিকলে প্রবেশ করলো ফো। ছোট্ট একটা ডেস্ক, ফোন আর ফ্যাক্স মেশিন রয়েছে তাতে। অবশ্য ফ্যাক্স মেশিনটা দরকারের সময় বিকল হয়ে যায়। তার প্রতিবেশী জিওভান্না ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে ম্যাগাজিনে কর্মরত। সোনালী চুলের আকর্ষণীয় এক তরুণী। মেয়েটা তাকে ধর্মবিরোধী একজন মনে করে, সেজন্যেই অবিরাম তার সাথে লাঞ্চ করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে।

নিজের চেয়োরে বসে ডেস্কের উপর দেখতে পেলো *লা অবজারভেতোরি*'র একটি কপি রাখা আছে, তার পাশেই আছে ভ্যাটিকান নিউজ সার্ভিস থেকে একগাদা ক্লিপিং। *প্রাভদা* আর *তাস* পত্রিকার ভ্যাটিকান সংস্করণ। বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলো ফো। এটা সব সময় করতে হয়। রুটিনমাফিক কাজ। ডেস্কের কাগজগুলো সরিয়ে আজ কোথায় লাঞ্চ করবে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো সে।

জিওভান্নার দিকে তাকালো। হয়তো আজকে এই মেয়েটা তার সন্ন্যাসীমার্কা ভাব বাদ দিয়ে তার সাথে লাঞ্চ করতে রাজিও হতে পারে। মেয়েটার বুথে ঢুকে দেখতে পেলো উপুড় হয়ে একটা অফিশিয়াল প্রেস রিলিজ দেখছে। ফো তার পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখতেই মেয়েটা হাতের নীচে লুকিয়ে ফেললো সেটা। যেনো কোনো স্কুল বালিকা নিজের পরীক্ষার খাতা পাশের ডেস্কের কারো কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে।

"এটা কি, জিওভান্নি?"

"এই মাত্র এটা রিলিজ করেছে তারা। তোমার নিজেরটা নিয়ে দ্যাখো।"

ফো'র পাছায় ধাক্কা মেরে হলের দিকে যাবার নির্দেশ করলো মেয়েটা। ওখানে যাবার সময় মেয়েটার হাতের স্পর্শ যেনো ফো'কে আবিষ্ট ক'রে রাখলো আরো কিছুটা সময়ের জন্যে। যে ঘরে ঢুকলো সেখানকার ডেস্কে বিকট চেহারার এক নান বসে আছে। বেত হাতে ছাত্র পেটানো শিক্ষিকার সাথে এই মহিলার বেশ মিল রয়েছে। কাঠখোট্টাভাবে তার হাতে দুটো *ওইবুল্লেতিনি* ধরিয়ে দিলো মহিলা। তাকে আরেকটু বিরক্ত করার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রেস রিলিজটা পড়তে শুরু করলো ফো।

প্রথমটি কংগ্রেশনের জন্যে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। *লা রিপাবলিকার* পাঠকের জন্যে এটা কোনো সংবাদ হতে পারে না। তবে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি কৌতুহলোদ্দীপক। শুক্রবার হলি ফাদারের শিডিউল পুণর্নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি খবর। তিনি ফিলিপাইন থেকে আগত একটি ডেলিগেটের সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচী বাতিল ক'রে রোমের প্রাচীন সিনাগগে গিয়ে কংগ্রেশনে বক্তৃতা দেবার ঘোষণা দিয়েছেন।

ভুরু কুচকে ফো খবরটা পড়লো। মাত্র দু'দিন আগে সিনাগগে যাবার ঘোষণা? অসম্ভব! এরকম একটি কর্মসূচী পাপালের শিডিউলে কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই ঠিক করা থাকবে। মাত্র দুদিন আগে তো কখনই নয়। এর ফলে ভ্যাটিকানের অভিজ্ঞ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা কোনো রকম প্রস্তুতি নেবার সময়ই পাবে না।

মার্বেল ফ্লোরের করিডোরের দিকে উঁকি মেরে দেখলো ফো। শেষ মাথার খোলা দরজাটা দিয়ে আত্মম্ভরিদের অফিসে ঢোকা যাবে। পলিশ করা ডেস্কের

ওপাশে বসে আছে রুডলফ গার্ৎজ নামের অভিশপ্ত এক লোক, সাবেক এই অস্ট্রিয়ান টিভি সাংবাদিক বর্তমানে ভ্যাটিকানের প্রেস অফিসের প্রধান ব্যক্তি। অনুমতি ছাড়া তার ঘরে পা রাখাটা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। তারপরও আত্মঘাতি একটা পদক্ষেপ নিলো ফো। নানকে যখন দেখলো অন্য দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক তখনই স্প্রিংবকের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো সে। গার্ৎজের দরজার ঠিক দু'পা সামনে গাট্টাগোট্টা শরীরের এক যাজক খপ্ ক'রে তার শার্টের কলারটা ধরে ফেললো।

"আরে করছেন কি? আপনি কি আমাকে ইডিওট ভেবেছেন? মাত্র দু'দিনের নোটিশে কিভাবে এই কর্মসূচী নেয়া হলো? আমাদেরকে এতো অল্প সময় আগে জানানোর সাহস কোথেকে পেলো তারা? আমাদের বৃফ করা উচিত ছিলো! উনি ওখানে যাচ্ছেন কেন? ওখানে গিয়ে বলবেনই বা কি?"

শান্তভাবেই গার্ৎজ মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। শক্তসামর্থ্য যাজক এখনও তাকে ধরে রেখেছে। ভিয়েনা থেকে ভেনিসে এসে রুডলফ গার্ৎজের জবান যেনো বন্ধ হয়ে গেছে। যতো প্রশ্নই করা হোক না কেন তার মুখ দিয়ে খুব বেশি কথা বেরোয় না।

"রুডলফ, উনি সিনাগগে কেন যাচ্ছেন সেটা তুমিও জানো না, তাই না? পোপ প্রেস অফিসের কাছ থেকেও সংবাদ লুকাচ্ছেন। কিছু একটা হবে নিশ্চিত, আর সেটা আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে।"

গার্ৎজ কেবল কপালে ভুরু তুললো—"আমি তোমার সাফল্য কামনা করি।" জাঁদরেল যাজক এই কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ফো'কে অনেকটা গলা ধাক্কা দিয়েই ঘর থেকে বের ক'রে দিলো।

পকেটে বুলেটিনটা ঢোকাতে ঢোকাতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলো ফো। নদী তীরবর্তী ভায়া দেল্লা কনসিলিয়াজোনির দিকে হেটে যাচ্ছে সে। বুঝতে পারছে সামনে একটা বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এসবই হলো তার আলামত। কিন্তু ঘটনাটা কি শুধু তাই জানে না, তবে অনুমান হিসেবে খুবই পুরনো একটি বিবাদ আর বহুল আলোচিত দ্বন্দ্বটাকেই বেছে নিলো অনেক ভেবেচিন্তে কিউরিয়া বনাম ভ্যাটিকান। তার সন্দেহ রোমের প্রাচীন সিনাগগে পোপের সফর এই দ্বন্দ্বটাকে আরো উস্‌কে দেবে। অন্য সবার মতো এই ব্যাপারে সেও যে কিছু জানে না এটা একদমই মেনে নিতে পারলো না। তার সাথে তো একটা চুক্তি আছে। বেনেদেত্তো বুঝতে পারছে চুক্তিটা আর বলবৎ নেই। ভেঙে গেছে।

কাস্তেল সন্ত অ্যাঞ্জেলোর সামনে পিয়াজ্জাতে এসে থেমে গেলো সে। তাকে একটা ফোন করতে হবে যে ফোনটা সে সালা স্তাম্পা ডেস্ক থেকে কোনোভাবেই

করতে পারতো না। এক পাবলিক ফোন থেকে অ্যাপোস্তোলিক প্যালাসের একটি এক্সটেনশন নাম্বারে ডায়াল করলো সে। হলি ফাদারের খুবই ঘনিষ্ঠ এক লোকের নাম্বার এটি। লোকটা এমনভাবে ফোনে জবাব দিলো যেনো ফো'র কলের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো।

"আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিলো, লুইগি," কোনো রকম সময়ক্ষেপন না করেই ফো বললো। "তুমি সেই চুক্তিটা ভঙ্গ করেছো।"

"শান্ত হও, বেনেদেত্তো। হুট ক'রে এমন অভিযোগ কোরো না যাতে পরবর্তীতে আক্ষেপ করতে হয়।"

"হলি ফাদারের শৈশব নিয়ে তোমার কথামতো একটা খেলা খেলতে আমি রাজি হয়েছিলাম শুধুমাত্র বিনিময়ে স্পেশাল কিছু একটা পাবার জন্যে।"

"আমাকে বিশ্বাস করো। আমার উপর আস্থা রাখো। তুমি যা ভাবছো তার চেয়েও জলদি স্পেশাল কিছু একটা তুমি পাবে। খুবই স্পেশাল।"

"তোমাকে সাহায্য করার কারণে সালা স্তাম্পা'তে আমাকে রীতেমতো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ আমাকে সহ্য করতে পারছে না। যেনো আমি বহিরাগত কেউ। অন্তত রোমের সিনাগগে পোপের সফরের খবরটা আমাকে আগেভাগে জানিয়ে দিলে আমার একটু উপকার হোতো।"

"এই কাজটা যে আমি কেন করতে পারি নি সেটা কয়েক দিন পরই তুমি বুঝতে পারবে। সালা স্তাম্পা'তে তোমার যে সমস্যা হচ্ছে সেটা খুব জলদিই কেটে যাবে।"

"তিনি সিনাগগে যাচ্ছেন কেন?"

"আর সবার মতো তোমাকেও শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

"তুমি একটা বানচোত, লুইগি।"

"দয়া ক'রে মনে রাখবে তুমি একজন যাজকের সঙ্গে কথা বলছো।"

"তুমি কোনো যাজক নও। যাজকের পোশাকে একজন বদমাশ।"

"এসব আজেবাজে কথা বলে তোমার কোনো লাভ হবে না, বেনেদেত্তো। আমি দুঃখিত, হলি ফাদারের সাথে একটু দেখা করতে হবে। উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

লাইনটা কেটে গেলে রিসিভারটা আছাড় মেরে হন হন ক'রে প্রেস অফিসের দিকে পা বাড়ালো ফো।

ব্যারিকেড দেয়া ডিপ্লোমেটিক কম্পাউন্ড থেকে অল্প কিছুটা দূরে বৃক্ষশোভিত পথের পাশেই ভায়া মিশেলে মারকাতি নামের চমৎকার একটি ভিলা আছে, হলি

সি'র নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত আরোন শিলা সেই ভিলার ভেতর নিজের ডেস্কে বসে আছে। তেলআবিবের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিভিন্ন চিঠিপত্র নেড়েচেড়ে দেখছে সে। ছোটোখাটো আর কালো চুলের এক মহিলা দরজায় নক্ ক'রে কোনো রকম অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকে পড়লো। ডেস্কের উপর একটা কাগজ রাখলো রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি সেই মহিলা, যার নাম ইয়েল রাভোনা। কাগজটা আর কিছু নয়, ভ্যাটিকানের নিউজ সার্ভিসের একটি বুলেটিন।

"এইমাত্র ফ্যাক্সে পেলাম।"

রাষ্ট্রদূত কাগজটা হাতে নিয়ে দ্রুত পড়েই মুখ তুলে তাকালো। "সিনাগগে? এরকম একটা খবর তারা আমাদেরকে আরো আগে জানালো না কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ডিসপ্যাচ, প্রেস অফিস আর ভিএএস'দের কথা শুনে মনে হচ্ছে তারাও আগে থেকে কিছু জানতো না।"

"সেক্রেটারিয়েট অব স্টেটকে একটা ফোন দাও। বলো আমি কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"জি, দিচ্ছি।"

ইয়েল রাভোন ঘর থেকে চলে গেলে রাষ্ট্রদূত সাহেব নিজের ফোনটা তুলে তেলআবিবের একটা নাম্বারে ডায়াল করলো। কিছুক্ষণ পরই শান্ত কণ্ঠে বললো সে : "শ্যামরোনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

ঠিক একই সময় কার্লো কাসাগ্রান্দি ভ্যাটিকানের স্টাফ গাড়িতে ক'রে রোমের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি পথ ধরে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। তার এই শিডিউল বহির্ভূত সফরের কারণ তার পাশে তালা মেরে রাখা অ্যাটাশি কেসের মধ্যে রয়েছে। এটা একটা রিপোর্ট, আজ সকালেই তার কাছে দিয়েছে সেই এজেন্ট যাকে হলি ফাদারের শৈশবের ঘটনা তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। এজেন্টকে বেনেদেত্তো ফো'র অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে খুব দ্রুত তার সমস্ত ফাইল ঘেটে এই বিষয়ের উপর তথ্যগুলো খুঁজতে হয়েছে। সেইসব তথ্যের সংক্ষিপ্তসার আছে এই রিপোর্টটাতে।

পাহাড়ের উপরে ভিলা গালাতিনা দেখা যাচ্ছে। দূর থেকেও রবার্তো পুচির রক্ষীদের দেখতে পাচ্ছে কাসাগ্রান্দি। কাঁধে রাইফেল নিয়ে প্রহরা দিচ্ছে তারা। সামনের গেটটা খোলাই আছে। সুট পরা এক সিকিউরিটি এসিভি'র লাইসেন্স প্লেটটা দেখেই হাত নেড়ে গাড়িটাকে ভেতরে যেতে দিলো।

হলের প্রবেশ পথেই কাসাগ্রান্দিকে অভ্যর্থনা জানালো রবার্তো পুচ্চি। শিকারের পোশাক পরা তার। পায়ে চামড়ার বুট। শরীর থেকে গানপাওডারের গন্ধ আসছে। নিশ্চিত, সকালেই শুটিং প্র্যাকটিস করেছে। ডন পুচ্চি প্রায়ই একটা কথা বলে থাকে, টাকা বানানোর পর যে জিনিসটি তার বেশি পছন্দ সেটা হলো অস্ত্র সংগ্রহ করা—এবং অবশ্যই হলি মাদার চার্চ। দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে কাসাগ্রান্দিকে একটা বিশাল ঘরে নিয়ে গেলো পুচ্চি। ঘরটার সামনেই বিরাট একটা বাগান। কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি আগেই পৌঁছে গেছে, ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছে সে। কাসাগ্রান্দি হাঁটু মুড়ে কার্ডিনালের আঙটিতে চুমু খেলো। কার্ডিনালের হাতটা খুব সুন্দর, ভাবলো সে।

বসতে না বসতেই অ্যাটাশি কেসের কম্বিনেশন লকটা খুলতে আরম্ভ করলো কাসাগ্রান্দি। কেস থেকে ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসের প্যাডে টাইপ করা একটি কাগজ বের ক'রে ব্রিন্দিসির হাতে দিতেই কার্ডিনাল সেটা পড়তে শুরু করলো। বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে কাসাগ্রান্দি অপেক্ষা করতে লাগলো কখন পড়া শেষ হয়। রবার্তো পুচ্চি পায়চারি করছে। অস্থির এক শিকারী যেনো শিকার ধরার সুযোগ খুঁজছে।

কিছুক্ষণ পর কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি উঠে ফায়ারপ্লেসের আরেকটু সামনে এগিয়ে রিপোর্টটা আগুনে ফেলে দিয়ে তাকালো কাসাগ্রান্দি আর পুচ্চির দিকে। চশমার কাঁচে আলোর প্রতিফলনের আড়ালে তার চোখ দুটো ঢেকে আছে। ব্রিন্দিসির *ইওমিনি দিফিদুচিয়া*—তার বিশ্বস্ত লোকজন—তার কাছ থেকে রায় শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, যদিও কাসাগ্রান্দি জানে ঠিক কি ধরণের পদক্ষেপ নিতে বলবে কার্ডিনাল। ব্রিন্দিসির চার্চ ভয়াবহ বিপদে পড়ে গেছে। কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন।

ইতালিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভি রবার্তো পুচ্চির পেছনে সব সময়ই লেগে থাকে। ভিল্লা গালাতিনায় কোনো আঁড়িপাতার যন্ত্র আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হয় নি অনেক দিন ধরেই। কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার ঠিক আগ মুহূর্তে কাসাগ্রান্দি ঠোঁটের কাছে তর্জনী এনে ছাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো বাকিদের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বৃষ্টির মধ্যেও তারা সবাই ডন পুচ্চির বাগানের বিশাল ছাতার নীচে চলে গেলো বসার জন্যে।

"আমাদের অ্যাকসিডেন্টাল পোপ একটা বিপজ্জনক খেলা খেলছেন," বললো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি। "সবার জন্যে ভ্যাটিকান আর্কাইভ খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তটি তার শৈশবের সত্যিকারের কাহিনী আড়াল করার একটি প্রয়াস। এটা তো অবিশ্বাস্য খামখেয়ালিপূর্ণ একটি কাজ। আমার বিশ্বাস হলি ফাদার সম্ভবত মানসিকভাবে সুস্থ নন, কিংবা বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। একদম মানসিক

ভারসাম্যহীন ব'লে মনে হচ্ছে। তাকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব স্বর্গীয়ভাবেই আমাদের উপর ন্যস্ত।"

গলা খাকারি দিলো রবার্তো পুচ্চি। "তাকে সরিয়ে দেয়া আর খুন করা এক বিষয় নয়, এমিনেন্স।"

"ডন পুচ্চি, কনক্লেইভ তাকে আমৃত্যু নেতা বানিয়েছে। আমরা তো একজন রাজাকে বলতে পারি না নিজের পদ থেকে সরে যান। কেবলমাত্র মৃত্যুই একজন পোপের সমাপ্তি ঘটাতে পারে।"

জানালা দিয়ে সাইপ্রেস গাছের দিকে তাকালো কাসাগ্রান্দি। পোপকে খুন করা? পাগলামি। জানালা থেকে ব্রিন্দিসির দিকে তাকালো সে। কার্ডিনাল তার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে। রোগাটে মুখ, গোল গোল চশমার কাঁচ—যেনো স্বয়ং দ্বাদশ পায়াস চেয়ে আছে তার দিকে।

চোখ সরিয়ে নিলো ব্রিন্দিসি। " 'এই নাক গলানো যাজকের হাত থেকে আমাকে কি কেউ রক্ষা করবে না?' এই কথাগুলো কে বলেছিলো জানো, কার্লো?"

"আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, রাজা দ্বিতীয় হেনরি। আর নাক গলানো যাজকটি ছিলেন টমাস বেকেট। কথাটা বলার অল্প দিনের মধ্যেই তার চারজন নাইট ক্যান্টারবুরি ক্যাথেড্রালে হানা দিয়ে তলোয়ারের কোপে টমাসকে হত্যা করে।"

"দারুণ," বললো কার্ডিনাল। "আমাদের অ্যাকসিডেন্টাল পোপ আর সেন্ট টমাসের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। টমাস ছিলেন অথর্ব আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ একজন মানুষ, নিজের এই বিপদ তিনি নিজেই ডেকে এনেছিলেন। ঠিক একই কথা আমাদের বর্তমান হলি ফাদারের বেলায়ও বলা যায়। কিউরিয়াকে পাশ কাটিয়ে কোনো উদ্যোগ তিনি নিতে পারেন না। এ অধিকার তার নেই। নিজের এই কৃতকর্ম আর পাপের জন্যে তাকেও টমাসের মতো ভাগ্য বরণ ক'রে নিতে হবে। তোমার নাইটদের পাঠিয়ে দাও, কার্লো। খতম করো তাকে।"

"হলি ফাদারের যদি অপমৃত্যু হয় তবে তিনি সেন্ট টমাসের মতোই একজন শহীদ হয়ে যাবেন।"

"তার মৃত্যুটা যদি সুন্দর মতো ঘটানো যায় তবে পুরো জঘন্য ব্যাপারটাই এমনভাবে পরিসমাপ্তি হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে।"

"কিভাবে, এমিনেন্স?"

"হলি ফাদার যদি কোনো সিনাগগে খুন হন তাহলে ইহুদিদের উপর কি রকম ক্ষোভের বন্যা বয়ে যাবে সেটা একবার ভাবতে পারো? তোমার ঐ

গুপ্তঘাতকের মতো দক্ষ কোনো লোক এরকম একটি কাজ করতে পারবে। সে সটকে পড়লেই আমরা আমাদের পোপ হত্যাকাণ্ডের জন্যে একটা গল্প বানিয়ে নেবো। ঐ যে ইসরায়েলিটা, সে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চার্চের শিল্পকর্ম রেস্টোর করার নামে পোপকে হত্যা করার জন্যে ওৎ পেতে ছিলো দীর্ঘ দিন থেকে। চমৎকার একটি গল্প হবে, কার্লো—এমন একটা গল্প বিশ্বের তাবৎ মিডিয়া লুফে নেবে।"

"আর যদি গল্পটা তারা ওভাবে বিশ্বাস না করে, এমিনেন্স?"

"তুমি যদি তোমার কাজটা সঠিকভাবে করতে না পারো তবেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না।"

সবাই চুপ মেরে গেলো কেবল মার্বেলের মেঝেতে তাদের পায়ের শব্দ ছাড়া। কাসাগ্রান্দির মনে হচ্ছে না সে মাটিতে পা রেখে হাটছে। মনে হচ্ছে শূন্যে ভাসছে সে। উপর থেকে দৃশ্যগুলো দেখছে : প্রাচীন একটা অ্যাবি, গোলকধাঁধার কতোগুলো বাগান; তিনজন লোক, ক্রুক্স ভিরার হলি ট্রিনিটি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করছে পোপকে হত্যা করবে কিনা। তার কছে পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এখান থেকে যদি অন্য কোনো সময়ে চলে যেতে পারতো তাহলে সেটাই করতো সে। চোখের সামনে অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখতে পাচ্ছে এখন, ভিলা বোরগেজের স্টোন পাইনের উপর চাদর গায়ে বসে আছে। তাকে চুমু খাওয়ার জন্যে হাটু গেঁড়ে বসলো সে, আশা করলো তার ঠোঁটের স্বাদ স্ট্রবেরির মতোই হবে, কিন্তু তার বদলে সে পেলো রক্তের আস্বাদন। একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। তার স্মৃতিতে অ্যাঞ্জেলিনা তাকে বলছে এই গ্রীষ্মটা সে উত্তর ইতালিতে কাটাতে চায় কিন্তু বাস্তবে কণ্ঠটা কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে যাচ্ছে কেন পোপকে হত্যা করলে চার্চ এবং ক্রুক্স ভিরা উভয়ের জন্যেই মঙ্গলজনক হবে। কতো সহজেই না কার্ডিনাল খুনখারাবির কথা বলতে পারছেন, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। তারপরই সে পরিস্কার দেখতে পেলো সেটা। ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে চার্চ। যোগ্য নের্তৃত্বের এগিয়ে আসার সময় এখন। হলি ফাদারের মৃত্যুর পর ব্রিন্দিসি এমন একটা কিছু ফিরে পাবে যা কিনা শেষ কনক্লেইভ তাকে বঞ্চিত করেছিলো।

কাসাগ্রান্দি সতর্কভাবে এগোলো। "আমি যদি অপারেশনাল দিক থেকে দেখি তো এই মুহূর্তে পোপকে হত্যা করাটা সম্ভব নয়। এরকম একটি কাজ করার পরিকল্পনা করতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে, এক বছরও লাগতে পারে।" একটু থামলো এই আশায় যে ব্রিন্দিসি বোধহয় কিছু বলবে, কিন্তু কার্ডিনাল কিছুই বললো না। তার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। চুপচাপ হেটে যাচ্ছে তারা। কাসাগ্রান্দি আবার বলতে শুরু করলো। "হলি ফাদার ভ্যাটিকানের বাইরে

পা রাখা মাত্র তার সমস্ত নিরাপত্তা ইতালিয় পুলিশ এবং সিকিউরিটির উপর ন্যস্ত হবে। তার সুরক্ষার দায়িত্ব তখন তারাই দেখভাল করবে। এই মুহূর্তে তারা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক কারণ আমরাই তো পোপের ভুয়া এক গুপ্তঘাতকের গল্প রটিয়ে দিয়েছি কয়েক দিন আগে থেকে। হলি ফাদারের চারপাশে এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার দেয়াল থাকবে যে কারো পক্ষে সেটা ভেদ করা সম্ভব হবে না।"

"তুমি যা যা বললে সবই সত্যি, কার্লো। তবে আমাদের পক্ষে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে। তুমি ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসে কাজ করছো। হলি ফাদারের কাছে যখন খুশি যে কাউকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার রয়েছে।"

"আর দ্বিতীয়টি?"

"যে লোককে তুমি হলি ফাদারের কাছে নিয়ে যাবে সে হলো লেপার্ড।"

"এমিনেন্স, আপনি যে ধরণের কাজের কথা বলছেন সে ধরণের কাজের প্রস্তাবে লেপার্ড রাজি হবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

"বিশাল অঙ্কের টাকা অফার করো তাকে, তাহলে দেখবে জানোয়ারটা সাড়া দিচ্ছে।"

কাসাগ্রান্দির মনে হলো পুরনো এই অ্যাবির দেয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে। চূড়ান্ত একটা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

"ক্যারাবিনিয়েরি থেকে যখন ভ্যাটিকানে এলাম তখন পোপকে রক্ষা করার পবিত্র একটা শপথ নিয়েছিলাম, এখন আপনি সেই শপথ ভঙ্গ করতে বলছেন, এমিনেন্স।"

"তুমি তো ক্রুক্স ভিরা এবং আমার প্রতি আজীবন অনুগত থাকারও শপথ নিয়েছো।"

হাটা থামিয়ে কাসাগ্রান্দি কার্ডিনালের দিকে তাকালো। বৃষ্টির ফোঁটায় তার চোখের চশমার কাঁচ ঘোলাটে হয়ে আছে। "আমি স্বর্গে গিয়ে আমার স্ত্রী আর কন্যাকে দেখতে চাই। সেই আশায় অপেক্ষা ক'রে আছি, এমিনেন্স। এরকম একটা কাজ যে লোক করবে তার ভাগ্যে নিশ্চয় স্বর্গ জুটবে না।"

"নরকের আগুনের মুখোমুখি তুমি হবে না। এ নিয়ে তুমি ভেবো না, কার্লো, আমি তোমার ক্ষমা লাভের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।"

"আপনার কি সত্যি এরকম কোনা ক্ষমতা আছে? পোপ হত্যাকারীর সমস্ত পাপ ধুয়েমুছে সাফ ক'রে দেবার ক্ষমতা সত্যিই আপনার আছে?"

"অবশ্যই আছে!" যেনো ঈশ্বর নিন্দা করার মতো কোনো ঘটনা ঘটে গেছে, রেগেমেগে বললো কার্ডিনাল। তারপরই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কণ্ঠটা নরম ক'রে নিলো। "তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, কার্লো। এটা আমাদের সবার জন্যেই

অনেক কঠিন একটি ব্যাপার। তবে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার উপায় আছে। খুব জলদিই আমরা সেই মুক্তির দেখা পাবো।"

"কিসের মূল্যে, এমিনেন্স?"

"তিনি আমাদের চার্চকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন, আর আমি চার্চকে রক্ষা করতে চাইছি। আর কি জানতে চাও তুমি?"

একটু ইতস্তত ক'রে কাসাগ্রান্দি বললো, "কিছু জানতে চাই না। আমি আপনার সাথে আছি, এমিনেন্স, এবং চার্চের হলি মাদারের সাথে।"

"আমি জানতাম তুমি এ কথা বলবে।"

"শুধু একটা প্রশ্ন আছে আমার। হলি ফাদার যখন সিনাগগে যাবেন তখন আপনি কি তার সঙ্গী হবেন? এই ভয়ঙ্কর ঘটানাটি যখন ঘটবে তখন আপনি হলি ফাদারের আশেপাশে থাকেন সেটা আমি চাই না।"

"হলি ফাদার যখন আমাকে এই কথা বলেছিলেন তখন আমি তাকে বলেছি, ঐ দিন আমার ফ্লু হবে ব'লে ধরে নিতে পারেন! সুতরাং বুঝতেই পারছো, আমি তার সাথে যাচ্ছি না।"

কার্ডিনালের হাতটা নিয়ে তার আঙটিতে বার কয়েক চুমু খেলো কাসাগ্রান্দি। ব্রিন্দিসি তার মাথায় আর কপালে ক্রুশ এঁকে আর্শীবাদ জানালো। তার চোখে কোনো ভালোবাসা নেই; কেবল সুকঠিন শীতলতা আর সুতীব্র দৃঢ়তা। কাসাগ্রান্দির কাছে মনে হলো সে একজন মৃত মানুষ স্পর্শ করছে।

রোমের উদ্দেশ্যে প্রথম রওনা হলো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি তবে রবার্তো পুচ্চি আর কাসাগ্রান্দি বাগানেই রয়ে গেলো।

"তুমি যে এ কাজটা করতে একদমই ইচ্ছুক নও সেটা বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধিমান হবার দরকার নেই, কার্লো।"

"একমাত্র উন্মাদ ছাড়া আর কেউ পোপ হত্যা করার জন্যে উৎফুল্ল বোধ করবে না।"

"তুমি আসলে কি করতে চাচ্ছো?"

কাসাগ্রান্দি তার জুতার উপর থেকে কিছু কাদা ঝেড়ে দেবদারু গাছের দিকে তাকালো। সে জানে এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছে যা তার নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে।

"আমি জুরিখে যাচ্ছি," বললো কাসাগ্রান্দি। "একজন গুপ্তঘাতক ভাড়ার করার জন্যে।"

অধ্যায় ২৬

ভিয়েনা

এলি লাভোনের অফিসটা দেখলে মনে হবে পশ্চাদাপসারণরত কোনো সেনাবাহিনীর কমান্ড বাঙ্কার। টেবিলের উপর পড়ে আছে অসংখ্য খোলা ফাইল। দেয়ালে ঝুলে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা মানচিত্র। অ্যাস্ট্রে ভর্তি সিগারেটের অবশিষটাংশ আর বাস্কেটে আধখাওয়া না খাওয়া কিছু খাবার। এক গাদা বইয়ের উপর এক কাপ ঠাণ্ডা কফি। এক কোণে শব্দহীন একটা টেলিভিশন চলছে সবার অলক্ষ্যে।

লাভোন তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। গ্যাব্রিয়েল বেল টেপার আগেই সে দরজা খুলে তাদেরকে ভেতরে আসতে দিলো, যেনো তাদের সম্মানে দেয়া ডিনারে দেরি ক'রে এসেছে তারা। করিডোর দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাবার সময় সিস্টার রেজিনার চিঠিটার ফ্যাক্স কপি এমনভাবে নাড়লো যেনো এ বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করবে লাভোন। গ্যাব্রিয়েল সেই সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুতি নিলো এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? মিউনিখে ফিরে গিয়েই বা কি করলে? তোমার জন্যে কি সমস্যা হয়েছে সেটা তুমি জানো? অফিসের অর্ধেক লোকজন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হায় ঈশ্বর! তুমি তো আমাদেরকে একেবারে ভড়কে দিয়েছো, গ্যাব্রিয়েল!

শ্যামরোন কিছুই বললো না। জীবনে এতো অসংখ্যবার বিপর্যের মুখোমুখি হয়েছে যে ভালো করেই জানে এক সময় না এক সময় তার যা জানার সবই জানতে পারবে সে। লাভোন গ্যাব্রিয়েলের সাথে চড়া গলায় কথা বলার সময় বৃদ্ধলোকটা জানালার সামনে গিয়ে বাইরের প্রাঙ্গনের দিকে চেয়ে রইলো কেবল। বুলেটপ্রুফ গ্লাসে তার প্রতিবিম্বটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েলের কাছে এই ছবিটা শ্যামরোনের আরেকটি ছবি। তরুণ আর অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। অপ্রতিরোধ্য শ্যামরোন।

লাভোনের সোফায় চিয়ারাকে নিয়ে বসেই মিউনিখে ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার তাকে যে এনভেলোপটি দিয়েছে সেটা কফি টেবিলের উপর রেখে দিলো গ্যাব্রিয়েল। চোখে একটা রিডিং গ্লাস লাগিয়ে এনভেলোপ থেকে জিনিসটা সাবধানে বের করলো লাভোন দুই পৃষ্ঠার একটি টাইপ করা কাগজ। বেশ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলো সে। কিছুক্ষণ পরই তার মুখটা লাল হয়ে গেলো, কাঁপতে লাগলো হাত দুটো। গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকিয়ে অনেকটা ফিসফিস

ক'রে বললো, "অবিশ্বাস্য।" শ্যামরোনের হাতে কাগজটা দিয়ে দিলো লাভোন। "আমার মনে হয় আপনার এটা দেখা উচিত, বস্।"

শ্যামরোন কাগজটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে অবশেষে বললো, "এলি, আমাকে পড়ে শোনাও। জার্মান ভাষায় পড়বে, আমি এটা জার্মান ভাষাতেই শুনতে চাই।"

রাইখের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বরাবর এসএস-অবারস্টার্মব্যানফুয়েরার এডলফ আইখম্যান, RSHA IV B4
প্রেরক আন্ডারস্টাটক্রেটার মার্টিন লুথার, এবটেইলাঙ্গ ডয়েসল্যান্ড,
ইহুদি বিষয়ে হলি সি'র নীতিমালা সংক্রান্ত
বার্লিন, ৩০শে মার্চ, ১৯৪২, ৬৪-৩৪ ২৫/১

উত্তর ইতালির পবিত্র কনভেন্টে আমার সাথে হিজ গ্রেস বিশপ সেবাস্তিয়ানো লরেনজির মিটিংটা পুরোপুরি সফল হয়েছে। আপনি নিশ্চয় জানেন, ভ্যাটিকানের সেক্রটারি অব স্টেট বিশপ লরেনজি হলি সি'র সাথে জার্মানির সব ধরণের সম্পর্ক বিষয়ক ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে থাকেন। তিনি কট্টরপন্থী ক্যাথলিক সোসাইটি ক্রুক্স ভিরারও অন্যতম সদস্য, তারা শুরু থেকেই ন্যাশনাল সোশালিজমের পক্ষে সমর্থন দিয়ে আসছে। বিশপ লরেনজি হলি ফাদারের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ, প্রায় প্রতি দিনই তার সাথে কথা বলেন তিনি। তারা একসাথেই গ্রেগোরিয়ান কলেজে উপস্থিত থাকেন। ১৯৩৩ সালে রাইখের সাথে হলি সি'র যে চুক্তি হয়েছিলো সেটার ব্যাপারে বিশপ লরেনজি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।
বিশপের সাথে আমি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে অনেক দিন কাজ করেছি। আমার মতামত হচ্ছে, ইহুদিদের ব্যাপারে আমাদের যে নীতিমালা সেটা পুরোপুরি সমর্থন করেন তিনি। একেবারে আন্তরিকভাবেই। যদিও ঠিক কি

কারণে তিনি এটা করেন সেটা তিনি বলেন নি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইহুদিদের ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করলেও একান্তে বলে থাকেন ইহুদিরা সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে বিপজ্জনক এবং চার্চের এক নাম্বার শত্রু।

লেক গার্দার তীরে অবস্থিত কনভেন্টে আমাদের মিটিঙের সময় তিনি ইহুদি নীতিমালা সম্পর্কিত অনেক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন এবং বর্তমান অভিযান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অভিমত পোষণ করেছেন আগ্রহভরে। আমি যখন তাকে জানালাম ইহুদিদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দরকার কারণ আমরা ব্যর্থ হলে পবিত্র ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠন হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে তখন তাকে খুব চিন্তিত ব'লে মনে হয়েছে আমার। প্যালেস্টাইনের মাটিতে ইহুদি রাষ্ট্র হলে খুব দ্রুতই সমগ্র বিশ্বে ইহুদিদের আধিপত্য বাড়তে থাকবে এরকম কথা বেশ কাজে দিয়েছে ঐ আলোচনার সময়। সেক্ষেত্রে ইহুদিরা ক্যাথলিকদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে পড়বে। রাজনৈতিকভাবেও তারা ক্যাথলিকদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে ক্রমশ। এসব শুনে মনে হয়েছে বিশপ লরেনজি যেভাবেই হোক এটা থামাতে বদ্ধপরিকর। তিনি এবং হলি ফাদার কেউই মনেপ্রানে চান না খৃস্টানদের পবিত্র ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের আর্বিভাব ঘটুক।

আমি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, ইহুদি নিধন আর বিতারণে হলি ফাদার যদি প্রকাশ্যে বিরোধীতা করেন তাহলে সেটা হবে '৩৮ সালের চুক্তির বরখেলাপ। আমি আরো তাগাদা দিয়ে বলেছি, পাপালের যেকোনো রকম বিরোধীতা আমাদের ইহুদি সম্পর্কিত নীতিমালার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। অন্যদের চেয়ে লরেনজি এই বিষয়ে অনেক ভালো জানেন, তাই তিনি কথা দিয়েছেন, ইহুদি বিষয়ে পোপ একদম নিশ্চুপ থাকবেন। বিশপ লরেনজির সহায়তায় মহামান্য পোপ আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে ইহুদি হত্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার প্রচণ্ড চাপ উপেক্ষা করতে

পারবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরবেন। ভ্যাটিকানে আমাদের অবস্থান নিরাপদ আছে, আমরা আশা করি, আমাদের ইহুদি নীতির বিরুদ্ধে হলি ফাদার কিংবা রাইখের অধীনে থাকা রোমান ক্যাথলিক চার্চসমূহ টু শব্দটিও করবে না।

শ্যামরোন পায়চারি করা বন্ধ ক'রে কাঁচের প্রতিফলনে নিজের চেহারাটা মনে হয় দেখে নিচ্ছে। পরের সিগারেটটা ধরাতে অনেক সময় নিলো সে। গ্যাব্রিয়েল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পরবর্তী চারটা চাল কি হবে ভেবে যাচ্ছে শ্যামরোন। "বেশ কিছু দিন ধরে আমাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় নি," বললো সে। "নতুন কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে আমার মনে হয় তোমাকে বিস্তারিত জানাতে হবে এইসব ডকুমেন্ট কোথেকে এবং কিভাবে পেলে।"

গ্যাব্রিয়েল বলতে শুরু করলে শ্যামরোন আবারো জানালার সামনে গিয়ে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। পিটার মেলোনের সাথে তার মিটিং এবং পর দিন মেলোনের হত্যাকাণ্ড, ইন্সপেক্টর আল্লেসিও রোসির সাথে পেনসিওন আবরুজ্জির ঘটনা, গোলাগুলিতে রোসিসহ আরো চারজন লোকের নিহত হওয়া এবং পরিশেষে ইয়ট হাইজ্যাক ক'রে ইসরায়েলে ফিরে না গিয়ে তদন্ত কাজ চালিয়ে যাবার কথাগুলো বলে গেলো একে একে।

"কিন্তু একটা কথা বলতে তুমি ভুলে গেছো," শ্যামরোন বললো। একেবারে স্বভাব বহির্ভূত আচরণ করছে সে। তার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই। যেনো ছোটো বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে কথা বলছে। "আমি শিমন পাজনারের ফিল্ড রিপোর্টটা দেখেছি। পাজনারের মতে, সেফ অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়ার সময় লান্সিয়া গাড়িতে করে দু'জন লোক তোমাকে ফলো করেছিলো। দ্বিতীয় দলটি সেই দু'জনকে সামলালে তুমি কোনো রকম অঘটন ছাড়াই সমুদ্র সৈকতে পৌছাতে পেরেছিলে, ঠিক বলেছি কিনা?"

"আমি সার্ভিলেন্সটা দেখি নি। পাজনার আমাকে যা বলেছে শুধু তাই শুনেছি। লান্সিয়ার ঐ দু'জন হয়তো আমাদের উপর নজরদারি করছিলো, কিংবা তারা সেই সব সাধারণ রোমানদের মতো যারা ডিনার করার জন্যে কোথাও যাচ্ছিলো।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক, তবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। জানো, কিছুক্ষণ পরই একটা লান্সিয়া গাড়ি পাওয়া যায় ট্রেন স্টেশনের পাশে। ড্রাইভারের আসনে বসা ছিলো মারওয়ান আজিজ নামের পিএলও'র

ইন্টেলিজেন্সের এক এজেন্ট। তিন তিনটি গুলি করা হয়েছে তাকে। লান্সিয়ার সামনের বাম্পারে একটু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মারওয়ান আজিজ হলো সেই দু'জনের একজন যারা তোমাকে ফলো করছিলো। ভাবছি দ্বিতীয় লোকটি কে, সে গেলো কোথায়। সেই লোকই আজিজকে খুন করেছে কিনা কে জানে। যাহোক, যা বলছিলে বলো।"

শ্যামরোনের কথা শুনে কিছুটা কৌতুহলী হয়ে আবারো বলতে শুরু করলো গ্যাব্রিয়েল। ইয়ট থেকে কান-এ যাবার ঘটনা। সিস্টার রেজিনার মেয়ে আন্তোনেল্লা হুবারের সাথে সাক্ষাত এবং তার মায়ের চিঠিটা সংগ্রহ করা, সেন সিজারে মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার কথা, বেনজামিনের ফ্ল্যাটে তল্লাশী, কেয়ারটেকার ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গারের কাছ থেকে বেনজামিনের দেয়া এনভেলোপ নেয়া, সব ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে জানালো সে। এই পুরোটা সময় মাত্র একবারই শ্যামরোন পায়চারি করা বন্ধ করেছিলো যখন জানালো কার্লো কাসাগ্রান্দিকে হুমকি দিয়েছে সে। ব্যাপারটা বোধগম্য, গ্যাব্রিয়েলের মতো দক্ষ এবং অভিজ্ঞ একজন এজেন্টের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করা যায় না।

"তাহলে অবধারিতভাবেই পরের প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে," বললো শ্যামরোন। "ডকুমেন্টটা কি আসল? নাকি ভ্যাটিকানের বানোয়াট সেই হিটলারের ডায়রির মতো?"

জবাবটা লাভোনই দিলো। "এইসব মার্কিংগুলো দেখেছেন? কেজিবি'র আর্কাইভের ডকুমেন্টের 'সাথে এগুলোর বেশ মিল রয়েছে। আমার ধারণা, রাশিয়ানরা এইসব জিনিস জানতে পারে তাদের সাম্রাজ্যের পতনের পর আর্কাইভ পরিস্কার করার সময়। কোনো না কোনোভাবে এটা বেনজামিনের হাতে এসে পড়েছিলো।"

"কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এটা কি জাল?"

"ক্যাথলিক চার্চকে অপবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে করা একটা নিঁখুত জালিয়াতি হিসেবে এটাকে খুব সহজেই বাতিল ক'রে দেয়া যায়। আমরা সবাই জানি তারা একে অন্যের দুশমন ছিলো, বিশেষ করে ওজতিলার শাসন এবং পোল্যান্ড সংকটের সময়কালে।"

সামনের দিকে ঝুঁকে এলো গ্যাব্রিয়েল। "কিন্তু সিস্টার রেজিনার চিঠি এবং আমি এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তার সাথে যদি এই ডকুমেন্টের মিল থাকে তবে কি হবে?"

"তাহলে এটা হবে আমার দেখা সবচাইতে জঘন্য একটি ডকুমেন্ট। ডিনারের পর মার্টিন লুথারের সাথে বসে ভ্যাটিকানের একজন সিনিয়র অফিশিয়াল গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করছে? গার্দা চুক্তি? এজন্যে যে কয়েক জন

লোক খুন হয়েছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে সেন্ট পিটার্সবার্গে পারমাণবিক বোমা ফেলার মতো ঘটনা হয়ে যাবে।"

"এটা কি খতিয়ে দেখতে পারেন?"

"পুরনো কেজিবি'তে ছিলো এরকম কিছু লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে। জানালার সামনে ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তারও অনেক লোক আছে ওখানে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে কথা বলতে পছন্দ করবে না, তবে সে এবং জারঝিনস্কি স্কয়ারে তার কিছু বন্ধু একসঙ্গে অনেক বছর কাজ করেছে। ইচ্ছে করলে কয়েক দিনের মধ্যেই সে এটা খতিয়ে দেখতে পারে।"

শ্যামরোন এমনভাবে লাভোনের দিকে তাকলো যেনো কাজটা করতে তার আসলে কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

"তাহলে এই তথ্যটা নিয়ে আমরা কি করবো?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল। "নিউইয়র্ক টাইমস্-এ লিক্ ক'রে দেবো? কেজিবি এবং ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি নাৎসি মেমোরান্ডাম। চার্চ তো এই রকম কোনো মিটিঙের কথা সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে মেসেঞ্জারকেই আক্রমণ ক'রে বসবে। খুব কম মানুষই বিশ্বাস করবে আমাদের কথা। এর ফলে ইসরায়েলের সাথে ভ্যাটিকানের সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় জন পল ইহুদিদের সাথে ক্যাথলিকদের যে সম্পর্ক পুণঃস্থাপিত করেছিলেন সেটা আর কার্যকর থাকবে না।"

লাভোনের চেহারায় হতাশা দেখা যাচ্ছে। "যুদ্ধের সময় পোপ পায়াস এবং ভ্যাটিকানের কর্মকাণ্ড ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। এখনও চার্চে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা দ্বাদশ পায়াসকে সেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিতে বদ্ধপরিকর। ইসায়েলি সরকারের নীতি হলো সিক্রেট আর্কাইভের সমস্ত ডকুমেন্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ছাড়া এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া থেকে ভ্যাটিকান যেনো বিরত থাকে। এই ডকুমেন্টটি তেলআবিবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়া উচিত যাতে ক'রে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে।"

"তাই করা হবে, এলাইজা," বললো শ্যামরোন, "তবে আমার আশংকা, গ্যাব্রিয়েলের কথাই হয়তো ঠিক। এই ডকুমেন্টটি প্রকাশ করা খুবই বিপজ্জনক। ভ্যাটিকান কি করবে ব'লে তুমি মনে করো? 'ওহ্ ডিয়ার, এটা কি ক'রে সম্ভব হলো? আমরা খুবই দুঃখিত।' না। এভাবে তারা প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। কখনও দেখায়ও নি। আমাদের আক্রমণ করবে তারা। মারাত্মক আক্রমণ। এরকম একটি ব্যাপার খুব সাবধানে এবং চুপচাপ সামলাতে হবে। কোনো রকম উচ্চবাচ্য করা যাবে না। ভেতর থেকে করতে হবে।"

"আপনার মাধ্যমে? ক্ষমা করবেন, বস্, কিন্তু আপনার কথা যখন ভাবি তখন

সাবধান আর চুপচাপ শব্দটা মনে হয় না আপনার সাথে যায়। লেভ আপনাকে আর গ্যাব্রিয়েলকে বেনির হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করতে দিয়েছে, হলি সি'র সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করার মতো কিছু করতে দেয় নি। আপনাদের উচিত পুরো জিনিসটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত ক'রে তাইবেরিয়াসে ফিরে যাওয়া।"

"স্বাভাবিক কোনো সময় হলে আমি তোমার এই উপদেশটা হয়তো গ্রহণ করতাম, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি পরিস্থিতি বদলে গেছে।"

"আপনি কিসের কথা বলছেন, বস্?"

"আজ সকালে আমি যার ফোন কল পেয়েছি সে হলো অ্যারোন শিলো, হলি সি'তে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূত। মনে হচ্ছে হলি ফাদারের শিডিউলে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা যোগ হতে যাচ্ছে।"

"আর এর ফলে রোমের সেফ ফ্ল্যাট থেকে বের হবার সময় তোমাকে যে লোক ফলো করেছিলো ব্যাপারটা আবার তার দিকেই ফিরে যাচ্ছে।" শ্যামরোন গ্যাব্রিয়েলের মুখোমুখি বসে তার সামনে টেবিলের উপর একটা ছবি রাখলো। "এই ছবিটা আজ থেকে পনেরো বছর আগে বুখারেস্টে তোলা হয়েছিলো। লোকটাকে চিনতে পেরেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো গ্যাব্রিয়েল। ছবির লোকটা লেপার্ড নামের এক ভাড়াটে সন্ত্রাসী এবং গুপ্তঘাতকের।

আরেকটা ছবি প্রথম ছবিটার পাশে রাখলো শ্যামরোন। "এই ছবিটা লন্ডনের সাংবাদিক পিটার মেলোন খুন হবার ঠিক পর পরই তুলেছে মোরদেচাই। রিসার্চে ছবিগুলো ফটো রিকগনিশন সফটওয়্যারে ম্যাচ ক'রে দেখা হয়েছে। ছবি দুটো একই লোকের। পিটার মেলোন লেপার্ডের হাতে খুন হয়েছে।"

"আর বেনি?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

"মেলোনকে খুন করার জন্যে যদি তারা লেপার্ডকে ভাড়া করে থাকে তবে বেনিকেও সম্ভবত সে-ই খুন করেছে। তবে আমরা সেটা নিশ্চিত ক'রে জানি না।"

"অবশ্য, রোমে একজন প্যালেস্টাইনি খুন হবার ঘটনা নিয়ে আপনার কাছে তো একটা তত্ত্ব আছেই।"

"তা আছে," বললো শ্যামরোন। "আমরা জানি লেপার্ডের সাথে প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বেশ ভালো যোগাযোগ রয়েছে। সাইপ্রাসের অপারেশনটা সেই সাক্ষীই দেয়। ইসরায়েলিদের উপর সন্ত্রাসী হামলা করার ব্যাপারে আবু জিহাদের সাথে তার একটা চুক্তিও হয়েছিলো, সেটাও আমরা জানি। সৌভাগ্যক্রমে তুমি আবু জিহাদের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষ করতে পারলেও লেপার্ডের অপারেশন কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি এখনও।"

"আপনি মনে করছেন লেপার্ড আমাকে খোঁজার জন্যে প্যালেস্টাইনিদের সাথে আবার সম্পর্ক স্থাপন করেছে?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, এরকমই মনে হচ্ছে। ক্রুক্স ভিরা তোমাকে হত্যা করতে চায়, একইভাবে প্যালেস্টাইনি আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেকেই তা চায়। ঐ লাস্পিয়ার দ্বিতীয় আরোহী লেপার্ড হবার সম্ভাবনাই বেশি—মারওয়ান আজিজকেও সে-ই হত্যা করেছে।"

ছবি দুটো হাতে নিয়ে ভালো ক'রে স্টাডি ক'রে দেখলো গ্যাব্রিয়েল, যেনো এগুলো কোনো ক্যানভাস, একটা সর্বজন স্বীকৃত আর অন্যটা মিলিয়ে দেখতে হচ্ছে ছবিটা একই শিল্পীর কিনা। খালি চোখে এটা বলা অসম্ভব, তবে অনেক আগে থেকেই সে জানে রিসার্চের ফেস-রিকগনিশন সফটওয়্যার ভুল একদম কম করে। এরপরই চোখ বন্ধ ক'রে কতোগুলো মুখের ছবি কল্পনা করতে লাগলো সে। সবাই ফেলিচি...মানজিনি...কারাকাসি...বেনি...রোসি...শেষে সাদা আলখেল্লা পরা বৃদ্ধ এক লোকের ছবি, রোমের সিনাগগে প্রবেশ করছে লোকটা। আলখেল্লার মধ্যে রক্তের দাগ।

চোখ খুলে শ্যামরোনের দিকে তাকালো সে। "পোপকে একটা মেসেজ পাঠানো উচিত, তার জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে। পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক।"

দু'হাত ভাঁজ করে শ্যামরোন মাথা নীচু ক'রে রেখেছে। "আর সেটা আমরা কিভাবে করবো? রোমের ইনফরমেশনে ফোন ক'রে পোপের ব্যক্তিগত নাম্বার চাইবো? সব কিছুই চ্যানেলের মাধ্যমে হয়। আর আমরা তো জানি, কিউরিয়ার কাজ কারবার অনেক ধীরগতির। এখনই যদি আমাদের রাষ্ট্রদূত সেক্রেটারিয়েট অব স্টেটে যোগাযোগ করে তারপরও পোপের সাথে দেখা করতে করতে কয়েক সপ্তাহের মতো সময় লেগে যাবে। আমি যদি ভ্যাটিকানের সিকিউরিটি অফিসের মাধ্যমে যোগযোগ করি তো সেটা সোজা চলে যাবে ক্রুক্স ভিরার বদমাশদের কাছে। আমাদের এমন একজন লোককে খুঁজে বের করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা পেছনের দরজা দিয়ে সোজা পোপের কাছে পৌছাতে পারবো। আর এই কাজটা করতে হবে শুক্রবারের আগে, তা না হলে হিজ হলিনেস রোমের সিনাগগ থেকে কখনই জীবিত হয়ে বের হতে পারবেন না—কিন্তু এটা আমরা কখনই চাইবো না।"

ঘরে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। গ্যাব্রিয়েলই সেই নীরবতা ভাঙলো। "আমি এমন একজনকে চিনি যে আমাদেরকে পোপের কাছে নিয়ে যেতে পারবে," শান্ত কণ্ঠে বললো সে। "কিন্তু সেটা করতে হলে আমাকে ভেনিসে ফিরে যেতে হবে।"

অধ্যায় ১৭

জুরিখ

কার্লো কাসাগ্রান্দি হোটেল সেন্ট গথার্ডের আলো ঝলমলে হলওয়ে দিয়ে পঞ্চম তলার ৪৩২ নাম্বার রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো সে—৭টা ২০ মিনিট, তাকে ঠিক যে সময় আসতে বলা হয়েছিলো ঠিক সেই সময়ই এসে পৌঁছেছে—দু'বার দরজায় নক্ করলো। একেবারে দৃঢ়ভাবে করা হলো নক্ দুটো, যেনো তার উপস্থিতির প্রমাণ দিতেই, তবে এতো জোরে দিলো না যে কেউ বিরক্ত হবে। ঘরের ভেতর থেকে ইতালিতেই বলা হলো ভেতরে আসার জন্যে। কিন্তু তাতে জার্মান টানের কোনো ছিটেফোটা না থাকার কারণে কাসাগ্রান্দির পেটটা মুচড়ে উঠলো।

দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকেই থেমে গেলো সে। করিডোরের ঝালর বাতির উজ্জ্বল আলোর খানিকটা দরজার ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ফলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘরের ভেতর একটা চেয়ারে বসে থাকা অবয়বটি দেখতে পেলো কাসাগ্রান্দি। দরজা বন্ধ করতেই ঘন অন্ধকার। আন্দাজেই এগিয়ে গেলো সে, তবে একটা কফি টেবিলের সাথে ধাক্কা লাগলে থেমে গেলো। কয়েক সেকেন্ড অসহ্য অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে। অবশেষে শক্তিশালী একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠলে সেটার আলো গিয়ে পড়লো তার মুখের উপর। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো কাসাগ্রান্দি, তার কাছে মনে হলো তার চোখে যেনো কেউ সূচ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

"গুড ইভনিং, জেনারেল।" একটা মাদকতাপূর্ণ কণ্ঠ বললো। "আপনি কি ডোসিয়ারটা সঙ্গে করে এনেছেন?"

বৃফকেসটা তুলে ধরলো কাসাগ্রান্দি। সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তল তার দিকে তাক্ করা। বৃফকেস থেকে ফাইলটা বের ক'রে কসাগ্রান্দি কফি টেবিলের উপর রাখলে আলোর রশ্মিটা টেবিলের উপর ফেলা হলো। ডোসিয়ারের কভারটা এক হাতে তুলে নিলো সে। বাতি...আচমকা কাসাগ্রান্দি যেনো রোমে তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ক্যারাবিনিয়েরিদের টর্চের আলোয় অ্যাঞ্জেলিনা আর তার মেয়ের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পাচ্ছে। "সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে, জেনারেল কাসাগ্রান্দি। অন্তত এই কথাটা জেনে আপনি একটু শান্তি পেতে পারেন যে আপনার প্রিয়জনেরা খুব একটা যন্ত্রণা ভোগ করে নি মৃত্যুর আগে।"

আচমকা আলোটা আবারো মুখের উপর ফেলা হলে জেনারেল হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে দেরি ক'রে ফেললো। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড ধরে তার কাছে মনে হলো চারপাশে কমলা রঙের একটা আলোর বৃত্তে বন্দী হয়ে আছে।

"মধ্যযুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে," ডোসিয়ারটা কাসাগ্রান্দির দিকে ঠেলে দিয়ে বললো গুপ্তঘাতক। "তিনি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে থাকেন। এটা তো কোনো শহীদের কাজ, পেশাদার কারোর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। অন্য কাউকে খুঁজে নিন।"

"তোমাকেই আমার দরকার।"

"আমি কি ক'রে নিশ্চিত হবো ঐ গর্দভ তুর্কিটার মতো আমিও একটা ফাঁদে পড়বো না? ইতালিয়ান জেলে বাকি জীবন কাটানোর কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না, চিন্তা করতে পারি না পোপের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া।"

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি কোনো বিশাল খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। তুমি এ কাজটা করবে আমার জন্যে, তারপর আমার সাহায্যেই নিশ্চিন্তে পালিয়ে যাবে।"

"একজন খুনির প্রতীজ্ঞা! কতোই না আশ্বস্ত হওয়া যায়। আমি কেন আপনাকে বিশ্বাস করবো?"

"কারণ আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।"

"সত্যি? আপনি যখন আমাকে বেনজামিন স্টার্নকে হত্যা করার জন্যে ভাড়া করেছিলেন তখন কি জানতেন লোকটা ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট ছিলো?"

হায় ঈশ্বর, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। এ কথা সে জানতে পারলো কেমনে? এটা স্বীকার করা যাবে না। "না," বললো সে। "আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না প্রফেসর সাহেব তাদের সাথে জড়িত ছিলেন।"

"আপনার সেটা জানা উচিত ছিলো।" তার কণ্ঠে ক্ষোভের ছটা টের পেলো জেনারেল। "আপনি কি জানেন গ্যাব্রিয়েল আলোন নামের তাদের এক এজেন্ট এই খুনের ঘটনা এবং সেই সাথে আপনাদের ঐ সোসাইটির ব্যাপারে তদন্ত ক'রে যাচ্ছে?"

"আজ'কের আগে আমি তার নামটাও জানতাম না। বোঝাই যাচ্ছে তুমি এ নিয়ে একটু তদন্ত করেছো।"

"যখন জানতে পারলাম আমার পেছনে একজন লেগেছে তখনই ব্যাপারটা নি [illegible]র মতো ক'রে নিয়েছি। আমি আরো জানতে পেরেছি, গ্যাব্রিয়েল আলোন

ইন্সপেক্টর রোসি যখন পেনসিওন আবরুজ্জিতে দেখা করে তখন আপনি ক্যারাবিনিয়েরিদের পাঠিয়ে তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। এই সমস্যাটা নিয়ে

আপনি আমার কাছে এলেই ভালো করতেন, জেনারেল। যদি আসতেন এতোক্ষণে আলোন জীবিত থাকতো না।"

কিভাবে? এই দানবটি কি ক'রে ঐ ইসরায়েলি আর রোসির সম্পর্কে জানতে পারলো? এটা কি করে সম্ভব হলো? সে ভয় দেখাচ্ছে, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। সিদ্ধান্ত নিলো ব্যাপ্যারটা প্রশমিত করার ভূমিকা নেবে। তবে এরকমটি করা তার পক্ষে স্বাভাবিক না।

"তোমার কথাই ঠিক," একটু আফসোসের সুরে বললো সে। "তোমার কাছেই আমার আসা উচিত ছিলো। সেটা হোতো আমাদের দু'জনের জন্যেই মঙ্গলজনক। আমি কি বসতে পারি?"

এতোক্ষণ ধরে যে আলোটা তার মুখের উপর ফেলা ছিলো সেটা কাসাগ্রান্দির ঠিক পাশেই রাখা একটা আর্ম চেয়ারের দিকে পড়লে আস্তে ক'রে বসে পড়লো সে। বাতিটা আবারো তার মুখের উপর ফেলা হলো।

"প্রশ্নটা হলো, আপনার সাথে আবারো কাজ করার মতো বিশ্বাস কি আমি আপনার উপর রাখতে পারবো, বিশেষ ক'রে এরকম ঘটনার পর?"

"সম্ভবত আমি তোমার আস্থা অর্জন করতে পারবো।"

"কি দিয়ে?"

"অবশ্যই টাকা দিয়ে।"

"তাহলে তো অনেক বেশি টাকা লাগবে।"

"আমি মনে মনে যে অঙ্কটা ভেবে রেখেছি সেটা মনে হয় যথেষ্ট হবে," বললো কাসাগ্রান্দি। "এই পরিমাণ টাকা দিয়ে যে কেউ দীর্ঘ দিন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবে।"

"আমি শুনছি।"

"চার মিলিয়ন ডলার।"

"পাঁচ মিলিয়ন," পাল্টা বললো খুনি। "অর্ধেক এখনই দিতে হবে, আর কাজ শেষে বাকিটা।"

নিজের ভেতরকার টেনশনটা লুকানোর চেষ্টা করলো কাসাগ্রান্দি। এটা কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির সাথে তর্ক করার মতো ব্যাপার নয়।

"পাঁচ মিলিয়ন," পাল্টা প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললো কাসাগ্রান্দি। "তবে অগ্রীম টাকা হিসেবে তোমাকে এক মিলিয়ন দেয়া হবে। তুমি যদি আমার কাজ না ক'রে টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাও সেটা তোমার ব্যাপার। আর যদি বাকি চার মিলিয়ন পেতে চাও তো—" কাসাগ্রান্দি একটু থামলো। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিশ্বাসের ব্যাপারটা আসলে দু'দিক থেকেই থাকতে হয়।"

দীর্ঘ একটা নীরবতা নেমে এলো। কাসাগ্রান্দি এক পর্যায়ে উঠে যেতে উদ্যত

হলে গুপ্তঘাতকের কথা শুনে জমে গেলো। "বলুন, কাজটা কিভাবে করা হবে।"

পরবর্তী এক ঘন্টা কথা বলে গেলো কাসাগ্রান্দি। পুরোটা সময়ই তার মুখের উপর আলো ফেলা থাকলো। ঘামে তার জ্যাকেট ভিজে একাকার। আলোটা বন্ধ করে দেবার ইচ্ছে জাগলো তার মনে। আলোর সামনে না বসে থেকে এই দানবের সাথে অন্ধকার ঘরে মুখোমুখি বসাটা অনেক ভালো ব'লে মনে হলো তার কাছে।

"আপনি কি অগ্রীম টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?"

অ্যাটাশি কেসটায় টোকা মারলো কাসাগ্রান্দি।

"আমাকে দেখতে দিন।"

টেবিলের উপর অ্যাটাশি কেসটা রেখে ঢাকনা খুলে খুনির দিকে ঘুরিয়ে দিলো সেটা।

"আমার সাথে বেঈমানি করলে আপনার কি হবে সেটা কি জানেন?"

"সেটা আমি ভালো করেই জানি," বললো কাসাগ্রান্দি। "তবে এতো বিশাল পরিমাণের ডাউন পেমেন্ট দেয়াটা নিশ্চিত করেই বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার সেরকম কিছু করার সম্ভাবনা নেই। আমি ভালো বিশ্বাস থেকেই কাজটা করছি।"

"বিশ্বাস? বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আপনি এ রকম একটি কাজ করতে নেমেছেন?"

"অনেক বিষয় আছে যা তোমার জানার দরকার নেই। কাজটা তাহলে নিচ্ছো?"

গুপ্তঘাতক বৃফকেসটা নিয়ে নিলো।

"আরেকটা কথা," কাসাগ্রান্দি বললো, "সুইস গার্ড আর ক্যারাবিনিয়েরিদের চেকিং মোকাবেলা করার জন্যে সিকিউরিটি অফিসের আইডেন্টিফিকেশনের দরকার আছে তোমার। তুমি কি সঙ্গে ক'রে তোমার ছবি নিয়ে এসেছো?"

পকেট হাতরানোর শব্দ শুনতে পেলো কাসাগ্রান্দি, তারপর পাসপোর্ট সাইজের ছবি ধরা একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয়া হলো। খুবই বাজে কোয়ালিটির। কাসাগ্রান্দি বুঝতে পারলো এটা অটোমেটেড মেশিনে তৈরি করা হয়েছে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো আসলেই এই ছবিটা তার সামনে বসে থাকা লেপার্ড নামের খুনির কিনা। গুপ্তঘাতকও বোধহয় তার চিন্তাভাবনাটা ধরতে পারলো, পিস্তলটা তাক্ করা হলো কাসাগ্রান্দির দিকে।

"আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

মাথা দুলিয়ে না-সূচক জবাব দিলো কাসাগ্রান্দি।

"ভালো," বললো খুনি। "এবার চলে যান।"

পড়ন্ত বিকেলে ফ্রান্সেস্কো তিপোলো তেলরঙা কোট আর রাবার বুট পরে সান জাক্কারিয়া চার্চের সামনে লোকজনের ভীড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলো। আজকের জন্য চার্চ বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। আদ্রিয়ানা জানেত্তি অনেকটা ভেসেই যেনো প্রধান বেদীর উপর থেকে নেমে এলো সঙ্গে সঙ্গে। আন্তোনিও পোলিতি বড় করে একটা হামি দিয়ে যোগ ব্যয়ামের কয়েকটা আসন করা শুরু করে দিলো তিপোলোকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। বেল্লিনির দিকে তাকালো তিপোলো। চাদরটা ঠিক আগের জায়গাতেই আছে, কিন্তু ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পটা নেভানো। অনেক চেষ্টা করে একটা চিৎকার দমাতে পারলো সে।

আন্তোনিও পোলিতি তিপোলোর পাশে এসে একটা রঙ লাগা হাত তার কাঁধের উপর রাখলো বেশ আয়েশী ভঙ্গীতে। "কখন, ফ্রান্সেস্কো? কখন আপনার মাথায় এটা ঢুকবে, সে আর ফিরে আসবে না?"

কখন? ছেলেটা বেল্লিনির মাস্টারপিসের জন্যে এখনও প্রস্তত নয়, কিন্তু তিপোলোর করার কিছুই নেই। বসন্তকালে চার্চটা খুলে দেয়া হবে। দলে দলে পর্যটকদের পদভারে কম্পিত হবার সময় সেটা। "তাকে আরো একটা দিন সময় দাও," বললো সে, এখনও তার চোখ পেইন্টিংটার উপরই নিবদ্ধ। "সে যদি আগামীকাল দুপুরের মধ্যে ফিরে না আসে তাহলে তোমাকেই কাজটা শেষ করতে দেয়া হবে।"

লম্বা আর আকর্ষণীয় দেহের এক মে... চার্চের ভেতরে হেটে যেতে থাকলে সেদিকে তাকাতেই আন্তোনিও'র আনন্দটা বাধাগ্রস্ত হলো। কালো চোখ আর মাথা ভর্তি খোলা কালো চুল মেয়েটার। মুখ চেনার ব্যাপারে তিপোলো খুবই দক্ষ, সে বাজি ধরে বলতে পারে এই মেয়েটা ইহুদি। মেয়েটাকে তার চেনা চেনাও লাগছে। ভাবলো, এই মেয়েটাকে হয়তো এই চার্চেই দুয়েকবার দেখেছে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেস্টোরারের কাজ দেখতে।

আন্তোনিও মেয়েটার দিকে এগিয়ে যেতেই তিপোলো তাকে সরিয়ে দিয়ে মুখে চওড়া একটা হাসি এঁটে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো।

"সিনোরিনা, আপনাকে কি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?"

"আমি ফ্রান্সেস্কো তিপোলোকে খুঁজছিলাম।"

হতাশ হয়ে আন্তোনিও চলে গেলো। নিজের বুকের উপর হাত রাখলো তিপোলো।

"আমি মারিও দেলভেচ্চিওর একজন বন্ধু।"

তিপোলোর অতি উচ্ছ্বাস দপ ক'রে নিভে গেলো যেনো। দু'হাত বুকের উপর ভাজ ক'রে রেখে চোখ কুচকে তাকালো মেয়েটার দিকে। "আমি জানতে চাই সে এখন কোথায় আছে?"

মেয়েটা কিছুই বললো না, শুধু এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। কাগজের ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়লো তিপোলো :

> ভ্যাটিকানে আপনার বন্ধু মারাত্মক বিপদে আছে। তাকে বাঁচাতে আপনার সাহায্য আমার খুবই দরকার।

মেয়েটার দিকে অবিশ্বাসে তাকালো সে। "তুমি কে?"

"এটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, সিনর তিপোলো।"

চিরকুটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে জানতে চাইলো, "সে কোথায়?"

"আপনি কি আপনার বন্ধুর জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবেন?"

"তার যা বলার আমি শুনবো। আমার বন্ধু যদি সত্যি কোনো বিপদে থাকে তবে অবশ্যই আমি তাকে সাহায্য করবো।"

"তাহলে আপনি আমার সাথে আসুন।"

"এখনই?"

"প্লিজ, সিনর তিপোলো। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

"আমরা যাবো কোথায়?"

কিন্তু মেয়েটা কিছুই বললো না, তার বাহুটা নিজের হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

রিও দি ঘেত্তো নুভো'তে যাবার যে সেতুটা আছে মেয়েটা তিপোলোকে সেদিকে নিয়ে যেতেই দেখা গেলো বিপরীত দিক থেকে ছোটোখাটো এক লোক তাদের দিকে হেটে আসছে। লোকটা দু'হাত লেদার জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। সোডিয়াম লইটের হলুদ রঙের আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। তিপোলো থেমে গেলো।

"আরে, এসব কি হচ্ছে আমাকে বলবে কি?"

"আপনার কাছে তো আমার নোটটা আছেই।"

"ইন্টারেস্টিং। তবে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে নোটটা খুবই সংক্ষিপ্ত, ডিটেইল বলতে কিছুই নেই। তুমি, মারিও দেলভেচ্চিও নামের একজন আর্ট রেস্টোরার কি ক'রে জানতে পারলে পোপের জীবন মারাত্মক হুমকির মধ্যে আছে?"

"কারণ রেস্টোরেশন আমার কাছে এক ধরণের শখ বলতে পারেন। আমার আরেকটা কাজ আছে—এমন একটা কাজ যার সম্পর্কে খুব কম লোকেই জানে।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি, ফ্রান্সেস্কো?"

"কাদের হয়ে তুমি কাজ করো?"

"কাদের হয়ে কাজ করি সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ নয় এ মুহূর্তে।"

"আরে আমার মাধ্যমে যদি পোপের কাছে পৌছাতে চাও তাহলে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি একটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হয়ে কাজ করি। সব সময় না, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কখনও কখনও।"

"যেমন পরিবারের কোনো সদস্য মারা গেছে এরকম কিছু।"

"সত্যি বলতে কি, তাই।"

"কোন্ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হয়ে তুমি কাজ করো?"

"এই প্রশ্নটার জবাব আমি দিতে চাইছি না।"

"আমি নিশ্চিত তোমাকে সেটা দিতেই হবে। তুমি যদি চাও আমি পোপের সাথে এ বিষয়ে কথা বলি তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতে হবে, মারিও। আমি আবারো বলছি তুমি কোন্ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের হয়ে কাজ করো? SISDE ? ভ্যাটিকান ইন্টেলিজেন্স?"

"আমি কোনো ইতালিয়ান নই, ফ্রান্সেস্কো।"

"ইতালিয়ান নও! হাস্যকর কথা বললে তো, মারিও।"

"আমার নামটাও মারিও নয়।"

গ্যাব্রিয়েল আর তিপোলো স্কয়ারটা বৃত্তাকারে হাটছে। তাদের কয়েক গজ পেছনেই আছে চিয়ারা। এই মাত্র তাকে যেসব তথ্য দেয়া হলো সেগুলো হজম করতে বেশ সময় নিলো তিপোলো। খুবই বুদ্ধিমান, রুচিবোধসম্পন্ন একজন ভেনিসিয়ান আর সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে তার অবস্থানও বেশ ভালো। তারপরও যেসব কথা এখন শুনেছে এই জীবনে এরকম কথা সে কল্পনায়ও ভাবতে পারে নি। যেনো এইমাত্র তাকে বলা হয়েছে ফ্রারি'র বেদীতে আঁকা তিতিয়ানের ছবিটা আসলে এক রাশিয়ান শিল্পীর রিপ্রোডাকশন। অবশেষে গভীর করে দম নিয়ে গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাকালো সে।

"আমার মনে আছে তুমি যখন এখানে এলে তখন নিতান্তই একটা ছোকরা ছিলে। চুয়াত্তুর কি পচাত্তুর সালের কথা, তাই না?" গ্যাব্রিয়েলের দিকে চোখ থাকলেও তার মন চলে গেছে পঁচিশ বছর আগে একদল তরুণের কর্মকাণ্ডে মুখরিত ভেনিসের ছোট্ট একটা ওয়ার্কশপে। "উমবার্তো কন্তির একজন শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করার দিনগুলোও বেশ মনে আছে আমার। তখনও

তোমার মধ্যে ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা ছিলো। অন্য যে কারোর চেয়ে তুমি ছিলে সেরা। একদিন তুমি বিরাট বড়মাপের রেস্টোরার হবে উমবার্তো সেটা জানতো। আমিও জানতাম।" দাড়িতে হাত বোলালো তিপোলো। "উমবার্তো কি তোমার সত্যিকারের পরিচয়টা জানতো? তুমি যে একজন ইসরায়েলি এজেন্ট সেটা কি সে জানতো?"

"উমবার্তো কিছুই জানতেন না।"

"তুমি উমবার্তো কন্তির সাথেও প্রতারণা করেছো? তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। মারিও দেলভেচ্চিও'র উপর সে বিশ্বাস রাখতো।" একটু থেমে নিজের রাগ দমন করে কণ্ঠটা নীচে নামিয়ে বললো, "বিশ্বাস করতো মারিও একদিন পৃথিবী বিখ্যাত রেস্টোরার হবে।"

"আমি সব সময়ই উমবার্তোকে সত্যটা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারি নি। আমার অনেক শত্রু আছে, ফ্রান্সেস্কো। তারা আমার পরিবারকে শেষ ক'রে দিয়েছে। ত্রিশ বছর আগের ঘটনার জন্যে তারা আমাকে আজও খুন করতে মরিয়া। আপনি যদি মনে করেন ইতালিয়ানদের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসুন। আমরাই সেই জাতি যারা *ভেনদেত্তা* আবিস্কার করেছি, সিসিলিয়ানরা নয়।"

"আবেলকে হত্যা করে কেইন ইডেনের পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিলো, আর তুমি পালিয়ে এসেছো এখানে, আমাদের এই সুন্দর ভেনিসে, পেইন্টিং রেস্টোর করতে।"

গ্যাব্রিয়েল চুপচাপ শুনে গেলো। কিছুই বললো না। শুধু মলিন একটা হাসি দেখা গেলো তার ঠোঁটের কোণে। "আপনি কি বুঝতে পারছেন আমার প্রফেশনে আমি একটা মারাত্মক পাপ ক'রে ফেলেছি? আপনার কাছে আমি আমার পরিচয় ফাঁস ক'রে দিয়েছি, কারণ আমার আশংকা আপনার বন্ধু মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন।"

"তুমি কি আসলেই মনে করো তারা উনাকে হত্যা করবে?"

"ইতিমধ্যে তারা অনেক লোককে হত্যা ক'রে ফেলেছে। আমার বন্ধুকেও হত্যা করেছে তারা।"

ভ্যাটিকান কাম্পোর দিকে তাকালো তিপোলো। "আমি প্রথম জন পলকেও চিনতাম—আলবিনো লুচিয়ানি। ভ্যাটিকানকে তিনি পরিস্কার করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। চার্চের সম্পদ বিক্রি ক'রে গরীবদের মাঝে সেই টাকা বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। চার্চে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। মাত্র তেত্রিশ দিনের মাথায় তিনি মারা যান। ভ্যাটিকানের মতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।" মাথা দোলালো তিপোলো। "তার হৃদপিণ্ডে কোনো সমস্যাই ছিলো না। তার

ছিলো সিংহের মতো হৃদয়, সেইসাথে ছিলো প্রচণ্ড সাহস। চার্চের মধ্যে যেসব পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন তা অনেকেরই ক্ষোভের কারণ ছিলো। আর—" বিশাল কাঁধটা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সে। ওপাশে ফোনটা ধরলে নিজের পরিচয় দিয়ে তিপোলো ফাদার লুইগি দোনাতি নামের একজনকে চাইলো, তারপর মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে ফিসফিসিয়ে বললো "পোপের প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনিও ভেনিসে উনার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ছিলেন। খুবই বুদ্ধিমান একজন। একেবারে পোপের অনুগত একজন লোক।"

বোঝা গেলো লাইনের অপারপ্রান্তে দোনাতি আছে, কারণ পরবর্তী পাঁচ মিনিট ধরে তিপোলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে গেলো ফোনে। রোম এবং কিউরিয়া নিয়ে অনেক কড়া মন্তব্যও করলো সে। বোঝা যাচ্ছে তিপোলো চার্চের রাজনীতি নিয়ে তার বন্ধু পোপের সাথে অনেক কথা বলে থাকে। এরপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আসল কথাটা বলতে শুরু করলো সে। তার এই কথার মধ্যে নিষ্কলুসতা আর প্রচণ্ড তাড়া দুটোই আছে। ভেনিসের শৈল্পিক জগত তিপোলোকে অনেক মূল্যবান জিনিস শিখিয়েছে। তার রয়েছে একই সাথে দু'ধরণের কথোপকথন চালানোর ক্ষমতা।

শেষে ফোনের কানেকশান বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে মোবাইলটা পকেটে রেখে দিলো সে।

"তাহলে?" জানতে চাইলো গ্যাব্রিয়েল।

"ফাদার দোনাতি পোপের সাথে দেখা করবেন।"

ফাদার দোনাতি দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোনের দিকে চেয়ে রইলো। তিপোলোর কথাগুলো তার কানে এখনও বাজছে। *হলি ফাদারের সাথে আমার দেখা করতে হবে। খুবই জরুরি। শুক্রবারের আগেই তার সাথে আমার দেখা করতে হবে।* তিপোলো কখনও এভাবে কথা বলে না। হলি ফাদারের সাথে তার সম্পর্কটা একেবারেই বন্ধুত্বপূর্ণ—পাস্তা আর রেড ওয়াইনের সাথে হাস্যরস চলে তাদের। এই বন্দীশালায় ঢোকার অনেক আগে ভেনিসের সেইসব সুখময় দিনের গল্প করে তারা। নিতান্তই খোশগল্প। তাহলে শুক্রবারের আগে কেন? শুক্রবারে এমন কি হবে? ঐ দিন তো হলি ফাদার সিনাগগে যাবেন। তিপোলো কি তাকে সিনাগগে যাবার ব্যাপারে কোনো সমস্যার কথা বলবে?

আচমকা উঠে দাঁড়ালো দোনাতি। হন হন করে ছুটে চললো পাপালের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। যাবার সময় পোপের কয়েক জন গৃহস্থালী নানের সঙ্গে

মৃদু ধাক্কাও লাগলো তার। ডাইনিং রুমে আমেরিকান বিশপদের একটি ডেলিগেটের সঙ্গে ডিনার শেষে আলোচনা করছেন পোপ। তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় নাখোশ তিনি, দোনাতিকে ঢুকতে দেখে খুশিই হলেন। যদিও দোনাতির মুখে তিক্ত একটা অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে ।

লুইগি পোপের পাশে এসে তার কানের কাছে মুখ এনে কিছু কথা বলতে থাকলো। অতিথি বিশপের দল দোনাতির চিন্তিত ভাব দেখে মুখ সরিয়ে রাখলো অন্য দিকে। কথা শেষ হলে পোপ আলতো ক'রে মাথা নেড়ে অতিথিদের দিকে তাকালেন।

"আমরা কী নিয়ে যেনো কথা বলছিলাম?" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দোনাতি ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

কাম্পোতে আধ ডজনেরও বেশি চক্কর দিয়ে থামলো তারা। তিপোলো ফিরতি ফোনের অপেক্ষা করছে। গ্যাব্রিয়েলকে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স, তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন, চারপাশে খৃস্টানদের মাঝে একজন ইহুদি হিসেবে বসবাস করতে কেমন লাগে ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন করে এই সময়টা পার করলো সে। যতোটুকু পারলো জবাব দিলো গ্যাব্রিয়েল, তবে যেসব প্রশ্নের জবাব দেয়াটা তার জন্যে অস্বস্তিকর সেগুলো ভদ্রভাবেই এড়িয়ে গেলো তিপোলোকে বুঝতে না দিয়েই। গ্যাব্রিয়েল যে একজন ইতালিয়ান নয় সে ব্যাপারে এখনও তার সন্দেহ যায় নি, সেজন্যেই তাকে হিব্রুতে কিছু কথা বলতে বললো। বেশ কয়েক মিনিট ধরে চিয়ারার সাথে হিব্রুতে কথা বলে গেলো গ্যাব্রিয়েল, তাদের এইসব কথাবার্তা থামলো ফোনের রিং বাজার কারণে। তিপোলো ফোনটা কানে ধরে কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে বিড়বিড় ক'রে শুধু বললো "বুঝতে পেরেছি, ফাদার দোনাতি।"

তারপর লাইনটা কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে।

"উনি কি আপনার কথার জবাব দিয়েছেন?"

জবাবে তিপোলো কেবল মুচকি হাসলো।

অধ্যায় ২৮

রোম

রোমের উত্তরে তাইবার নদীর বিশাল এক বাঁকের পাশে ছোট্ট আর ছিমছাম একটা পিয়াজ্জা আছে, পর্যটকেরা সেখানে সচরাচর ঢুঁ মারে না। পুরনো একটা চার্চ আর অল্প কিছু লোক ব্যবহার করে এরকম একটি বাসস্টপ রয়েছে। একটা কফি-বার আর বেকারিও আছে, গরম গরম রুটি বানিয়ে বিক্রি করা হয়, এর ফলে নদী থেকে আসা সকালের তাজা বাতাসের মধ্যে ময়দা আর রুটি সেঁকার গন্ধ পাওয়া যায় সব সময়। বেকারির ঠিক উল্টো দিকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউজ রয়েছে, যার প্রায় সব বাসিন্দাই ভাড়াটে। দুটো কমলা গাছ আছে ব্লকটার প্রবেশপথে, ফলে জায়গাটা খুব সহজেই চেনা যায়। পাঁচ তলার এই ভবনের একেবারে উপর তলায় রয়েছে বিশাল একটা ফ্ল্যাট, সেখান থেকে বহু দূরে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার গম্বুজটা দেখা যায় এই ফ্ল্যাটটি যে লোক ভাড়া নিয়েছে সে খুব কমই এটা ব্যবহার করে। তেলআ বিবে তার মাস্টারের জন্যেই এই কাজটা সে করেছে।

ভবনটিতে কোনো লিফট নেই, সুতরাং উপর তলায় যেতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙেই যেতে হয়। চিয়ারা সবার আগে উঠতে শুরু করলো, তার পেছনে গ্যাব্রিয়েল আর তিপোলো। মেয়েটা দরজার নবে চাবি ঢোকানোর আগেই দরজাটা খুলে গেলো, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে শিমন পাজনার। সৈকতে চিয়ারা আর গ্যাব্রিয়েলের ঘটনাটি যে সে ভুলতে পারে নি সেটা তার চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার থেকে ছয় ফিট দূরে আরি শ্যামরোন আর এলি লাভোন যদি না থাকতো তবে লোকটা নিশ্চিত তাদেরকে ঘুষি মেরে কুপোকাত করার চেষ্টা করতো বলে গ্যাব্রিয়েলের মনে হচ্ছে। কিছু না বলে লোকটা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাব্রিয়েল আর চিয়ারাকে দেখতে লাগলো তিক্তমুখে। গ্যাব্রিয়েল তাকে কোনো কিছু না বলেই ঘরের ভেতর থাকা শ্যামরোনের সাথে হাত মেলালো। আজ আর কোনো ঝগড়াঝাটি হবে না, বিশেষ ক'রে বাইরের লোকের উপস্থিতিতে। কিন্তু যে দিন শ্যামরোন থাকবে না পাজনার তার প্রতিশোধ ঠিকই নেবে। অফিসে এরকমটিই সব সময় হয়ে আসছে।

গ্যাব্রিয়েলই পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বটা নিলো। "ইনি হলেন ফ্রান্সেস্কো তিপোলো। আর ফ্রান্সেস্কো, এরা হলো আমাদের অফিসের লোক। তাদের নাম বলে আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না, কারণ ওগুলো আসল নাম হবে না।"

মনে হলো ব্যাপারটা বেশ ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে তিপোলো। তার মুখে কৌতুকপূর্ণ হাসি। সামনে এগিয়ে এসে শ্যামরোন তার সাথে হাত মেলোলো।

"আমি ভাবতে পারি নি আপনি আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবেন, সিনর তিাপোলো।"

"হলি ফাদার আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তবে আমি নিজেকে কখনই ক্ষমা করতে পারবো না, বিশেষ ক'রে যখন সেই ক্ষতিটা এড়ানোর মতো সুযোগ আমার আছে।"

"আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলছি, এই ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ একদমই সম্প্রীতিমূলক।"

শ্যামরোন অবশেষে তিপোলোর হাতটা ছেড়ে দিয়ে শিমন পাজনারের দিকে তাকালো। "উনার জন্যে একটু কফির ব্যবস্থা করো। দেখতে পাচ্ছো না, অনেকটা পথ হেটে এসেছেন?"

গ্যাব্রিয়েলের দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে পাজনার রান্নাঘরে চলে গেলো বিনা প্রতিবাদে। তিপোলোকে সিটিং রুমে নিয়ে গেলো শ্যামরোন। ভেনিসের লোকটা সোফার এক মাথায় আরাম করে বসে পড়তেই বাকি সবাই যে যার মতো বসে পড়লো তার চারপাশে। প্যাচাল পেরে সময় নষ্ট করতে চাইলো না শ্যামরোন।

"আপনি ভ্যাটিকানে কখন যাচ্ছেন?"

"আশা করছি সন্ধ্যা ছয়টায়। সৌজন্যবশত ফাদার দোনাতি আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানিয়ে চার তলায় পাপালের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবেন।"

"আপনি কি নিশ্চিত এই দোনাতি নামের লোকটি একদম বিশ্বস্ত?"

"হলি ফাদারকে যতোদিন ধরে চিনি তাকেও ততোদিন ধরে চিনি। উনি খুবই অনুগত আর বিশ্বস্ত একজন লোক।"

শিমন পাজনার ঘরে ঢুকে এক কাপ এসপ্রেসো কফি বাড়িয়ে দিলো তিপোলোর দিকে।

"পোপ এবং তার সহকারীদের স্বস্তিবোধ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ," বলতে শুরু করলো শ্যামরোন। "আমরা হিজ হলিনেসের সাথে সাক্ষাত করবো তার পছন্দের জায়গায়। অবশ্যই কোনো নিরাপদ জায়গা বেছে নেবো। এমন একটি জায়গায় যেখানে কিউরিয়ার কেউ থাকবে না, তাদের কেউ কিছু জানতে পারবে না। আপনি কি বুঝতে পারছেন, সিনর তিপোলো, আমি কি বলতে চাচ্ছি?"

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে তিপোলো মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হলি ফাদারকে আমরা যে তথ্যটি দেবো সেটি খুবই স্পর্শকাতর। দরকার

হলে আমরা একজন বিশ্বস্ত সহকারীর সাথে সাক্ষাত করবো, তবে আমরা বিশ্বাস করি মহামান্য পোপ নিজেই যদি কথাটা শোনেন তাহলে সবচাইতে ভালো হয়।"

এক চুমুক কফি খেয়ে কাপটা নামিয়ে তিপোলো বললো, "তথ্যটা কি রকম সেটা যদি আমি জানি তো কাজটা করতে একটু সুবিধার হোতো।"

একটু অস্বস্তির ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলে শ্যামরোন সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেক গার্দার কনভেন্টে একটি মিটিং সংক্রান্ত, এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না ব'লে আমাকে ক্ষমা করবেন, সিনর তিপোলো।"

"আর তার জীবনের উপর যে হুমকিটা, সেটা কি রকম?"

"আমরা বিশ্বাস করি তার জীবনের উপর এই হুমকিটা আসলে চার্চের ভেতরের একটা শক্তি থেকেই উদ্ভুত। এজন্যেই তার এবং তার আশেপাশে যারা আছে তাদের এখন বাড়তি নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে।"

তিপোলো গাল চুলকে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। "একটা বিষয় জেনে রাখলে আপনাদের সেটা কাজে লাগবে। ফাদার দোনাতি আমাকে বেশ কয়েক বার বলেছিলেন তিনি নাকি হলি ফাদারের চারপাশে থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত। সুতরাং আপনাদের কথা শুনে তারা মোটেও অবাক হবে না। আর যুদ্ধের কথা যদি বলেন—" তিপোলো একটু ইতস্তত করলো। বোঝাই যাচ্ছে সঠিক শব্দ বাছাই করছে সে। "কেবল এটুকুই বলতে পারি, এই বিষয়টা নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন, এখনও ভাবেন। এটাকে তিনি চার্চের গায়ে কলঙ্কের চিহ্ন ব'লে মনে করেন। এই দাগ মুছে ফেলার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।"

শ্যামরোন মুচকি হাসলো। "অবশ্যই, সিনর তিপোলো, আমরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবো।"

৫: ৪৫ মিনিটে একটা কালো রঙের ফিয়াট সিডান অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে প্রবেশ করলো। পেছনের সিটে আরাম ক'রে বসলো ফ্রান্সেস্কো তিপোলো। বেলকনিতে এসে গাড়িটা চলে যাবার দৃশ্য দেখলো শিমন আর শ্যামরোন।

পনেরো মিনিট পর ফিয়াট গাড়িটা সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে প্রবেশ করতেই ব্যাসিলিকার বিশাল ঘণ্টায় ছ'টা বাজার ঢং ঢং শব্দ বেজে উঠলো। লোহার বড় গেটটা পেরিয়ে বার্নিনি কলোনেডের ভেতর ঢুকে পড়লো গাড়িটা। ভ্যাটিকানের প্রবেশ পথ হিসেবে পরিচিত ব্রোঞ্জ দরজার সামনে সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা সুইস গার্ডদের কাছে পরিচয়পত্র দেখিয়ে অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলো সে।

স্কালা রেজিয়ার সামনে ফাদার দোনাতি অপেক্ষা করছে। যথারীতি তার মুখে তিক্ত একটা অভিব্যক্তি, যেনো অসংখ্য দুঃসংবাদ শুনে ফেলেছে ইতিমধ্যে। তিপোলোর সাথে নিরাসক্তভাবে করমর্দন করে তাকে উপর তলায় পাপালের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেলো ফাদার।

তিপোলো সব সময়ই পাপালের স্টাডিরুমে বসে। ঘরটা খুবই সাদামাটা—অসম্ভব শক্তিশালী এক লোকের জন্যে একদমই বেমানান, ভাবলো সে। পোপ সপ্তম জন পল জানালার সামেনে দাঁড়িয়ে সেন্ট পিটার্স স্কয়ার দেখছেন। পরনে তার সাদা রঙের আলখেল্লা। তিপোলো আর ফাদার ঘরে ঢুকতেই তিনি ঘুরে তাদের দিকে তাকিয়ে দূর্বল একটা হাসি দিলেন। হাটু গেঁড়ে বসে পোপের হাতের ফিশারম্যান আঙটিতে চুমু খেলো তিপোলো। তার কাঁধ ধরে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো স্বয়ং মহামান্য পোপ।

"তোমাকে দেখে খুব ভালোই মনে হচ্ছে ফ্রান্সেস্কো। বোঝাই যাচ্ছে ভেনিসের জীবন তুমি উপভোগ করছো।"

"গতকাল পর্যন্ত তাই করছিলাম, হলিনেস, কিন্তু আপনার জীবনের উপর হুমকির কথাটা শোনার পর থেকে সেটা আর বলা যাবে না।"

ফাদার দোনাতি বসে পড়লো। "ঠিক আছে, ফ্রান্সেস্কো," বললো সে। "অনেক নাটকীয়তা হয়েছে। ওখানে বসে পড়ো, আর আমাকে বলো কি এমন ঘটনা ঘটেছে যে এভাবে তুমি ছুটে এলে।"

পোপ সপ্তম পলের সাথে আর্জেন্টিনা থেকে আগত বিশপদের এক ডেলিগেটের ডিনার করার কথা ছিলো। ডেলিগেশনের নেতাকে ফাদার দোনাতি ফোন ক'রে জানালো হঠাৎ করেই পাপালের শরীরটা খারাপ হওয়াতে আজ তিনি ডেলিগেটদের সাথে ডিনার করতে পারছেন না। বিশপ তাকে কথা দিলো তারা সবাই পোপের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্যে প্রার্থনা করবে।

সাড়ে ন'টার দিকে ফাদার দোনাতি পাপালের স্টাডি থেকে বের হয়ে করিডোরে এসে দেখতে পেলো এক সুইসগার্ড দাঁড়িয়ে আছে। "হলি ফাদার বাগানে একটু হাটতে চাইছেন ধ্যান করার জন্যে," দোনাতি কাটাকাটাভাবে বললো। "কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি বের হবেন।"

"আমি তো শুনলাম আজ নাকি হিজ হলিনেস অসুস্থ বোধ করছেন," নির্দোষভাবে সুইসগার্ড বললো।

"হলিনেস কেমন বোধ করছেন না করছেন সেটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

"জি, ফাদার দোনাতি। আমি বাগানে নিয়োজিত রক্ষীদের জানিয়ে দিচ্ছি হিজ হলিনেস কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন।"

"তুমি এ রকম কিছুই করবে না। হলি ফাদার একটু নিরিবিলিতে ধ্যান করতে চাচ্ছেন।"

কথাটা শুনে সুইসগার্ড আড়ষ্ট হয়ে গেলো। "জি, ফাদার।"

দোনাতি সঙ্গে সঙ্গে স্টাডিতে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলো তিপোলো পোপের গায়ে একটা লম্বা কোট আর মাথায় টুপি পরিয়ে দিচ্ছে।

ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে হাজার হাজার ঘর রয়েছে, আর রয়েছে সুদীর্ঘ করিডোর। তাদের মিলিত দৈর্ঘ কয়েক মাইলেরও বেশি হবে। তারপরও ভ্যাটিকানের ভেতরে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা ফাদার দোনাতির নখদর্পনে। স্টাডি রুম থেকে পোপকে বের করে দশ মিনিট ধরে প্রাচীন এই প্রাসাদের গোলকধাঁধার মতো করিডোর আর প্যাসাজওয়ে দিয়ে এগিয়ে চললো তারা।

অবশেষে একটি অন্ধকার আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে এসে পৌছালো। সেখানে অপেক্ষা করছে ছোট্ট একটি ফিয়াট সিডান। ভ্যাটিকানের এসসিভি লাইসেন্স প্লেটের জায়গায় ইতালির সাধারণ একটি নাম্বারপ্লেট লাগানো আছে গাড়িটাতে। পোপকে পেছনের সিটে বসতে সাহায্য করে তার পাশেই বসে পড়লো তিপোলো। ড্রাইভারের আসনে বসেই ইঞ্জিন চালু ক'রে দিলো ফাদার দোনাতি।

এই দৃশ্য দেখে পোপ নিজের উদ্বেগ আর লুকাতে পারলেন না। "লুইগি, তুমি শেষ কবে গাড়ি চালিয়েছো?"

"সত্যি ক'রে বললে বলবো, আমার সেটা মনেও পড়ছে না। আমরা ভেনিসে আসার আগেই হবে সেটা।"

"তার মানে আঠারো বছর আগে!"

"পবিত্র আত্মা এই ভ্রমণে আমাদের সুরক্ষা করবেন।"

"সেই সাথে সমস্ত অ্যাঞ্জেল আর সেন্টরাও," পোপ যোগ করলেন।

অন্ধকার গ্যারাজের ভেতর থেকে পথে নামতে কয়েক মিনিট লেগে গেলো। ভায়া বেলভিদিয়ার হয়ে সেন্ট অ্যান গেটের দিকে এগিয়ে গেলো লুইগি।

"নীচু হয়ে থাকুন, হলিনেস।"

"এর কি আসলেই কোনো দরকার আছে, লুইগি?"

"ফ্রান্সেস্কো, দয়া ক'রে হলিনেসকে আড়াল করতে সাহায্য করুন!"

"আমায় ক্ষমা করবেন, হলিনেস।"

বিশালাকৃতির ভেনিসিয়ান ভদ্রলোক পোপের ওভার কোটটা ধরে তাকে তার কোলের উপর চেপে রাখলো। ফিয়াট গাড়িটা পন্টিফিক্যাল ফার্মেসি আর ভ্যাটিকান ব্যাঙ্ক অতিক্রম করে চলে গেলো দ্রুত গতিতে। সেন্ট অ্যান গেটের

সামনে আসতেই ফাদার দোনাতি তার গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে হর্ন বাজাতে শুরু করলো। এক সুইসগার্ড অনেকটা চমকে পথ থেকে সরে দাঁড়ালো দ্রুত গতির গাড়িটাকে পথ ক'রে দেবার জন্যে। গেটটা অতিক্রম করে রোম শহরে প্রবেশ করতেই ফাদার দোনাতি বুকে ক্রুশ আঁকলো, যেনো হাফ ছেড়ে বেঁচেছে যাজক ভদ্রলোক।

তিপোলোর দিকে তাকালেন পোপ। "এখন কি আমি ঠিকভাবে বসতে পারি, ফ্রান্সেস্কো? খুবই অপমানিত বোধ করছি এই অবস্থায়।"

"ফাদার দোনাতি?"

"হ্যা। মনে হয় এখন উনি বসতে পারেন।"

পোপকে সোজা হয়ে বসতে সাহায্য করলো তিপোলো।

সেফ ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা চিয়ারাই প্রথম ফিয়াট গাড়িটাকে পিয়াজ্জাতে প্রবেশ করতে দেখলো। ভবনের সামনে গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। সিটিং রুমে ঢুকে চিয়ারা বললো, "এখানে কেউ আসছে। তিপোলো এবং আরো দু'জন। মনে হচ্ছে তাদের একজন হয়তো উনিই হবেন।"

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় জোরে জোরে দুটো টোকা হলে গ্যাব্রিয়েল উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রান্সেস্কো তিপোলো আর ক্লারিকেল সুট পরা এক যাজক। ওভারকোট আর ফেদোরা টুপি পরা ছোটোখাটো এক লোককে দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে। দরজার সামনে থেকে গ্যাব্রিয়েল সরে দাঁড়াতেই তিপোলো আর যাজক ভদ্রলোক ছোটোখাটো লোকটার হাত ধরে সেফ ফ্ল্যাটের ভেতরে প্রবেশ করলো।

দরজা বন্ধ ক'রে গ্যাব্রিয়েল ঘুরেই দেখতে পেলো ছোটোখাটো লোকটা নিজের মাথার টুপি খুলে যাজকের হাতে দিয়ে ওভারকোটটাও খুলে ফেললেন।

হিজ হলিনেস পোপ সপ্তম পল বললেন : "আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের কাছে নাকি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য রয়েছে যা আমাকে জানানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন আপনারা। তো আমার কান খোলাই আছে।"

অধ্যায় ২৯

রোম

ইতালিয়ানটি যেমন বলেছিলো ঠিক তেমনই হলো, ল্যাঙ্গ স্পর্শ করতেই খুলে গেলো ফ্ল্যাটের দরজা। ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালানোর আগেই দরজা লক্ করে দিলো সে। তার চোখের সামনে ছোট্ট একটা রুম, খালি ফ্লোর আর পানির দাগ লাগা দেয়াল। লোহার একটা খাট আছে ঘরে, সেটার উপর পাতা আছে একেবারে পাতলা একটা ম্যাট্রেস। কোনো বালিশ নেই, পায়ের কাছে মলিন একটা কম্বল, কয়েক জায়গায় দাগ লেগে আছে। প্রশ্রাবের? বীর্যের? ল্যাঙ্গ অনেকটাই আন্দাজ করতে পারলো। এটা যেনো ত্রিপোলির সেই ঘরের মতোই যেখানে পনেরোটা দিন তাকে কাটাতে হয়েছে লিবিয়ার সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন তাকে দক্ষিণের একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যাবার আগে। যদিও চোখে পড়ার মতো পার্থক্যও রয়েছে এ ঘরটাতে। বিছানার উপর কাঠের একটা ক্রুশ রয়েছে, সেটার চারপাশে রয়েছে রোসারি আর পাম গাছের শুকনো একটা পাতা।

বিছানার পাশেই ছোট্ট একটা সিন্দুক দেখতে পেয়ে ল্যাঙ্গ সেটার ড্রয়ারগুলো খুলে দেখলো। আন্ডারপ্যান্ট, মোজা অর ছেঁড়াফাড়া কিছু প্রার্থনা পুস্তক খুঁজে পেলো সে। অনেকটা উদ্বেগের সাথেই বাথরুমের দিকে ছুটে গেলো ল্যাঙ্গ ময়লা লেগে থাকা চিটচিটে একটা বেসিন আর টুইন পাইপ, এমন একটা আয়না আছে যেটা দিয়ে মুখ দেখা সহজ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কোনো সিট নেই সেখানে।

ক্লোসেট খুলে দেখতে পেলো দুটো যাজকের পোশাক ঝুলিয়ে রাখা আছে ভেতরে। ফ্লোরে এক জোড়া কালো মোজা, পুরনো কিন্তু বেশ পালিশ করা এক জোড়া জুতা, দেখে মনে হবে জুতার মালিক গরীব হলেও জুতোটা বেশ যত্ন ক'রে রেখেছে। পা দিয়ে জুতো জোড়া সরিয়ে আলগা ফ্লোরবোর্ড দেখতে পেলো ল্যাঙ্গ। উপুড় হয়ে সেটা সরিয়ে দেখলো সে।

ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠ, এক বান্ডিল অয়েলক্লথ আছে সেখানে। কাপড়টার ভাঁজ খুললো ল্যাঙ্গ একটা স্টেচকিন পিস্তল আর সাইলেন্সার, সেই সাথে নাইন মিলিমিটারের গুলি ভর্তি দুটো ম্যাগাজিন। পিস্তলের ভেতর একটা ম্যাগাজিন ভরে সেটা কোমরে গুঁজে সাইলেন্সার আর দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটা কাপড়ের ভেতর ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো।

দ্বিতীয় বারের মতো কম্পার্টমেন্ট হাতরিয়ে আরো দুটো জিনিস খুঁজে পেলো

সে : অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের বাইরে পার্ক ক'রে রাখা মোটরসাইকেলের চাবি আর চামড়ার একটি মানিব্যাগ। ওটার ভেতর দেখতে পেলো ভ্যাটিকান সিকিউরিটি অফিসের আইডেন্টিফিকেশনের একটি ব্যাজ। একেবারে আসল একটা জিনিস। জাল কিংবা ভুয়া নয়। নামটার দিকে তাকালো ল্যাঙ্গ—ম্যানফ্রেড বেক, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন—তারপর ছবিটা। জুরিখের হোটেলে এই ছবিটাই সে কাসাগ্রান্দিকে দিয়েছিলো। অবশ্য ছবিটা তার নিজের নয়, তবে একটু প্রস্তুতি নিয়ে ছবিটার সাথে একটু মিল সৃষ্টি করা যাবে খুব সহজেই।

ম্যানফ্রেড বেক, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন...

কম্পার্টমেন্টের ভেতর মানিব্যাগটা রেখে ফ্লোরবোর্ডটা জায়গা মতো বসিয়ে দিয়ে ফাঁকা ঘরটার চারপাশে তাকালো। একজন যাজকের ঘর এটি। হঠাৎ করেই একটা স্মৃতি ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায় ফ্রবোর্গের আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ ধরে সান নদী থেকে আসা দমকা বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে কালো আলখেল্লা পরা এক তরুণ। সংকটে পড়া এক তরুণ, মনে পড়লো ল্যাঙ্গের। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকা একজন। তার সামনে যে ভয়াবহ একাকীত্বের জীবন ধেয়ে আসছে সেটা মেনে নিতে পারছে না কোনোমতেই। ফ্রন্টলাইনে থাকতে চায় সে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো যে জীবনটা সে বেছে নিয়েছে সেটা একজন যাজকের জীবনের চাইতে আরো বেশি একাকীত্বের। আর প্রকারান্তরে আজ সে ফিরে এসেছে রোমের ঠিক সেই ঘরটাতেই।

জানালার কাছে গিয়ে কাঁচটা খুলে দিতেই বৃষ্টিভেঁজা রাতের বাতাস এসে লাগলো তার চোখেমুখে। এখান থেকে আধ কিলোমিটার দূরে স্তাজিওনি তারমিনি দেখা যায়। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে হেটে যাচ্ছে এক মহিলা। স্ট্রটল্যাম্পের আলোতে তার চুলের লাল রঙের হাইলাইটটা চোখে পড়লো কিছুক্ষণের জন্যে। কোনো একটা কারণে সেই মহিলা মুখ তুলে খোলা জানালাটার দিকে তাকালো। প্রশিক্ষণ। সহজাত প্রবণতা। তাকে দেখেই মুচকি হেসে রাস্তাটা পার হয়ে গেলো সেই মহিলা।

অধ্যায় ৩০

রোম

আরি শ্যামরোন ঠিক করলো ভিকার অব ক্রাইস্টকে কোনো রকম ধোকা দেয়া যাবে না। গ্যাব্রিয়েলকে তার সোর্স আর পদ্ধতির পরিচয় রক্ষা না করেই সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হবে। সে গ্যাব্রিয়েলকে সমস্ত ঘটনা সময়ানুক্রমে বলার জন্যেও আদেশ করলো। আধ ডজনের মতো প্রধানমন্ত্রীকে বৃফ করা শ্যামরোন নিশ্চিত করেই জানে ভালোভাবে গল্প বলার মূল্য অপরিসীম। তার বিশ্বাস, তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্সের নোংরা সব পদ্ধতিগুলো টার্গেট অডিয়েন্স প্রায়শই আমলে নেয় না যখন তারা দেখতে পায় এর ফলাফল খুবই কল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে তাদের টার্গেট অডিয়েন্স হলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের সুপৃম পন্টিফ মহামান্য পোপ।

তারা সবাই সিটিং রুমে বসে আছে। একটা আর্মচেয়ারে বসে আছেন পোপ, তার দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ ক'রে রাখা। তার পাশেই বসে আছে ফাদার দোনাতি, তার হাতে একটা নোটবুক। গ্যাব্রিয়েল, শ্যামরোন আর ল্যাভোন গাদাগাদি ক'রে বসে আছে সোফায়। পোপ আর তাদের মাঝখানে রয়েছে একটা কফি টেবিল। তবে সেটার উপর রাখা পটটা এখনও কেউ স্পর্শ করে নি। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে চিয়ারা আর শিমন পাজনার। ফ্রান্সেস্কো তিপোলোর কাজ শেষ, তাই হলি ফাদারের হাতের আঙটিটাতে চুমু খেয়ে নিজ অফিসের গাড়িতে করেই ফিরে গেছে ভেনিসে।

পোপের মাতৃভাষায় কথা বললো গ্যাব্রিয়েল, আর ফাদার দোনাতি দ্রুত নোট টুকতে শুরু ক'রে দিলো। কিছুক্ষণ পর পরই দোনাতি তার সিলভার রঙের কসম ভুরো রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে বাধ্য করলো বিষয়টা পুণরায় শুনে পরিস্কার ক'রে বুঝে নিতে। গ্যাব্রিয়েল যখন পিটার মেলোনের সাথে তার কথোপকথনের বর্ণনা দেবার সময় প্রথমবারের মতো 'ক্রুক্স ভিরা' নামটি উল্লেখ করলো তখন পোপের দিকে দোনাতি ষড়যন্ত্রমূলক দৃষ্টিতে তাকালো, অবশ্য হলি ফাদার সেটা পাত্তা দিলেন না।

পুরো সময়টাতে পোপ নীরব রইলেন। কখনও কখনও নিজের আঙুলের দিকে, কখনও আবার চোখ বন্ধ ক'রে রাখলেন, যেনো প্রার্থনা করছেন। কেবল মৃত্যুর ঘটনাগুলোতেই তিনি সাড়া দিলেন—বেনজামিন স্টার্ন, পিটার মেলোন, আলেসিও রোসি, রোমের চারজন ক্যারাবিনিয়েরি আর ফ্রান্সে ক্রুক্স ভিরার সেই

কর্মী—নিজের বুকে ক্রুশ এঁকে আর বিড়বিড় ক'রে প্রার্থনা করার মাধ্যমে। তিনি গ্যাব্রিয়েল কিংবা ফাদার দোনাতির দিকে একবারের জন্যেও তাকালেন না। কেবল শ্যামরোনের উপরেই তার সমস্ত মনোযোগ। মনে হলো বুড়োর সাথে এক ধরণের নৈকট্য অনুভব করছেন পোপ। সম্ভবত তারা সমবয়সী বলে, অথবা শ্যামরোনের কঠিন আর রুক্ষ চেহারার মধ্যে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু দেখতে পেয়েছেন। গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো কিছুক্ষণ পর পরই তারা দু'জনে উদাস হয়ে যাচ্ছে, যেনো বহু আগে ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে ডুবে যাচ্ছে তারা।

গ্যাব্রিয়েল সিস্টার রেজিনার চিঠিটা ফাদার দোনাতির হাতে তুলে দিলে সে জোরে জোরে সেটা পড়ে শোনাতেই পোপের মুখে তিক্ত আর যন্ত্রণাকাতর একটা অভিব্যক্তি ফুঁটে উঠলো। জোর ক'রে তিনি নিজের চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখলেন। গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হলো বেদনাদায়ক কোনো স্মৃতিতে আক্রান্ত মহামান্য পোপ—পুরনো কোনো ক্ষত যেনো জেগে উঠছে তার মধ্যে। সিস্টার রেজিনা এতিম ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রোসারি শোনাচ্ছেন এ রকম একটি জায়গায় তিনি দু'চোখ খুলে ফেললেন। শ্যামরোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবারো চোখ বন্ধ ক'রে ডুবে গেলেন নিজস্ব যন্ত্রণাকাতর ভুবনে।

পড়া শেষ ক'রে ফাদার দোনাতি চিঠিটা গ্যাব্রিয়েলের কাছে ফিরিয়ে দিলো। মিউনিখে বেনজামিনের অ্যাপার্টমেন্টে দ্বিতীয় দফা তল্লাশী করার সময় ফ্রাউ র‍্যাটজিঙ্গার নামের কেয়ারটেকার মহিলার কাছ থেকে বেনজামিনের ডকুমেন্ট উদ্ধারের ঘটনাটিও জানালো গ্যাব্রিয়েল।

"এই ডকুমেন্টটি জার্মান ভাষায় লেখা," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আপনার জন্যে কি আমি সেটা অনুবাদ ক'রে শোনাবো, হলিনেস?"

পোপের হয়ে ফাদার দোনাতিই জবাব দিলো। "হলি ফাদার এবং আমার বেশ ভালো করেই জার্মান ভাষাটা জানা আছে। এ ভাষায় আমরা অনর্গল কথা বলতে পারি। দয়া ক'রে ডকুমেন্টটি যে ভাষায় আছে সে ভাষাতেই পড়ে শোনান।"

মার্টিন লুথার আর এডলফ আইখম্যানের মেমোরান্ডামটা শুনে মনে হলো পোপ শারীরিকভাবেই যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়েছেন। পড়ার ঠিক মাঝখানে ফাদার দোনাতির দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি শক্ত ক'রে ধরলেন, যেনো এই সুতীব্র যন্ত্রণার মধ্যে কারো সাহায্যের দরকার রয়েছে তার। গ্যাব্রিয়েল পড়া শেষ করতেই পোপ দু'চোখ আবারো বন্ধ ক'রে গলায় ঝোলানো ক্রুশটা ধরে কিছু মুহূর্ত কাটালেন, তারপর সরাসরি তাকালেন শ্যামরোনের দিকে, ঐ দিন কনভেন্টের মিটিংটা নিয়ে সিস্টার রেজিনা যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা তার হাতে।

"ডকুমেন্টটি খুবই অসাধারণ, তাই না হলিনেস?" জার্মান ভাষায় বললো শ্যামরোন।

"আমি অবশ্য অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করবো," একই ভাষায় জবাব দিলেন পোপ। " 'লজ্জাজনক' শব্দটিই আমার মাথায় প্রথম আসছে।"

"কিন্তু এটা কি ১৯৪৩ সালে কনভেন্টে অনুষ্ঠিত ঐ মিটিংটির সঠিক বর্ণনা?"

গ্যাব্রিয়েল প্রথমে শ্যামরোন পরে পোপের দিকে তাকালো। ফাদার দোনাতি কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু পোপ তার হাতের উপর আল্‌তো ক'রে নিজের হাত রেখে তাকে বিরত রাখলেন।

"একটা ছোট্ট ঘটনা বাদে এটা অবশ্যই সঠিক বর্ণনা," পোপ সপ্তম পল বললেন। "ঐ দিন আমি সিস্টার রেজিনার কোলে একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা বলা যাবে না। কী আর বলবো, সেদিনের পর এক যুগ ধরে কোনো রোসারি গাইতে পারি নি আমি।"

এরপর তিনি এক বালকের গল্প বললেন—উত্তর ইতালির পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র এক গ্রাম্য বালক। মাত্র ন'বছর বয়সে যে বালক নিজেকে একজন এতিম হিসেবে আবিস্কার করে, নিকট আত্মীয় বলতেও তার কেউ ছিলো না। ছিলো না আশ্রয় দেবার মতো কেউ। লেকের তীরে অবস্থিত একটি কনভেন্টে আশ্রয় লাভ করে ছে'লেটি, ওখানকার রান্নাঘরে ফয়ফরমায়েশ খাটতো সে। রেজিনা কারাকাসি নামের কনভেন্টের এক সিস্টার ছেলেটাকে আপন ক'রে নিলেন। ঐ নান হয়ে উঠলেন তার মা এবং শিক্ষক। ছেলেটাকে তিনি লেখাপড়া শেখালেন, শেখালেন শিল্পকলা আর সঙ্গীতের মাধুর্য। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করলেন, এমনকি জার্মান ভাষাটাও রপ্ত করালেন তাকে। সিস্টার সেই ছেলেটাকে চিচিওত্তো নামে ডাকতেন—ছোটোখাটো নাদুসনুদুস একটি বাচ্চা ছেলে। যুদ্ধের পর সিস্টার যখন নানের পেশা ছেড়ে চলে গেলেন সেই ছেলেটিও কনভেন্ট ত্যাগ করলো। রেজিনা কারাকাসির মতো যুদ্ধকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনায় তার ধর্মীয় বিশ্বাসও প্রবলভাবে নড়ে গিয়েছিলো। মিলানের পথে ঠাঁই হলো তার। পকেট মেরে, দোকান থেকে চুরি করে কোনোরকম বেঁচে রইলো সে। অসংখ্যবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মার খেয়েছে ছেলেটা। একরাতে একদল ছিচকে সন্ত্রাসী তাকে মেরে প্রায় মৃত অবস্থায় একটা চার্চের দোরগোড়ায় রেখে পালিয়ে যায়। চার্চের পাদ্রী তাকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান পর দিন সকাল বেলা। প্রতি দিন সেই পাদ্রী তাকে দেখতে হাসপাতালে যেতেন। খুব অল্প দিনেই পাদ্রী বুঝতে পারলেন ছেলেটা এক সময় কনভেন্টে ছিলো, লিখতে-পড়তেও জানে। পবিত্র গ্রন্থের অনেক কিছুই তার নখদর্পণে। এসব দেখে তিনি ছেলেটাকে সেমিনারিতে যোগ দিয়ে যাজক হবার শিক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তাব

দিলেন। এতে করে ছেলেটাকে আর চরম দারিদ্রের মধ্যে থাকতে হবে না। খেয়েপরে বাঁচতে পারবে সে। সম্মানজনক একটি জীবনের দেখা পাবে। ছেলেটা রাজি হলে তার জীবনটা আমুল পাল্টে গেলো চিরকালের জন্যে।

পোপের মুখ থেকে গল্পটা শোনার সময় গ্যাব্রিয়েল আর শ্যামরোন বরফের মতো জমে রইলো। তারা একেবারে অভিভূত। ফাদার দোনাতি নোটবুক হাতে চুপচাপ বসে থাকলেও তার হাতের কলম একদম থেমে আছে। পোপের গল্প শেষ হলে সীমাহীন এক নীরবতা নেমে এলো পুরো ঘরটাতে। অবশেষে সেই নীরবতা ভাঙলো শ্যামরোন।

"ইউর হলিনেস, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন গার্দার কনভেন্টের মিটিং কিংবা আপনার শৈশবের ঘটনা প্রকাশ করার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা কেবল জানতে চাই কে বা কারা বেনজামিন স্টার্নকে খুন করলো, কেন করলো?"

"এইসব তথ্য আমাকে জানানোর জন্যে আমি মোটেও আপনাদের উপর ক্ষিপ্ত নই, মিঃ শ্যামরোন। এই ডকুমেন্টগুলো যতো পীড়াদায়কই হোক না কেন সবার তা জানা উচিত। আমি চাইবো এসব যেনো জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়, আর সেজন্যেই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট, নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ, সাধারণ ইহুদি এবং ক্যাথলিকদের সমন্বয়ে গড়া একটি কমিটি কর্তৃক এই ডকুমেন্টগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।"

পোপের সামনে ডকুমেন্টগুলো রেখে দিলো শ্যামরোন। "এইসব জিনিস জনসম্মুখে প্রকাশ করার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। এগুলো আমরা আপনার কাছেই দিয়ে দিলাম, আপনার যা ভালো মনে হয় তাই করুন, হলিনেস।"

নীচু হয়ে কাগজগুলোর দিকে তাকালেন পোপ, কিন্তু মনে হচ্ছে তার দৃষ্টি যেনো বহু দূরে নিবদ্ধ। "আমাদের পোপ দ্বাদশ পায়াসকে তার শত্রুরা যতোটা দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে আসলে তিনি ততোটা দূর্বল ছিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবেই তিনি এবং তার সমর্থকেরা নৈতিকভাবে দৃঢ় ছিলেন না বলেই দাবি করা হয়। এরমধ্যে চার্চও রয়েছে। তার নীরব থাকার কারণ ছিলো—জার্মান ক্যাথলিকদের মধ্যে বিভক্তি এবং ভ্যাটিকানের সাথে জার্মানির সম্পর্ক নষ্ট হবার ভয়। তাছাড়া শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে একজন কূটনীতিকের ভূমিকা পালন করার ব্যক্তিগত ইচ্ছেটাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে—তবে আমাদেরকে এই বেদনাদায়ক বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে যে মিত্রবাহিনী চেয়েছিলো তিনি যেনো হলোকাস্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন আর এডলফ হিটলার চেয়েছিলেন তিনি যেনো নিজের মুখ বন্ধ রাখেন। যেকোনো কারণেই হোক না কেন তিনি ছিলেন তীব্রভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী একজন মানুষ এবং

জার্মানিকে খুবই ভালোবাসতেন। ভ্যাটিকানের চারপাশে জার্মানি দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি হিটলালের চাওয়াটাকেই মূল্য দিয়েছিলেন অবশেষে, আর সেই ভূমিকা বেছে নেয়ার মাশুল আজও আমাদের দিতে হচ্ছে। পৃথিবীবাসীর যখন দরকার ছিলো বর্বর বাহিনীর জঘন্য হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্যে সর্বজনগ্রাহ্য এক ধর্মীয় নেতার প্রতিবাদমুখর ভূমিকা, পোপ দ্বাদশ পায়াস তখন নিজেকে একজন স্টেটম্যান হিসেবে ভাবতে শুরু করলেন।"

মাথা তুলে সামনে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকালেন পোপ—প্রথমে লাভোন, তারপর গ্যাব্রিয়েল, অবশেষে শ্যামরোন। তার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। "আমাদেরকে এই অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে যে উনার এই নীরবতা সেই সময় জার্মানদের জন্যে বিরাট একটা হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করেছে। এরফলে অনেকটা বিনা বাঁধায় হিটলারের বাহিনী লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধন ক'রে যেতে পেরেছে। দেশ ছাড়া করেছে আরো কয়েক লক্ষ ইহুদিকে। হাজার হাজার ক্যাথলিক ইহুদিদের রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলো, কিন্তু হলি ফাদারের কাছ থেকে যদি সমগ্র ইউরোপের পাদ্রী আর নানেরা ইহুদিদের সাহায্য করার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ পেতো তবে বিপুল পরিমাণের সাধারণ ক্যাথলিক এবং চার্চ সংশ্লিষ্ট সবাই এগিয়ে আসতো। এতে ক'রে রক্ষা পেতো অনেক ইহুদির মূল্যবান জীবন। বিশপশাসিত জার্মান অঞ্চলের যাজকেরাও যদি শুরুতেই হলোকাস্টের বিরোধীতা করতো তবে এতো বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি হোতো না। পোপ পায়াস জানতেন ইউরোপের মাটি থেকে ইহুদিদের নির্মূল করার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়ে গেছে, তারপরও তিনি কেন এই খবরটা চেপে রাখলেন, কেন সারা বিশ্বকে জানালেন না সেটা? যেসব স্থানে ইহুদিদের ধরে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেখানকার বিশপদের কাছে তথ্যটা কেন আগেভাবে জানিয়ে দেন নি তিনি?"

টেবিলের মাঝখানে রাখা চায়ের পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন পোপ। ফাদার দোনাতি যখন তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো তখন তাকে হাত নেড়ে এমনভাবে থামিয়ে দিলেন যেনো বলছেন কিভাবে পাত্র থেকে কফি ঢালতে হয় সেটা তিনি এখনও ভুলে যান নি। চিনি আর দুধ মিশিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত কিছুই বললেন না।

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের সময় পায়াসের আচরণই একমাত্র বিষয় যেটা পরীক্ষা করার দরকার রয়েছে। আমাদেরকে এই পীড়াদায়ক সত্যটা মেনে নিতে হবে যে ক্যাথলিকদের মধ্যে আশ্রয় দেয়া কিংবা উদ্ধারকারীদের চেয়ে খুনিদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। জার্মান ফোর্সের মধ্যে কর্মরত যাজকেরা পর্যন্ত জড়িত ছিলো ইহুদি হত্যার সাথে। তারা তাদের কনফেসন শুনে হলি কমিউনিয়নের

ক্ষমা লাভ করিয়েছে। ফ্রান্সের ভিচি নামক এক জায়গায় এক ক্যাথলিক পাদ্রী ফরাসি এবং জার্মান বাহিনীর হাতে ইহুদিদের তুলে দিতে সাহায্য করেছে। লিথুনিয়াতে ক্যাথলিক চার্চের উর্ধতন কর্মকর্তারা যাজকদের স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছিলো ইহুদিদের আশ্রয় না দেবার জন্যে, তাদের কোনো রকম সাহায্য না করার জন্যে। স্লোভাকিয়া নামের যে দেশটি যাজক কর্তৃক শাসিত ছিলো সে দেশের সরকার তো জার্মান বাহিনীকে নিজ দেশের ইহুদিদের তুলে নিয়ে হত্যা করার জন্যে রীতিমতো টাকা দিয়েছে। ক্রোয়েশিয়ায় চার্চের লোকজন নিজেরাই হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি অংশ নেয়। ব্রাদার শয়তান ডাক নামের এক ফ্রান্সিসকান তো ক্রোয়েশিয়াতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পর্যন্ত নির্মাণ করেছিলো যেখানে বিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়।" চায়ে চুমুক দেবার জন্যে একটু থামলেন পোপ। যেনো মুখের তেতো স্বাদটা দূর করতে চাচ্ছেন। "আমাদের আরো স্বীকার করতে হবে, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতেও চার্চ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শত শত খুনিকে তারা পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে নিজেদের সম্পদ আর মেকানিজম ব্যবহার করে।"

নিজের সিটে একটু নড়েচড়ে বসলো শ্যামরোন তবে কিছুই বললো না।

"আগামীকাল রোমের প্রাচীন সিনাগগে ক্যাথলিক চার্চ প্রথমবারের মতো এই সব সত্য স্বীকার ক'রে নেবার সততা দেখাবে।"

"আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগছে, হলিনেস," বললো শ্যামরোন, "কিন্তু নদী পার হয়ে ঐ সিনাগগে গিয়ে সারা বিশ্বের কাছে এসব কথা বলাটা আপনার জন্যে নিরাপদ হবে না।"

"এইসব কথা বলার জন্যে সিনাগগই হলো সবচাইতে উপযুক্ত জায়গা—বিশেষ ক'রে রোমের ঘেত্তোতে অবস্থিত সিনাগগে, যেখানে ইহুদিদেরকে প্রথমবারের মতো তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় পোপের চোখের সামনেই, অথচ তিনি বিন্দুমাত্র প্রতিবাদও করেন নি। আমার আগের জন একবার ওখানে গিয়ে এই প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা করেছিলেন। তিনি সঠিক কাজই করেছিলেন ব'লে মনে করি আমি। তবে আমার আশংকা কিউরিয়ার অনেকেই তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে একমত পোষণ করে নি, ফলে তার সেই প্রক্রিয়াটি মাঝপথেই থেমে যায়। আগামীকাল আমি তার পক্ষ থেকে কাজটা সমাপ্ত করবো এমন এক জায়গা থেকে যেখান থেকে এটার সূচনা হয়েছিলো।"

"মনে হচ্ছে আপনার আগের জনের সাথে অনেক দিক থেকেই আপনার মিল রয়েছে, হলিনেস," বললো শ্যামরোন। "চার্চের অভ্যন্তরে, সম্ভবত এই রোমের অনেকেই চাইবে না হলোকাস্টের সময় ভ্যাটিকানের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোক। অতীতের এই সিক্রেট লুকিয়ে রাখার জন্যে

দরকার হলে তারা হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ করতেও রাজি আছে। আর এটা তারা ইতিমধ্যেই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে তারা কতোটা মরিয়া। আপনার এখন এই কথাটা মাথায় রেখে কাজ করা উচিত যে আপনার জীবনও মারাত্মক হুমকির মুখে আছে।"

"আপনি ক্রুক্স ভিরার কথা বলছেন?"

"এরকম সংগঠনের অস্তিত্ব কি চার্চের ভেতরে আসলেই আছে?"

পোপ আর ফাদার দোনাতি একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। তারপর শ্যামরোনের দিকে সরাসরি তাকালেন পোপ। "বলতেই হচ্ছে ক্রুক্স ভিরার অস্তিত্ব আছে, মিঃ শ্যামরোন। এই সোসাইটি ত্রিশের দশক এবং স্নায়ু যুদ্ধের সময় বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের কর্মকাণ্ড বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বেশ কার্যকরী ছিলো।"

"এখন সেই স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে?" গ্যাব্রিয়েল জানতে চাইলো।

"সময়ের সাথে সাথে ক্রুক্স ভিরাও বদলে যায়। এখন এটা আমাদের ক্যাথলিক ধর্মের ডিসিপ্লিন রক্ষার কাজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় ক্রুক্স ভিরা ধর্মীয় উদারপন্থী সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কখনও কখনও বিদ্রোহী যাজকদেরকে মারাত্মক সহিংসতার মাধ্যমে সঠিকপথে চলতে বাধ্য করে তারা। এটা উদারপন্থী মতবাদ, আত্মীয়তোষণ, দ্বিতীয় ভ্যাটিকানের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে চার্চের ভেতরে যারা ক্রুক্স ভিরার উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছে তাদের অনেকেই নির্মম কিছু ঘটনার ব্যাপারে চোখ বন্ধ ক'রে রাখছে।"

"ক্রুক্স ভিরা কি চার্চের অপ্রীতিকর এবং নিন্দাযোগ্য ঘটনাসমূহ যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে?"

"ততে কোনো সন্দেহ নেই," ফাদার দোনাতি জবাব দিলো।

"কার্লো কাসাগ্রান্দি কি ক্রুক্স ভিরার একজন সদস্য?"

"আমার মনে হয় আপনারা যে রকম কাজ করেন তাতে ক'রে তাকে ডিরেক্টর অব অপারেশন্স বলা যেতে পারে।"

"ভ্যাটিকানের ভেতরে কি তাদের আরো সদস্য রয়েছে?"

এবার গ্যাব্রিয়েলের প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বয়ং পোপ। "আমার সেক্রেটারি অব স্টেট কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি হলেন ক্রুক্স ভিরার নেতা," তিক্ত মুখেই বললেন তিনি।

"ব্রিন্দিসি এবং কাসাগ্রান্দি ক্রুক্স ভিরার সদস্য এ কথা জানার পরও আপনি তাদেরকে তাদের পদে রেখেছেন কেন?"

"স্তালিন কি বলে নি, বন্ধুদের কাছাকাছি রেখো, কিন্তু শত্রুদের রেখো তার

চাইতেও কাছে?" পোপের মুখে হাসি দেখা গেলেও সেটা খুব দ্রুতই মিলিয়ে গেলো। "তাছাড়া, কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি বেশ ক্ষমতাশালী লোক। আমি যদি তাকে সরিয়ে দেবার উদ্যোগ নেই তবে কিউরিয়া এবং কলেজ অব কার্ডিনালে তার মিত্ররা বিদ্রোহ ক'রে বসবে। চার্চ হয়ে পড়বে বিভক্ত। তাই তাকে রাখতেই হচ্ছে।"

"তাহলে তো আমাদেরকে আবার আসল বিষয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে, হলিনেস। আপনার নিরাপত্তা সেই সব লোকজন দেখাশোনা করেন যারা আপনার এবং আপনার মিশনের বিরোধীতা ক'রে থাকে। সব কিছু বিবেচনা করে আমার মনে হয় আপনার সিনাগগ সফরটি আপাতত বাতিল করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পরবর্তীতে নিরাপদ কোনো এক সময় সেটা করা যেতে পারে।"

এরপরই শ্যামরোন একটা ফাইল টেবিলের উপর রেখে সেটা খুললো—লেপার্ড নামের গুপ্তঘাতকের উপর একটি ডোসিয়ার। "আমরা বিশ্বাস করি এই লোক ক্রুক্স ভিরার হয়ে কাজ করছে। লোকটা এই বিশ্বের সবচাইতে ভয়ঙ্কর এক গুপ্তঘাতক। এই লোকই যে লন্ডনে পিটার মেলোনকে খুন করেছে সে ব্যাপারে আমরা একদম নিশ্চিত। আমরা আরো সন্দেহ করছি বেনজামিনকেও সে-ই হত্যা করেছে। এখন ধারণা করছি সে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।"

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শ্যামরোনের দিকে তাকালেন পোপ। "মিঃ শ্যামরোন, আপনাকে মনে রাখতে হবে ভ্যাটিকানের ভেতরে হোক আর বাইরে হোক আমাকে এইসব লোকের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই থাকতে হয়। আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই থাকি আর রোমের সিনাগগেই থাকি হুমকিটা কিন্তু একই থাকছে।"

"আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি, হলিনেস।"

ফাদার দোনাতি একটু সামনে ঝুঁকে এলো। "হলি ফাদার ভ্যাটিকানের বাইরে পা রাখা মাত্রই তার সমস্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হয় ইতালিয়ান পুলিশের হাতে। কার্লো কাসাগ্রান্দির ভুয়া পোপ-হত্যা ষড়যন্ত্রকে ধন্যবাদ দিতে হয়, আগামীকাল সিনাগগ সফরের অনুষ্ঠানটিতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি হলিনেসের জন্যে ওখানে যাওয়াটা যথেষ্ট নিরাপদই হবে।"

"আর এই লোকটা যদি পোপের সিকিউরিটি কন্টিনজেন্টের একজন সদস্য হয়ে থাকে তাহলে কি হবে?"

"এই সফরের সময় পবিত্র আত্মা আমাকে রক্ষা করবে," জবাব দিলেন পোপ।

"পুরোপুরি সম্মান রেখেই বলছি, হলিনেস, অন্য কেউ যদি এই দায়িত্বটা পালন করে তবে আমি বেশি খুশি হবো।"

"আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চান, মিঃ শ্যামরোন?"

"অবশ্যই, হলিনেস।" গ্যাব্রিয়েলের কাঁধে হাত রাখলো সে। "আমি চাই আপনি এবং ফাদার দোনাতির সাথে গ্যাব্রিয়েলও থাকবে সিনাগগ সফর করার সময়। সে একজন দক্ষ অফিসার, এ ধরনের কাজে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

ফাদার দোনাতির দিকে তাকালেন পোপ। "লুইগি? এটা নিশ্চয় করা যেতে পারে, নাকি?"

"অবশ্যই, হলিনেস। তবে একটা সমস্যা আছে।"

"কার্লো কাসাগ্রান্দি মিঃ আলোনকে পাপালের গুপ্তঘাতক হিসেবে চিত্রিত করার কথাটা কি বলতে চাচ্ছো?"

"জি, হলিনেস।"

"অবশ্যই পরিস্থিতিটা খুব সাবধানে সামলাতে হবে। তবে সুইস গার্ডরা যদি কোনো একজনের কথাও শোনে তো সেটা আমার।" শ্যামরোনের দিকে তাকালেন। "আমার আগামীকালের সফরটা নির্ধারিত সময়েই হবে, পাশে থাকবে আপনাদের লোক, ঠিক যেভাবে ষাট বছর আগে আপনাদেরকে রক্ষা করা উচিত ছিলো আমাদের, সেভাবেই রক্ষা করবেন আমাকে। আপনি কি বলেন, মিঃ শ্যামরোন?"

শ্যামরোন সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নেড়ে সায় দিলো। অবশ্যই।

বিশ মিনিট পর, সকালের সমস্ত ব্যবস্থা চুড়ান্ত ক'রে ফেলা হলে ফাদার দোনাতি আর পোপ সেফ ফ্ল্যাট থেকে ভ্যাটিকানে চলে গেলেন। সেন্ট অ্যান গেটের কাছে এসে তাদের গাড়িটা ব্রেক করলো। সেন্ট্রি পোস্ট থেকে এক সুইস গার্ড এগিয়ে এলে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো ফাদার দোনাতি।

"ফাদার দোনাতি? আপনি—"

পোপ সপ্তম পলকে ভেতরে দেখতে পেয়ে গার্ডসম্যান চুপ মেরে সটান হয়ে অ্যাটেনশন দিলো।

"হলিনেস!"

"এটা যেনো কেউ জানতে না পারে," বললেন পোপ। "তুমি বুঝতে পেরেছো?"

"অবশ্যই, হলিনেস!"

"তুমি যদি কাউকে এ কথা বলো, এমন কি তোমার সুপিরিয়রকেও, তাহলে তার জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। কথা দিতে পারি সেটা তোমার জন্যে মোটেও সুখকর কিছু হবে না।"

"আমি কাউকে কিছুই বলবো না, হলিনেস। কসম খেয়ে বলছি।"

"ঠিক আছে, বাবা।"

নিজের সিটে আরাম ক'রে বসলেন পোপ। জানালার কাঁচ নামিয়ে ফাদার দোনাতি অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদে ঢুকে পড়লো। "আমার মনে হয় না বেচারা কাউকে বলবে," কথাটা বলেই তিনি কোনোমতে নিজের হাসি দমিয়ে রাখলেন। "এর কি কোনো দরকার ছিলো, লুইগি?"

"আমার মনে হয় ছিলো, হলিনেস।"

"ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন," বললেন পোপ। তারপর যোগ করলেন "আমাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্যে।"

"খুব শীঘ্রই এসব শেষ হয়ে যাবে, হলিনেস।"

"তোমার কথাই যেনো ঠিক হয়।"

অধ্যায় ৩১

রোম

সেই রাতে এরিক ল্যাঙ্গ ঠিক মতো ঘুমাতে পারলো না। বিবেকের বিরল একটি লড়াই? নার্ভ? সম্ভবত তার পাশে শোয়া ক্যাটরিনের অতি উত্তপ্ত শরীরই এজন্যে দায়ি। কারণ যাইহোক না কেন, রাত সাড়ে তিনটায় ঘুম ভেঙে গেলে সজাগই থাকলো সে। তার বুকের সাথে লেগে আছে ক্যাটরিনের শরীর। কাসাগ্রান্দির জঘন্য এই ঘরটাতে ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগ পর্যন্ত এভাবেই বিছানায় পড়ে থাকলো সে।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ল্যাঙ্গ। পর্দাটা সরিয়ে তাকালো নীচের রাস্তার দিকে। তার মোটরসাইকেলটা দেখা যাচ্ছে, এই ভবনের প্রবেশপথের সামনে পার্ক করা আছে সেটা। সার্ভিলেন্সের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পর্দাটা আবার নামিয়ে রাখলো। দেখতে পেলো একটু আড়মোড়া দিয়ে গায়ে কম্বল জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লো ক্যাটরিন।

বাথরুমে ঢোকার আগে হিটারে কফি বসিয়ে কয়েক কাপ এসপ্রেসো খেয়ে এক ঘণ্টা ধরে সযত্নে নিজের চেহারা পরিবর্তন করতে নেমে পড়লো। চুল ডাই করলো গাঢ় রঙে, বাদামি রঙের কনট্যাক্ট লেন্সে ধূসর চোখ দুটো বদলে নিলো। শেষে চোখে পরলো একজোড়া সস্তা চশমা। এ ধরণের চশমা সাধারণত যাজকেরা পরে থাকে। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার কাছে অচেনা কেউ বলেই মনে হলো। কাসাগ্রান্দিকে দেয়া ছবিটার সাথে তুলনা করলো সে ম্যানফ্রেড বেক, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ভ্যাটিকান সিকিউরিটি অফিস। সন্তুষ্ট হয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো ল্যাঙ্গ।

ক্যাটরিন এখনও ঘুমাচ্ছে। ক্লোসেট খুলে আন্ডারওয়্যার, কালো রঙের শার্ট-প্যান্ট, রোমান কলার, কালো রঙের সুট-জ্যাকেট আর শেষে জুতোটাও পরে নিলো সে।

আবারো বাথরুমে ঢুকে নিজেকে দেখে নিলো আয়নায়। যাজকের পোশাকে আবৃত এক গুপ্তঘাতক। এক সময় যা হতে চেয়েছিলো আজ আবার সেই রূপে ফিরে গেছে সে। কোমরে স্টেচকিন পিস্তলটা গুঁজে শেষবারের মতো নিজেকে আবার দেখে নিলো। যাজক। বিপ্লবী। খুনি। তুমি আসলে কোন্‌টা?

শেষ এক কাপ কফি খেয়ে বিছানার প্রান্তে বসলে ক্যাটরিন চোখ খুলেই

আৎকে উঠে নিজের পিস্তলটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো কিন্তু ল্যাঙ্গ তার পায়ে আলতো ক'রে স্পর্শ করলে মেয়েটা থেমে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"হায় ঈশ্বর, এরিক! আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি।"

"এটাই তো চেয়েছিলাম, মাই ডিয়ার।" তাকে এক কাপ কফি দিলো ল্যাঙ্গ। "পোশাক পরে নাও, ক্যাটরিন। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

সেফ ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে চিয়ারা যখন কফি বানাচ্ছে তখনই ফোনটা বাজলো। ফাদার দোনাতির কণ্ঠটা শুনেই চিনতে পারলো সে।

"আমি দুয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি। তাকে পাঠিয়ে দাও।"

চিয়ারা ফোনটা রাখতেই ঘরে ঢুকলো গ্যাব্রিয়েল। সে পরে আছে ধূসর রঙের সুট, সাদা শার্ট আর কালো টাই। শিমন পাজনারের রোম স্টেশনের সৌজন্যে এসব পেয়েছে। তার সুটের হাতা থেকে একটু ময়লা ঝেড়ে দিলো চিয়ারা।

"তোমাকে দেখে গোরস্থানকর্মী বলে হচ্ছে, তবে খুব হ্যান্ডসামও দেখাচ্ছে," চিয়ারা বললো।

"আশা করি গোরস্থানে যাবার মতো কোনো ঘটনা যেনো না ঘটে। কে ফোন করেছিলো?"

"ফাদার দোনাতি। তিনি এখানে আসছেন।"

এক কাপ কফি খেয়ে একটা রেইনকোট পরে নিলো সে, তারপর যাবার আগে চিয়ারার গালে আল্‌তো ক'রে একটা চুমু খেয়ে তাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলো।

"একটু সাবধানে থাকবে, বুঝলে গ্যাব্রিয়েল?"

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেলো তারা। গ্যাব্রিয়েল ছেড়ে দিলেও চিয়ারা তাকে জাপটে ধরে রাখলো আরো কিছুক্ষণ, মেয়েটা তাকে যেতে দিতে চাচ্ছে না। দেরি দেখে ফাদার যখন হর্ন বাজালো তখন ছেড়ে দিলে শেষবারের মতো আবারো তাকে চুমু খেলো গ্যাব্রিয়েল।

বগলের নীচে হোলস্টারে বেরেটা পিস্তলটা রেখে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো সে। বাইরের প্রবেশপথের সামনে ভ্যাটিকানের নাম্বারপ্লেট লাগানো ধূসর রঙের একটি ফিয়াট গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভারের সিটে ক্লারিকেল সুট আর কালো রঙের রেইনকোট পরে বসে আছে ফাদার দোনাতি। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে গ্যাব্রিয়েল দরজা লাগিয়ে দিতেই তাইবার নদী অভিমুখে গাড়িটা ছুটে চললো।

সকালটা মেঘলা, নদী থেকে প্রবল বাতাস ধেয়ে আসছে। দোনাতি স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। তার গাড়ি চালানো দেখে গ্যাব্রিয়েল ভাবতে লাগলো, গতরাতে পোপ যে জীবিত অবস্থায় ভ্যাটিকানে ফিরে যেতে পেরেছেন সেটা একটা অলৌকিক ঘটনা।

"অনেক ড্রাইভ করেন, তাই না ফাদার?"

"আঠারো বছর পর গত রাতেই প্রথম চালালাম।"

"আপনার চালানো দেখে অবশ্য সেটা বোঝা যাচ্ছে না।"

"আপনি একটা মহা মিথ্যুক, মিঃ আলোন। জানি, আপনি যে লাইনে কাজ করেন সেখানে লোকজনকে ধোকা দেয়াটা মামুলি ঘটনা।"

"হলি ফাদার আজ সকালে কেমন আছেন?"

"সত্যি বলতে কি তিনি বেশ ভালোই আছেন। গত রাতের ঐসব ঘটনা শোনার পরও কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পেরেছেন। আজকের সফরটা নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছেন তিনি।"

"সফর শেষ ক'রে নিরাপদে পাপালের অ্যাপার্টমেন্টে তিনি ফিরে গেলে আমি খুব খুশি হবো।"

"আপনার সাথে আমাকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে পারেন।"

তাইবারের দিকে যাওয়ার সময় ফাদার দোনাতি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্যাব্রিয়েলকে অবহিত করলো। সিনাগগে পোপ যথারীতি তার বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজ লিমোজিনে করেই যাবেন, সঙ্গে থাকবে দোনাতি আর গ্যাব্রিয়েল। পোপের আশেপাশে সাদা পোশাকে একদল সুইস গার্ড থাকবে প্রথম নিরাপত্তা বলয় হিসেবে। দ্বিতীয় বলয়ে থাকবে ইতালিয়ান পুলিশ আর নিরাপত্তা বাহিনী। ভ্যাটিকান থেকে পুরনো ঘেত্তো পর্যন্ত পথের দু'পাশে থাকবে ক্যারাবিনিয়েরি ট্রাফিক ইউনিট। তারা অন্য সব যানবাহন চলাচল বন্ধ ক'রে দেবে।

প্রচীন সিনাগগের চারকোনা গম্বুজটা তাদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর আর অ্যালুমিনিয়াম রঙের সিনাগগের নক্সার মধ্যে পার্সিয়ান আর ব্যাবিলনীয় স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ রয়েছে। ইচ্ছে করেই খুব উঁচু ক'রে বানানো হয়েছে এটা, যাতে আশেপাশের অন্যান্য স্থাপনাসমূহের মাঝেও সিনাগগটি খুব সহজে চোখে পড়ে। আশেপাশে বলতে নদীর ওপারে অবস্থিত ভ্যাটিকানের পোপের প্রাসাদের কথা বলা হচ্ছে। শত শত বছর আগে যারা এটা নির্মাণ করেছিলো তাদের মাথায় এই ব্যাপারটা বেশ ভালোমতোই ছিলো।

সিনাগগ থেকে একশ' মিটার সামনে একটা পুলিশ চেকপয়েন্টে এসে থামলো তারা। ফাদার দোনাতি গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দেখালো পুলিশের লোকটাকে, তারপর ইতালিতেই কিছু কথাবার্তা বললো তার

সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর সিনাগগের ভেতর ঢুকেই গাড়িটার ব্রেক কষলো ফাদার, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই গাড়িটার চারপাশে অস্ত্র হাতে একদল ক্যারাবিনিয়েরি এসে পড়লো। এ পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল যা দেখতে পেয়েছে তা তার মনোপুত হয়েছে।

ফিয়াট থেকে নামতেই সিনাগগের ভেতরটা দেখে অতীতের কথা মনে না করে পারলো না গ্যাব্রিয়েল। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে রোম হলো সবচাইতে পুরনো অভিবাসীপূর্ণ শহর, এর প্রাণকেন্দ্রে ইহুদিরা প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বসবাস ক'রে আসছে। গালিলি থেকে পিটার নামের এক জেলে আসার বহু আগে থেকেই এখানে বাস করছে ইহুদি সম্প্রদায়। সিজারের গুপ্তহত্যা, খৃস্টান ধর্মের উত্থান এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতন অবলোকন করেছে তারা। স্বয়ং পোপ তাদেরকে ঈশ্বরের হত্যাকারী হিসেবে অভিহিত করেছে, তারপর তাইবার নদীর তীরে একটা ঘেত্তো'তে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে মূল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। তাদের খুব একটা অধিকার দেয়া হোতো না। এমন কি নিজেদের ধর্মীয় আচার পালনেও ছিলো বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা। অবমাননাকর একটি জীবন ছিলো সেটি। আর ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের এক রাতে হাজর হাজার ইহুদিকে যখন এখান থেকে ধরে নিয়ে অশুইৎজের গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হচ্ছিলো তখন নদীর ওপারে ভ্যাটিকানে বসে পোপ পায়াস টু শব্দটি পর্যন্ত করেন নি। পোপ সপ্তম পল একবার এখানে এসে ভ্যাটিকানের এই ভূমিকার জন্যে ইহুদিদের কাছে সমবেদনা প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন। তিনি যদি আরো কয়েকটা বছর বেঁচে থাকতেন তবে তার এই মিশনটা হয়তো পূর্ণতা পেতো।

ফাদার দোনাতি হয়তো গ্যাব্রিয়েলের চিন্তাভাবনাটা ধরতে পেরে তার কাঁধে আলতো ক'রে হাত রেখে নদীর ওপারে নির্দেশ করলো। "বিক্ষোভকারীদেরকে নদীর ওপারেই ব্যারিকেড দিয়ে আঁটকে রাখা হবে।"

"বিক্ষোভকারী?"

"অতো বড় কিছু আশা করছি না। সচরাচর যেমনটি থাকে।" কাঁধ তুলে বললো দোনাতি। "জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থকগোষ্ঠী, মহিলা যাজক দাবিকারী, সমকামী অধিকার, এধরণের কিছু আর কি।"

সিনাগগের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। ফাদার দোনাতিকে দেখে মনে হচ্ছে লোকটা একেবারে চিন্তামুক্ত আছে। গ্যাব্রিয়েল তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে টের পেয়ে তার দিকে ফিরে মুচকি হাসলো কেবল। আশ্বস্ত করার একটি হাসি।

"আমরা যখন ভেনিসে ছিলাম তখন আমার কাজ ছিলো খৃস্টান যাজকদের

সাথে এখানকার ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আমি এই সিনাগগে খুবই স্বস্তি বোধ করছি, মিঃ আলোন।"

"আমিও সেটা দেখতে পাচ্ছি," বললো গ্যাব্রিয়েল। "এখন আমাকে বলুন অনুষ্ঠানটি কিভাবে হবে।"

সিনাগগের প্রবেশপথ থেকে পাপালের প্রসেশন শুরু হবে, ফাদার দোনাতি সবিস্তারে বলতে শুরু করলো। প্রধান রাব্বির সাথে পোপ সিনাগগের মাঝখানে হেটে যাবেন, তারপর তার পাশে বিমা নামের স্বর্ণখচিত চেয়ারে বসবেন তিনি। প্রবেশপথ থেকে হেটে আসার সময় ফাদার দোনাতি আর গ্যাব্রিয়েল পোপের পেছন পেছনই থাকবে। এরপর স্পেশাল ভিআইপি সেকশনে বসবে তারা। সেটা পোপের আসন থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে। প্রধান রাব্বি স্বাগত বক্তব্য দেবার পরই পোপ তার ভাষণ দেবেন। তবে সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে, পোপের ভাষণের লিখিত কপি ভ্যাটিকান প্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকদের মাঝে আজ বিতরণ করা হবে না। তার ভাষণ শুনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলেও ভাষণ শেষে পোপের সিনাগগ ত্যাগ করার আগে কাউকে তার নিজ আসন থেকে উঠতে দেয়া হবে না।

সিনাগগ প্রাঙ্গনের যেখানটায় পোপের ভাষণের সময় গ্যাব্রিয়েল আর দোনাতি বসবে সেখানে গেলো তারা। বোম-স্কোয়াডের একটা কুকুর নিয়ে এক ক্যারাবিনিয়েরি জায়গাটা পরীক্ষা ক'রে অন্যত্র চলে গেলো। বিপরীত দিকে দ্বিতীয় আরেক দল কুকুর নিয়ে তল্লাশী ক'রে যাচ্ছে। স্বর্ণের আসন থেকে কয়েক মিটার দূরেই অনেকগুলো টিভি ক্যামেরা বসাচ্ছে টেকনিশিয়ানরা, তাদের এই কাজের তদারকি করছে বেশ কয়েক জন সিকিউরিটি অফিসার।

"এই সিনাগগের অন্য প্রবেশপথগুলোর কি অবস্থা, ফাদার?"

"ওগুলো সিল ক'রে রাখা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথটিই এখন একমাত্র প্রবেশ এবং নির্গমন পথ।" হাতঘড়িতে তাকালো দোনাতি। "আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই, মিঃ আলোন। আপনি যদি সন্তুষ্ট হোন তো আমরা ভ্যাটিকানে ফিরে যেতে পারি এখন।"

"চলুন, ফাদার।"

সেন্ট অ্যান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুইস গার্ডের দিকে নিজের ভ্যাটিকান আইডি ব্যাজটা দেখালো ফাদার দোনাতি কিন্তু প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটার ব্যাপারে গার্ড কোনো প্রশ্ন করার আগেই যাজক সাহেব সাই ক'রে গাড়ি চালিয়ে অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের দিকে ছুটে গেলো।

গাড়িটা সান দামাসো প্রাঙ্গনে রেখে সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট পেরিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে নিয়ে ফাদার ঢুকে পড়লো পাপালের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর।

গ্যাব্রিয়েল টের পেলো তার পালস্ বেড়ে যাচ্ছে। শ্যামরোনের কথা ভাবলো সে, কাম্পো দি ঘেত্তো নুভো'র আধো-আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বেনজামিন স্টার্নের খুনিকে খুঁজে বের করার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে তাকে। আর এখন, তার সেই হত্যা তদন্ত তাকে নিয়ে এসেছে এখানে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের এই প্রাণকেন্দ্রে।

পাপালের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে এক সুইসগার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অতিক্রম ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। ফাদার দোনাতি স্টাডিরুমে নিয়ে গেলো সবার আগে, ওখানে মহামান্য পোপ নিজের ডেস্কে বসে আছেন। সকালে আসা অনেকগুলো চিঠিপত্র নিয়ে কাজ করছেন তিনি। গ্যাব্রিয়েলকে ভেতরে ঢুকতে দেখে আন্তরিকভাবেই হাসলেন।

"মিঃ আলোন, তোমাকে এখানে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।" ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন হাতের কলমটা দিয়ে। "ওখানে আরাম ক'রে বসো। রওনা দেবার আগে ফাদার দোনাতির সাথে আমাকে কিছু কাজ সেরে নিতে হবে।"

বসে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। ব্রেস্ট পকেট থেকে লেপার্ড নামের গুপ্তঘাতকের কয়েকটা ছবি বের ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সে। এককেটা ছবিতে খুনিকে একেক রকম লাগছে। কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নেই। চেহারার কিছু পরিবর্তন প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে করা হয়েছে, অন্যগুলো সাধারণ কিছু জিনিস ব্যবহার ক'রে করা হয়েছে, যেমন টুপি, পরচুলা, কনট্যাক্ট লেন্স।

ছবিগুলো পকেটে রেখে স্টাডির দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়েল, বিশেষ ক'রে সাদা পোশাকে বসে থাকা লোকটার দিকে। নিজের ডেস্কে বসে একগাদা কাগজ নিয়ে কী যেনো করছেন। গ্যাব্রিয়েলের মনে ক্রমশ একটা ভয় জেঁকে বসছে। লেপার্ড নামের খুনি যদি পোপকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রোম শহরে ঢুকে থাকে তাহলে তাকে থামানোটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর নিজের পকেটে থাকা ছবিগুলো দেখে অন্তত এটা বুঝতে পারছে, ঘটনাস্থলে ছবির লোকটাকে সে দেখবে না।

ক্যাটরিন শাওয়ারে ঢুকলে পুরো ঘরটা স্যানিটাইজ করতে শুরু ক'রে দিলো ল্যাঙ্গ। ভেঁজা একটা তোয়ালে নিয়ে ঘরের ভেতর যেসব জায়গা সে স্পর্শ করেছে মুছতে লাগলো। দরজার হাতল, ড্রেসিংটেবিলের আয়না, ড্রয়ার, বাথরুমের বিভন্ন জিনিস, ইলেক্ট্রিক হিটার, কফিপট ইত্যাদি। তারপর নিজের ব্যবহৃত জামাকাপড় আর টয়লেট্রিজগুলো একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো

এই ঘরে তার ব্যবহার করা আর কোনো কিছু নেই। সে যে এখানে থেকেছে তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো ক্যাটরিন। নীল রঙের জিন্স, চামড়ার বুট আর জ্যাকেট পরে আছে সে। চুলগুলো শক্ত ক'রে পেছন দিকে টেনে বেঁধে রেখেছে। চোখে একটা সানগ্লাস। খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। গড়পড়তা ক্যারাবিনিয়েরিরা তাকে দেখে মারাত্মকভাবেই আকর্ষিত হবে। মনোযোগ বিঘ্নিত হবে তাদের, এ ব্যাপারে ল্যাঙ্গ একদম নিশ্চিত।

কোমরে স্টেচকিনটা গুঁজে জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে নিলো সে। তারপর রোমের যাজকেরা যে ধরণের সস্তা রেইনকোট পরে থাকে সে রকম একটা রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিলো।

একহাতে ব্যাগ আর অন্য হাতে রেইনকোটের কলারটা শক্ত করে ধরে রেখেছে ল্যাঙ্গ যাতে করে ভেতরে পরা যাজকের আলখেল্লাটি দেখা না যায়। সিঁড়ি দিয়ে তারা দু'জন নেমে পড়লো একসাথে।

বাইরে এসে মোটরসাইকেলে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট করলো ল্যাঙ্গ। তার পেছনে বসলো ক্যাটরিন। পশ্চিম দিকে প্রাচীন রোমের অভিমুখে ছুটে চললো তারা। যাবার পথে একটা সুয়ারেজ ড্রেনে ফ্ল্যাটের চাবিটা ফেলে দিলো আর ব্যাগটা ধরিয়ে দিলো ময়লা আবর্জনা সংগ্রহকারী এক লোকের হাতে। সেই লোক ব্যাগটা ট্রাকের পেছনে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে ল্যাঙ্গের সকালটা যেনো ভালোমতো কাটে সেই শুভেচ্ছা জানালো তাকে।

অধ্যায় ৩২

ভ্যাটিকান সিটি

ঠিক এগারোটা বাজে মহামান্য পোপ তার ভাষণ দেবেন ব'লে ঠিক করা আছে। সাড়ে দশটা বাজে ফাদার দোনাতি আর গ্যাব্রিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাপালের স্টাডি থেকে বের হয়ে এলেন। পাপালের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একদল সাদা পোশাকধারী সুইসগার্ডের মুখোমুখি হলো তারা। তাদের প্রধান কার্ল ব্রুনার নামের বিশালাকৃতির একজন হেলভেশিয়ান। এই মুহূর্তটা নিয়েই গ্যাব্রিয়েল ভয়ে আছে, পোপের জীবন রক্ষার্থে সুকঠিন শপথ নেয়া সুইসগার্ডদের সামনাসামনি হওয়াটা মোটেও সুখকর নয় তার জন্যে, দরকার হলে এরা পোপের জীবন বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না।

গ্যাব্রিয়েলকে দেখতে পেয়েই ব্রুনার তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে পিস্তল বের ক'রে ছুটে এলো তার দিকে। পোপকে সরিয়ে দিয়ে গ্যাব্রিয়েলের গলা চেপে ধরলো এক হাতে। অনেক চেষ্টা করলো গ্যাব্রিয়েল কিন্তু বিশালদেহী লোকটার সাথে পেরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিলো। গ্যাব্রিয়েলের থেকে কম ক'রে হলেও পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি হবে লোকটার ওজন। তার শরীরের গঠন রাগবি খেলোয়াড়দের মতো। যেভাবে সে গ্যাব্রিয়েলের গলাটা ধরে রেখেছে তাতে ক'রে মনে হচ্ছে সেটা বুঝি লোহার কোনো আঙটা। চিৎ ক'রে মাটিতে ফেলে ব্রুনার নিজের বিশাল দেহটা গ্যাব্রিয়েলের উপর চেপে ধরলো। নিজের হাত দুটো আত্মসমর্পনের মতো করে দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ব্রুনারকে তার বগলের নীচে থাকা হোলস্টার থেকে বেরেটা পিস্তল কেড়ে নিতে দিলো বিনা বাঁধায়। বেরেটাটা দূরে সরিয়ে দিয়ে সে নিজের পিস্তল ঠেঁকালো গ্যাব্রিয়েলের গালে। ইতিমধ্যে আরো দু'জন সুইসগার্ড এসে তার হাত আর পা শক্ত ক'রে চেপে রাখলো মাটির সাথে।

বাকিরা পোপকে ঘিরে একটা নিশ্ছিদ্র বলয় তৈরি ফেললো চোখের পলকে। তারা দ্রুত হলিনেসকে নিয়ে করিডোরের দিকে যেতে উদ্যত হলো। পোপ তাদেরকে থামতে বলে নিজেকে তাদের বলয় থেকে ছাড়িয়ে নেবার আদেশ করে কার্ল ব্রুনারের কাছে ছুটে গেলেন। ব্রুনার চিৎকার ক'রে পোপকে এখান থেকে চলে যাবার জন্যে তাড়া দিলো।

"তাকে ছাড়ো, কার্ল," বললেন পোপ।

ব্রুনার উঠে দাঁড়ালেও বাকি দু'জন গ্যাব্রিয়েলকে মাটিতে চেপে ধরে

রেখেছে। নিজের পকেট থেকে গ্যাব্রিয়েলের একটা ছবি বের ক'রে পোপকে দেখালো ব্রুনার।

"এই লোকটা গুপ্তঘাতক, হলিনেস। আপনাকে হত্যা করার জন্যে এখানে এসেছে।"

"ও আমর বন্ধু, এখানে এসেছে আমাকে রক্ষা করার জন্যে। পুরো ব্যাপারটিই ভুল বোঝাবুঝির ফল। ফাদার দোনাতি তোমাকে সব খুলে বলবে। আমার কথা বিশ্বাস করো, কার্ল। তাকে ছেড়ে দাও।"

মোটরশোভাযাত্রাটি সেন্ট অ্যান গেট দিয়ে বের হয়ে ভায়া দেল্লা কনসিলিয়াজোনি অতিক্রম করে নদীর দিকে ছুটে চললো। চোখ বন্ধ করলেন পোপ। গ্যাব্রিয়েল ফাদার দোনাতির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে ফাদার তার কানে কানে বললো, হিজ হলিনেস মোটরশোভাযাত্রায় সময়টা সব সময়ই প্রার্থনা ক'রে কাটান।

এ সময় একটা মোটর সাইকেল পোপের গাড়ির ঠিক পাশে এসে পড়লে গ্যাব্রিয়েল চালকের হেলমেটের নীচ দিয়ে যতোটুকু দেখা যায় ভালো ক'রে দেখে নিলো। মনে মনে ছবির সেই খুনির সাথে লোকটার মিল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে সে, যেনো কোনো পেইন্টিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখছে। ছবিটা কার সেটা শিল্পীর তুলির আঁচড়ে প্রকাশ পাচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখছে আর কি। ছবির লোকটার সাথে মোটরসাইকেল আরোহীর এতোটাই মিল পেলো যে মনের অজান্তেই তার হাতটা জ্যাকেটের ফাঁক গলে বেরেটার বাট স্পর্শ ক'রে ফেললো। ফাদার দোনাতিও লক্ষ্য করলো ব্যাপারটা। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনারত পোপ অবশ্য এসব লক্ষ্য করছেন না।

তাদের শোভাযাত্রাটা লাঙ্গোতিভিয়েরির মোড়ের কাছে আসতেই মোটরসাইকেল আরোহী কয়েক মিটার পিছিয়ে পড়লো। গ্যাব্রিয়েল টের পেলো তার টেনশন কিছুটা কমে এসেছে। পথে সমস্ত যানবাহন সরিয়ে দেয়া হয়েছে, নদীর তীরে পথের দু'পাশে হাতেগোনা কিছু লোক উঁকি মেরে দেখছে কেবল। তারা ছাড়া আর কোনো জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যোচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে শহরের এই অংশে সচরাচর পোপের মোটরশোভাযাত্রা দেখা যায় না।

ছোট্ট এই ভ্রমণটা খুব দ্রুত শেষ হলো : গ্যাব্রিয়েলের হিসেবে তিন মিনিটের মতো হবে। তাদের সামনে এখন সিনাগগের গম্বুজটি দেখা যাচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের ছোট্ট দলটি খুব জলদিই অতিক্রম ক'রে সিনাগগের প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়লো তারা। গাড়ি থেকে প্রথমে নেমে এলো গ্যাব্রিয়েল, আধখোলা দরজাটা নিজের শরীর দিয়ে আড়াল ক'রে রাখলো সে। সিনাগগের সিঁড়িতে

দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান রাব্বি, তার পেছনেই রোমের ইহুদি সম্প্রদায়ের ডেলিগেটরা উৎসুক চোখে চেয়ে আছে গাড়িটার দিকে। লিমোজিনের চারপাশটা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজন ইতালি এবং ভ্যাটিকানের কয়েক ডজন ইউনিফর্ম আর বেশ কিছু সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তারক্ষী। সিঁড়ির ডান দিকে ভ্যাটিকানের প্রেস বিভাগের লোকজন হলুদ রঙের দড়ির ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মোটরসাইকেলের শব্দে চারপাশ প্রকম্পিত।

নিরাপত্তারক্ষী এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখগুলো ভালো ক'রে যাচাই ক'রে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। গুপ্তঘাতক এদের মধ্যেই থাকতে পারে ছদ্মবেশে। গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে ফাদার দোনাতির দিকে তাকালো সে। "এই সময়টা নিয়েই আমি বেশি উদ্বিগ্ন আছি। দ্রুত নেমে পড়ুন।" সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো বিশালদেহী কার্ল ব্রুনারের মুখটা।

"এই কাজটা আমার," বললো ব্রুনার। "আপনি এখন সরে দাঁড়ান।"

তাকে যেমন বলা হলো ঠিক তেমনি করলো গ্যাব্রিয়েল। গাড়ি থেকে পোপকে বের হতে সাহায্য করলো ব্রুনার। বাকি সুইস গার্ডরা চারপাশ ঘিরে ফেললো। নিজেকে কালো পোশাকের ভীড়ে আবিস্কার করলো গ্যাব্রিয়েল, সাদা আলখেল্লায় পোপকে সেই কালোর ভীড়ে স্পষ্ট চিহ্নিত করা যাচ্ছে।

মোটরসাইকেলের শব্দ থেমে গেছে। সিনাগগের সিঁড়ির ধাপেই প্রধান রাব্বি আর ডেলিগেটদের সাঙ্গে কোলাকুলি করলেন পোপ। একেবারে নিস্তব্ধতা, কেবল বহু দূর থেকে একদল বিক্ষোভকারীর চিৎকারের মৃদু শব্দ আর ক্যামেরার শার্টার টেপার আওয়াজ ছাড়া। কার্ল ব্রুনারের পেছনে এসে দাঁড়ালো গ্যাব্রিয়েল। বাম হাতে পোপের কাঁধ ধরে রেখেছে সে। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো গ্যাব্রিয়েল। তার সতর্ক দৃষ্টি অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক লোক সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এক হাত উপরের দিকে তোলা।

তাদের পেছনে সামান্য একটা হৈচৈয়ের শব্দ শুনে গ্যাব্রিয়েল সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো তিন জন ক্যারাবিনিয়েরি এক প্রতিবাদকারী লোককে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। একটা প্লাকার্ড বহন করছিলো লোকটা। প্লাকার্ডের লেখাটা পড়লো সে : চায়নিজ ক্যাথলিকদের মুক্ত করুন।

পোপও ঘুরে তাকালেন সেদিকে। ঠিক সেই সময় গ্যাব্রিয়েলের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো। "প্লিজ, ভেতরে চলে যান, হলিনেস," বিড়বিড় ক'রে বললো সে। "বাইরে অনেক বেশি লোকজন।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পোপ রাব্বির দিকে তাকালেন। "রাব্বি মহাশয়, আমরা কি ভেতরে যেতে পারি?"

"অবশ্যই, ইউর হলিনেস। প্লিজ, ভেতরে আসুন। আমাদের প্রার্থনার জায়গাটি দেখাতে দিন আমায়।"

রাব্বি পোপকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেলে গ্যাব্রিয়েল এবং ফাদার দোনাতি যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো, এক বিলিয়ন ক্যাথলিকের নেতা সিনাগগের ভেতরে নিরাপদেই ঢুকলেন অবশেষে।

সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের প্রবেশ পথে এরিক ল্যাঙ্গ তার মোটরবাইক থেকে নামলে চালকের আসনে বসার জন্যে সামনে এগিয়ে এলো ক্যাটরিন। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাটতে লাগলো ল্যাঙ্গ।

স্কয়ার জুড়ে তীর্থযাত্রী আর পর্যটকে গিজগিজ করছে। চারপাশে প্রচুর সংখ্যক ক্যারাবিনিয়েরি দেখা যাচ্ছে কড়া রজর রাখতে। অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালো ল্যাঙ্গ, তার পদক্ষেপ দ্রুত হলেও সেটা নিয়ন্ত্রিত, যেনো উদ্দেশ্যের প্রতি সে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ। সুউচ্চ মিশরীয় অবিলিস্কটা অতিক্রম ক'রে বার কয়েক গভীর নিঃশ্বাস নিলো হৃদস্পন্দনটা স্বাভাবিক করার জন্যে।

প্রাসাদের ঠিক সামনে এক ক্যারাবিনিয়েরি তার পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো।

"কোথায় যাচ্ছেন?" ইতালিতে জানতে চাইলো ল্যাঙ্গের কাছে। তার দিকে অনেকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে।

"প্রতোনি দি ব্রনজো," জবাবে জানালো ল্যাঙ্গ।

"ভেতরে যাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আপনার?"

মানিব্যাগ থেকে ল্যাঙ্গ তার আইডেন্টিফিকেশন ব্যাজটা বের ক'রে দেখালে ক্যারাবিনিয়েরি সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটে গেলো। "আমি দুঃখিত, ফাদার বেক। আমি বুঝতে পারি নি।"

মানিব্যাগটা সরিয়ে নিলো ল্যাঙ্গ। "তোমার নাম বলো, ছোকরা।"

"মাতিও গালিয়াজ্জি।"

পুলিশ অফিসারের চোখের দিকে সরাসরি তাকালো ল্যাঙ্গ। "ভেতরে গিয়ে আমি তোমার সম্পর্কে ভালো কথাই বলবো। আমি জানি জেনারেল কাসাগ্রান্দি যখন শুনবেন তার আদেশ-নিষেধ বেশ ভালোমতোই পালন করা হচ্ছে তখন তিনি যারপরনাই খুশি হবেন।"

"ধন্যবাদ, ফাদার।"

ক্যারাবিনিয়েরি অনেকটা স্যালুট দেবার মতো ভঙ্গী ক'রে ফাদার বেককে পথ ক'রে দিলো। ছেলেটার জন্যে একটু মায়াই হলো ল্যাঙ্গের। কিছুক্ষণ পরই তাকে হাটু গেঁড়ে ক্ষমা চাইতে হবে পোপের প্রাসাদে একজন খুনিকে ঢুকতে দেয়ার জন্যে।

ব্রোঞ্জ দরজার সামনে ল্যাঙ্গকে আবারো থামতে হলো, এবার একজন সুইসগার্ডের কারণে। আবারো মানিব্যাগ থেকে আইডি ব্যাজ বের ক'রে দেখাতে

হলো তাকে। পারমিশন ডেস্কে গিয়ে অফিসারের কাছে রেজিস্টার করার কথা বললো সুইসগার্ড, সেটা দরজার ঠিক ডান দিকেই। আরেকজন সুইসগার্ডের কাছে নিজের পরিচয়পত্রটা দেখাতে হলো ল্যাঙ্গকে।

"আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এখানে?"

"সেটা তোমার না জানলেও চলবে," শীতল কণ্ঠে বললো ল্যাঙ্গ। "এটা নিরাপত্তা রিভিউ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি প্রয়োজন মনে করো, তাহলে কাসাগ্রান্দিকে বলতে পারো যে আমি প্রাসাদের ভেতরে ঢুকেছি। কিন্তু এ কথা যদি তুমি অন্য কাউকে বলো, যেমন নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত কাউকে তাহলে তোমার খবর আছে। এজন্যে তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

সুইসগার্ড ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো স্কালা রেজিয়া রোজ তার সামনে, বিশাল আয়রন ল্যাম্পে জ্বলছে সেটা। ধীরে ধীরে ল্যাঙ্গ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো যেনো এমন একটা কাজ সে করতে যাচ্ছে যা তার খুবই অপছন্দের। একটু থেমে পারমিশন ডেস্কে বসা সুইসগার্ডের দিকে তাকালো, লোকটা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সিঁড়ির ঠিক উপরে একটা কাঁচের দরজার সামনে আসতেই আবারো তাকে থামতে হলো। এবার সুইসগার্ড তাকে কিছু বলার আগেই নিজের আইডি ব্যাজটা বের ক'রে দেখালো সে। ব্যাজটা দেখেই সম্ভ্রমের সাথে পথ ছেড়ে দিলো গার্ড।

অবিশ্বাস্য, মনে মনে ভাবলো ল্যাঙ্গ। কাসাগ্রান্দির এই জিনিসটা দারুণ কাজ করছে, এতোটা কাজ করবে সে কল্পনাও করে নি।

এরপর আধো-আলো-অন্ধকার বিশাল একটা ঘরে এসে পড়লো সে, এটার নাম কর্তিলে দি সান দামাসো। তার মাথার উপর চারপাশে অ্যাপোস্তোলিক প্রাসাদের বেলকনিগুলো দেখা যাচ্ছে। খিলানের নীচ দিয়ে আরেকটা সিঁড়ির কাছে এসে পড়লে খুব দ্রুত উঠে পড়লো এবার। মার্বেল পাথরের উপর তার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বণিত হলো। যাবার পথে আরো তিনজন সুইসগার্ডের দেখা মিললেও তারা তাকে কোনো রকম প্রশ্ন করলো না। পাথরের মূর্তির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো কেবল। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে ল্যাঙ্গের ক্লারিক্যাল পোশাক আর রোমান কলারই পরিচয় দেবার জন্যে যথেষ্ট। বল্লম হাতে এক সুইসগার্ড দাঁড়িয়ে আছে, ল্যাঙ্গের পথ আগলে দাঁড়াবার আগেই নিজের পরিচয়পত্রটা বের করে দেখালো তাকে।

"ফাদার দোনাতির সাথে আমাকে দেখা করতে হবে।"

"এই মুহূর্তে উনি এখানে নেই।"

"তাহলে আছে কোথায়?"

"হলি ফাদারের সাথে আছেন।" একটু ইতস্তত ক'রে তারপর বললো "তারা সিনাগগে গেছেন।"

"ওহ্ আচ্ছা। হ্যা, হ্যা, মনে পড়েছে। তুমি যে একজন আগন্তুককে ফাদার কোথায় আছে বলে দিলে এ কথা শুনে নিশ্চয় ফাদার খুশি হবে না।"

"আমি দুঃখিত, ফাদার, কিন্তু আপনি—"

তার কথা পুরোপুরি শেষ করতে দিলো না ল্যাঙ্গ। "ফাদার দোনাতির জন্যে আমি একটা জিনিস রেখে যেতে চাই। তুমি কি আমাকে তার অফিসে নিয়ে যেতে পারো?"

"আপনি তো জানেনই ফাদার বেক, যাই ঘটুক না কেন আমি এখান থেকে একচুলও নড়তে পারবো না।"

"বেশ ভালো," একটু হেসে বললো ল্যাঙ্গ। "তাহলে তোমাকে যতোটা দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করেছিলাম তুমি ততোটা নও। ঠিক আছে, ফাদারের অফিসটা কোথায় একটু বলে দাও।"

প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও সুইসগার্ড ল্যাঙ্গকে বলে দিলো ফাদারে অফিসটা কোথায়।

পাপালের অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারেই ফাঁকা, কেবল একজন নান পালক দিয়ে ঝাড়ামোছার কাজ করছে। ফাদার দোনাতির অফিসের দরজা অতিক্রম করে পরের ঘরটায় যাবার সময় ল্যাঙ্গের দিকে তাকিয়ে মহিলা মিষ্টি ক'রে হাসলো শুধু।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে চোখ সয়ে নেবার জন্যে। ভারি ভারি পর্দা ঝুলিয়ে রাখার কারণে সেন্ট পিটার্স স্কয়ারটা আড়াল হয়ে আছে। ঘরে আলো খুব কম। সাদামাটা একটি প্রাচ্যদেশীয় কার্পেটের উপর হেটে কাঠের ডেস্কটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ারের উপর আলতো ক'রে হাত বোলাতে বোলাতে চারপাশটা ভালো ক'রে দেখে নিলো। পোপের মতো শক্তিশালী একজনের লোকের জন্যে খুবই অনাড়ম্বর জিনিস। একেবারেই সাদামাটা। কলম রাখার স্ট্যান্ড, পেপারওয়েট এবং লেখার একটি প্যাড, ওটাতে অসংখ্য আঁকিবুকি আছে। পুরনো আমলের একটা সাদা টেলিফোন। মুখ তুলে তাকাতেই সামনের দেয়ালে ম্যাডোনার একটি পেইন্টিং চোখে পড়লো। এই অন্ধকারের মধ্যেও মনে হচ্ছে ম্যাডেনা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বুকপকেট থেকে একটা এনভেলোপ বের ক'রে পেপারওয়েটের নীচে রেখে দিয়ে শেষবারের মতো স্টাডিরুমটা আরেকবার দেখে দ্রুত বের হয়ে গেলো সে।

অ্যাপার্তোমেন্তো'র বাইরে এসে একটু থেমে সুইসগার্ডের দিকে কটমট

চোখে তাকালো ল্যাঙ্গ। "তোমার ব্যাপারে রিপোর্ট দেবো আমি," কথাটা বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচের করিডোরে নেমে গেলো আবার।

সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসির অফিসের ডেস্কটা পাপালের ডেস্ক থেকে একেবারেই আলাদা। বিশাল রেনেসাঁ টেবিল, নক্সাখচিত চারটা পা, স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া তাতে। এই ডেস্কের সামনে যে-ই দাঁড়াবে অস্বস্তিতে ভুগবে, ব্রিন্দিসি অবশ্য এটাই পছন্দ করে।

এই মুহূর্তে সে একা বসে আছে, দুটো হাত এক ক'রে থুতনীটা তার উপর রেখে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে সে। কয়েক মিনিট আগে তার জানালা দিয়ে সেন্ট পিটার্স স্কয়ার থেকে পোপের মোটরশোভাযাত্রাটি বের হয়ে যেতে দেখেছে। হলি ফাদার সম্ভবত এখন সিনাগগের ভেতরে আছেন।

ডেস্কের উল্টো দিকের দেয়াল জুড়ে থাকা সারি সারি টিভি সেটের দিকে তাকালো কার্ডিনাল। চার্চকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে ব্যাকুল হলেও মনেপ্রানে সে একজন আধুনিক মানুষ। তার আগে ভ্যাটিকানের আমলারা পার্চমেন্ট কাগজে পালক আর কালি দিয়ে মেমোরান্ডাম লিখতো কিন্তু ব্রিন্দিসি কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ ক'রে ভ্যাটিকানের আমলাতন্ত্রে অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম কিনে একে আধুনিকীকরণ করেছে। এখন ভ্যাটিকানকে পৃথিবীর সবচাইতে আধুনিক রাষ্ট্র বললে খুব বেশি বলা হবে না। বিবিসি ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলটা অন করলো সে। বাংলাদেশে প্রবল বন্যায় হাজার হাজার লোক মারা গেছে, আর লক্ষাধিক লোক হয়েছে গৃহহারা। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাটিকানের দাতব্যসংস্থার মাধ্যমে সেইসব দুঃস্থদের যতোদূর সম্ভব সাহায্য করার জন্যে মনস্থির ক'রে ফেললো কার্ডিনাল। আরেকটা টিভিতে ইতালির প্রধান চ্যানেল রাই অন করলো। তৃতীয় টিভিটা সিএনএন চ্যানেল সেট ক'রে নিলো ব্রিন্দিসি। পোপের সাথে এই অবমাননাকর ভ্রমণে যাবে না বলে হুমকি দিয়েছিলো সে, এরফলে এখন এই নির্জন কক্ষে বসে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেবার জন্যে চিঠি লিখছে। তার এই পদত্যাগে হলি ফাদার মোটেও বিব্রত হবেন না। ভ্যাটিকান প্রেসেও এ নিয়ে কোনো কলাম লেখা হবে না। বিষয়টা নিয়ে অস্বস্তিকর কোনো প্রশ্ন তুলবে না তারা। চিঠিতে জানাচ্ছে, যাজকের কাজে আবার ফিরে যাবার কথা ভাবছে সে। ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে ব্যাপটাইজ করার কাজ করবে। সাহায্য করবে দুঃস্থদের। ভ্যাটিকানের কারোর যদি একটু আধটু বুদ্ধি থাকে তো এই চিঠি পড়ে বুঝতে পারবে এটা আসলে এক ধরণের ধোঁকাবাজি। মার্কো ব্রিন্দিসি শিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠেছে কিউরিয়ার একজন শক্তিশালী আমলা হবার জন্যে। স্বেচ্ছায় এ ধরণের

ক্ষমতা ছেড়ে দেয়াটা একেবারেই অবাস্তব। কেউ এ ধরণের চিঠি বিশ্বাস করবে না। কার্ডিনালেরও এটা লেখার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং সে মনে করে যে লোক তাকে এ ধরণের চিঠি লিখতে আদেশ করেছেন তিনি খুব বেশি দিন বাঁচবেন না।

পোপ নিহত হবার পর যদি সে ইস্তফা দিতো তবে অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন উঠতো। চার্চের সবচাইতে শক্তিশালী দু'জন লোক এক সপ্তাহের মধ্যে পতিত হলে কি হবে? পোপের মৃত্যুতে কি কার্ডিনাল সেক্রেটারি অব স্টেটের কোনো ফায়দা হবে? ইস্তফা না দিলে কোনো প্রশ্নও উঠবে না। তাছাড়া ভ্যাটিকান প্রেস কর্পস তার পক্ষে আছে। তারা কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকে পোপের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ এবং কিউরিয়ার একজন বিশ্বস্ত লোক হিসেবে তুলে ধরবে। পোপকে সে খুবই শ্রদ্ধা করতো, পোপও তাকে খুব বিশ্বাস করতেন, এইসব খবরের ক্লিপিংগুলো পরবর্তী কনক্লেইভের সময় কার্ডিনালদের মনোযোগ লাভ করতে সক্ষম হবে। গুপ্তঘাতকের হাতে পোপ নিহত হবার পর টালমাটাল সময় চার্চের হাল ধরার জন্যেও তাকে কৃতিত্ব দেয়া হবে। এটাও তার পক্ষে যাবে কনক্লেইভের সময়। এরকম সময় ভ্যাটিকানের বাইরের কারো হাতে পোপের গুরুদায়িত্ব দিতে চাইবে না কনক্লেইভে উপস্থিত কার্ডিনালগণ। কিউরিয়ার একজনই পরবর্তী পোপ হবেন। আর কিউরিয়া বেছে নেবে সেক্রেটারি অব স্টেট মার্কো ব্রিন্দিসিকে।

তার এই স্বপ্নতুল্য ভাবনাটা ধাক্কা খেলো রাই টিভির একটা ছবি দেখে পোপ সপ্তম পল রোমের প্রাচীন সিনাগগে প্রবেশ করছেন। অবশ্য ব্রিন্দিসি দেখতে পেলো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃশ্য ক্যান্টারবুরির বেদীতে দাঁড়িয়ে আছে বেকেট। তত্ত্বাবধায়ক পোপের খুনি।

তোমার নাইটদের পাঠিয়ে দাও, কার্লো। তাকে শেষ করে দাও।

কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি টিভির ভলিউমটা বাড়িয়ে দিয়ে পোপের মৃত্যু সংবাদটি শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অধ্যায় ৩৩

রোম

রোমের কেন্দ্রীয় সেনাগগটি প্রাচ্যদেশীয় স্থাপত্যকলা আর অলঙ্কারে সজ্জিত। গ্যাব্রিয়েল সিনাগগের সামনে দাঁড়াতেই এক ধরণের অস্থিরতা আন্দাজ করতে পারলো। তার ডান দিকে বিমাহ্ নামের একটি স্বর্ণখচিত আসন, হাত দুটো পেছন রেখে মার্বেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে সে তার পাশে বিরক্ত আর চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফাদার দোনাতি। এই জায়গা থেকে ভেতরের কক্ষটা বেশ ভালোমতোই দেখা যায়। কয়েক ফিট দূরে কিউরিয়াল কার্ডিনালদের একটি দল বসে আছে। প্রধান রাব্বি তার স্বাগত বক্তব্য দেয়ার সময় মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে তারা। কার্ডিনালদের পেছনেই ভ্যাটিকানের প্রেস কর্পস অবস্থান নিয়েছে। প্রেস অফিসের প্রধান রুডলফ গার্ৎজকে দেখে মনে হচ্ছে মহাবিরক্ত। বাকি আসনগুলোতে রোমের ইহুদি সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্যেরা বসে আছে।

মহামান্য পোপ যখন ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন পুরো হলে এক ধরণের চাঞ্চল্য বয়ে যেতে শুরু করলো।

তার দিকে ঘুরে তাকানোর প্রলোভনটা কোনোমতে দমন করতে পারলো গ্যাব্রিয়েল, তার বদলে তার দু'চোখ সিনাগগের চারপাশে ঘুরে বেড়ালো। কারো মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা তীক্ষ্ম চোখে খুঁজতে লাগলো সে। তার থেকে কয়েক ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল ব্রুনার, সেও একই কাজ ক'রে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে তাদের দু'জনের চোখাচোখি হলো। গ্যাব্রিয়েল নিশ্চিত ব্রুনার পোপের জন্যে কোনো হুমকি নয়।

রাব্বি এবং ইহুদি সম্প্রদায়কে এই চমৎকার সুন্দর সিনাগগে এসে কিছু কথা বলার জন্যে আমন্ত্রণ দেয়ায় ধন্যবাদ জানালেন পোপ। তিনি আরো জানালেন ইহুদি এবং খৃস্টানদের একই ঐতিহ্যের কথা। নিজের পূর্বসূরীর একটি কথা ধার ক'রে তিনি বললেন, ইহুদিরা হলো রোমান ক্যাথলিকদের বড় ভাইয়ের মতো। তাদের এই দুই সম্প্রদায়ের রয়েছে বিশেষ একটি সম্পর্ক। পোপ আরো বললেন, এই সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে দুই সম্প্রদায়কেই সমানভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে। বিগত দু'হাজার বছর ধরে এই সম্পর্কটি প্রায়শই বিপন্ন হয়েছে আর এঁর পৈশাচিক ফলাফল বহন করতে হয়েছে ইহুদিদেরকে। কোনো রকম লিখিত বক্তব্য দিলেন না তিনি, একেবারে আন্তরিকভাবে যা বিশ্বাস করেন তাই বলে গেলেন। উপস্থিত শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে তার কথা।

"১৯৮৬ সালের এপ্রিলে আমার পূর্বসূরী পোপ দ্বিতীয় জন পল এই সিনাগগে এসেছিলেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে। অতীতের ক্ষত সারিয়ে তুলে এই সম্পর্ক জোরদার করার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেক দূর এগিয়েও ছিলেন।" পোপ কিছু সময়ের জন্যে থামলে হলের ভেতর নীরবতাটি যেনো আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়লো। "তবে আরো কিছু পথ বাকি আছে। কিছু কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।"

পুরো সিনাগগ উষ্ণ করতালিতে মুখর হলো। কার্ডিনালরাও যোগ দিয়েছে। ফাদার দোনাতি গ্যাব্রিয়েলকে কঁনুই দিয়ে গুতো মেরে কানের কাছে মুখ আনলো। "একটু ভালো ক'রে দ্যাখো," লাল রঙের পোশাক পরিহিত লোকজনকে দেখিয়ে বললো সে। "তারা কতোক্ষণ এভাবে হাততালি দেয় আমরা সেটা দেখবো।"

পোপ আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের চোখ পোপের সামনে জনসমাবেশের দিকে। "আমার ভায়েরা এবং বোনেরা, এই কাজ শেষ করার আগেই জন পলকে ঈশ্বর তার নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকে আমি আবার শুরু করবো। তার কাঁধের বোঝা আমি আমার নিজের কাঁধে বহন ক'রে এই কাজের পরিসমাপ্তি ঘটাবো তার হয়ে।"

আবারো হাততালির কারণে পোপের বক্তব্য সাময়িক বাধাগ্রস্ত হলো। কতোই না অসাধারন, মনে মনে বললো গ্যাব্রিয়েল। নিজের এই উদ্যোগকে পূর্বসূরীর অসমাপ্ত কাজ হিসেবে চিত্রিত ক'রে ব্যাপারটাকে জায়েজ ক'রে নিলেন।

গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারলো, যিনি নিজেকে অতি সাধারণ ভেনিসিয় এক যাজক হিসেব সবার কাছে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি আসলে অসাধারণভাবেই কৌশলী আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান।

"প্রথম ধাপটি হলো রিকনসিলিয়েশন, যা কিনা খুবই কঠিন কাজ হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তবে শেষ ধাপটি সবচাইতে বেশি কঠিন। এই প্রক্রিয়ার মাঝখানে আমরা হয়তো বিচ্যুত হয়ে যেতে পারি তবে আমরা সেটা করবো না। কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে সেটা করা ঠিক হবে না। এই কাজটি শেষ করতে হবে। এর সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। আর এজন্যে ক্যাথলিক এবং ইহুদি, দুই সম্প্রদায়কেই একযোগে কাজ করতে হবে।"

ফাদার দোনাতি গ্যাব্রিয়েলের হাত স্পর্শ করলো। "এবার হলো আসল কথা।"

"আমাদের দুই ধর্মেই আমরা বিশ্বাস করি ক্ষমা করা খুব সহজ কাজ নয়। ক্ষমা পেতে হলে, কৃতকর্মের দায়ভার থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের রোমান ক্যাথলিকদেরকে অবশ্যই সততার সাথে কনফেসন করতে হবে। আমরা যদি

কোনো লোককে হত্যা করি তবে ঈশ্বরের নামে কনফেস করেই কেবল ক্ষমা লাভ করার আশা করতে পারি না।" পোপ একটু হাসলে সিনাগগেও মৃদু হাসির রোল পড়ে গেলো। কিছু কার্ডিনালও এই মন্তব্য শুনে মজা পেলো মনে হয়। "আপনাদের ইয়োম কিপ্পুর, মানে ইহুদিদের ক্ষমা লাভের দিন, ইহুদিরা তাদের প্রতি অন্যায়কারীদের খুঁজে বেড়াবে, তাদের পাপের কথা তাদের মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবে। আমরা যারা ক্যাথলিক তাদেরকেও একই জিনিস করতে হবে। তবে পাপের কথা সততার সাথে স্বীকার করার আগে আমাদেরকে সত্যি কথাটা জানতে হবে, আর এজন্যেই আজ আমি এখানে এসেছি।"

একটু থামলেন পোপ। গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো ফাদার দোনাতির দিকে তাকালেন পোপ যেনো তার দিকে তাকিয়ে নতুন ক'রে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিচ্ছেন, যেনো এখান থেকে পিছু হটার কোনো উপায় নেই। ফাদার দোনাতি মাথা নেড়ে সায় দিলে পোপ আবারো শ্রোতাদের দিকে ফিরলেন। গ্যাব্রিয়েলও একই কাজ করলো তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে। অস্ত্র হাতের এক লোককে খুঁজছে তার দু'চোখ।

"এই অসাধারণ সিনাগগে, আজ সকালে আমি চার্চের সাথে ইহুদি জনগণের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চের কার্যকলাপ সম্পর্কে নতুন ক'রে মূল্যায়ন করবো। ইহুদিদের ইতিহাসে কালো এই অধ্যায়ে ষাট লক্ষ ইহুদি নিহত হয়েছে। ভ্যাটিকান সিক্রেট আর্কাইভে রক্ষিত এ সংক্রান্ত যতো ডকুমেন্ট আছে সেসবই পণ্ডিতদের জন্যে খুলে দেয়া হবে।"

ভ্যাটিকান প্রেস কর্পসের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। কিছু কিছু রিপোর্টার ফিসফাস ক'রে কথা বলতে লাগলো নিজেদের সেলফোনে। বাকিরা নিজেদের নোটপ্যাডে দ্রুত নোট টুকে নিতে ব্যস্ত। রুডলফ গার্ৎজ বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ ক'রে মাথাটা একেবারে নীচু ক'রে বসে আছে। বোঝাই যাচ্ছে হিজ হলিনেস তার প্রধান মুখপাত্রকে আজকের বক্তব্যের বিষয়ে কিছুই জানান নি। পোপ ইতিমধ্যেই অকথিত একটি বিষয়ে ঢুকে পড়েছেন। এখন তাকে আরো কিছু দূর যেতে হবে।

"হলোকাস্ট কোনো ক্যাথলিক অপরাধ ছিলো না," বলতে শুরু করলেন আবার, "তবে অনেক ক্যাথলিক ইহুদি হত্যার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলো এই সত্যটা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদেরকে আগে মানতে হবে এটা ছিলো জঘন্য একটি পাপ, তারপর ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে।"

এবার কোনো হাত তালি পড়লো না। হতবাক করা নীরবতা। যার মধ্যে শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম আছে। গ্যাব্রিয়েলের কাছে মনে হলো এই সিনাগগে বসে থাকা কেউ যেনো বিশ্বাস করতে পারছে না এমন কথা রোমান চার্চের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বলছেন।

"হলোকাস্ট কোনো ক্যাথলিক অপরাধ ছিলো না তবে চার্চ এই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছে অ্যান্টি-সেমিটিজম মতবাদের মাধ্যমে, আর ইউরোপের মাটিতে এই বৃক্ষের পরিচর্যা এবং এর গোড়ায় পানি দেয়ার কাজও করেছে তারা। এই পাপকে আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবে, সেই সাথে চাইতে হবে ক্ষমা ভিক্ষা।"

গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো কার্ডিনালদের মধ্যে এক ধরণের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। মুখ কালো ক'রে বসে আছে, কেউ বা আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে, কারো কারোর কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘটনার আকস্মিকতায়। ফাদার দোনাতির দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস ক'রে বললো, "কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি কোন্‌জন?"

ফাদার মাথা দোলালেন। "উনি আজ আসেন নি।"

"কেন?"

"তিনি বলেছেন আজ নাকি তার শরীর খারাপ। সত্য হলো, এই কথা শোনার চেয়ে তিনি আগুনে পুড়ে মরাই বেশি উত্তম ব'লে মনে করেন।"

পোপ আরো বলতে লাগলেন। "চার্চের পক্ষে হয়তো হলোকাস্ট থামানো সম্ভব ছিলো না তবে আমরা চাইলে এর মাত্রা অনেক কমিয়ে আনতে পারতাম, অনেক ইহুদির জীবন রক্ষা পেতো। আমরা ভৌগলিক-রাজনীতির মতভেদ দূরে রেখে তীব্রভাবে এর নিন্দা করতে পারতাম। আমরা এক্সকমিউনিকেটেড করতে পারতাম খুনের সাথে জড়িত এবং সহযোগীতা করা চার্চের ঐসব লোকজনকে। যুদ্ধ শেষে আমাদের উচিত ছিলো ভিকটিমদের সাহায্য করা, সেবা করা, কিন্তু আমরা সেটা না করে যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগীতা করেছি। তাদের অনেকেই আমাদের এই পবিত্র শহরে আশ্রয় লাভ করেছে, তারপর এখান থেকে সহযোগীতা পেয়েই চলে গেছে বহু দূরের কোনো দেশে।"

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিলেন পোপ। "এইসব পাপ এবং খুব শীঘ্রই যেসব পাপের কথা প্রকাশিত হবে, সেসবের জন্যে আমরা আমাদের কনফেসন নিবেদন করছি, ক্ষমা ভিক্ষা করছি আপনাদের কাছে। আমাদের হৃদয়ে যে শোক আর যন্ত্রণা বহন করছি সেটা বর্ণনাতীত। আপনাদের চরম দুর্দিনে, যখন জার্মানির নাৎসিরা ঘর থেকে, সিনাগগ থেকে আপনাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো মৃত্যুউপত্যকায় তখন আপনারা আমাদের কাছে চিৎকার ক'রে সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা আপনাদের সেই আহ্বানে কোনা সাড়া দেই নি, চরম নীরবতা পালন করেছি। তাই আজ আমিও আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইবো সেভাবেই। নীরবতার মাধ্যমে।"

পোপ সপ্তম পল মাথা নীচু ক'রে তার গলায় ঝুলে থাকা পেক্টোরাল ক্রুশে হাত রেখে দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললেন। অবিশ্বাসে পোপের দিকে তাকিয়ে

রইলো গ্যাব্রিয়েল, তারপরই সিনাগগের আশেপাশে তাকালো সে। না, সে একা নয়। বেশিরভাগ শ্রোতার মুখ হা হয়ে আছে, তার মধ্যে ভ্যাটিকানের প্রেস কর্পসও পড়ে। দু'জন কার্ডিনাল পোপের সাথে প্রার্থনায় যোগ দিলেও বাকিরা আর সবার মতোই হতবিহ্বল।

গ্যাব্রিয়েলের কাছে সিনাগগের বেদীতে দাঁড়িয়ে পোপের নীরব প্রার্থনার মানে অন্য কিছু। তিনি যা বলার বলেছেন। তার এই উদ্যোগটিকে উল্টোপথে চালানো যাবে না, এমনকি তিনি বেঁচে না থাকলেও এটা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। ক্রুক্স ভিরার উদ্দেশ্য যদি তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে তবে সেটা এই মন্তব্য করার আগেই করা উচিত ছিলো। এখন, এ রকম একটি মন্তব্য করার পর তাকে খুন করলে তিনি একজন শহীদ হিসেবেই গন্য হবেন। পোপ এখন নিরাপদ, অন্ততপক্ষে কিছু দিনের জন্যে। গ্যাব্রিয়েলের শুধু একটাই চিন্তা—তাকে পাপালের অ্যাপার্টমেন্টে নিরাপদে পৌঁছে দেয়া। একটা কিছু গ্যাব্রিয়েলের চোখে পড়লো—একটা হাত নড়ছে—তবে সেই হাতটা কার্ল ব্রুনারের, ডান হাতটা তুলে কানে লাগানো ইয়ারপিসটা স্পর্শ করতেই তার ভাবসাব বদলে গেলো। সারা মুখে যেনো রক্ত উঠে এসেছে। চারপাশে চঞ্চল চোখে তাকাচ্ছে ব্রুনার। শার্টের হাতায় লুকানো মাউথপিসটায় কথা বলার জন্যে হাতটা মুখের কাছে এনে কী যেনো বললো। তারপরই ফাদার দোনাতির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো সে।

ফাদার সামনের দিকে এগিয়ে এসে ঝুঁকে বললো, "কি হয়েছে, কার্ল?"

"ভ্যাটিকানে একজন বহিরাগত প্রবেশ করেছে।"

পাপালের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এরিক ল্যাঙ্গ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ভ্যাটিকান সেক্রেটারির অফিসে চলে এলো। অফিসের সামনে রিসেপশন রুমে তার সাথে দেখা হয়ে গেলো কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির প্রাইভেট সেক্রেটারি ফাদার মাসকোনির সাথে।

ল্যাঙ্গ বললো, "আমি কার্ডিনালের সাথে দেখা করতে চাই।"

"এটা অসম্ভব।" কিছু কাগজপত্র গোছগাছ করতে করতে ফাদার মাসকোনি বললো। "আরে আপনি আবার কে, এখানে এসে এরকম আব্দার করছেন?"

ল্যাঙ্গ তার পকেট থেকে চোখের নিমেষে সাইলেন্সার লাগানো স্টেচকিন পিস্তলটা বের ক'রে ফেললে ফাদার মাসকোনি অস্ফুট স্বরে কেবল বললো, "মাদার মেরি, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন।"

ল্যাঙ্গ তার কপালের ঠিক মাঝখানে গুলি ক'রে ডেস্কটা পেরিয়ে গেলো।

গ্যাব্রিয়েল আর দোনাতি সিনাগগের সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা দৌড়ে বাইরে পার্ক করা পোপের লিমোজিনের কাছে চলে এলো। গাড়িটার চারপাশে ক্যারাবিনিয়েরিদের অনেকগুলো মোটরসাইকেল রাখা আছে। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক অফিসারের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফাদার বললো, "ভ্যাটিকানে যাওয়াটা এখন জরুরি দরকার। আমাদের একটা মোটরবাইক লাগবে।"

ক্যারাবিনিয়েরি মাথা ঝাঁকালো। "আমি পারবো না, ফাদার দোনাতি। এটা আমাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না। আপনি যদি আমার মোটরবাইক নেন তো আমার চাকরি চলে যেতে পারে।"

গ্যাব্রিয়েল অফিসারের কাঁধে হাত রেখে ইতালিতে বললো "স্বয়ং পোপ আমাদেরকে ওখানে যেতে বলেছেন। এক্ষুণি। আপনি কি হলি ফাদারের সরাসরি একটি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মোটরবাইক থেকে নেমে গেলো ক্যারাবিনিয়েরি অফিসার।

গ্যাব্রিয়েল চালকের আসনে বসতেই ফাদার দোনাতি বসে গেলো তার পেছনে।

"আপনি কি এ জিনিস চালাতে পারেন?"

"আমাকে শক্ত ক'রে ধরে রাখুন।"

গ্যাব্রিয়েল দেরি না করে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চললো ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। ভ্যাটিকানের উত্তর দিকে আসতেই শুনতে পেলো পেছনে বসা ফাদার দোনাতি তার কানের কাছে মুখ এনে প্রার্থনা করছে।

মার্কো ব্রিন্দিসি সারি সারি টিভি সেটের সামনে দাঁড়ালো। তার দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো, হাতের তালু খোলা। মনে হচ্ছে তার মুখে রক্ত এসে জমাট বেঁধে গেছে।

"এই ধর্মবিরোধী বক্তব্য থামানোর মতো কি কেউ নেই?" কার্ডিনাল চিৎকার ক'রে বললো। "আরে কার্লো! তাকে খতম করো! তোমার ঐ লোক কোথায়?"

"এই তো আমি," শান্ত কণ্ঠে বললো এরিক ল্যাঙ্গ।

কার্ডিনাল ব্রিন্দিসি ঘুরতেই দেখতে পেলো যাজকের পোশাক পরে এক লোক সবার অলক্ষ্যে তার ঘরে প্রবেশ করেছে।

"তুমি কে?"

ল্যাঙ্গের হাতটা উপরে উঠে এলো, স্টেচকিনটা ধরা সেই হাতে।

"আপনি কি আপনার শেষ কনফেসনটা করতে চান, এমিনেন্স?"

চোখ কুচকে তাকালো কার্ডিনাল। "নরকের আগুন তোমার আত্মা গ্রাস করুক।"

দু'চোখ বন্ধ ক'রে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তত হলো ব্রিন্দিসি।

ল্যাঙ্গ পর পর তিনটি গুলি চালালো। স্টেচকিন থেকে গুলি বের হলেও কোনো শব্দ হলো না। তিনটি গুলিই কার্ডিনালের বুকে করা হয়েছে। তার হৃদপিণ্ডের উপর তিনটি বিন্দুর এক ত্রিভুজ তৈরি করেছে সেগুলো।

কার্ডিনাল চিৎ হয়ে পড়ে গেলে সামনে এগিয়ে এসে প্রাণহীন চোখ দুটোর দিকে তাকালো ল্যাঙ্গ। পিস্তলের নলটা কার্ডিনালের কপালে ঠেকিয়ে শেষ গুলিটা চালালো সে।

তারপর ঘুরে বেশ শান্তভাবেই হেটে চলে গেলো ঘর থেকে।

অধ্যায় ৩৪

ভ্যাটিকান সিটি

সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের প্রবেশপথে পৌঁছাতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগলো গ্যাব্রিয়েলের। মোটরবাইকটা লোহার ব্যারিকেডের সামনে আসতেই এক ক্যারাবিনিয়েরি তাদের দিকে অস্ত্র তাক্ করলে ফাদার দোনাতি ভ্যাটিকানের ব্যাজটা হাতে নিয়ে তাকে দেখালো। "তোমার অস্ত্র নামাও, গর্দভ! আমি লুইগি দোনাতি, পোপের প্রাইভেট সেক্রেটারি। একটা ইমার্জেন্সিতে আছি আমরা। ব্যারিকেডটা সরাও!"

"কিন্তু—"

"এক্ষুণি সরাও!"

ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে জনাকীর্ণ স্কয়ারের ভেতর ঢুকে পড়লো মোটরবাইকটা। পর্যটক আর লোকজনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। লোকজন চমকে উঠে লাফিয়ে সরে গেলো পথের সামনে থেকে। প্রায় আধ ডজন ভাষায় বিশ্রী সব গালিগালাজও খেতে হলো দু'জনকে।

ব্রোঞ্জ দরজার সামনে আসতেই এক সুইসগার্ড তার বেরেটা তাক্ করলো তাদের দিকে, কিন্তু বাইকের পেছনে বসা ফাদার দোনাতিকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেললো সেটা।

"আমরা জানতে পেরেছি এখানে একজন অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে," বললো দোনাতি।

সুইসগার্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এইমাত্র আমার কাছে খবর এসেছে প্রাসাদের ভেতর নাকি গুলি হয়েছে।"

ফাদার হবার আগে দোনাতি একজন ফুটবলার ছিলো নয়তো ছিলো ভালো অ্যাথলেট। চোখের পলকে বাইক থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে এমনভাবে উঠতে শুরু করলো যে মনে হলো এক সঙ্গে বুঝি তিনচারটি ধাপ পেরোচ্ছে সে। হলওয়ে'তে আসা মাত্র তার দৌড় দেখে যে কেউ ভাববে লোকটা নির্ঘাত একজন স্প্রিন্টার, যেনো ফিনিশিং লাইন টাচ করতে যাচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল কেবল তার পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলো, ফাদারকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখতে গিয়েই তার নাকাল অবস্থা।

তৃতীয় তলায় কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাতে দু'মিনিটের বেশি লাগলো না। বেশ কয়েকজন সুইসগার্ড ইতিমধ্যেই সেখানে জড়ো হয়েছে, আরো

আছে তিনজন যাজক। রিসেপশন রুমের ডেস্কের উপর ফাদার মাসকোনির নিথর দেহটা পড়ে আছে চাক চাক রক্তের মাঝখানে।

"হায় ঈশ্বর! ঘটনা তো অনেক দূর গড়িয়েছে," বিড়বিড় ক'রে বললো ফাদার দোনাতি, তারপর উপুড় হয়ে মৃত যাজকের খোলা দু'চোখ বন্ধ ক'রে ক্রুশ আঁকলো সে।

স্টাডিরুমে ঢুকে গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো একটা মৃতদেহের উপর এক নান ঝুঁকে আছে : কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির মৃতদেহ। তার পেছন পেছন ফাদার দোনাতি ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখেই ভড়কে গেলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার মুখ। তন্দ্রাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে অবশেষে নানের পাশে এসে পড়ে গেলো সে।

কলোনেডের শেষপ্রান্ত থেকে ক্যাটরিন বুসার্দ সবই দেখতে পেয়েছে মোটরবাইকে ক'রে দু'জন লোকের আগমন, ক্যারাবিনিয়েরিদের সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়া এবং বাইকের পেছনে বসা যাজক নিজেকে পোপের প্রাইভেট সেক্রেটারির পরিচয় দেয়া। তারা পাগলের মতো প্রাসাদের ভেতর ছুটে গেছে। এটা পরিস্কার, এই দু'জন জেনে গেছে প্রাসাদের ভেতর কিছু একটা হয়েছে। ইঞ্জিন চালু করে ব্রোঞ্জ দরজার দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো ক্যাটরিন।

সবার অলক্ষ্যে ভ্যাটিকান থেকে সটকে পড়া ল্যাঙ্গের প্রত্যাশা তিরোহিত হয়ে গেছে। প্রচুর সংখ্যক সুইসগার্ড আর ভ্যাটিকান পুলিশ অবস্থান নিয়েছে প্রাসাদের প্রবেশমুখে। সব দেখে মনে হচ্ছে ব্রোঞ্জ দরজাটাও সিল ক'রে দেয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এটা নিশ্চিত কেউ তার সতর্কবাণী আমলে না নিয়ে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছে। ল্যাঙ্গকে এখন পালানোর জন্যে অন্য একটা পথ বেছে নিতে হবে। খুব দ্রুত নিজের বেশভুষা বদলে নিতে শুরু করলো সে। চশমাটা খুলে পকেটে রেখে ব্রোঞ্জ দরজার দিকে শান্তভাবেই হেটে গেলো।

এক সুইসগার্ড তার বুকে হাত রেখে তাকে থামিয়ে বললো, "কিছুক্ষণের জন্যে কেউই এখান থেকে বের হতে এবং ঢুকতে পারবে না।"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাকে আঁটকে রাখতে পারবে না," শান্তকণ্ঠে বললো ল্যাঙ্গ। "আমাকে এক্ষুণিই প্রেসের অ্যাপয়েন্টের জন্যে বাইরে যেতে হবে।"

"আমাদের যা আদেশ দেয়া হয়েছে তার বাইরে কিছু করতে পারবো না, মনসিনর। ভেতরে গোলাগুলি হয়েছে। এখান থেকে কেউ বাইরে যেতে পারবে না, ঢুকতেও পারবে না।"

"ভ্যাটিকানের ভেতরে গুলি হয়েছে? হায় ঈশ্বর!"

ল্যাঙ্গ তার বুকে ক্রুশ আঁকার ভান ক'রে এক ফাঁকে পকেট থেকে স্টেচকিন পিস্তলটা বের ক'রে নিলো। সুইসগার্ড তার নিজের অস্ত্রটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেও বড্ড দেরি ক'রে ফেললো রেনেসাঁ কস্টিউমের অদ্ভুত ডিজাইনের কারণে। মুহূর্তে তার বুকে পর পর দুটি গুলি ক'রে বসলো ল্যাঙ্গ।

ব্রোঞ্জ দরজার দিকে পা বাড়াতেই হলের দিক থেকে একটা চিৎকার শোনা গেলো। হাতে বেরেটা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো এক সুইসগার্ড। দ্বিধাগ্রস্ত সে। ল্যাঙ্গের চারপাশে যাজক আর ভ্যাটিকানের আমলার দল চিৎকার করছে। যে লোক দিনে আট ঘণ্টা ব্রোঞ্জ দরজার হাতল ধরে পাহারা দেয় তার পক্ষে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একজনকে গুলি করাটা অসম্ভব। নিরীহ লোকজন হতাহত হতে পারে সেই ভাবনায় হতবিহ্বল সে। ল্যাঙ্গের অবশ্য সেরকম কোনো দুর্ভাবনা নেই। স্টেচকিনটা তুলেই গুলি চালিয়ে বসলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সুইসগার্ড।

ল্যাঙ্গ ব্রোঞ্জ দরজার দিকে দৌড় দিতেই এক ক্যারাবিনিয়েরি তার পেছন থেকে অস্ত্র তাক্ করে হেটে এলো, ইতালিয় ভাষায় বললো হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিতে। ঘুরেই গুলি চালালো ল্যাঙ্গ। সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের পাথরের মেঝেতে পড়ে গেলো সেই ক্যারাবিনিয়েরি অফিসার।

কিন্তু এরপর সে যা দেখতে পেলো সেটা দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়াবহ আধ ডজন ক্যারাবিনিয়েরি অটোমেটিক অস্ত্র হাতে স্কয়ার থেকে সোজা তার দিকে ছুটে আসছে। গুলি করে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। *আরে, ক্যাটরিন, তুমি কোথায়?*

তার থেকে কয়েক ফিট দূরে এক তরুণী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে আমেরিকান। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। এতোটাই ভড়কে গেছে যে নড়তেও পারছে না। এক ঝটকায় মেয়েটার কাছে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে টানতে টানতে তাকে নিয়ে স্কয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো ল্যাঙ্গ।

কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির জানালা দিয়ে নীচের স্কয়ার থেকে হৈহল্লার শব্দ শুনতে পেলো গ্যাব্রিয়েল। জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলো পুরো স্কয়ারে হট্টগোল বেঁধে গেছে ক্যারাবিনিয়েরিরা অস্ত্র হাতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকের দল নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় প্রাণপণে যে যেদিকে পারে ছুটছে। কেউ কেউ আশ্রয় নিচ্ছে বড় বড় পিলারের আড়ালে। কিন্তু স্কয়ারের মাঝখানে যাজকের পোশাকে এক লোককে দেখা যাচ্ছে, এক তরুণীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে সে।

ক্যাটরিন বুসার্দও তাকে দেখতে পেলো, অবশ্য একেবারে ভিন্ন একটি

অবস্থান থেকে বার্নিনিস কলোনেড নামে পরিচিত সারি সারি পিলারের একটি অংশের শেষ মাথায় আছে সে। যে দু'জন ক্যারাবিনিয়েরি মোরটসাইকেল আরোহী দু'জন লোককে ব্যারিকেড দিয়ে কিছুক্ষণ আগে থামিয়ে ছিলো তারা স্কয়ারে হট্টগোল শুরু হতেই নিজেদের অবস্থান থেকে দৌড়ে প্রাসাদের দিকে ছুটে গেছে। বাইকটার ইঞ্জিন চালুই আছে ফলে এক নিমেষে সামনের দিকে এগিয়ে ব্যারিকেডের ফাঁক গলে স্কয়ারের দিকে ছুটে চললো সে।

ল্যাঙ্গ যখন দেখলো ক্যাটরিন তার কাছে চলে এসেছে তখন আমেরিকান তরুণীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে দ্রুত ক্যাটরিনের সামনে উঠে বসলো। ক্যাটরিনও বাইক থামাতেই সরে গিয়ে জায়গা ক'রে দিয়েছিলো তার জন্যে, ফলে পুরো ব্যাপারটিই ঘটে গেলো চোখের নিমেষে। বাইকটা হাতে নিয়েই দক্ষতার সাথে ঘুরিয়ে সেন্ট পিটার্সের দিকে ছুটতে শুরু করলো ল্যাঙ্গ। ব্যারিকেডের দিকে একজন ক্যারাবিনিয়েরি দৌড়ে বাইকটা পৌছানোর আগেই ব্যারিকেড ফেলে পথ বন্ধ করার চেষ্টা করলো। এক হাতেই তার দিকে লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালো ল্যাঙ্গ ম্যাগাজিনের শেষ দু'রাউন্ড গুলি খরচ ক'রে ফেললো তার উপর। হুমরি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো ক্যারাবিনিয়েরি।

ব্যারিকেডের খোলা অংশটা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিতেই মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো ল্যাঙ্গ আর ক্যাটরিন।

হট্টগোলে পূর্ণ সেন্ট পিটার্স স্কয়ার। যে বা যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে তাদের পিছু ধাওয়া না করে পুলিশ প্রথমে নজর দিলো পুরো এলাকাটি নিরাপদ ক'রে তোলার কাজে। গ্যাব্রিয়েল জানে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার খুনির পক্ষে রোমের গোলকধাঁধার মতো অলিগলি দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়াটা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। এ রকম কাজ তো একবার সে নিজেই করেছে। মুহূর্তেই বেনজামিনসহ আরো অনেককে খুন করা লেপার্ড নামের খুনি চিরদিনের মতো চলে যাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

সিনাগগ থেকে যে মোটরবাইকে ক'রে ফাদার দোনাতি আর গ্যাব্রিয়েল এখানে এসেছিলো সেটা প্রাসাদের নীচে ব্রোঞ্জ দরজা থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরেই রাখা আছে। চাবিটা এখনও তার পকেটে। বাইকে উঠেই যতো দ্রুত সম্ভব স্কয়ার থেকে বের হয়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল।

বাইরে এসে খুনির মোটরবাইকের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার অবস্থায় পড়ে গেলো সে হয় সোজা শহরের দিকে চলে যাবে নয়তো বাম দিকে মোড় নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণে জানিকুলাম পার্কের দিকে।

সিদ্ধান্ত নেবার আগেই গলায় ক্যামেরা ঝোলানো এক পর্যটক তার কাছে এগিয়ে এসে চিৎকার ক'রে ফরাসি ভাষায় বললো "আপনি কি অস্ত্র হাতে সেই যাজককে খুঁজছেন?"

ভ্যাটিকান অফিস বিল্ডিং আর সুভেনির বিক্রির দোকানগুলোর দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেই বর্জো সান্তো স্পিরিতো'র দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে মোড় নিয়ে নিলো গ্যাব্রিয়েল। এখান দিয়ে যাবার যুক্তি আছে। খুনি যদি এই পথ ধরে পালাতে চায় তবে বিশাল পার্কের ভেতর দিয়ে খুব সহজেই উধাও হয়ে যেতে পারবে। সেখান থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের ভেতরেই ত্রাস্তিভিয়ার আঁকাবাঁকা অলিগলিতে ঢুকে পড়তে পারবে সে। ওখান থেকে নদী পার হয়ে অ্যাভেন্তাইন হিলের আবাসিক এলাকায় চলে যেতে পারবে অনায়াসেই।

একশ' মিটার যাবার পর ডান দিকে মোড় নিয়ে পালাজ্জো নামের বিশাল চত্বরে এসে পড়লো গ্যাব্রিয়েল, সেখান থেকে নদীর তীরে ব্যস্ত একটি পিয়াজ্জার সামনে আসতেই প্রথম বারের মতো খুনিকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পেয়ে গেলো সে। কালো আলখেল্লা পরা এক মোটরসাইকেল আরোহী, পেছনে একটি মেয়ে বসা। বাইকটা পার্কের ভেতর ঢুকে পড়ছে, সেটার পেছনে ছুটে চললো গ্যাব্রিয়েল।

পার্কের ভেতরে পথের দু'পাশে বিরাট বিরাট পাইন গাছের সারি। পথটাও অনেক চওড়া। এই পথটি চলে গেছে উপরের দিকে পাহাড়ের কোলে। ফলে মোটরবাইকে ক'রে যাবার সময় গ্যাব্রিয়েলের মনে হলো সে শহরের উপরে উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পিয়াজ্জালি গ্যারিবলদির কাছে আসতেই দেখতে পেলো যানবাহনের ভীড়ে খুনির মোটরবাইকটি বিপজ্জনকভাবে এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের পক্ষে ওভাবে মোটরসাইকেল চালানো সম্ভব হলো না, ফলে কিছুক্ষণের জন্যে ধাওয়া করা বাইকটি চলে গেলো তার দৃষ্টিসীমার বাইরে। অবশ্য অনেকটা পথ সামনে যেতে আবারো সেটা দেখতে পেলো। ত্রাস্তিভিয়েরার দিকে চলে যাওয়া একটি সরু পথে ঢুকে পড়েছে সেটা। যানবাহন আর মানুষজন এড়িয়ে যতোটা সম্ভব দ্রুত ছুটে চললো সে।

গ্যাব্রিয়েল যে মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছে সেটা ক্যারাবিনিয়েরিদের, খুনির মোটরবাইকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, তাছাড়া তার পেছনে বাড়তি কোনো আরোহীও নেই ফলে খুব দ্রুতই খুনির সাথে নিজের দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারলো সে। মাত্র ত্রিশ মিটার পেছনে এখন।

গ্যাব্রিয়েল কোটের পকেট থেকে বাম হাতে বের ক'রে আনলো তার বেরেটা পিস্তল। ডান হাতে শক্ত ক'রে ধরে স্পিড আরো বাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটে চললো সে। সামনের বাইকের পেছনে বসা মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখতে

পেয়েই একটা অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে গুলি চালালো।

মোটরসাইকেলের শব্দের কারণে গুলিগুলোর আওয়াজ শুনতে পায় নি গ্যাব্রিয়েল, তবে একটা গুলি এসে তার বাইকের হেডলাইটে লাগলে কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসলো। লেপার্ড আরো দূরে চলে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বাইকটা নিয়ন্ত্রণে এনে যতোদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করলো সামনের বাইকটার নাগাল পাবার জন্যে।

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে পেছনের বাইকের আরোহীকে দেখে নিলো ল্যাঙ্গ। কালো চুল, হালকাপাতলা গড়ন, গায়ের রঙ অলিভ, চোখেমুখে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ একটা ভাব। গ্যাব্রিয়েল আলোন? সোর্ড ছদ্মনামের সেই এজেন্ট যে কিনা শান্তপদক্ষেপে তিউনিসের ভিলায় ঢুকে এ বিশ্বের সবচাইতে সুরক্ষিত ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো? কাসাগ্রান্দি তো বলেছিলো এই লোক তার কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে না, তাই না? একদিন এর মাশুল তাকে দিতে হবে, মনে মনে ভাবলো ল্যাঙ্গ।

এখন শুধু একটা কাজের কথাই ভাবতে হবে তাকে পালানোর জন্যে একটা এভিনু খুঁজে বের করতে হবে সবার আগে। নদীর ওপারে অ্যাভেন্তাইন হিলে একটা গাড়ি তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেখানে যেতে হলে ত্রাস্তিভিয়েরির গোলক-ধাঁধাতুল্য অলিগলি দিয়েই যেতে হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ওই গোলক-ধাঁধায় ঢুকে পড়লে ইসরায়েলিটাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হবে সে—অবশ্য ততোক্ষণ পর্যন্ত যদি তারা বেঁচে থাকতে পারে।

নিজের দেশ, নিজ শহর গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের কথা ভাবলো, ইগার পর্বতের পাদদেশে স্কি করা, বিছানায় নিত্যনতুন মেয়েমানুষ নিয়ে আসা ইত্যাদি। এরপর বিপরীত দৃশ্যটাও তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে বাকি জীবনটা ইতালির জেলে পচে মরা, স্বাদহীন বাসি খাবার আর একেবারেই নারী সংসর্গ বিবর্জিত একটি জীবন। এটার চেয়ে অবশ্য মৃত্যুই তার কাছে অনেক বেশি শ্রেয় ব'লে মনে হচ্ছে।

একেবারে পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করলো ল্যাঙ্গ। বিপজ্জনকভাবেই দ্রুতগতিতে। অবশ্য ত্রাস্তিভিয়েরির নির্জন মহা সড়কটি তাকে এমন গতিতে ছোটার স্বাধীনতা দিয়েছে। রিয়ারভিউ মিররে চেয়ে দেখলো পেছনে থাকা ইসরায়েলিটা ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে আনছে, গুলি করার জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছে লোকটা। আরো বেশি গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলো ল্যাঙ্গ কিন্তু পারলো না। ক্যাটরিনের ওজনের কারণেই তার বাইক আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

এরপরই গুলির শব্দ শুনতে পেলো সে, মনে হলো তার কানের পাশ দিয়েই ছুটে গেছে। চিৎকার ক'রে উঠলো ক্যাটরিন। তার কোমর জড়িয়ে রাখা

মেয়েটার হাত আলগা হয়ে এলো একটু। "শক্ত করে ধরো!" ল্যাঙ্গ কথাটা বললেও তার কণ্ঠে দৃঢ় ভাবটা আর নেই।

পার্ক ছেড়ে ত্রাস্তিভিয়েরির আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়লো সে। সারি সারি বাড়ির মাঝখানে থাকা একটা গলি ধরে এগোতে লাগলো এবার। দু'পাশেই গাড়ি পার্ক ক'রে রাখা আছে। গলিটা খুবই সরু। গলির শেষ মাথায় একটা রোমান চার্চ দেখতে পাচ্ছে ল্যাঙ্গ। রাইফেলের মতো মাথাটা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকেই ছুটলো সে।

ক্যাটরিনের হাতটা আরো আলগা হয়ে গেলে ল্যাঙ্গ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। চকের মতো একেবারে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখটা। রিয়ারভিউ মিররে তাকালো সে। খুব বেশি হলে ইসরায়েলিটা তার থেকে মাত্র ত্রিশ মিটার পেছনে আছে। ক্রমশ কমে আসছে সেই দূরত্ব।

বিড়বিড় ক'রে বললো ল্যাঙ্গ, "আমাকে ক্ষমা করে দিও, ক্যাটরিন।"

এক হাতে মেয়েটার হাত ধরে সজোরে মোচড় দিলো সে। হাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেলো। চিৎকার ক'রে পেছন থেকে তার গলা ধরার চেষ্টা করলো ক্যাটরিন, কিন্তু এক হাতে সেটা ধরা অসম্ভব।

শক্ত পাথরের রাস্তায় ক্যাটরিনের শরীরটা আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো ল্যাঙ্গ, তবে পেছনে ফিরে তাকালো না।

আচমকা তার সামনে মেয়েটার দেহ হুমরি খেয়ে পড়লে গ্যাব্রিয়েল সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষলো কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ব্রেক করলেও এতো দ্রুত গতির বাইকটা থামবে না। বাম দিকে কাত হয়ে বাইকটা রাস্তায় ফেলে দিতেই গ্যাব্রিয়েলের শরীরটা রাস্তার শক্ত পাথরের উপর ছিটকে পড়লো। গ্যাব্রিয়েল দেখতে পেলো তার বাইকটা পল্টি খেয়ে আরো সামনের দিকে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তায় পড়ে থাকা মহিলার দেহের পাশে এসে হুমরি খেয়ে পড়লো গ্যাব্রিয়েল। খুব সুন্দর এক জোড়া নিষ্প্রাণ চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। একটু উঠে বসে লেপার্ডকে চার্চের দিকে উধাও হয়ে যেতে দেখলো সে।

তারপরই সব অন্ধকার।

সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের হৈ হট্টগোলের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করলো না এক বৃদ্ধ পুরনো পাথরের পথ ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। এক মৃত্যুপথযাত্রী সুইস গার্ডের দিকে তাকালো সে, বর্ণিল পোশাকে রক্তের দাগ লেগে আছে। এক তরুণ ক্যারাবিনিয়েরির লাশের সামনে একটু সময়ের জন্যে থামলো লোকটা। এক আমেরিকান তরুণীকে দেখতে পেলো তার মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে

কাঁদছে। কিছুক্ষণ পর কার্ডিনাল হত্যার খবর জানাজানি হবার পর এই আতঙ্ক আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে। সেন্ট পিটার্স স্কয়ার রক্তে রঞ্জিত। একটা দুঃস্বপ্ন। ১৯৮১ সালে যখন পোপকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিলো সেদিনের চেয়েও আজ অবস্থা আরো বেশি খারাপ। এটা আমারই সৃষ্টি, ভাবলো কাসাগ্রান্দি। এর সব দায়দায়িত্ব আমার।

কলোনেডের মধ্য দিয়ে সেন্ট অ্যান গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সামনের দিনগুলোর কথা ভাবলো সে। এই ষড়যন্ত্রটি নির্ঘাত উন্মোচিত হবে। মুখোশ খুলে যাবে ক্রুক্স ভিরার। কাসাগ্রান্দি কি ক'রে সবাইকে বোঝাবে সে আসলে পোপের জীবন রক্ষা করেছে? তারচেয়েও বড় কথা কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকে হত্যার করার মধ্য দিয়ে সে তো চার্চকেও রক্ষা করেছে? সেন্ট পিটার্সের রক্তপাতটি ছিলো অনিবার্য, মনে মনে ভাবলো। এ রক্তপাত শুদ্ধ করার জন্যে। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। লজ্জায়, অপমানে সে মরে যাবে। চিহ্নিত হবে একজন খুনি হিসেবে।

সেন্ট অ্যান চার্চের বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। এক সুইসগার্ড প্রহরা দিচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে তাকে ডিউটি দিতে ডেকে আনা হয়েছে। জিন্স আর সোয়েটার পরে আছে সে। কাসাগ্রান্দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে মনে হলো খুব অবাক হয়েছে গার্ড।

"ভেতরে কি কেউ আছে?" জানতে চাইলো কাসাগ্রান্দি।

"না, জেনারেল। গোলাগুলি শুরু হতেই আমরা চার্চটা খালি ক'রে দিয়েছি। দরজায় তালা লাগানো আছে।"

"তালা খুলে দাও। আমি প্রার্থনা করবো।"

চার্চের ভেতরটা অন্ধকার। দরজার সামনে সুইসগার্ড দাঁড়িয়ে রইলো, কৌতুহলী চোখে চেয়ে দেখছে ভেতরে ঢুকে বেদীর সামনে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো জেনারেল কাসাগ্রান্দি। কিছুক্ষণ কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনা করলো সে, তারপর হাত ঢোকালো কোটের পকেটে।

চিৎকার করতে করতে সুইসগার্ড ছুটে এলো বেদীর দিকে। "না, জেনারেল, থামুন!" কিন্তু কাসাগ্রান্দিকে দেখে মনে হলো না তার কথা সে শুনতে পাচ্ছে। মুখের ভেতর পিস্তলের নল ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে দিলো। ফাঁকা চার্চের ভেতর গুলির আওয়াজটা প্রতিধ্বণিত হলো ভয়ঙ্করভাবে। কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে তার শরীরটা স্থির রইলো, ফলে সুইসগার্ড মনে করলো জেনারেল বোধহয় গুলিটা মিস্ করেছে। কিন্তু তারপরই শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে বেদীতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। ইতালির ত্রাণকর্তা কার্লো কাসাগ্রান্দি আর নেই।

অধ্যায় ৩৫

রোম

জেমিলি ক্লিনিকের বারো তলার উপরে যে কিছু ঘর আছে সেটা খুব কম লোকেই জানে। একেবারে সাদামাটা কয়েকটা ঘর, আর এই ঘরগুলো একজন যাজকের। একটাতে হাসপাতালের বিছানা রয়েছে। আরেকটাতে আছে সোফা আর চেয়ার। তৃতীয়টি ব্যক্তিগত চ্যাপেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাইরের হলওয়ের প্রবেশপথের সামনে গার্ডদের ডেস্ক রয়েছে। কেউ না কেউ সার্বক্ষণিক থাকেই, এমনকি ঘরগুলো ফাঁকা থাকলেও।

ভ্যাটিকানে খুনাখুনির পর দিন থেকেই এখানে একজন নামহীন রোগী এসেছে। তার আঘাতটা খুবই মারাত্মক মাথার খুলির এক জায়গায় ফাটল, পাঁজরের চারটা হাঁড় ভাঙা আর শরীরের বিভিন্ন স্থানে চামড়া ছিলে গেছে মারাত্মকভাবে। জরুরি একটা অপারেশনের পর তার জীবনটা রক্ষা পেলেও এখনও গভীর কোমায় আছে। পিঠে মারাত্মক আঘাতের কারণে উপুড় ক'রে রাখা হয়েছে তাকে। মাথাটা জানালার দিকে ফেরানো, মুখে লাগানো অক্সিজেন মাস্ক। চোখের পাপড়ি ফুলে আছে আঘাতের কারণে, ফলে দু'চোখই বন্ধ ক'রে রাখতে হয়েছে।

এই লোকটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ তার অনেকগুলো নজীর দেখা যাচ্ছে। পোপের প্রাইভেট সেক্রেটারি লুইগি দোনাতি দিনে অনেকবার ফোন ক'রে তার খোঁজখবর রাখছে। দরজার বাইরে দু'জন দেহরক্ষী নিয়োজিত আছে সার্বক্ষণিকভাবে। তবে এসবের চেয়েও বড় কারণটা হলো এই জেমেলি ক্লিনিকের বারো তলাটি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সুপৃম পন্টিফ অর্থাৎ পোপের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়।

প্রথম চার দিনে মাত্র দু'জন ভিজিটর এসেছে লম্বা, কালো কোকড়ানো চুলের আকর্ষণীয় এক তরুণী আর পাথরে খোদাই করা মুখের মতো নির্লিপ্ত এক বৃদ্ধ। মেয়েটা ইতালিয় ভাষায় কথা বললেও বৃদ্ধ ভাষাটা জানে না। এখানে যারা নার্সের দায়িত্বে আছে তারা ভুলবশত মনে করছে বৃদ্ধ লোকটি রোগীর বাবা। এই দুই ভিজিটর সিটিং রুমে আস্তানা গেঁড়েছে। তারা আর এই ভবন ত্যাগ করে নি।

বৃদ্ধলোকটি রোগীর ডান হাত নিয়ে বেশি চিন্তিত ব'লে মনে হচ্ছে অথচ তার এই হাতের তুলনায় শরীরের অন্যান্য স্থানের আঘাত আরো বেশি মারাত্মক, এই

ব্যাপারটা নার্সদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে। একজন রেডিওলজিস্ট এসে এক্স-রে ক'রে গেছে। অর্থোপেডিক ডাক্তার এসে জানিয়েছে রোগীর ডান হাতের আঙুলগুলোতে মারাত্মক চোট লেগেছে। তবে হাতটা ভালোই আছে। সম্ভবত রোগী তার ডান হাতের কয়েকটা আঙুল আর কখনও নড়াতে পারবে না।

পঞ্চম দিন রোগীর বিছানার পাশে একটা নক্সা করা আসন এনে বসানো হলো। মহামান্য পোপ এলেন সন্ধ্যার দিকে, সঙ্গে ফাদার দোনাতি এবং একজন সুইসগার্ড। অচেতন রোগীর পাশে তিনি এক ঘণ্টার মতো বসে দু'চোখ বন্ধ ক'রে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষে রোগীর কপালে আল্‌তো ক'রে হাত বোলালেন তিনি।

উঠে দাঁড়াতেই পোপ দেখতে পেলেন বিছানার মাথার উপর বিশাল কাঠের একটি ক্রুশ। কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের বুকে ক্রুশ এঁকে ফাদার দোনাতির দিকে ঝুঁকে কানে কানে কিছু বললেন। কথাটা শেষ হতেই দেয়াল থেকে সেই ক্রুশটা সরিয়ে ফেললো ফাদার।

পোপের ভিজিট করার চব্বিশ ঘণ্টা পর রোগির ডান হাতের আঙুল নড়তে শুরু করলো। যেনো কোনো কিছুতে আচঁড় দিচ্ছে।

এই উন্নতি দেখে তর্ক শুরু হয়ে গেলো ডাক্তারদের মধ্যে। কেউ মতামত দিলো এটা স্বাভাবিকভাবেই নড়ছে, আবার কেউ জানালো মারাত্মক আঘাতের পর এরকমটি হয়ে থাকে। এক ধরণের প্রতিক্রিয়া। কালো চুলের লম্বা মেয়েটি তাদেরকে বললো, "এসব কিছুই না। সে আসলে পেইন্টিং করছে। খুব জলদিই তার জ্ঞান ফিরে আসবে।"

পর দিন অর্থাৎ এখানে আসার এক সপ্তাহ পর নামহীন রোগীর জ্ঞান ফিরলো কিছুক্ষণের জন্যে। আস্তে ক'রে চোখ খুলে সূর্যের আলোর দিকে পিট পিট ক'রে তাকিয়ে পাশে বসে থাকা বৃদ্ধলোকের দিকে তাকালো যেনো তাকে চিনতেই পারছে না।

"আমি।"

"কে?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম।"

"আমার সারা শরীরে চোট লেগেছে।"

"তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

জানালার দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। "ইয়ারুসালায়েম?"

"রোম।"

"রোমের কোথায়?"

সে এখন কোথায় আছে বৃদ্ধ সেটা জানাতেই অক্সিজেন মাস্কের আড়ালে রোগীর ঠোঁটে স্মিত হাসি দেখা গেলো।

"চিয়ারা...কোথায়?"

"এই তো এখানেই আছে। এখান থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সে যায় নি।"

"আমি কি ওকে...ধরতে পেরেছিলাম?"

কিন্তু শ্যামরোন কিছু বলার আগেই গ্যাব্রিয়েলের দু'চোখ বন্ধ হয়ে কোমায় চলে গেলো আবার।

অধ্যায় ৩৬

ভেনিস

ভেনিসে ফিরে যাবার জন্যে আরো মাসখানেক সময় লাগলো গ্যাব্রিয়েলের। ক্যানারেজ্জিও খালের পাশে একটা চার তলা বাড়িতে উঠলো তারা, বাড়ির সামনে নৌকা ভেড়ানোর জন্যে একটা ঘাট আছে। প্রবেশপথের সামনে দু'দিকে দুটো সিরামিকের পট রাখা, চমৎকার কিছু ফুল আছে তাতে। ভেতরের প্রাঙ্গনে রোসমেরির গন্ধ পাওয়া যাবে। এই বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখাশোনা করে তেলআবিবের একটি ইলেক্ট্রনিক প্রতিষ্ঠান যার নাম খুব কম মানুষই জানে।

বেল্লিনির কাজ করার মতো শারীরিক অবস্থা নেই গ্যাব্রিয়েলের। তার দৃষ্টি এখনও ঝাপসা ঝাপসা, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। প্রায় রাতেই প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে। ফ্রান্সেস্কো তিপোলো তার পিঠটা প্রথম যেদিন দেখলো তার কাছে মনে হলো কেউ বুঝি গ্যাব্রিয়েলের পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছে। তিপোলো সান জাক্কারিয়া চার্চের কর্তৃপক্ষের কাছে আরো এক মাস সময় চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলো যাতে ক'রে সিনর দেলভেচ্চিও মোটরসাইকেল দূর্ঘটনা থেকে সেরে উঠে কাজটা সমাপ্ত করতে পারে। জবাবে সুপারিন্টেনডেন্ট বলেছে তিপোলো যেনো নিজেই মাচাঙে উঠে বেল্লিনির বাকি কাজটা শেষ ক'রে ফেলে। পর্যটকেরা সব দলে দলে আসতে শুরু করেছে, ফ্রান্সেস্কো! আমি কি সান জাক্কারিয়া চার্চের সামনে একটা ব্যানার টাঙিয়ে দেবো, এখানে রি-মডেলিং করা হচ্ছে? খুবই বিরল একটি ঘটনা ঘটেছে এরপর, ভ্যাটিকান এগিয়ে এসেছে এই সমস্যায়। ফাদার লুইগি দোনাতি ভেনিসকে কড়া ভাষায় একটি ই-মেইল ক'রে জানিয়েছে, হলি ফাদার চাচ্ছেন সিনর দেলভেচ্চিও যেনো বেল্লিনির মাস্টারপিসের রেস্টোরেশনের বাকি কাজটা শেষ করতে পারে। ব্যস, সুপারিন্টেনডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে উল্টো সুরে গাইতে শুরু করলো। পরদিনই ভেনিসের বাড়িতে এক বাক্স চকোলেট এসে হাজির, সঙ্গে একটা চিরকুট, গ্যাব্রিয়েল যেনো তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে সেই শুভ কামনা জানিয়েছে ভদ্রলোক।

গ্যাব্রিয়েল সেরে ওঠার সময় তারা একেবারে টিপিক্যাল ভেনেসিয়ানদের মতো আচরণ করতে শুরু করলো। এমন সব রেস্তোরাঁয় খেতো যা কোনো পর্যটকের পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, আর প্রতি রাতে সাপার ক'রে ঘেত্তো নুভো'তে মনের আনন্দে হেটে বেড়াতো দু'জনে। কখনও কখনও মারিভের পর চিয়ারার বাবাও তাদের সাথে যোগ দিতেন। তাদের দু'জনের সম্পর্কটা কি সে

ব্যাপারে তিনি জানতে চাইতেন তবে বেশ ভদ্রভাবে। গ্যাব্রিয়েলের উদ্দেশ্যটা কি তাও জানতে চাইতেন তিনি, কিন্তু ব্যাপারটা যখন বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেলো তখন চিয়ারা তার বাবার পিঠে হাত রেখে এক দিন বললো, "বাবা, প্লিজ।" তারপর দু'জন পুরুষকে দুই বাহুতে নিয়ে চুপচাপ কাম্পোতে হেটে বেড়ালো সে।

গ্যাব্রিয়েল কখনই কাসা ইসরায়েলিতিকা দি রিপোসো'র সামনে একটু না থেমে যেত্তো ছেড়ে যেতো না। জানালা দিয়ে দেখতো বৃদ্ধবৃদ্ধারা সান্ধ্যকালীন টিভি সংবাদ দেখছে। তার ভঙ্গীটা সব সময়ই একই রকম থাকতো : ডান হাত গালের উপর রেখে, বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা ধরে রাখতো মাথা কিছুটা এক পাশে কাত করে। চিয়ারার কাছে তখন মনে হোতো মাচাঙে উঠে সে ক্ষতিগ্রস্ত পেইন্টিংয়ের উপর রেস্টোরেশনের কাজ করছে।

সেই বসন্তে গ্যাব্রিয়েল সেরে উঠলো ধীরে ধীরে। তারা দু'জনেই আগ্রহভরে ভ্যাটিকানের পরবর্তী ঘটনাসমূহের উপর নজর রাখলো। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পোপ সপ্তম পল পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে একদল ইতিহাসবিদ আর অভিজ্ঞ লোকের সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভ্যাটিকানের ভূমিকা পূর্ণর্মূল্যায়ন করার জন্যে। সেই সাথে চার্চের অ্যান্টি-সেমিটিজম কার্যকলাপের ইতিহাসও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন তিনি। মোট বারো জন সদস্য নিযুক্ত করা হলো ছয়জন ক্যাথলিক আর ছয়জন ইহুদি। ইতিহাসবিদেরা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ভ্যাটিকান আর্কাইভে সংরক্ষিত ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখতে পারবেন। তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা-বিতর্ক একদম গোপন রাখা হবে। পাঁচ বছর শেষে পোপের কাছ একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার নির্দেশনা দিয়ে। সেই সময় যিনিই পোপ থাকুন না কেন তাকে এই রিপোর্ট প্রদান করতে প্যানেলের সদস্যরা বাধ্য থাকবেন। নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস, জেরুজালেম পৃথিবীর সবর্ত্রই ইহুদি সম্প্রদায় পোপের এই উদ্যোগকে আন্তরিকতার সাথেই স্বাগত জানালো। বলা যেতে পারে তারা রীতিমতো মুগ্ধ।

কমিটি গঠন করার এক মাস পর কমিশন সিক্রেট আর্কাইভের কিছু ডকুমেন্ট দেখার অনুরোধ চেয়ে পাঠালো। এইসব ডকুমেন্টের মধ্যে পোপ দ্বাদশ পায়াসের সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট বিশপ সেবাস্তিয়ানো লনেজির লিখিত মেমোরান্ডামও অর্ন্তভূক্ত। এক সময় মনে করা হোতো ১৯৪২ সালে লেক গার্দার কনভেন্টে গোপন মিটিংয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত মেমোরান্ডামটি বুঝি ধ্বংস ক'রে

ফেলা হয়েছে। অবশ্য কমিশনের সদস্যগণ জনসম্মুখে এ বিষয়ে একদম মুখ খুললো না।

পোপের এই মহতি উদ্যোগ অনেকটা ধামাচাপা পড়ে গেলো ইতালিয়ান পত্রপত্রিকায় ক্রুক্স ভিরার কেলেংকারি খবরের কারণে। *লা রিপাবলিকা* পত্রিকার ভ্যাটিকান করেসপন্ডেন্স বেনেদেত্তো ফো'র ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো এই সিক্রেট ক্যাথলিক সোসাইটির সদস্যগণ রোমান চার্চের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে ইতালিয় সরকার, সে দেশের অর্থনৈতিক দুনিয়া সর্বত্রই অনুপ্রবেশ করেছে। ফো তার এক গোপন সূত্রের বরাত দিয়ে জানালো এই সোসাইটি বর্তমানে ইতালি এবং ইউরোপ ছাড়িয়ে সুদূর যুক্তরাষ্ট্র আর লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ভ্যাটিকানের নিহত সেক্রেটারি অব স্টেট কার্ডিনাল মার্কো ব্রিন্দিসি এই সোসাইটির সর্বোচ্চ নেতা, তার সাথে মাফিয়া ডন এবং পুঁজিপতি রবার্তো পুচ্চি আর সাবেক ভ্যাটিকান সিকিউরিটি অফিসার কার্লো কাসাগ্রান্দিও ছিলো। নিজের উকিলের মাধ্যমে পুচ্চি এসব অভিযোগ অস্বীকার করে একটি বিবৃতি দিলেও পরবর্তীতে ফো'র আর্টিকেল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে চুপসে গেলো সে। পুচ্চির মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক তারল্য সঙ্কটে পড়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেলো। তার প্রিয় ভিল্লা গালাতিনা ছেড়ে ফ্রান্সের কান শহরে আশ্রয় নিলো পুচ্চি।

ভ্যাটিকান জনসম্মুখে একটা ভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করলো অস্ত্রধারী যে লোক ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে সে একজন ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি। তার সাথে কোনো গুপ্তসংগঠন, দেশ কিংবা সন্ত্রাসী সংগঠনের সম্পর্ক নেই। ক্রুক্স ভিরা নামের কোনো সিক্রেট সোসাইটির কথাও তারা অস্বীকার ক'রে বিবৃতি দিলো যে, চার্চের মধ্যে এ ধরণের কোনো সংগঠন থাকাটা একদম নিষিদ্ধ। তারপরও পত্রপত্রিকা এবং যারা ভ্যাটিকানের খবর রাখে তারা সবাই জানে পোপ সপ্তম পল চার্চের আবর্জনা পরিস্কার করার কাজে হাত দিয়েছেন। রোমান কিউরিয়ার এক ডজনেরও বেশি সিনিয়র সদস্য আবারো যাজকের দায়িত্বে ফিরে গেছে নয়তো বিনা প্রতিবাদে চলে গেছে অবসরে। মার্কো ব্রিন্দিসির জায়গায় কাউকে বসানোর আগে সেক্রেটারিয়েট অব স্টেটের প্রচুর সংখ্যক কর্মকর্তা বদলি করা হয়েছে। প্রেস অফিস প্রধান রুডলফ গার্ৎজ ফিরে গেছে ভিয়েনায়।

তেলআবিব থেকেই আরি শ্যামরোন গ্যাব্রিয়েলের সেরে ওঠাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। লেভের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শ্যামরোন কিং সল বুলেভার্দের অভ্যন্তরে টিম লেপার্ড নামের একটি টিম গঠন ক'রে ফেলেছে। এই দলের একমাত্র কাজ হলো লেপার্ড নামের ভাড়াটে সন্ত্রাসীর অবস্থান চিহ্নিত ক'রে

তাকে হত্যা করা কিংবা বেনজামিনসহ অসংখ্য খুনের জন্যে বিচারের সম্মুখীন করানো। নতুন দায়িত্ব নিয়ে শ্যামরোন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তার ঘনিষ্ঠজনেরা খেয়াল করছে ইদানিং তার বেশভূষায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

তার টিমে অর্ন্তভূক্ত সদস্যদের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো তার স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার সাথে সাথে আগের সেই বদমেজাজি স্বভাবটাও ফিরে এসেছে তার মধ্যে।

প্যারিস আর হেলসিংকিতে লেপার্ডকে দেখা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। একটা রিপোর্টে জানা গেছে চেক পুলিশ প্রাগে একটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে লেপার্ডকে সন্দেহ করছে। মস্কোতে এক সিনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসারের খুনের সাথেও তার জড়িত থাকার কথা শোনা যাচ্ছে। বাগদাদের এক এজেন্ট জানিয়েছে, গুজব শোনা যাচ্ছে, লেপার্ড নাকি ইরাকি ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করার একটি চুক্তি করেছে।

ক্লুগুলো খুব প্রলুব্ধকর হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো কোনোটাই কার্যকরী নয়। তারপরও শ্যামরোন তার টিমকে আশাহত না হবার কথা বললো। লেপার্ডকে কিভাবে খুঁজে বের করা যাবে সে ব্যাপারে শ্যামরোনের নিজস্ব একটি তত্ত্ব রয়েছে। নিজের টিমকে সে বললো, টাকাই হলো তার জন্যে সবচেয়ে বড় টোপ। আর এই টোপ ব্যবহার করেই তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে।

মে মাসের এক উষ্ণ বিকেলে কাম্পো দি ঘেত্তো নুভো'তে হাটার সময় একটা ফুটবল গ্যাব্রিয়েলের পায়ের সামনে এসে পড়লে সে চিয়ারার হাতটা ছেড়ে সেই বলটায় সজোরে কিক্ বসাতে উদ্যত হলো। "গ্যাব্রিয়েল!" আৎকে উঠলো চিয়ারা। কিন্তু তার কথা কানেই তুললো না সে। প্রচণ্ড জোরে একটা কিক করলে বলটা গিয়ে পড়লো সিনাগগের দেয়ালে, সেখান থেকে গড়িয়ে চলে গেলো ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেদের কাছে। বারো বছরের এক ছেলে তার দিকে মুচকি হেসে বলটা তুলে নিলো। বাড়ি ফিরে ফ্রান্সেস্কো তিপোলোকে ফোন করে গ্যাব্রিয়েল জানালো কাজে ফিরে যাবার জন্যে সে একদম প্রস্তত।

ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলো সেভাবেই আছে তার প্লাটফর্মটি তার ব্রাশ, প্যালেট, পিগমেন্ট আর মিডিয়াম। চার্চটাও একই রকম আছে। বাকিরা—আদ্রিয়ানা, আন্তোনিও পোলিতি এবং সান জাক্কারিয়া টিমের অন্যসব সদস্যরা—নিজেদের কাজ অনেক আগে শেষ ক'রে চলে গেছে। গ্যাব্রিয়েল ভেতরে কাজ করার সময় চিয়ারা কখনই চার্চ ছেড়ে বাইরে গেলো না। পেছনে ফিরে সে যখন কাজ করতে ব্যস্ত তখন চিয়ারা দরজার দিকে কড়া নজর রাখে।

কেবল একটা দাবিই সে করেছে—চাদরটা সরিয়ে ফেলতে হবে—আর অবাক করার মতো ব্যাপার হলো গ্যাব্রিয়েল রাজিও হয়েছে তার কথায়।

স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আরো বেশি সময় ধরে কাজ করে গেলো। কাজটা যতো দ্রুত সম্ভব শেষ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ সে। দিনে একবার ঢুঁ মেরে যায় তিপোলো, সঙ্গে করে নিয়ে আসে খাবারদাবার, সেই সঙ্গে কাজের অগ্রগতি দেখে যায়। কখনও কখনও চিয়ারার সাথে গল্পগুজব করে। একবার পেইন্টিংটার কঠিন একটা অংশে মেরামতের কাজ করার সময় তিপোলো নিজেই গ্যাব্রিয়েলের সাথে মাচাঙে উঠে পরামর্শ দিয়েছে।

নব উদ্যমে কাজ করছে গ্যাব্রিয়েল। বেল্লিনির কাজ সে এতো সময় নিয়ে গভীরভাবে স্টাডি করেছে যে কখনও কখনও তার মনে হয় স্বয়ং বেল্লিনি তার পেছনে দাঁড়িয়ে মেরামতের কাজটা দেখছেন এবং এরপর কি করতে হবে না হবে বলে দিচ্ছেন তাকে।

ছবির মাঝখান থেকে কাজ করতে শুরু করলো সে—ম্যাডোনা এবং চাইল্ড, সেন্ট এবং দাতারা, জটিল প্রেক্ষাপট। হত্যার ঘটনাটাও সে ঠিক একইভাবে দেখে থাকে। কাজ করতে করতে দুটো প্রশ্ন তার মনে উঁকি দিলে তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হলো। অবচেতন মনে এই প্রশ্ন দুটো উঁকি দিচ্ছে। গার্দার কনভেন্টের সেই গোপন মিটিং সংক্রান্ত ডকুমেন্টটি বেনজামিনকে কে দিয়েছিলো? কেন দিয়েছিলো?

জুনের শেষ দিকে এক বিকেলে চিয়ারা দেখতে পেলো গ্যাব্রিয়েল মাচাঙের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে। মাথাটা একটু কাত করা। অনেকক্ষণ ধরে এভাবে দাঁড়িয়ে রইলো সে। চিয়ারাও দেখতে লাগলো তাকে। গ্যাব্রিয়েলের চোখ বিশাল ক্যানভাসটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাচাঙের পায়া ধরে ঠিক ফ্রান্সেস্কো তিপোলোর মতোই ঝাঁকি দিয়ে চিয়ারা তার মনোযোগ আর্কষণ করলে নীচে চিয়ারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো গ্যাব্রিয়েল।

"এটার কাজ কি শেষ হয়ে গেছে, সিনর দেলভেচ্চিও?"

"প্রায়," আনমনে বললো কথাটা। "উনার সাথে আমাকে আরেকবার কথা বলতে হবে।"

"কি নিয়ে কথা বলবে তুমি?"

কিন্তু গ্যাব্রিয়েল কোনো জবাব দিলো না। হাটু গেঁড়ে নিজের সরঞ্জামগুলো গোছাতে শুরু করলো। মাচাঙ থেকে নেমে চিয়ারার হাত ধরে শেষবারের মতো

চার্চ থেকে বের হয়ে গেলো সে। বাড়ি ফেরার পথে সান মার্কোতে অবস্থিত তিপোলোর অফিসে গিয়ে তাকে বললো হলি ফাদারের সাথে তার একটু দেখা করতে হবে। ক্যানারেজ্জিও'র বাড়ি ফিরেই এন্সারিং মেশিনে একটা জবাব পেয়ে গেলো গ্যাব্রিয়েল।

ব্রোঞ্জ দরজা, আগামীকাল রাত আটটা বাজে। দেরি করবেন না।

অধ্যায় ৩৭

ভ্যাটিকান সিটি

রাত নামতেই সেন্ট পিটার্স স্কয়ার অতিক্রম করলো গ্যাব্রিয়েল। ফাদার দোনাতি তাকে স্বাগত জানালো ব্রোঞ্জ দরজার সামনে। তার সাথে হাত মিলিয়ে বললো শেষ যখন দেখেছিলো তারচেয়ে এখন নাকি তাকে অনেক বেশি ভালো দেখাচ্ছে। "হলি ফাদার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন," ফাদার দোনাতি বললো। "তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় না রাখাই ভালো।"

ভ্যাটিকান গার্ডেনের ইথিওপিয়ান কলেজের কাছে একটা ফুটপাতে পোপ হাটছেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। সাদা আলখেল্লার কারণে তাকে দেখে মনে হচ্ছে জীবন্ত একটি মশাল।

ফাদার দোনাতি গ্যাব্রিয়েলকে পোপের পাশে রেখে ফিরে গেলো প্রাসাদে। গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরে পোপ তাকে সাথে নিয়েই হাটতে লাগলেন। রাতের বাতাস উষ্ণ আর নরম, পাইনে মিষ্টি ঘ্রাণ মিশে আছে তাতে।

"তোমাকে সুস্থ দেখে খুব ভালো লাগছে," বললেন পোপ। "খুব ভালো মতোই সেরে উঠেছো তুমি।"

"শ্যামরোনের বিশ্বাস আপনার প্রার্থনার জন্যেই আমি কোমা থেকে ফিরে এসেছি, আর আপনি যে চার্চের সংস্কার করার কাজে নেমেছেন তার জন্যেই নাকি এই অলৌকিকত্বের আবির্ভাব ঘটেছে আপনার মাধ্যমে।"

"আমি নিশ্চিত নই চার্চের কতোজন আমাকে কমিশনের রিপোর্ট দেবার পর সমর্থন করবে।" গ্যাব্রিয়েলের বাহু ধরে আলতো ক'রে চাপড় মারলেন তিনি। "সান জাক্কারিয়ার রেস্টোরেশন নিয়ে কি তুমি খুশি?"

"হ্যা, হলিনেস। আমার পক্ষ নিয়ে ওদেরকে বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

"আমি তো তেমন কিছু করি নি, একটা অচলাবস্থার সমাধান করার চেষ্টা করেছি মাত্র। রেস্টোরেশনের কাজটা তুমিই শুরু করেছিলে, তোমারই শেষ করা উচিত। তাছাড়া ওই পেইন্টিংটা আমার নিজেরও খুব প্রিয়। মহান রেস্টোরার মারিও দেলভেচ্চিওর হাতের ছোঁয়ার দরকার ছিলো ওটার।"

সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে পোপ তাকে ভ্যাটিকানের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন। "আসো," বললেন তিনি। "আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো।" তারা সোজা চলে গেলো ভ্যাটিকান রেডিওর ট্রান্সমিশন টাওয়ারের দিকে। ছোটো

ছোটো ধাপ ভেঙে উপরের দিকে উঠে গেলো তারা। তাদের সামনে পুরো শহরটা দেখা যাচ্ছে এখন। ধুলোয় মলিন, নোংরা আর জনাকীর্ণ রোম শহর। রাতের এই সময় এখান থেকে দৃশ্যটা ঠিক জেরুজালেম শহরের মতোই, শুধু রাতের নামাজের আহ্বান জানিয়ে মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। এরপর গ্যাব্রিয়েলের চোখ গেলো তাইবার নদীর ওপারে পুরনো ঘেত্তোর মাঝখানে অবস্থিত রোমের প্রাচীন সিনাগগের দিকে, এখন বুঝতে পারলো পোপ কেন তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

"আমার কাছে তুমি একটা প্রশ্ন করতে চাও, তাই না গ্যাব্রিয়েল?"

"ঠিক বলেছেন, হলিনেস।"

"মনে হয় তুমি জানতে চাও তোমার বন্ধু বেনজামিন স্টার্ন কিভাবে গার্দার কনভেন্টের ঐ মিটিঙের ডকুমেন্টটা পেলো।"

"আপনি খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ, হলিনেস।"

"তাই নাকি?"

কিছুক্ষণ নীরব রইলেন পোপ, তার দৃষ্টি সিনাগগের গম্বুজের উপর নিবদ্ধ। শেষে গ্যাব্রিয়েলের দিকে ফিরলেন তিনি। "তুমি কি আমার কনফেসর হবে, গ্যাব্রিয়েল?"

"আপনি যা চাইবেন আমি তাই হবো, হলিনেস।"

"তুমি কি কনফেসনের সিলের ব্যাপারটা জানো? আজ আমি তোমাকে যা বলবো এই জীবনে সেটা আর কখনই কারো কাছে উচ্চারণ করবে না। দ্বিতীয় বারের মতো আমি আমার জীবন তোমার হাতে সোপর্দ করলাম।" অন্য দিকে তাকালেন তিনি। "প্রশ্ন হলো কার হাত সেটা? সেটা কি গ্যাব্রিয়েল আলোনের, নাকি আর্ট রেস্টোরার মারিও দেলভেচ্চিওর?"

"আপনি কোন্‌টা পছন্দ করেন?"

আবারো নদীর ওপারে সিনাগগের দিকে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েলের প্রশ্নের জবাব না দিয়েই পোপ একটা কাহিনী বলে চললেন।

কনক্লেইভের ব্যাপারে গ্যাব্রিয়েলকে বললেন পোপ। সেন্ট মার্থায় সেই রাতটি ছিলো তার জন্যে নিদারুণ কঠিন একটি রাত। ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন পোপের দায়িত্ব যেনো তিনি অন্য কারোর হাতে অর্পণ করেন। গার্দা কনভেন্টের সেই ভয়ঙ্কর গোমড় জানা একজন লোক কিভাবে চার্চকে নেতৃত্ব দেবে? এই গোমড়টা নিয়ে তিনি কী করবেন? কনক্লেইভের চূড়ান্ত দিনের আগের রাতে ফাদার দোনাতিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে জানালেন তিনি যদি পোপ

হতে অস্বীকৃতি জানান তবে কি হবে। তারপরই এ জীবনে প্রথমবারের মতো ১৯৪২ সালে কনভেন্টে কি ঘটেছিলো সেটা ফাদারকে জানালেন।

"ফাদার দোনাতি ভড়কে গেলেন," বললেন পোপ। "সে বিশ্বাস করে হলি স্পিরিট আমাকে পোপ হিসেবে বেছে নেবার অবশ্যই একটা কার আছে, আর সেই কারণটা হলো গার্দার কনভেন্টের সিক্রেটটা কনফেস ক'রে চার্চকে পরিশুদ্ধ করা। কিন্তু ফাদার দোনাতি খুবই বুদ্ধিমান এবং দক্ষ একজন কৌশলী। সে জানে এভাবে এই সিক্রেটটা প্রকাশ করা আমার পক্ষে উর্বর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। এতে ক'রে আমার পাপাসি হুমকির মুখে পড়ে যাবে।"

"এটা অন্য কারোর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে।"

পোপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

ফাদার দোনাতি সিস্টার রেজিনা কারাকাসির খোঁজে বের হলো। কিন্তু ফাদার দোনাতি চার্চের অনেক রেকর্ডপত্র ঘাটার ফলে ক্রুক্স ভিরার শিকারীরা ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়। ফাদার খুঁজে বের করে উত্তরের এক নির্জন গ্রামে সিস্টার বসবাস করছেন। সিস্টারকে ১৯৪২ সালের সেই রাতের ঘটনা স্মরণ করতে বললে সিস্টার রেজিনা তাকে চিঠির কপিটা দেন—বিয়ের আগের রাতে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন। ফাদার দোনাতি তখন তার কাছে জানকে চাইলো তিনি এ বিষয়ে জনসম্মুখে মুখ খুলবেন কিনা। অনেক সময় গড়িয়েছে সুতরাং ফাদার দোনাতি তাকে যা করতে বলবে তিনি তাই করবেন ব'লে জানালেন।

সিস্টার রেজিনার চিঠিটা যতো শক্তিশালীই হোক না কেন ফাদার দোনাতি জানতো আরো অনেক প্রমাণ জোগাড় কতে হবে তাকে। কিউরিয়ার অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরেই একটা গুজব ছিলো যে কেজিবি'র কাছে চার্চের এমন সব বিষয়ে কিছু ডকুমেন্ট আছে যা প্রকাশ করা হলে চার্চের ভয়াবহ ক্ষতি হবে। আরো গুজব ছিলো পোল্যান্ডের পোপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তার সাথে শো-ডাউনের সময় কেজিবি এইসব দলিল-দস্তাবেজ প্রায় প্রকাশ করেই ফেলেছিলো, কিন্তু কেজিবি'র অভ্যন্তরে কিছু ঠাণ্ডামাথার লোকজনের কারণে শেষপর্যন্ত তা আর হয় নি। ডকুমেন্টগুলো এখনও কেজিবি'র আর্কাইভে রক্ষিত আছে। ফাদার দোনাতি গোপনে মস্কোয় গিয়ে রাশিয়ান ফরেন ইন্টেলিজেন্সের প্রধানের সঙ্গে দেখা করে, তারাই কেজিবি'র বর্তমান উত্তরসূরী। তিন দিন ধরে আলাপ আলোচনা করার পর ফাদার ডকুমেন্টগুলো হাতে পায়। যুদ্ধের শেষের দিকে অগ্রগামী মার্টিন লুথার কর্তৃক এডলফ আইখম্যানকে লেখা লেক গার্দার কনভেন্টের মিটিঙের এই মেমোরান্ডামটি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে এসে পড়ে।

"ওটা পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম আমার সামনে কঠিন একটা যুদ্ধ অপেক্ষা করছে," বললেন পোপ। "ডকুমেন্টটাতে একটা মারাত্মক শব্দ আছে।"

"ক্রুক্স ভিরা," গ্যাব্রিয়েল কথাটা বললে পোপ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

এইসব ডকুমেন্ট সঠিক লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্যে ফাদার দোনাতি দৃঢ়প্রতীজ্ঞ একজন লোক খুঁজতে শুরু করলো। সমালোচনার উর্ধ্বে থাকা এক লোক, যার অতীত কর্মকাণ্ড বেশ উজ্জ্বল। মিউনিখের লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ান ইউনিভার্সিটির সাথে জড়িত এক ইসরায়েলি হলোকাস্ট ইতিহাসবিদের দ্বারস্থ হলো সে প্রফেসর বেনজামিন স্টার্ন। ফাদার দোনাতি মিউনিখের এডালবারস্ট্রাসিতে তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে গোপনে দেখা ক'রে প্রফেসরকে ডকুমেন্টগুলো দেখিয়ে তাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করার কথা বলে। এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্যে ভ্যাটিকানের সর্বোচ্চ পদের একজন লোকের অনুমোদনপত্র দেখাতে হয়েছে তাকে। সেটা কার হতে পরে তা সহজেই অনুমেয়। এইসব ডকুমেন্ট বই হিসেবে প্রকাশ হবার পর ভ্যাটিকান থেকে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে না। ভ্যাটিকান অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবে। প্রফেসর স্টার্ন প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। ডকুমেন্টগুলো নিয়ে প্রফেসর তার নিউইয়র্কের প্রকাশকের সাথে বই প্রকাশ করার চুক্তি সম্পাদন ক'রে কাজটা শুরু করা জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নেয়। ফাদার দোনাতির পরামর্শে একদম গোপনীয়তার সাথে কাজটা করতে থাকে প্রফেসর।

কিন্তু তিন মাস পর থেকেই সমস্যা পাকাতে শুরু করে। ফাদার সিজার ফেলিচি নিঁখোজ হয়ে যান। এর দু'দিন পর উধাও হন ফাদার মানজিনি। ফাদার দোনাতি সিস্টার রেজিনাকে সতর্ক ক'রে দিলেও একটু দেরি হয়ে যায়, তিনিও লাপাত্তা হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ফাদার মিউনিখে গিয়ে বেনজামিন স্টার্নকে সাবধান ক'রে দেয় যে তার জীবন মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবে ব'লে প্রফেসর তাকে আশ্বস্ত করে। ফাদার দোনাতির আশংকা হতে থাকে প্রফেসরের জীবন এবং তার এই কর্মকাণ্ড বিরাট এক হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। একজন দক্ষ কৌশলী হিসেবে ফাদার একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে নেমে পড়ে।

"আর তারপরই তারা বেনজামিনকেও হত্যা করে," গ্যাব্রিয়েল বললো।

"বলার অপেক্ষা রাখে না এটা খুবই মারাত্মক একটি ব্যাপার। এরজন্যে আমি নিজেকেই দায়ি মনে করি।"

ফাদার দোনাতি এই হত্যাকাণ্ডে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পোপ বলতে শুরু করলেন আবার। গার্দার কনভেন্টের সিক্রেট প্রকাশ করে ক্রুক্স ভিরাকে ধ্বংস করার প্রতীজ্ঞা করে সে। তাই তড়িঘড়ি করেই রোমের সিনাগগে পোপের সফর করার কর্মসূচী প্রণয়ন করে ফাদার। তার জানা মতে ক্রুক্স ভিরার সাথে জড়িত লোকদের কানে সে এই সিক্রেট ফাঁস করার কথা পৌছে দেয়—সে জানতো এই

কথাটা প্রকারান্তরে কার্লো কাসাগ্রান্দি আর কার্ডিনাল ব্রিন্দিসির কানে চলে যাবে। *লা রিপাবলিকা* পত্রিকার বেনেদেত্তো ফো'কে দিয়ে পোপের শৈশব নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্যে বলে ফাদার। ফো কাজ করে ভ্যাটিকানের প্রেস অফিসের সাথে সুতরাং খবরটা রুডলফ গণ্‌থজের কানেও চলে যায়, যে কিনা সিক্রেট সোসাইটির অন্যতম সদস্য।

"ফাদার দোনাতি পাগলা ষাড়ের সামনে লাল কাপড় নাড়াতে শুরু করলেন আর কি," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আর সেই লাল কাপড়টি হলেন আপনি।"

"একদম ঠিক," জবাবে বললেন পোপ। "তার আশা ছিলো ক্রুক্স ভিরাকে সে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে যাতে ক'রে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে বসে আর সেটাকে পুঁজি করে তাদের ধ্বংস করার কাজটার বৈধতা দেয়া যায়।"

"খুবই পুরনো একটি কৌশল," বললো গ্যাব্রিয়েল। "আপনার জীবন বাজি রেখে একটি ভ্যাটিকান ষড়যন্ত্র। আর সেটা ফাদার দোনাতি যতোটা আশা করেছিলেন তারচেয়েও বেশি কাজে দিয়েছে। কার্লো কাসাগ্রান্দি তার গুপ্তঘাতককে পাঠিয়ে কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকে হত্যা ক'রে নিজে আত্মহত্যা করে। তারপর ফাদার দোনাতি বেনেদেত্তো ফো'কে পুরস্কৃত করে ক্রুক্স ভিরার নোংরা কার্যকলাপের সমস্ত বিবরণ দিয়ে। ওই গোপন সংগঠনটি এখন ধিকৃত আর নিন্দিত।"

"অবশেষে কিউরিয়া তাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে, অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও।" গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরে পোপ তার দিকে তাকালেন। "এখন তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে। তোমার বন্ধু হত্যার অপরাধের জন্যে আমাকে কি তুমি ক্ষমা করবে?"

"আমার ক্ষমা করার কিছু নেই, হলিনেস।"

নদীর ওপারে তাকালেন পোপ। "কখনও কখনও রাতের বেলায় যখন বাতাস এদিকে বইতে থাকে কসম খেয়ে বলছি আমি সেটা এখনও শুনতে পাই। জার্মান ট্রাকের শব্দ। পোপের কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়ে আকুল আবেদন। এখনও মাঝেমধ্যে আমি আমার হাতে রক্ত দেখতে পাই। বেনজামিনের রক্ত। আমরা তাকে আমাদের নোংরা কাজে ব্যবহার করেছি। আমাদের কারণেই সে আজ মৃত।" গ্যাব্রিয়েলের দিকে ফিরলেন তিনি। "তোমার ক্ষমার দরকার আছে আমার। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চাই।"

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো গ্যাব্রিয়েল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। পোপ তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে থেমে গেলেন। গ্যাব্রিয়েলের কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

ফাদার দোনাতি তাকে ব্রোঞ্জ দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে দেখে

গ্যাব্রিয়েলের হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলো। "কার্ডিনাল ব্রিন্দিসিকে হত্যা করার আগে লেপার্ড কিভাবে যেনো পাপালের স্টাডিরুমে ঢুকে পড়েছিলো। পোপের ডেস্কে সে এটা রেখে গেছে। আমার মনে হয় এটা আপনার দেখা দরকার।"

তারপর গ্যাব্রিয়েলের সাথে করমর্দন ক'রে প্রাসাদের ভেতর চলে গেলো সে। ব্যাসিলিকার ঘড়িতে ন'টা বাজার ঘণ্টা বাজলে গ্যাব্রিয়েল সেন্ট পিটার্স স্কয়ার থেকে বের হয়ে গেলো, সেন্ট অ্যান গেটের বাইরে একটি অফিশিয়াল গাড়ি অপেক্ষা করছে তার জন্যে। এখনও ভেনিসে যাবার রাতের ট্রেনটা ধরা সম্ভব।

খামটা খুললো সে। হাতে লেখা চিরকুটটা খুবই ছোটো, আর সেটা মূল চিরকুটেরই ফটোকপি, তবে নাইন মিলিমিটারের বুলেটটা একেবারেই আসল।

এটা আপনার উপরেই ব্যবহার করার কথা ছিলো, হলিনেস।

চিরকুটটা দলা পাকিয়ে ফেললো গ্যাব্রিয়েল। কিছুক্ষণ পর তাইবার নদী পার হবার সময় সেই কাগজের দলাটি ফেলে দিলো ঘনকালো পানিতে তবে বুলেটটা রেখে দিলো জ্যাকেটের পকেটে।

অধ্যায় ৩৮

গ্রিন্ডেলওয়াল্ড, সুইজারল্যান্ড

পাঁচ মাস পর একটু আগেভাগেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেলো। নভেম্বরের এক রাতে ইগার আর জাঙ্গফ্রাউ পর্বতের উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বইতে বইতে এই তুষারপাতের সূচনা। পর্বতের পাদদেশ ক্লাইন শিডেগের পাহাড়ি ঢালু দিয়ে পড়ন্ত বিকেলে স্কি ক'রে যাচ্ছে এরিক ল্যাঙ্গ।

ঢালুর একেবারে নীচে একটা পাইন গাছের গোড়ায় এসে থামলো সে। ঘন মেঘের আড়ালে চলে গেছে সূর্য, অরণ্যে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। স্মৃতি থেকে ল্যাঙ্গ পথটা আন্দাজ ক'রে গাছগাছালির মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগলো।

তার কেবিনটা অরণ্যের শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে, গ্রিন্ডেলওয়াল্ড পর্বতের দিকে মুখ ক'রে আছে সেটা। স্কি করতে করতে ল্যাঙ্গ পৌঁছে গেলো তার কেবিনের পেছন দিকে। হাতের গ্লাভ জোড়া খুলে দরজার পাশে রাখা সিকিউরিটি প্যাডে পাসওয়ার্ড পাঞ্চ করলো।

একটা শব্দ শুনতে পেলো সে। তাজা তুষারের উপর কারো পায়ের শব্দ। ঘুরেই দেখতে পেলো এক লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। গাঢ় নীল রঙের পশমের কোট পরা, ছোটো ক'রে ছাটা চুল, কানের দু'পাশে ধূসর হয়ে আসছে কিছুটা। চোখে সানগ্লাস। স্কি জ্যাকেটের জিপার খুলে ভেতর থেকে তার প্রিয় স্টেচকিনটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো ল্যাঙ্গ। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। নীল রঙের পশমের কোট পরা লোকটি ইতিমধ্যেই বেরেটা পিস্তল তার বুক বরাবর তাক ক'রে ফেলেছে, লোকটা এখন দ্রুত হেটে আসছে তার দিকে।

*ইসরায়েলিটা...*ল্যাঙ্গ এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত। সে জানে তারা টার্গেটের দিকে এগোতে এগোতে গুলি করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। *গুলি করে যাও যতোক্ষণ না টার্গেট মারা যায়।*

ইসরায়েলিটা যখন তাকে গুলি করলো তখন ল্যাঙ্গ তার স্টেচকিনটা স্পর্শ করেছে মাত্র—একটাই গুলি করা হলো তাকে, আর সেটা ল্যাঙ্গের ঠিক হৃদপিণ্ড বরাবর। পেছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাজা তুষারের উপর। হাত থেকে ছিটকে গেলো তার প্রিয় স্টেচকিনটা।

ইসরায়েলি লোকটা এসে দাঁড়ালো তার সামনে। আরো কয়েকটা বুলেটের জন্যে প্রস্তত হলো ল্যাঙ্গ, কিন্তু ইসরায়েলিটা কেবল তার সানগ্লাস সরিয়ে

কপালের উপর তুলে রাখলো। বেশ আগ্রহভরে ল্যাঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার চোখ দুটো সুন্দর আর সবুজাভ। এটাই ল্যাঙ্গের শেষ দেখা কোনো দৃশ্য।

উপত্যকা থেকে নেমে এলো সে, নীচে তার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে, পাহাড়ের ঝর্ণার পাশেই পার্ক করা আছে সেটা। তাকে আসতে দেখেই ইঞ্জিন চালু ক'রে দেয়া হলো। প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে ঝুঁকে দরজাটা খুলে দিলো চিয়ারা। গাড়িতে উঠে বসে দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো গ্যাব্রিয়েল। তোমার জন্য, বেনি, মনে মনে বললো সে। তোমার জন্য।

মিউনিখে এক প্রফেসরকে হত্যা করা হলো, পুলিশের দাবি উগ্রডানপন্থীরাই এ কাজ করেছে। ডাক পড়লো আর্ট রেস্টোরার গ্যাব্রিয়েল আলোনের, যেকিনা নিজের অতীত আড়াল করে ভিন্ন এক পেশায় নিয়োজিত। গ্যাব্রিয়েল নিশ্চিত হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে গভীর এক ষড়যন্ত্র।
ঠিক একই সময় ভ্যাটিকানে নতুন পোপ তার গোপন পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন—পরিকল্পনাটি সফল হলে চার্চের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন কিন্তু ব্যর্থ হলে ধ্বংস হয়ে যাবে ক্যাথলিক চার্চ। এদিকে ভ্যাটিকানের অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর এক সিক্রেট সোসাইটি মরিয়া হয়ে থামাতে চায় এ দু'জনকে—হত্যা আর গুমের পথ বেছে নেয় তারা।
ধীরে ধীরে অনেক নাটকীয়তা আর সহিংসতার মধ্য দিয়ে এ দু'জন লোক খুব কাছাকাছি এসে পড়ে...বেরিয়ে আসে দীর্ঘদিন ধরে মাটিচাপা দিয়ে রাখা অবিশ্বাস্য সব সিক্রেট, বিপন্ন হয়ে ওঠে তাদের জীবন।
শেষ পর্যন্ত তারা কি তাদের মিশনে সফল হয়েছিলো, নাকি সত্যটা অন্ধকারেই রয়ে গেলো?
অসাধারণ এক প্লট—বিরামহীনভাবে এগিয়ে গেছে রোমাঞ্চকর গতিতে। *দ্য কনফেসর*-এর চমৎকার সমাপ্তি পাঠককে মুগ্ধ করবে।

'খুবই গবেষণালব্ধ এবং ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস দ্য কনফেসর। তবে এসব তথ্য আর ইতিহাস উপন্যাসটিকে এক সেকেন্ডের জন্যেও ধীরগতির করে নি। নাওয়াখাওয়া ভুলে পড়ার মতো একটি থৃলার'

— *ওয়াশিংটোনিয়ান*

'ভ্যাটিকানের বহুল কথিত একটি ঘটনা সিলভার হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণভাবে উপস্থিত হয়েছে। মিউনিখ-ভেনিস-রোম-সুইজারল্যান্ড-লন্ডন! সিলভার উপন্যাস এগিয়ে গেছে রেসিংকারের গতিতে'

— *দ্য শিকাগো ট্রিবিউন*

'চমৎকার সমাপ্তি...দারুণভাবে এগিয়ে গেছে এর কাহিনী...যেমন সিরিয়াস তেমনি রোমাঞ্চকর'

— *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*

'সিলভা থৃলার উপন্যাস জগতে নতুন মাস্টার...পাঠকের কাছে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে খুবই বাস্তব বলে মনে হবে'

— *লাইব্রেরি জার্নাল*

'সিলভা...পাঠককে রোমাঞ্চিত করে রাখে'

— *পাবলিশার্স উইকলি*

'কনফেসর-এর প্লটটি জটিল কিন্তু নিখুঁত, পড়া শেষ করে পাঠক বুঝতে পারবেন চমৎকার একটি থৃলার পড়েছেন'

— *বুক রিপোর্টার ডটকম*

'যারা পরিপক্ক থৃলার ভালোবাসেন তারা সিলভার ভক্ত হবেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর *দ্য কনফেসর* তাদের পুরোপুরিই তৃপ্ত করবে'

— *পিটসবার্গ পোস্ট গেজেট*

ISBN 984872929-2
9789848729250

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...